ADMINISTRATIVE REFO

সরকারী কাজে ব্যবহারের জন্য।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি
(সমাজ)
শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান

৩৭২
ন্যাশপ্রা

একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন, ময়মনসিংহ
জুন—১৯৮৪ ইং

ADMINISTRATIVE REFORM

কেবল মাত্র সরকারী কাজে ব্যবহারের জন্য

"প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান ও তত্ত্বাবধান"

(১৩ই নভেম্বর—১লা ডিসেম্বর, '৮৩ পি, টি, আই উপদেষ্টাগণের প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন)

Bangladesh Public Administration Training Centre Library
Savar
Dhaka
Estd. 1984

ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন, ময়মনসিংহ।

জুন—১৯৮৪ ইং।

29 JUN 1987

ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন,
ময়মনসিংহ
পরিচালকের পক্ষে—
প্রকাশনা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রকাশকাল : জুন, ১৯৮৪ ইং।

BPATC LIBRARY
Accession No. 38812
Class No. ৩৭২/ নড়াকামা
Source Cost

মুদ্রাকর :
হারুন-অর-রশীদ
আজিজ প্রিন্টার্স
৩/ছ, শ্যামাচরণ রায় রোড
(জিলাস্কুল মোড়)
ময়মনসিংহ।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)
শিক্ষাদান ও তত্ত্বাবধান

কোর্স পরিচালক : জনাব এ, কে, আবদুল মান্নান, বিশেষজ্ঞ

সহযোগিতায় : মিসেস আনার কলি হোসেন, প্রভাষক

সার্বিক সহযোগিতায় : একাডেমীর অনুষদ সদস্যবৃন্দ

পৃষ্ঠপোষকতায় : জনাব খান আলাউদ্দীন, পরিচালক
ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন, ময়মনসিংহ

সার্বিক নির্দেশনায় : ডঃ এ, কে, এম, ওবায়েদ উল্লাহ্
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন
ময়মনসিংহ-এর
সম্পাদনা কমিটি

জনাব এম, আলী আকবর,	সভাপতি
জনাব এ, কে, আবদুল মান্নান,	সদস্য সচিব
জনাব মুহাম্মদ সুবেদ আলী,	সদস্য
জনাব আয়েশা আক্তার খাতুন	”
জনাব মু, আল্লাহ বকস	”
জনাব আবদুল জলিল তালুকদার,	
জনাব মু, মমতাজুল হক	

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের পি, টি, আই, সমূহের উপদেষ্টাগণের পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়ে তিন সপ্তাহ ব্যাপী প্রশিক্ষণের তথ্যপত্র সমন্বয়ে রচিত এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রকাশনা ক্ষেত্রে একাডেমীর বিভিন্ন পদক্ষেপের অন্যতম। এতে সন্নিবেশিত তথ্যপত্র দ্বারা প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক, প্রশিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়কগণ উপকৃত হবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানকে আকর্ষণীয় করার বিভিন্ন কলাকৌশল এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তে কর্মতৎপর পদ্ধতিতে শিক্ষাদান এবং পরিদর্শণ, পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে শিক্ষাকে বাস্তব ভিত্তিক করার উপর গুরুত্বদানের যে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে পারবে বলে আশা করি।

প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মের মাধ্যমে শিক্ষার বাস্তব ভিত্তিক প্রয়োগ প্রচেষ্টার উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে মাঠে তৈরী, বাংলাদেশের ম্যাপ, হার্ডবোর্ড ও কাদা মাটির রিলিফম্যাপ, একাডেমীর ভবিষ্যত প্রশিক্ষণার্থীদেরকে কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) প্রশিক্ষণকে সাফল্য মণ্ডিত করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য কোর্স পরিচালক জনাব আঃ খাঃ আবদুল মান্নান, তাঁর সহকর্মী মিসেস আনার কলি হোসেন এবং অনুষদ সদস্যগণ যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলশ্রুতি হিসাবে এ প্রশিক্ষণ পত্র প্রাথমিক শিক্ষার মান-উন্নয়নে অবদান রাখতে পারলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

(খান আলাউদ্দীন)
পরিচালক,
ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী
এডুকেশন, ময়মনসিংহ।

24 JUN 1987

ভূমিকা ঃ

১৯৮৩-৮৪ সালে একাডেমী কর্তৃক পি, টি, আই উপদেষ্টাগণের প্রাথমিক পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হয় পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়ে প্রশিক্ষণ তার অন্যতম। এর মাধ্যমে কর্মকেন্দ্রিক উপায়ে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানের আধুনিক কলাকৌশল, কর্মভিত্তিক শিক্ষা, পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও বিবিধ পর্য়ায়ে হাতে কলমে কাজের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগে শিক্ষাদান নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে আকর্ষণীয়, কার্যকর এবং অর্থবহ করার জন্য আধুনিক পদ্ধতি সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান ক্ষেত্রে যে যে পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে এর মাধ্যমে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কলা কৌশল তুলে ধরা হয়েছে।

শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা দীর্ঘ দিনের। এ প্রচেষ্টা আবর্তিত হচ্ছে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষাকে ঘিরে। প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। এর উপর নির্ভর করে জাতির ভবিষ্যত উন্নতি অবনতি। তাই প্রাথমিক শিক্ষার দিক নির্দেশনা দানের জন্য অতি ইদানিং কালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অত্র একাডেমী। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এর নিরলস প্রচেষ্টার কথা সর্বজন বিদিত। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য একাডেমী যে সার্বিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার মূলে রয়েছে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা এবং ব্লক টিচিং চালু করার পদক্ষেপ সমূহ। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিভাগ কর্মকেন্দ্রিক ও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর গবেষণা ছাড়াও দত্তক স্কুল এবং বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ পদ্ধতিকে কার্যকর ভাবে প্রয়োগের বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

এতদ্প্রেক্ষিতে আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর বিশিষ্ট দিক ছিল কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদানকে জীবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তোলা। প্রশিক্ষণার্থীদের অনেকেই বয়স্ক হলেও নির্দ্বিধায় হাতে কলমে কাজ করেছে দলীয় এবং ব্যক্তিগত ভাবে। তাঁদের কাজের নমুনা তুলে ধরা হয় একটি মনোরম প্রদর্শণীর মাধ্যমে। তাতে কর্মী প্রশিক্ষণার্থী প্রশংসা কুড়িয়েছেন অজস্র। তাঁদের কাজের উজ্জ্বল নিদর্শন পরিচালকের অফিস কক্ষ সংলগ্ন বাংলাদেশের ম্যাপ, কাদা-মাটি দিয়ে তৈরী বাংলাদেশের রিলিফ-মানচিত্র, বাঁশ ও ছনের তৈরী গৃহ, ম্যাজিক বক্স, পুতুল ও অন্যান্য উপকরণ।

এ সবের পেছনে যিনি প্রেরণা, উৎসাহ এবং আর্থিক সাহায্য যুগিয়েছেন তিনি হলেন অত্র একাডেমীর সুযোগ্য পরিচালক জনাব খান আলাউদ্দীন। তাঁর নিকট জানাই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। আমার সহকর্মী মিসেস আনার কলি হোসেন তাঁর অকৃত্রিম সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা প্রশিক্ষণকে এগিয়ে নিয়েছেন ধাপে ধাপে। একাডেমীর সম্মানিত অনুষদ সদস্যবৃন্দ এবং উপ-পরিচালকদ্বয় ও তাঁদের প্রত্যক্ষ সাহায্য দানে প্রশিক্ষণকে করেছেন কর্মবহুল ও প্রাণবন্ত। তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রকাশনা কমিটির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। এ প্রশিক্ষণপত্র ছাপানোর ব্যাপারে আজিজ প্রিণ্টার্সের ম্যানেজার জনাব ইসরাইল হোসেন খান এর অক্লান্ত পরিশ্রম স্মরণ করে তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমাদের বিভাগীয় মুদ্রাক্ষরিক আবুল খায়ের প্রশিক্ষণপত্র টাইপ করার জন্য যে নিরলস পরিশ্রম করেছেন তার জন্য তাকেও ধন্যবাদ জানাই।

যে কোন ছাপার কাজে সার্বিক প্রচেষ্টা সত্বেও কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ এতে কোন অসুবিধায় পড়বেন না বলেই দৃঢ় বিশ্বাস।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিভাগের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষক, প্রশিক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়কগণ উপকৃত হলে পরিশ্রম সার্থক ভেবে সুখী হব। এতে সম্বলিত বার্ষিক কর্মসূচী প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা রচিত। শিক্ষকগণ এগুলো অনুসরণ করতে পারেন অথবা তাঁদের নিজস্ব কর্মসূচী রচনা করতে পারেন।

(আঃ খাঃ আবদুল মান্নান)
সহযোগী অধ্যাপক,
কোর্স পরিচালক,
ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন,
ময়মনসিংহ।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) প্রশিক্ষণ সম্পর্কে প্রতিবেদন

বাংলাদেশের পি, টি, আই সমূহের পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়ক উপদেষ্টাদের প্রশিক্ষণদান পদ্ধতি উন্নত করণ মানসে তাদেরকে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ-করণ ও আধুনিক এবং পরিবর্তিত চিন্তাধারার সাথে পরিচিতি ঘটানোর লক্ষ্যে গত ১৩/১১/৮৩ হতে ১/১২/৮৩ পর্যন্ত ২১ দিনের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয় তাতে বিভিন্ন পি, টি, আই থেকে সর্বমোট ৩৭ জন উপদেষ্টা অংশ গ্রহণ করে... বাকী ১০টি পি, টি, আই থেকে কোন উপদেষ্টা প্রেরণ করা হয়নি।

১৩/১১/৮৩ তারিখে ভোর নয় ঘটিকায় নিবন্ধীকরণ কাজ আরম্ভ হয় এবং ১০.২৫ মিনিটে হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন মাননীয় উপ-পরিচালক জনাব এম আলী আকবর। সভাপতির ভাষণে তিনি বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং দুই বছরের পি, টি, আই কোর্সের প্রেক্ষিতে তার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তাছাড়া উপ-পরিচালক জনাব আমীর উদ্দীন, বিশেষজ্ঞ সর্বজনাব সুবেদ আলী, আবু সাইয়িদ, আয়েশা আখতার খাতুন এবং আঃ জলিল তালুকদারও মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। বিভাগের তরফ থেকে এ কোর্সের উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়।

১. ***কোর্সের উদ্দেশ্য***ঃ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির উপর বাংলাদেশের ভবিষ্যত উন্নতি নির্ভরশীল। তাই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার উন্নতি বিধানের সার্বিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন সদাশয় সরকার। এ প্রচেষ্টার চাবিকাঠি হল প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি কল্পে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের মন মানসিকতা পরিবর্তন করে শ্রেণীকক্ষে গতানুগতিক পদ্ধতিতে পঠন-পাঠনের পরিবর্তে কার্যকরভাবে অত্যাধুনিক শিশুকেন্দ্রিক পদ্ধতির প্রয়োগে শিক্ষাদান বিশেষ প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অন্যতম প্রচেষ্টা হিসেবে মৌলিক শিক্ষা একাডেমী বিষয় কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণের সুদীর্ঘ ও বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান বিষয়ে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের এ প্রচেষ্টা তার অন্যতম।

এ প্রশিক্ষণে যোগদানকারী প্রশিক্ষক বৃন্দ এবং তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিদের সমবেত প্রচেষ্টায় অত্র বিষয়ে শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন ও কার্যকরভাবে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগের বাস্তব দিক নির্দেশনা দান এবং নিম্নের বিশেষ উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করাই ছিল এ কোর্সের প্রধান উদ্দেশ্য :

১। পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীতে নির্দেশিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া।

২। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন করা।

৩। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান সমস্যা চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের পথ নির্দেশনা দান।

৪। শিক্ষাদান সফল করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষকদের আধুনিক পদ্ধতি ও প্রয়োগ সম্বন্ধে অবহিত করা।

৫। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদান প্রচেষ্টাকে উন্নত করার মানসে ও হাতে কলমে কাজে দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রচেষ্টাকে জোরদার করা।

৬। বিষয়ভিত্তিক উপকরণ তৈরীর ধ্যান ধারণা, সহজলভ্য উপকরণ সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণের পন্থা নির্দেশ করা।

৭। পরিদর্শন ও পেশাভিত্তিক কাজ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সঠিক অভিযোজন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

৮। কর্মকেন্দ্রিক উপায়ে শিক্ষাদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রহণীয় পদক্ষেপ আলোচনা করা।

৯। শিক্ষায় আধুনিক চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও বাস্তব প্রয়োগের পন্থা নির্বাচন করা।

১০। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য এ, টি, ই, ও, গণের প্রশিক্ষকদেরকে প্রস্তুত করা।

১১। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান ক্ষেত্রে গতানুগতিকতার পরিবর্তন আনয়ন করে কর্মভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে সুনাগরিক সৃষ্টি করে সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা।

১২। স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষাদানের কার্যকর পদ্ধতিতে প্রশিক্ষকদের উদ্বুদ্ধ করা।

১৩। প্রাথমিক পর্যায়ে সার্বজনীন শিক্ষাদান কর্মসূচীর লক্ষ্য অর্জনে বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়া।

১৪। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাদান কলাকৌশল সম্বন্ধে অবহিত করিয়ে শিক্ষার সার্বিক মান উন্নীত করার লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া।

১৫। শিশুকর্মের মাধ্যমে শিশুদেরকে শিক্ষাদান নিশ্চিত করা।

ব্যবহারিক কাজ: পূর্ব-থেকে ব্যবহারিক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সে উদ্দেশ্যে প্রথম ১৫।১১।৮৩ থেকে আরম্ভ করে প্রায় সকল দিন বিকাল বেলা ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত দুটো করে ক্লাস পরিচালনা করা হয়। ব্যবহারিক কাজ পরিচালনার ব্যাপারে বিভাগের বিশেষজ্ঞ ও প্রভাষক ছাড়াও চারু এবং কারু বিভাগের জনাব দেলোয়ার হোসেন এবং জনাব কাজী শামসুল বাসেত বিশেষ ভাবে সহায়তা করেন।

ব্যবহারিক কাজের সাথে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশকে জানার ব্যবস্থা রাখা হয়। তবে নানান কারণে সবাইকে নিয়ে দূরবর্তী স্থানে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

প্রদর্শনী: ব্যবহারিক কাজের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রথমত বড় ধরণের কাজের জন্য ৫টি দলে বিভক্ত করা হয়। মাঠে বাংলা দেশের ম্যাপ তৈরীর জন্য একটি বিশেষ দল করা হয়। তার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ১৫ জন খুব আগ্রহী থাকলেও মোঃ কাজী শহীদুর রহমান, গোলাম মোস্তফা, চণ্ডীচরণ মজুমদার এবং অন্য দুই একজন উপদেষ্টাই তাতে বেশীর ভাগ কাজ করেছেন।

মাঠে বাংলাদেশের ম্যাপ তৈরীর জন্য মাননীয় পরিচালকের সহৃদয় এবং সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর উপদেশ এবং আর্থিক সাহায্য না পেলে ইট-সিমেন্টের গাথনী সহকারে এত সুন্দর ম্যাপ তৈরী সম্ভব হত না। জনাব কাজী শামসুল বাসেত ও তাঁদের কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীরা এর ফলক লিখে দেন।

বিশেষ কাজ ছাড়াও "ক" দল ঘর, "খ" দল মাটির রিলিফ ম্যাপ, "গ" দল ম্যাজিক বক্স, "ঘ" দল পালকী এবং মেয়েরা পুতুল, ফুল ইত্যাদি তৈরী করেন।

তা ছাড়া প্রত্যেকে একাধিক নমুনা তৈরী করেন। যেমন মাটি দিয়ে মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, ফল, তরকারীর নমুনা, অনেক প্রকারের চার্ট, ম্যাপ, সময় রেখা, ছবি ইত্যাদি

তৈরী করে ২০/১২/৮৩ তারিখে একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাঁদের তৈরী শিক্ষোপকরণ তুলে ধরেন। প্রদর্শণী উদ্বোধন করেন মাননীয় পরিচালক জনাব খান আলাউদ্দীন। তিনি মাঠে তৈরী বাংলাদেশের ম্যাপ সংলগ্ন সবুজ প্রান্তরে বঙ্গোপসাগরের পাদমূলে দাঁড়িয়ে লাল ফিতা কেটে প্রদর্শণী উদ্বোধন করার সময় কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রযাত্রা কর্মবহুল ও সফল করার দিক নির্দেশনা দেবার জন্য পি, টি, আই উপদেষ্টাদের প্রতি আহবান জানান।

পরে তিনি শ্রেণীকক্ষের বারান্দায় সজ্জিত প্রদর্শণী জিনিষ জনষ ঘুরে ঘুরে আগ্রহ সহকারে দেখেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের দলীয় কাজ ও নিজ নিজ উপকরণ সম্পর্কে মন্তব্য আগ্রহ সহকারে শোনেন এবং নিম্নের মন্তব্য রাখেন :—

১। জনাব খান আলাউদ্দীন পরিচালক, মৌলিক শিক্ষা একাডেমী, সহৃদয় মন্তব্য রাখেন, "তিন সপ্তাহব্যাপী পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়ের প্রশিক্ষণ শেষে আজ যে প্রদর্শণী করা হয়েছে তাতে গতানুগতিক শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তে যে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা যায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সমস্ত শিক্ষোপকরণ প্রস্তুতির কলাকৌশল যদি সত্যিকারে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ তাঁদের প্রতিষ্ঠানেও কাজে লাগান তবেই এ প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এ উদ্যোগের পশ্চাতে যে সকল বিশেষজ্ঞমণ্ডলী ও প্রশিক্ষণার্থী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।"

২। উপ-পরিচালক জনাব এম, আলী আকবর বক্তব্য রাখেন, "পরিবেশের ঘটনাবলী তথ্যবহুল ভাবে বই পুস্তকে পাঠ করার চাইতে কর্ম প্রচেষ্টায় প্রশিক্ষণার্থীদের এ উদ্যম প্রশংসনীয়।"

৩। জনাব আবু সাইয়িদ মন্তব্য রাখেন, "অনেক শিক্ষোপকরণই অভিনব ও আকর্ষণীয় লেগেছে প্রদর্শিত শিক্ষোপকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিবেশ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মেছে। এরূপ বিবরণ বাস্তবে ব্যবহার করে আমরা শিক্ষাদান কার্যে একটা নুতন দিগন্ত আনতে সক্ষম হব।"

৪। জনাব মমতাজ মহল মন্তব্য রাখেন, "সমস্ত শিক্ষোপকরণই ভাল হয়েছে। আশা করছি শিক্ষাদানের সময় এগুলো আমাদের শিশুমনে দাগ কাটতে সক্ষম হবে। এর ফলে নূতন দিগন্ত আনতে সক্ষম হবে আমাদের শিক্ষাকাশে। এ প্রচেষ্টার সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ-ভাবে জড়িত তাঁদের সকলকেই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।"

৫। জনাব আল্লাহ বকস্ মন্তব্য করেন যে, "তিন সপ্তাহব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তৈরী শিক্ষোপকরণের সমন্বয়ে আয়োজিত পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়ে পি, টি, আই স্টাফের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদর্শনী সমগ্র প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সাফল্যের একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ইহা কোর্স পরিচালক সহকর্মীবৃন্দ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের একটি অনবদ্য কৃতিত্ব।"

৬। জনাব আজিজুন নাহার মন্তব্য রাখেন যে, "পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়কে ব্যবহার উপযোগী করার যে উদ্যোগ এই প্রদর্শনীতে নেয়া হয়েছে তা সত্যি সুন্দর এবং সার্থক। প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মদক্ষতা তখনই সার্থক হবে যখন এর প্রতিফলন বাংলাদেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষাদানকালে ব্যবহার করছেন দেখা যাবে। সবাইকে ধন্যবাদ।"

৭। জনাব মোঃ মমতাজুল হক মন্তব্য রাখেন যে, "পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা পরিচালিত ও নির্মিত বিভিন্ন শিক্ষোপকরণের প্রদর্শনী সত্যিই সুন্দর ও বিজ্ঞোচিত হয়েছে। তাঁদের এ উদ্যোগ ও প্রেরণা আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দিশারী হয়ে থাকুক।"

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : ৩০/১১/৮৩ তারিখেই বিকাল ৩-২০ মিনিটে প্রশিক্ষণার্থীদের দ্বারা একটি বিশেষ আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। মাননীয় পরিচালকসহ অন্যান্য সকল অনুষদ সদস্য তা দেখে খুবই আনন্দিত হন। অনুষ্ঠানের শেষে মাননীয় পরিচালক তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে শিশুদেরকে আনন্দদান ও খেলাচ্ছলে শিক্ষা দেবার প্রতি জোর দেন।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre

সমাপনী অনুষ্ঠান : ডিসেম্বরের প্রথম তারিখে কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কোর্স শেষ হয়। তাতে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন মাননীয় পরিচালক জনাব খান আলাউদ্দীন। তাঁর মূল্যবান ভাষণে তিনি কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। ১৯৮৪ সালের প্রথম থেকে একাডেমীর ল্যাবিরেটরী পি, টি, আই, ময়মনসিংহের পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে ফর্ম টিচিং কনসেপ্ট চালু করার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন যে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাদান ক্ষেত্রে কর্মতৎপর পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা অনেক সমস্যারই সমাধান হতে পারে এবং ছাত্র অনুপস্থিতি ও তাদের বিদ্যালয় ত্যাগ কমাবার জন্য শিক্ষাদানকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারি। তা ছাড়া এ অনুষ্ঠানে উপ-পরিচালকদ্বয় এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণও তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। কোর্স পরিচালক হিসেবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আমি।

অতঃপর মাননীয় পরিচালক প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ সনদ প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণের সাফল্য : একুশ দিনের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ যে অত্যন্ত সফল এবং বাস্তবভিত্তিক হয়েছে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই বলে দাবী করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপদেষ্টাবৃন্দ পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান ক্ষেত্রের নূতন ধ্যান-ধারণার সন্ধান পেয়ে খুবই উপকৃত হয়েছেন বলে মত প্রকাশ করেছেন। দলীয়ভিত্তিক কাজের মাধ্যমে বার্ষিক কর্মসূচী করান হয়। ১ম ও ২য় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি কর্মকেন্দ্রিক উপায়ে শিক্ষাদানের পদ্ধতি সঠিকভাবে আলোচনা করে প্রদর্শনী ক্লাসের মাধ্যমে তা কার্য-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

৩য় থেকে ৫ম পর্যন্ত পুস্তক এবং শিক্ষক-নির্দেশিকার ব্যবহার সম্বন্ধে সঠিক নির্দেশ ও বাস্তবভিত্তিক জ্ঞানদানের চেষ্টারও কোন ত্রুটি করা হয়নি।

প্রতি শ্রেণীর একটি করে মোট ৫টি প্রদর্শণী ক্লাসের ব্যবস্থা নেয়া হয়। তার মধ্যে দুটি প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ থেকে পরিচালিত হয়।

প্রশিক্ষণার্থীরা ইতিপূর্বে ব্যবহারিক কাজ সম্পর্কে বলতে গেলে অনেকটা অনভিজ্ঞ

[illegible stamp]

ছিলেন। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা এবং খেলাচ্ছলে পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষা ছিল তাঁদের ধরা ছোয়ার বাইরে। এখানে হাতে কলমে তাঁদেরকে কাজ করতে হয়েছে। ফলে তাঁরা মানচিত্র, সময় রেখা, বিভিন্ন চার্ট, ডায়েগ্রাম তৈরীর কলাকৌশল সম্বন্ধে বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হন।

মাটি অতি সহজলভ্য এবং গ্রামের পরিবেশে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। কিন্তু তা আজও কার্যক্ষেত্রে অবহেলিত হচ্ছে। তাই মাটির দ্বারা সঠিক পন্থায় উপকরণ তৈরী সম্বন্ধে তাঁদেরকে বাস্তবভাবে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে তাঁরা পরিবেশে প্রাপ্ত অনেক জিনিস তৈরী করতে, পরিকল্পনা করতে এবং শিশুদেরকে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়ার সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা লাভ করেন।

প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিশুদেরকে দিয়ে কি ভাবে কাজ করানো যায়, পরিবেশের সাথে নিয়ত অভিযোজনের কি প্রয়োজন, যে কাজ শিশুদের প্রাণবস্তু তাতে নিয়োজিত রেখে শিশুদেরকে কিভাবে শিক্ষা দেয়া যায়, পিছিয়ে পড়া শিশুকে এগিয়ে আনা এবং সর্বোপরি পাঠকে আকর্ষণীয় ও সহজ করার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত উপকরণ ব্যবহারের শিক্ষা, পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে শিক্ষা, পেশাভিত্তিক কাজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ক্ষুদে কৃষি খামারের সাহায্যে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কিভাবে কৃষি কাজের বিভিন্ন দিক শিক্ষা দেয়া যায় তার জন্য বাস্তবভিত্তিক নির্দেশ দেয়া হয়।

মাটির দ্বারা রিলিফ মানচিত্র এবং মাঠে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশের ম্যাপ তৈরী প্রশিক্ষণার্থীদের দুটি অনবদ্য সৃষ্টি বলে চীন প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা বিষয়ক ভাইস মিনিষ্টার, ইনেস্কোর ও ইউনিসেফের বিশিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে আশা করি যে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাঁদের নিজ নিজ পি, টি, আই

[illegible]

এ ক্ষেত্রে তাঁদের নবলব্ধ সৃজনশীল শিক্ষা সম্ভার ও কর্ম পদ্ধতির প্রয়োগে প্রাথমিক শিক্ষাকে সমুন্নত করে দেশের গৌরব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপর্ণ অবদান রাখবেন।

এ, কে, আবদুল মান্নান,
বিশেষজ্ঞ
ও
কোর্স পরিচালক

সূচীপত্র

তথ্যপত্রের শিরোনাম :	রচনায়	পৃষ্ঠা
১। পরিবেশের সাথে অভিযোজন ও শিক্ষা—	এ, কে, আবদুল মান্নান	১
২। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী-	আনার কলি হোসেন	৯
৩। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানে শিক্ষক নির্দেশিকার ব্যবহার ও গুরুত্ব-	আনার কলি হোসেন	১৪
৪। প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান তত্ত্বাবধান	এ, কে, আব্দুল মান্নান	১৯
৫। বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য সূচীতে নির্দেশিত ১ম ও ২য় শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে বর্তমান ভূমিকা ও কার্যকারী পন্থা পর্যালোচনা।	মোঃ আজিম উদ্দীন	৩১
৬। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানক্ষেত্রে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির গুরুত্ব ও তা কার্যকরভাবে প্রয়োগের পন্থা।	এ, কে, আব্দুল মান্নান	৩৯
৭। সমন্বিত বিষয় হিসেবে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষা দান ও তার কার্যকারিতা।	রোকেয়া বেগম	৪৮
৮। পি, টি, আই, পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) উপদেষ্টার প্রয়োজনীয় গুণাবলী আলোচনা-	আনার কলি হোসেন	৫৫

৯।	সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও সুনাগরিকত্ব বিকাশের অনুপ্রেরণা দানে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার ভূমিকা—	এ, কে, আবদুল মান্নান	৬১
১০।	পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানের সাধারণ সম্পদসমূহ ও তার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করণ—	আয়েশা আখতার খাতুন	৬৯
১১।	জনসংখ্যা বৃদ্ধি :—অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে তার প্রভাব—	আবদুস সালাম আকন	৭৫
১২।	পরিবার ও পরিবেশ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির সহায়ক হিসেবে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)।	আয়েশা আখতার খাতুন	৮২
১৩।	পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানে শিশুর ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশ।	আবু সাইয়িদ	৮৯
১৪।	নক্সা, মানচিত্র, চার্ট প্রভৃতির গুরুত্ব এবং তা অংকনের কলাকৌশল—	এ, কে, আবদুল মান্নান	১০১
১৫।	পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষায় স্বল্প মূল্যের/বিনা মূল্যের উপকরণ তৈরী, ব্যবহার ও সংরক্ষণ।	মোঃ দেলওয়ার হোসেন	১১১
১৬।	পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান তত্ত্বাবধায়নে প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য ও ভূমিকা।	এ, কে, আবদুল মান্নান	১২১
১৭।	প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান ক্ষেত্রে ছবি অংকনের প্রয়োজনীয়তা।	কাজী শামসুল বাসেত	১৩০
১৮।	আত্মোপলব্ধি ও সমাজ সচেতনতা সৃষ্টিতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানের ভূমিকা—	আবু সাইয়িদ	১৩৬
১৯।	চিন্তা, শিক্ষা ও পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার গুরুত্ব ও ভূমিকা	মমতাজ মহল	১৩৮

২০।	পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন ও সক্রিয়ভাবে পাঠ গ্রহণে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধকরণ।	তৌফিকা বেগম	১৫৫
২১।	পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকা ও কার্যকর প্রয়োগ	আবদুল জলিল তালুকদার	১৬০
২২।	প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) এর পরীক্ষা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা	মুঃ আল্লাহ বখশ ও রৌকেয়া বেগম	১৬৬
২৩।	কর্মভিত্তিক পদ্ধতিতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান।	এ, কে, আব্দুল মান্নান	১৭২
২৪।	১ম ও ২য় শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাদান সমস্যা ও সমাধান।	রোকেয়া বেগম	১৮৩
২৫।	শিক্ষার নূতন ধারায় আধুনিক শিক্ষক ও শিশু-কেন্দ্রিকতার বৈশিষ্ট্যাবলী-।	এ, কে, আবদুল মান্নান	১৯৭
২৬।	উদ্দেশ্য : প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানে পাঠ-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা, প্রস্তুত করণ ও প্রয়োগের উপর ধারণা দান।	মনসুরা বেগম	২০৮
২৭।	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন-।	মোস্তাফিজুর রহমান	২১৯
২৮।	প্রাথমিক পর্যায়ে পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব-।	এ, কে, আব্দুল মান্নান	২৩০
২৯।	পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান তত্ত্বাবধায়নে পি, টি, আই, উপদেষ্টাদের ভূমিকা-।	আনীর কলি হোসেন	২৪১

৩০।	শ্রেণী পাঠদানে মনোবৈজ্ঞানিক পরিবেশের গুরুত্ব—	মমতাজুল হক	২৪৫
৩১।	সামাজিক শান্তি, আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও সমঝোতা বৃদ্ধি এবং সংরক্ষণে পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষার ভূমিকা-।	এ, কে, আব্দুল মান্নান	২৫২
৩২।	প্রাথমিক পর্যায়ে খেলাচ্ছলে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।	এ, কে আবদুল মান্নান	২৬২
৩৩।	বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক অসুবিধা ও পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানের অন্তরায় এবং তা দূরীকরণের উপায়।	আয়শা আক্তার খাতুন	২৭০
৩৪।	পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানে প্রচলিত পদ্ধতি সমূহের পর্যালোচনা।	রোকেয়া বেগম	২৭৮
৩৫।	পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানকে সফল করার জন্য সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা।	এ, কে, আবদুল মান্নান	২৮৮
৩৬।	"অনুরাগ কেন্দ্রিক শ্রেণী শিক্ষাদানের গুরুত্ব"	মমতাজুল হক	২৯৪
৩৭।	পাঠে অনগ্রসর শিশু সমস্যা ও পরিবেশ পরিচিতি	আ, ন, ম, ফরিদুল ইসলাম	৩০০
৩৮।	তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পুস্তকটির পর্যালোচনা।	রোকেয়া বেগম	৩১১
৩৯।	অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান	এ, কে, আবদুল মান্নান	৩২০
৪০।	একটি আত্ম সমীক্ষা	মু, সুবেদ আলী	৩২৭
৪১।	দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাদান	মু, সুবেদ আলী	৩৩০
৪২।	কর্মতৎপর পদ্ধতিতে পাঠদান	রোকেয়া বেগম	৩৩৭

৪৩।	পরিবেশ্র পরিচিতি (সমাজ) ৩য় মানের জন্য একটি নির্দেশিকা	এ, কে, আবদুল মান্নান	৩৪১
৪৪।	নমুনা পাঠদান (৫ম শ্রেণী)	আঃ খাঃ আবদুল মান্নান ও অনন্ত কুমার মণ্ডল	৩৪৩
৪৫।	বার্ষিক কর্মসূচী প্রণয়নে দিক নির্দেশনা	এ, কে, আবদুল মান্নান	৩৪৬
★	পরিবেশ পরিচিতি পাঠদানের বার্ষিক কর্মসূচী,— ২য় শ্রেণী (চার্ট)		ক—ছ
৪৬।	পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) তৃতীয় শ্রেণীর বার্ষিক কর্মসূচী	আঃ খাঃ আবদুল মান্নান ও আমার কলি হোসেন	৩৭৭
৪৭।	পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বাৎসরিক কর্মসূচী চতুর্থ শ্রেণী।	এ, কে, আবদুল মান্নান ও আনার কলি হোসেন।	৩৮২
৪৮।	পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বাৎসরিক কর্মসূচী—		৩৮৭
★	ক্রমপুঞ্জিত পরিচয়পত্র—(চার্ট)		ক—ঙ
৫০।	পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) প্রশিক্ষণ		৩৯১
৫১।	১৩।১১।৮৩ হতে ১।১২।৮৩ পর্যন্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী উপদেষ্টাগণের নামের তালিকা।		৩৯৪

পরিবেশের সাথে অভিযোজন ও শিক্ষা

এ, কে. আবদুল মান্নান
বিশেষজ্ঞ

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারেনা। সমাজে বাস করতে হলে সে সমাজের পরিবেশের সাথে অভিযোজনও বিশেষ প্রয়োজন। এ অভিযোজনের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নতি সাধন, সামাজিক পরিবর্তন এবং নবতর মূল্যবোধ সৃষ্টি সম্ভব। পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য করতে ব্যর্থ হ'লে শিক্ষা এমনকি বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়। তাই আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান বা অভিযোজন।

কাজেই পরিবেশ কাকে বলে তাও আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। যা কিছু আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে আছে তাকেই আমাদের সর্বাত্মক পরিবেশ বলে আখ্যা দেয়া যায় না। প্রত্যক্ষ বা অ-প্রত্যক্ষ, কাছের বা দূরের যা কিছু মানুষের কাজকে প্রভাবিত করে সে সবকেই পরিবেশ বলে ধরে নিতে হবে।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ঃ অভিযোজনের শিক্ষাকে শিক্ষার ব্যাপকতর উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। শিক্ষার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে র‍্যামণ্ড তাঁর শিক্ষার সংজ্ঞায় বলেছেন যে ব্যাপকতর অর্থে শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি বিকাশ প্রক্রিয়া যার ফলে মানুষ শৈশব থেকে তার পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় এবং তার প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের সাথে নিয়ত অভিযোজন করতে থাকে।

সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা ঃ সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা হল আত্মোন্নতির চেষ্টা। তার মধ্যে পরিবেশের সাধারণ প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এতে বলা হয়েছে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে সচেতন ভাবে সমাজের বয়স্ক অংশ অপরিণত অংশের উপর পরিবার, ধর্ম সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে যে বিশেষ প্রভাব কার্যকরী করে তাই হল শিক্ষা। প্রকৃত পক্ষে সাধারণ আলোচনায় এবং শিক্ষা নীতির ভাষায় এ সংকীর্ণ অর্থটিই প্রচলিত আছে।

শিক্ষা আজীবন প্রক্রিয়া **:** যাহোক সচেতন ভাবে সংগঠিত শিক্ষাকেই আধুনিক শিক্ষাদর্শণের বিবেচনায় পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা বলে গ্রহণ করা যেতে পারেনা। মানুষ শিক্ষা লাভ করে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত। অর্থাৎ শিক্ষা একটি আজীবন প্রক্রিয়া, জন্মের সাথে হয় তার শুরু এবং মৃত্যুতে ঘটে তার সমাপ্তি। এর মধ্যে কোন সময়ই তার শিক্ষা ক্ষেত্রে ছেদ টানা সম্ভব নয়। যদিও সমাজ কর্তৃক সংগঠিত শিক্ষা যে কোন কারণে ব্যক্তির জীবনের যে কোন পর্যায়ে এসে থেমে যেতে পারে তথাপি ব্যক্তির শিক্ষা শেষ হয় না। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা হচ্ছে সার্থক অভিযোজন। কার সাথে এবং কি উদ্দেশ্যে এ অভিযোজন হবে তা আলোচনা করলে প্রথমেই বলতে হয় যে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোজন হল পরিবেশের সাথে অভিযোজন। এ অভিযোজনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ ও ব্যক্তি-কল্যাণের মাধ্যমে জীবনের নতুন নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং উন্নততর জীবন যাপন। সৃষ্টির প্রাক্কাল হতে অনবরত এ অভিযোজনের শিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি হচ্ছে মানব কল্যাণ ও সুখ সম্পদ।

ব্যক্তির নিজস্ব পরিবেশ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে অভিযোজনের তিনটি অংগ আছে :

১ : প্রাকৃতিক পরিবেশ।

২ : সামাজিক পরিবেশ এবং

৩ : আধ্যাত্মিক পরিবেশ বা মানস জগৎ।

পরিবেশের এ তিনটি অংগের সাথে প্রতিটি শিশু এবং ব্যক্তি তার নিজের অভি-যোজনের মাধ্যমে ক্রমাগত শিক্ষা গ্রহণ করে। আর তার ফলে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও নতুন পথে জীবন পরিচালিত করে ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের পরিবর্তন ও উন্নতি সাধন করে চলে প্রতি নিয়ত।

প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে অভিযোজন **:** প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি মানুষ যে অঞ্চলে বা দেশে বাস করে তার ভৌগলিক প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতি

থেকে প্রাপ্ত উপকরণাদি। মোটামুটিভাবে এ কারণে পরিবেশের সাথে অভিযোজন প্রক্রিয়া চলে ধারাবাহিকভাবে। প্রকৃত পক্ষে মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থা থেকেই আমরা এ ধরনের অভিযোজন করে আসছি। অনেকটা অচেতন ভাবেই চলতে থাকে এ প্রক্রিয়া। পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত সহজাত শক্তি এবং প্রবৃত্তির সাহায্যেই আমরা এ অভিযোজন করি।

পরিবেশের পরিবর্তন : মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেকটা স্থায়ী হলেও উহা অনড় বা অপরিবর্তনশীল নয়। অতি ধীরে বা কোন আকস্মিক প্রাকৃতিক ঘটনার ফলে এ পরিবর্তন হতে পারে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে প্রতিনিয়ত। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরনে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে তেজস্ক্রিয় বস্তু রাশির দ্বারা আতংকময় দুর্যোগ সৃষ্টির কথা এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্পের দ্বারা প্রকৃতির বুকে পরিবর্তনের কথা।

তাই প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষের অভিযোজনের সচেতন প্রয়াস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতির সাথে মানুষে মানুষে এ সংগ্রাম এবং প্রকৃতিকে জয় করে তাকে বশীভূত করার প্রচেষ্টা চলে আসছে আদিকাল থেকে। আজও মানুষের প্রকৃতি জয়ের নবতর প্রচেষ্টা চলছে মহাশূন্যে বিবিধ অভিযানের মাধ্যমে। সাথে সাথে চলছে মহাশূন্যে মানুষকে কিভাবে অভিযোজন করতে হবে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা। প্রকৃতির সাথে মানুষের যে অভিযোজন, তার সাধারণ স্তরে মানুষের সহজাত শক্তি এবং প্রকৃতির অচেতন ক্রিয়া সর্বাধিক হলেও বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ স্তরে তার সচেতন প্রয়াস অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিক্ষার প্রথম থেকেই অভিযোজনের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে, তা না হলে মানুষের শিক্ষা থাকে অসম্পূর্ণ এবং মানুষ পদে পদে ব্যর্থ হয় প্রকৃতির সাথে নিজকে খাপ খাইয়ে নিতে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ : এসব উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই প্রকৃতিকে জানার এবং পরিবেশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। পরিবেশে প্রাপ্ত বস্তু নিশ্চয়ের প্রকৃতি এবং তাদের সাথে অভিযোজনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত করানোর জন্যই শিশুকে জানতে হবে ভূমিরূপ, প্রাকৃতিক সম্পদ, নদ-নদী, বৃক্ষরাজি, পশু-পাখী, আবহাওয়া, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে। তাদের সাথে সঠিক অভিযোজনের জন্য

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

শিশুকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ দিতে হবে শিক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তি বর্গকে। তা না করলে শিক্ষার ফল স্থায়ী এবং বাস্তব হতে পারে না।

সামাজিক পরিবেশ ঃ পরবর্তী পর্যায়ে আসে সামাজিক পরিবেশের সাথে ব্যক্তির অভিযোজন। একথা স্বীকার করতে হবে যে মানব সমাজ একটি জটিল সংগঠন বই নয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত আধুনিক সমাজ একটি বিচিত্র গোলক ধাঁধা ও জটিল ক্ষেত্র। শিল্প বিপ্লব আধুনিক বিশ্বে সৃষ্টি করেছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নবতর সমস্যা। আর এ সমস্যা আমাদের তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আঘাত হেনেছে বহু যুগ আগে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে সমাজ সম্বন্ধে ব্যাপক চেতনা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজবোধ।

উৎপাদন ব্যবস্থায় এসেছে অনেক পরিবর্তন। অবসান ঘটেছে নির্দিষ্ট পারিরারিক ব্যবস্থায়। এখন আর ইমামের ছেলে ইমাম নয় এবং কামার, কুমার, জেলে, তাঁতির ছেলেও তার পিতার পেশায় যে নিযুক্ত থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। জেলে এবং তাঁতীর ছেলেও হতে পারে রাষ্ট্র নায়ক এবং বিচারক। অধ্যাপকের ছেলেও হতে পারে ঠগবাজ আদম বেপারী। পাটকলের শ্রমিকের ছেলেও হতে পারে অধ্যাপক বা বৈজ্ঞানিক।

অর্থাৎ আজকের বিশ্বের বৃহত্তর আঞ্চলিক ও জাতীয় সমাজে কে কোথায় কোন কাজে লিপ্ত হবেন এবং কখন কোথায় বসবাস করবেন তার কোন নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। পারিবারিক এবং গোষ্ঠীভিত্তিক ভাবে কোন অর্থনৈতিক কাজে ঢোকার অধিকার আজ অনেকাংশে দুর্বল এবং পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। সমাজের রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যাদির ব্যাপারে মতামত এবং প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও পারিবারিক জোট বদ্ধতার পরিবর্তে ব্যক্তি ভিত্তিক মতামতের প্রাধান্য দেখা যায় বেশী। সত্যকথা হল যে সামাজিক অভিযোজনের ক্ষেত্রে আজ ব্যক্তিগত প্রবণতা এবং স্বাতন্ত্রকে ভিত্তি হিসেবে মেনে নেয়া হচ্ছে। পরিবার ব্যক্তির লালন ক্ষেত্র এবং শিক্ষার স্বভাবিক উৎস হিসাবে আজও অনন্য এবং অতীব

গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। শিশুর সমাজিক অভিযোজন আরম্ভ হয় তার পরিবারের মধ্যে এবং পরিবারের মাধ্যমেই সে চিনতে শেখে বৃহত্তর সমাজ এবং তার সামাজিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে। এক কথায় বলা যায় যে সামাজিক অভিযোজন নিয়ন্ত্রিত হয় বহুলাংশে পরিবারের শিক্ষা ও প্রভাবদ্বারা।

সামাজিক পরিবেশের জটিলতা ও পরিবর্তণশীলতা :—আমাদের আলোচনা থেকে প্রতিভাত হয় যে সামাজিক পরিবেশ জটিল এবং নিয়ত পরিবর্তণশীল। কাজেই তার অভিযোজনের শিক্ষাও হতে হবে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং নমনীয়। এ ক্ষেত্রে মানুষের সহজাত শক্তি ও প্রবৃত্তির সাহায্য ছাড়া ও তার সচেতন প্রয়াস এবং বুদ্ধির ব্যবহার একান্তভাবে প্রয়োজন হবে। এ কাজের জন্য আধুনিক সমাজের প্রয়োজন-অনুযায়ী ব্যক্তিগত প্রবণতা এবং ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকেই ভিত্তিরূপে ধরে নিতে হবে। তা না হলে সমাজ ও পরিবেশের উপযোগী করে শিশুর আচারণে কাম্য পরিবর্তণ আনয়ণের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। মানুষের প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ ইত্যাদি সহজাত শক্তি সামর্থ এবং প্রাথমিক আচরণ ধারা অনেক বেশী অসমপূর্ণ এবং নমনীয়, কাজেই তাদের প্রয়োজনীয় এবং কাম্য পরিবর্তন দ্বারা সফলতা লাভের সম্ভাবনাও বেশী। কোন কারণ বশত পরিবর্তণ বিপরীতমুখী হলে ব্যক্তি-জীবন যেমন ব্যর্থ হয় তেমনি সমাজ জীবনেও ডেকে আনা হয় অনর্থ, সৃষ্টি হয় বিপর্যয়। তাই সমাজ জীবন এবং সমাজের সাথে প্রতিটি শিক্ষার সার্থক অভিযোজনের দ্বারা মানবজীবনের পরিবর্তন-শীলতা জীবন ও মূল্যবোধের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। প্রতিটি শিশুকে তার সঠিক অভিযোজনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ দিতে হবে। পরিচিত করাতে হবে সমাজের ও পরিবারের বিভিন্ন ক্রিয়া কর্মের সাথে। এই অভিযোজন চলে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত আর তাই শিক্ষাও চলে আজীবন। সমাজের সার্থক ব্যক্তি সত্ত্বা হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং উন্নততর জীবন যাপনের জন্য সার্থক অভিযোজনের প্রয়োজন হয় জীবনের প্রতি মুহূর্তে।

সামাজিক অন্তর্লোক এবং তার সাথে অভিযোজন :—আধুনিক দৃষ্টি ভংগী অনুযায়ী ব্যক্তির ন্যায় সমাজেরও অন্তর্লোক আছে। ব্যক্তি যে সমাজের নাগরিক সেই সমাজের ঐতিহ্য ও চিন্তাধারা নিয়ে তৈরী হয় সেই সমাজের অন্তর্লোক। এর সাথে নিজের সামঞ্জস্য

বিধানের প্রচেষ্টা অবশ্যই চালাতে হবে ব্যক্তিকে। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যক্তি-চিন্তায় এবং সমাজ-চিন্তায় বিরোধ দেখা দিতে পারে; সৃষ্টি হতে পারে অন্তর্দ্বন্দ্ব। অনেক ক্ষেত্রে তা হতে পারে অবাঞ্ছিত। তাই এ ধরনের বিরোধ ও সংস্পর্শকে এড়িয়ে যাতে পারে। আবার মানব সমাজের বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রকৃতির গুনেই এ সংঘর্ষ কাম্য হতে পারে। তা না হলে পরিবর্তণ, পরিবর্ধণ সম্ভব হত না এবং মানব সমাজ ইতর-প্রাণী সমাজের মত স্থবির হয়ে থাকত এবং কোন প্রকার উন্নতি সম্ভব হত না। এই সংঘর্ষের বেলায় সমাজের চিন্তার সাথে বিরোধ ও মিলনের ক্ষেত্রটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখা আবশ্যক যাতে পরবর্তী ধাপেই সমাজ চিন্তার সাথে ব্যক্তি চিন্তার অভিযোজন সম্ভব হয়। সামাজিক অন্তর্লোক যেমন-একদিকে ইতিহাস ও ঐতিহ্যাশ্রয়ী তেমনি অন্যদিক দিয়ে বর্তমান জীবন প্রবাহ ভিত্তিক সমাজ মনোবিজ্ঞানাশ্রয়ী। প্রতিটি ব্যক্তি সত্তা আজীবন এই প্রভাব সমূহের আওতাভুক্ত। এগুলোর সাথে তার সার্থক অভিযোজন সার্থক শিক্ষার বিশেষ অংগ। শিশু শিক্ষার বিশেষ অংগ হিসাবে এই অভিযোজনকে স্বীকার করতে হবে। সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সাথে তাকে পরিচিত করাতে হবে। তার মাধ্যমে সমাজ মানস বা অন্তর্লোকের লালন ও প্রসার বিশেষ প্রয়োজন। তার ফলে শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তি এবং সামাজিক মূল্যবোধের নতুন দিক নির্দেশনায় হবে গোড়া পত্তন।

ব্যক্তি মানসে বিভিন্নমুখী শক্তির সংগতি বিধান এবং সমাজ মানসের সাথে সার্থক অভিযোজন :—ব্যক্তি দেহাশ্রয়ী এবং তার ব্যক্তি মানস সমাজ মানস থেকে ভিন্নতর। মানুষের যে মনের কথা আমরা বলে থাকি তার আশ্রয়স্থল স্থূল দেহ। দেহ এবং মন পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি সুস্থ দেহে বাস করে সুস্থ মন-মানস। সুস্থ মন চাংগা রাখে দেহকে। যদিও আমরা মনের আকার প্রকার এবং অবস্থান সম্পর্কে কম জানি তথাপি মনের কাজকে আমরা জানি ভাল করেই। উদ্যম, স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি, চিন্তা ইত্যাদি মানুষের মনেরই অংগ বিশেষ। মনের মধ্যে থাকে সংজ্ঞান, আসংজ্ঞান ও বিজ্ঞান স্তর। আর আছে নানা ভাব-জট যা ব্যক্তির আচার-আচরণকে নিয়ত প্রভাবিত করছে। এই ব্যক্তি মানসের ওপর প্রভাব বিস্তার করে সমাজ-মানস, আবার সমাজ-মানসের ওপর প্রভাব ফেলে ব্যক্তি-মানস। ব্যক্তিকে তার নিজস্ব সহজাত শক্তিগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয় এবং অবহিত হতে হয় সেগুলোর ওপর

রহিঃ প্রভাবের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। সমাজে নিজের প্রয়োজন নির্ধারণ ও পূরণে সে সবকে কাজে লাগাতে হয় এবং এ সব যাতে কাজে লাগে তার জন্য তাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হয়। তবে কোন ব্যক্তির সহজাত শক্তি ও ক্ষমতাগুলো কতটুকু পরিবর্তন সম্ভব তা নির্ভর করবে ঐ শক্তি ও প্রবণতা সমূহের প্রকৃতির ওপর। জোর করে কোন আমূল পরিবর্তন আনয়ন ক্ষতিকারক হতে পারে। সমাজ বদ্ধ মানব গুষ্ঠীর সার্থে কোন ব্যক্তির, সমাজের সাথে অভিযোজনের উদ্দেশ্যে, আপন আপন মানস জগতের বিভিন্নমুখী শক্তি ও প্রবণতা সমূহের সার্থক সংগঠিত বিধান এবং তার নিজ মানস-জগতের সাথে সমাজ মানসের সার্থক অভিযোজন বিশেষ প্রয়োজন।

পরিবেশের সাথে অভিযোজনের উপকরণ :—পরিবেশের যে তিনটি অঙ্গের সাথে মানুষের অভিযোজন প্রয়োজন তার উপকরণ সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। দৈহিক ও মানসিক শক্তির সাহায্যে এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিকাশের দ্বারা চলতে থাকবে এসব অভিযোজন অবিরত ধারায়। দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার সমষ্টিই প্রতিটি ব্যক্তির সত্তা। আর তার পরিবেশ হল এসব ক্রিয়া প্রক্রিয়ার উদ্দীপক এবং প্রয়োগ ক্ষেত্র। এসব ক্রিয়া সংগঠিত হচ্ছে তার দৈহিক ও মানসিক শক্তির সাহায্যে। মানুষের প্রবৃত্তি, প্রয়োগ, বুদ্ধি ও চিন্তার জাগরণই যথেষ্ট হতে পারে না। কার্য ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন দৈহিক অঙ্গ সঞ্চালন। অতএব সকল প্রকার অভিযোজনের মূলে রয়েছে সুপষ্ট স্বাস্থ্য সংরক্ষণের শিক্ষা এবং কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা। শিক্ষার সাথে কর্মের সংযোগ হবে প্রতিনিয়ত। মানসিক প্রবৃত্তি দ্বারা যে পরিবর্তনের ইচ্ছাই করি না কেন তার অভিব্যক্তি প্রকাশ পাবে দৈহিক ক্রিয়ার মাধ্যমে। কাজেই দৈহিক সুস্থতা এবং কাজের উপযোগিতা অভিযোজনের প্রথম শর্ত।

মানসিক প্রবৃত্তি :—ইতরপ্রাণী এবং মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে কোন ছেদ রেখা টানা সম্ভব নয়। উভয়ের মৌলিক মানসিক সম্পদ এক। ইতরপ্রাণীর প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের উদ্দীপকসমূহ নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা আর তাই তাদের জীবনসংগ্রামও যুগ যুগ ধরে একই নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করে চলে আসছে। মৌমাছি এবং পিপিলিকা কিছুটা সমাজ সংগঠণের অধিকারী হলেও তাদের জীবনধারা পূর্বপুরুষদের মতো একই চক্রে

আবর্তিত হচ্ছে। তাঁতে বুঝা যাচ্ছে যে ইতরপ্রাণীদের সহজাত শক্তি ও ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনশীল। কিন্তু মানুষের মানসিক প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ অভাবনীয় পরিবর্তনের সম্ভাবনাবাহী। জন্মের পর পরই ইতরপ্রাণীদের প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। মানব শিশুর বেলায় তা হয়না। তার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ ছাড়াও আছে বুদ্ধি, চিন্তা, স্মৃতিশক্তি, উদ্যোগ, প্রেরণা ইত্যাদি। তারপর আছে পূর্ব পুরুষ থেকে সংস্কার-সমূহ এবং তীব্র সামাজিক প্রবণতা যা জন্মমুহূর্তে বা তার পর পরই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না। বস্তুতঃ এগুলোর পূর্ণ পরিণতি কি, আজও কেউ তা বলতে পারেনা। সব মানুষের মধ্যেই সব মানসিক শক্তি পূর্ণ পরিণতি লাভ করে না, এমনকি কোন একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির মধ্যেও কোন একটি শক্তির পূর্ণ পরিণতি সম্ভব নয়। মানুষের সুদৃঢ় লক্ষ্য হল তার মানসিক শক্তিগুলোর পূর্ণ পরিণতি লাভ।

মানুষের মানসিক বৃত্তি ও শক্তিসমূহ স্বাভাবিক ভাবেই থাকে অপূর্ণ, নমনীয় এবং পরিবর্তনশীল। পরিবেশ যেমন এদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তেমনি এগুলোও পরিবেশের সাথে সহজেই ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ধারা আয়ত্ব করতে পারে। ইতরপ্রাণীদের চাইতে মানুষের প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অন্তর্লোকিক পরিবেশ ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। কাজেই সেগুলোর উপযোগী করে গড়ে তোলা যত্নসাপেক্ষ। দৈহিক ও মানসিক শক্তি-সমূহের বিকাশও যথোপযুক্ত মনোভংগী গঠন ছাড়া পরিবেশের সাথে অভিযোজন সম্ভব নয়। শিশুর নিজের শক্তির সাহায্যে তার ক্রিয়াকর্মের দ্বারা এই অভিযোজন শুরু হয়ে চলতে থাকে আজীবন।

ভেবে দেখুন :—১ : সংকীর্ণ ও ব্যাপক অর্থে শিক্ষা দ্বারা কি বুঝায়?

২ : পরিবেশের সাথে অভিযোজন কি এবং কিভাবে তা সংগঠিত হয়?

৩ : ব্যক্তি ও সমাজ মানসের অভিযোজনের গতি প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

৪ : প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে ব্যক্তির অভিযোজন এবং ইতর-প্রাণী ও মানুষের মধ্যে চমৎকার প্রভেদ ব্যাখ্যা করুন।

৫ : পরিবেশের সাথে অভিযোজনের উপকরণগুলো বুঝিয়ে দিন।

আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)
শিক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

আনার কলি হোসেন
লেকচারার,

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আর প্রাথমিক শিক্ষা উপরের স্তরের শিক্ষার ভিত্তি। তা ছাড়া, যারা নানাবিধ কারণে উচ্চ শিক্ষা এমনকি মাধ্যমিক শিক্ষা লাভেও সক্ষম নয়, তাদের পক্ষে পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ, কর্মের সংস্থান এবং সুন্দর ও সচেতন জীবন যাপনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অপরিহার্য।

যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল স্তম্ভ শিক্ষক এবং মূল কেন্দ্র শিক্ষার্থী। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক বিতরণ এবং গ্রহণের সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষার যাবতীয় ক্রিয়া কর্ম সংগঠিত হয়ে থাকে। শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব ছাত্রের প্রতি। ছাত্রের প্রতি প্রকৃত মমত্ববোধ না থাকলে স্কুলের ন্যায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানে এবং শিক্ষকতার ন্যায় শিল্পী জনোচিত নৈতিক কর্মে তিনি সার্থকতা লাভ করতে পারবেন না। শিক্ষক একজন শিল্পী, শিল্পীর কাজ জড়কে নিয়ে। শিক্ষকের যাবতীয় কাজ জীব ও উপাদানকে নিয়ে, প্রস্ফুটমান মানব শিশুকে নিয়ে। শিক্ষককে একাধারে মনোবিজ্ঞানী মন এবং পেশাগত নিষ্ঠা মৌলিক এবং অর্জিত গুণাবলী সম্পন্ন অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে সহজ স্বচ্ছন্দ শিক্ষা পরিবেশের অনুকূল আলোকের মধ্য দিয়ে শিশু প্রসূনের সম্ভাব্য প্রস্ফুটনের কাজে সহায়তা দান করতে হবে।

শিক্ষার্থীকে নতুন করে আবিষ্কার করা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর কীর্তি। শিক্ষক মনোবিজ্ঞানের আলোকে প্রতিটি ছাত্রের সহজাত এবং সম্ভাব্য গুণাবলী সম্বন্ধে অবহিত হবেন। শিশুর মনে সুপ্ত আছে কর্ম প্রবণতার বীজ। উদ্দীপনার উত্তাপে হয় উহার অঙ্কুরণ। শিশুর কৌতূহলের শেষ নেই। পরিবেশকে জানবার আশা ও আগ্রহের

কোন শেষ নেই। মোটামুটি হিসেবে পরিবেশের দু'টি দিক আছে—(১) সামাজিক (২) প্রাকৃতিক। পরিবেশকে জানতে হলে সমাজকে যেমন জানতে হয়, তেমনি বুঝতে হয় প্রকৃতিকেও। কাজেই পরিবেশ পরিচিতি সমাজ শিক্ষকেরও বিশেষ কতগুলো গুণ থাকা আবশ্যক।

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ শিক্ষকের গুণাবলী :

১ : ***মানবিক গুণ :*** শিক্ষকের ব্যবহার সহানুভূতিশীল, সহজ এবং আন্তরিক হবে। দুর্বল বা অপটু ছাত্রকে তিনি বিশেষ সাহায্য করবেন। ছাত্রদের প্রতি তাঁর আন্তরিক মমত্ববোধ থাকবে।

২ : ***শিক্ষকতা গুণ :*** শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে যা পড়াবেন, যতটুকু পড়াবেন সরল সহজভাবে পড়াবেন। পাঠ্য বিষয় এবং বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াবলী মনোজ্ঞ প্রকাশভঙ্গী সহকারে বর্ণনাক্ষম হবে। শিক্ষক নিজেই সর্বক্ষণ পাঠদান করবেন না। ছাত্রকে দিয়ে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে পাঠ সুসম্পন্ন করবেন।

৩ : ***শৃঙ্খলা গুণ :*** শৃঙ্খলা রক্ষায় শিক্ষক নিজে নিয়মনিষ্ঠ হবেন। শিক্ষক সময় মত শ্রেণীতে উপস্থিত থাকবেন এবং সময় মত ক্লাসের পাঠ শেষ করবেন। ছাত্র-ছাত্রীকে তিনি শৃঙ্খলা, আদেশ-নির্দেশ-উপদেশ সর্বদাই শিক্ষা দিবেন। শাসনের ব্যাপারে মমত্ববোধ থাকবে।

৪ : ***দৈহিক গুণ :*** পরিবেশ পরিচিতি সমাজ শিক্ষকের সুরুচি সম্পন্ন পোষাক পরিচ্ছেদ, সুন্দর বাচনভঙ্গী, মধুর ব্যক্তিত্বের নিদের্শক হবে।

৫ : ***বিশেষ গুণ :*** শিক্ষকতা ছাড়াও শিক্ষক অপর কোন মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন, তিনি ছাত্র/ছাত্রীদের কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে এবং দল ভিত্তিক শিক্ষা দিবেন।

৬ : ***শিক্ষকের বিষয়বস্তুর প্রতি গভীর জ্ঞান :*** সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষকের বিষয়

বস্তুর উপর গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। গভীর জ্ঞানের মধ্যেই শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত এবং এ আত্মবিশ্বাস শিক্ষাদানের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

৭: ***শিশুর কল্যাণকামী উপদেষ্টা ও পরিচালক :***—আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক হলেন শিশুর ভীতিকর শাসক নন। শিশুর সহৃদয় বন্ধু কল্যাণকামী উপদেষ্টা এবং আদর্শ পথ প্রদর্শক। সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষক হলেন শিশুর স্নেহ মমতা ও ভালবাসার মূর্ত প্রতীক।

৮: ***গল্প বলার ক্ষমতা :*** প্রাথমিক স্তরের শিশুরা গল্প শুনতে খুবই ভালবাসে। তাদের এ কৌতুহলের সুযোগ নিয়ে শিক্ষক গল্পাকারে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষককে গল্প বলার ক্ষমতা থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষকের গল্প বলার কলাকৌশল থাকতে হবে।

৯: ***অভিনয় করার ক্ষমতা :***—অভিনয় করার ক্ষমতা সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষকের অন্যতম প্রধান গুণ। সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষকের অভিনয় করার ক্ষমতা থাকতে হবে। অভিনয়প্রিয় শিশুকে অভিনয়ের মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা করলে তা জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও হৃদয়-গ্রাহী হয়। সমাজ পাঠদান ক্ষেত্রে অভিনয়ের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১০: পরিবেশ পরিচিতি সমাজ শিক্ষককে অবশ্যই রসিক হতে হবে। সমাজ পাঠদান, সরস, জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও সজীব করে তুলতে হলে রসজ্ঞানের প্রয়োজন।

১১: ***উপকরণ প্রস্তুত ও ব্যবহার বিধি সম্পার্কে ধারণা :*** পরিবেশ পরিচিতি সমাজ শিক্ষককে অবশ্যই উপকরণ প্রস্তুত, তার ব্যবহার এবং মানচিত্র অংকণ সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকতে হবে। প্রথম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠ দিতে হবে এবং সহজ লভ্য উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

১২: পরিবেশ পরিচিতি সমাজ শিক্ষকের একটি কক্ষ বা নির্দিষ্ট স্থান থাকবে। এ স্থানে শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের সহজলভ্য উপকরণ এবং মানচিত্র সংরক্ষণ করবেন।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

১৩ঃ শিক্ষক হবেন নিরপেক্ষ এবং উদার চিত্ত। সৌভ্রাতৃত্ব, সাম্য এবং সংবেদনশীলতা তাঁর হৃদয়ে সক্রিয় থাকবে। তিনি ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতি প্রীতি, বিষয়ের প্রতি প্রীতি, নিজ পেশার প্রতি প্রীতি নিষ্ঠা থাকবেন।

১৪ঃ *অধ্যয়নশীল* ঃ উত্তম শিক্ষক একজন উত্তম ছাত্র হবেন। তিনি নিজের বিষয় এবং শিক্ষার অন্যান্য বিষয় এবং দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি নিয়মিত ছাত্রের মত পাঠ করবেন। তিনি কেবল জ্ঞান সমৃদ্ধ হবেন না, শিক্ষার্থীর প্রাণে, মনে জীবনে জ্ঞান সঞ্চালনের কায়দা কৌশলে তিনি সুদক্ষ হবেন। শিক্ষক শিশু মনস্তত্ত্ব এবং সমাজ বিজ্ঞানের আধুনিক ধারার সহিত পরিচিত থাকবেন। বিদ্যালয় ও সমাজের সঙ্গীকরণে এবং শিক্ষার মৌল লক্ষ্য সাধনে শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষকের ভ্রমন স্পৃহা :—ভ্রমনের উপকারিতা সর্বযুগের সর্বকালে স্বীকৃত। তাই সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষক ভ্রমনের মাধ্যমে শিশুমনে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করে নিয়মানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণের বিকাশ ঘটাতে পারেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমাজ শিক্ষকের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হলে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাবলী সাধিত হবে।

উদ্দেশ্য :—

১ : অতীতের শিক্ষা মনীষীদের মতবাদ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ।
২ : শিশু মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে শিশু পাঠনার উপলব্ধিবোধ।
৩ : শিশুর অনুরাগ কেন্দ্রিক শিক্ষাদানের উপায় অন্বেষণ।
৪ : খেলাচ্ছলে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়াস।
৫ : শিশু মনে ক্ষুদে আবিষ্কারকের অনুরাগ সৃষ্টিতে সহায়তাদান।
৬ : মেধানুযায়ী দল ভিত্তিক শিক্ষাদানের উপায় উদ্ভাবণ।
৭ : সার্বক্ষণিক মূল্যায়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান ।

৮ : স্কুল ভিত্তিক পাঠ্যাভ্যাস ভাষা গৃহশিক্ষকতা রহিত করার চিন্তাভাবনা।

সমাজ বিদ্যার শিক্ষককে শিশুর জীবনের বিভিন্ন ধারার সংগে পরিচিত থাকিতে হইবে। তিনি শিশুদের প্রকৃত আগ্রহ, শক্তি বুদ্ধি গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত থাকবেন। এগুলি সম্বন্ধে অবহিত থাকার অর্থই হচ্ছে যে মনস্তত্ত্ব শিক্ষার আধুনিক গতি শিশুর বিকাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষকের বিশেষ জ্ঞান থাকা।

সমাজ বিজ্ঞান এবং বর্তমান চলতি সমস্যা। ও ঘটনাদি সম্বন্ধে শিক্ষকের অবহিত থাকা। সমাজ বিজ্ঞানের প্রয়োজন এই জন্য যে উহাকে আশ্রয় করে বিদ্যালয়ের সমাজ বিদ্যার কার্যাদি অনুসরণ করা সহজ ও বিজ্ঞান সম্মত হয়

সমাজ শিক্ষকের পাঠ্যক্রম রচনায় সহায়তা করা বিশেষ প্রয়োজন। যারা কর্মক্ষেত্রে রয়েছেন, তাঁদের পক্ষেই সমাজ বিদ্যা পাঠ্যক্রমের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্ভবপর। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ও শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে কোন শিক্ষণীয় ইউনিট কতটা কার্যকরী, তা শিক্ষক শিক্ষিকার পক্ষেই যাচাই করিয়া দেখা সম্ভব। দেশ, কাল পাত্রভেদে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রের রদবদল প্রয়োজন, স্তরভেদে উহার পুনরায় বিন্যাসেরও প্রয়োজন। এই সব কাজ শিক্ষক শিক্ষিকা নিজে করবেন।

প্রশ্ন :

১ : পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষকের ৫টি গুণাবলী উল্লেখ করুন।

২ : পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমে যে কোন ৪টি উদ্দেশ্যাবলীর উল্লেখ করুন।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানে শিক্ষক নির্দেশিকার ব্যবহার ও গুরুত্ব

আনার কলি হোসেন
লেকচারার,

শিক্ষক নির্দেশিকা হচ্ছে শিক্ষা শিক্ষনের কাজে শিক্ষকদের অন্যতম সহায়ক উপকরণ এবং সাহায্যকারী বন্ধু। শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির ১ম খণ্ড রিপোর্টে প্রদত্ত শিক্ষার অভিষ্ট ও লক্ষ্য, বাংলাদেশের পটভূমিতে শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে অধিতব্য বিষয়ের উদ্দেশ্য সমুহ সম্বন্ধে অবহিত হবেন। এ সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে প্রণীত বিস্তারিত পাঠ্যসূচী সামনে রেখে তাঁরা প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে শিক্ষাদানে অগ্রসর হবেন। আমাদের শিশুদের সুস্থ্য সবল মানুষ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তাদের জন্য চাই সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা। যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র তার শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষক হচ্ছেন এর বাস্তবায়নের ভারপ্রাপ্ত কুশলী ও কারিগর। শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যই প্রশিক্ষণ ও শিক্ষক নির্দেশিকা প্রয়োজন। শিক্ষকমণ্ডলী শিক্ষক নির্দেশিক্ষা মনোযোগ সহকারে পাঠ করবেন এবং এতে প্রদত্ত পরামর্শ ও ইঙ্গিত অনুসারে তাঁদের শিক্ষার্থীদেরকে যথা নিয়মে শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করবেন।

প্রত্যেক শিক্ষককে অবশ্যই দু'টো বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে : কি শেখাতে হবে এবং কেমন করে তা' শেখাতে হবে। শিক্ষক যে স্তরের শিক্ষার্থীদের শেখাবেন তাঁকে অবশ্যই তাদের মন মানসিকতা এবং সমস্যাবলী সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। কোন বয়সের শিক্ষার্থীদের কতটুকু শেখা উচিত ও সম্ভব শিক্ষককে তা জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী পাঠদান করতে হবে। শিক্ষককে সব সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষার্থী তার শ্রেণীকক্ষে জ্ঞান যেন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করতে শেখে সে ব্যাপারে যত্নবান হবেন। তবেই

তার জ্ঞান হবে গতিশীল ও কার্যকর।

"পরিবেশ পরিচিতি" বিষয়টি ঃ শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়, বিশেষতঃ এগুলোর বিভাগ সম্পর্কে এ স্তরের শিক্ষার্থীরা চিন্তা করতে অভ্যস্ত নয়। শিক্ষার নানা বিষয় সম্পর্কে তারা বিচ্ছিন্ন ভাবে চিন্তা করে না। তাই মানব জাতির সঞ্চিত জ্ঞান সম্পদকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ে বিভক্তিকরণ শিশুর সুষ্ঠু শিক্ষালাভে অন্তরায় হতে পারে। তার কাছে তার পরিবেশটি একটি অখণ্ড সত্তার মতোই মনে হয়। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের নীতিমালা, এ বয়সের শিশুর মানসিক পরিণতি ও প্রবণতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং এর ক্রম বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে "প্রাকৃতিক বিজ্ঞান" ও "সমাজ বিজ্ঞান" আলাদাভাবে পড়ানোর পরিবর্তে এ দুটির সমন্বয়ে "পরিবেশ পরিচিতি" নামে একটি বিষয় প্রবর্তনের জন্য প্রথম বারের মত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সামগ্রিক পরিবেশকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশু যেন তার অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত ও বিশ্লেষণ শক্তিকে তীক্ষ্ণ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এ বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে।

"পরিবেশ পরিচিতির" গুরুত্ব :—শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, জীবন ও পরিবেশ কেন্দ্রিক করার লক্ষ্যেই "পরিবেশ পরিচিতি" নামীয় সমন্বিত বিষয়টি শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার জন্য শ্রেণীকক্ষের ভিতরে যথোপযুক্তভাবে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা সীমিত অর্থ এবং সম্পদের জন্য সব সময় সম্ভবপর হয় না। অথচ বিদ্যালয়ের আশে পাশে শিক্ষার জন্য প্রচুর শিক্ষা-উপকরণ, যেমন,—গাছ-পালা, পশু-পাখী, ক্ষেত-খামার, নদী-নালা, পুকুর-বিল, শাক-সব্জী ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে। শিক্ষার কাজে এসব প্রাকৃতিক আঞ্চলিক সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মনে ও চিন্তায় যথার্থভাবে ধারণা দেওয়া হয় না। এর ফলে শিক্ষার্থী তার পরিবেশের পরিচিত বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে সচেতন হয় না, এগুলোর বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা করে না এবং নিজের জীবনে পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে ধারণা থাকে। শিক্ষাকে বাস্তবমুখী এবং পরিবেশ ও জীবনভিত্তিক করার জন্য পরিবেশের সংগে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত করে সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় তীক্ষ্ণ,

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

"পরিবেশ পরিচিতির" মূল সুর হলো পরিবেশকে ভালভাবে জানা—অর্থাৎ এর সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপাদানের সংগে পরিচিত হওয়া। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এসব উপাদান, ঘটনা এবং জীব ও জড় পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পর এগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের ব্যবস্থা নেয়া।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে একটি নূতন সংযোজন। এর বিষয়বস্তু পৌরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ও অর্থনীতি সমন্বিত করা হয়েছে। পরিবেশের প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক; অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিকের সংগে শিশুকে পরিচিত করা এবং সচেতন করাই এর উদ্দেশ্য। জন্মের পর থেকে শিশু পরিবেশের মধ্যে লালিত পালিত হয়। পরবর্তী জীবনে তার সকল প্রকার কার্যকলাপ গড়ে উঠে পরিবেশের উপর ভিত্তি করে।

প্রাচীনকাল থেকেই দার্শনিক ও শিক্ষাবিদগণ বলে এসেছেন যে বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা দিতে হবে তাদের পরিবেশ থেকে। পুঁথিগত বিদ্যা ছাত্র/ছাত্রীদের মনের খোরাক মিটে না। যে জ্ঞানের সংগে বাস্তব জগৎ ও জীবনের মিল আছে সে জ্ঞান অর্জনে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পায়।

ছাত্র-ছাত্রীরা পরিবেশ পরিচিতি সমাজের মাধ্যমে নিজের অঞ্চল এবং ক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানের ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক সম্পদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রভৃতি এবং বিশ্বমানব সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সুযোগ লাভ করে। ফলে তাদের মনে নিজের দেশের প্রতি জ্ঞান পূর্ণ ভালবাসা জন্মায় এবং অন্য দেশের লোকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখে। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠের মাধ্যমে যাতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর আলোকে উপযুক্ত মননশীলতার সৃষ্টি হয়, প্রাত্যাহিক জীবনযাত্রার দায়িত্ব ও

কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যাতে সচেতন হয় এবং সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

উদ্দেশ্য :

১ : সীমিত অর্থ ও সম্পদের জন্য সব সময় শ্রেণীকক্ষে শিক্ষোপকরণ সরবরাহ সম্ভব হয় না। অথচ বিদ্যালয়ের আশে পাশে শিক্ষার জন্য প্রচুর শিক্ষোপকরণ, যেমন— গাছ-পালা, নদী-নালা, পশু-পাখী, ক্ষেত-খামার, পুকুর-বাগান প্রভৃতি ছড়িয়ে আছে। শিক্ষার কাজে যেন এসব প্রাকৃতিক ও আঞ্চলিক সম্পদ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান এবং তাদের মনে ও চিন্তায় এগুলো সংরক্ষণের ধারণা দেওয়া হয়।

২ : আমাদের শিক্ষার্থীরা পরিবেশ থেকে জ্ঞান আহরণ করবে। শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী ও জীবনভিত্তিক করা পরিবেশ পরিচিতি সমাজ এর উদ্দেশ্য।

৩ : শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় তীক্ষ্ণ করে তোলা এবং পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। কোন সিদ্ধান্তে সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী গড়ে তোলা পরিবেশ পরিচিতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

৪ : শিক্ষার্থীর সংগে তার শিক্ষক এবং সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন ছাড়া শিক্ষাদান কাজ সফল হয় না। পরিবেশ পরিচিতি পাঠের উদ্দেশ্য হল শিশুর শিক্ষার সংগে বিদ্যালয় ও সমাজের সংগে ঘনিষ্ট যোগসূত্র উপস্থাপন করা।

৫ : বিদ্যালয়, গৃহ এবং সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই শিক্ষার পরিপূর্ণ বিকাশ হতে পারে। শিক্ষার্থী কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের সীমিত গণ্ডীর মাধ্যমেই যেন তার শিক্ষার ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং তার পরিচিত পরিবেশে যে সব মানবিক গুণ ও উৎপাদনক্ষম অন্যান্য সম্পদ আছে তাদের ব্যবহার

সম্পর্কে সচেতন হতে পারে সে জন্য পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) সহায়ক হবে।

শিক্ষাদান কৌশল ঃ

শিক্ষাদান কাজে শিক্ষকের চেয়ে উত্তম পদ্ধতি আর নেই। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) এর পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তির অর্থ কেবল জ্ঞান অর্জন নয়। জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা যেন জ্ঞানকে প্রয়োগ করার ক্ষমতা, দক্ষতা, মূল্যবোধ, পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব প্রভৃতি অর্জন করতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চিরাচরিত বক্তৃতা পদ্ধতি এ বিষয় শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত নয়। শিক্ষক কোন একটি পদ্ধতি দৈনন্দিন পাঠের জন্য বেছে না নিয়ে কয়েকটি পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারেন। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে শিক্ষক একটি পাঠদানে বক্তৃতা, আলোচনা পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি শিক্ষাদান কৌশল ব্যবহার করতে পারেন। শিক্ষক সারা বছরে কয়টি পাঠ দেবেন এবং কোন পাঠে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করবেন তা আগে থেকেই ঠিক করে নেবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) কে শুধু বিষয় ভিত্তিক শিক্ষাই নয় বরং নৈপুণ্য বিষয়ক শিক্ষাও বলা যায়। সুনাগরিক হিসাবে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের সদস্য হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে অনেক দক্ষতার প্রয়োজন।

যে কোন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশেষে একথা বলা প্রয়োজন যে কোন শিক্ষক নির্দেশিকাই পাঠদানের একমাত্র অবলম্বন হতে পারে না। নির্দেশিকায় বর্ণিত পদ্ধতি ছাড়াও শিক্ষক প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুযায়ী নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষক অবশ্যই স্বাধীনভাবে তাঁর পাঠদান পদ্ধতি পরিচালনা করতে পারেন। এ প্রসংগে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হবে তাঁর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা। কোন পদ্ধতিই শিক্ষকের চেয়ে উত্তম বলে পরিগণিত হতে পারে না।

১ : পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানে শিক্ষক নির্দেশিকার ভূমিকা উল্লেখ করুন।

২ : পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদান কৌশল উল্লেখ করুন।

৩ : পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানে ২টি উদ্দেশ্য লিখুন।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান তত্ত্বাবধান

এ, কে, আবদুল মান্নান
বিশেষজ্ঞ

আদিম অবস্থা হতে বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে মানবজাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে। সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তিপূর্ণ-জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী হয়েছে অনেকটা সহজলভ্য। ব্যক্তি ও সমাজ স্বার্থে যোগ্যতার পূর্ণব্যবহারের সুযোগ হয়েছে বিস্তৃততর।

কিন্তু তাদের উন্নতির পথে বাধা দিয়েছে ঐতিহাসিক বিরোধ ও বাধাবিপত্তি। যুদ্ধ তথা মহাযুদ্ধ পৃথিবীতে এনেছে ধ্বংসলীলা ও প্রাণহানি। ৫,৫০০ বছর সময়ে কমপক্ষে ১৪,৫০০ বার বড় ধরনের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে যার ফলে কমপক্ষে চার বিলিয়ন লোক ক্ষয় করে শিক্ষা ও সভ্যতাকে দিয়েছে অনেক পিছু হটিয়ে, উন্নতির গতি হয়েছে শিথিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ১৯১৪-১৯ বহু দেশ জড়িত হয়ে পড়ে এবং দুকোটি লোকের প্রাণহানি ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ছয়কোটি লোক প্রাণ হারায় এবং শত শত শিল্প কলকারখানা শহর, নগর, নগরী ধ্বংস হয়। সূচনা হয় আনবিক যুদ্ধের, পরিচালিত হয় অকল্পনীয় ধ্বংসলীলা। তার বিষক্রিয়ারূপে লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শত শত লোক এখনও মানবেতর জীবন যাপন করছে। তাতেও মানবজাতির শিক্ষা হয়নি। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে এখনও ৪০০ বিলিয়ন ডলার করে প্রতি বছর খরচ হচ্ছে সামরিক খাতে, প্রতি দিন ব্যয় পরিমান প্রায় এক বিলিয়ন ডলার। বর্তমানে প্রায় ২৫ মিলিয়ন (২২ কোটি) লোক সামরিক সাজে সজ্জিত।

জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পরাশক্তির বর্তমান অস্ত্রশস্ত্রের ধ্বংস ক্ষমতা তেরলক্ষ আনুবিক বোমার সমান।

বিশ্বের এ হেন পরিস্থিতিতে শান্তি অপরিহার্য। কাজেই বোঝা যায় যে, শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা মানব জাতির একনম্বর এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জাতিসংঘের সনদ, পরাশক্তি ও অন্যান্য রাষ্ট্র, শান্তি ও সংহতি রক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

শান্তি ও সংহতি রক্ষায় এসব রাষ্ট্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অস্ত্র সীমিতকরন ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর তাই জাতিসংঘের সনদে মানবাধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে বলা হয়েছে যে, শিক্ষার দ্বারা আন্তর্জাতিক সহনশীলতা, সমঝোতা ও বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হবে। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলে শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে শিক্ষার্থীদেরকে।

আমরা জানি, "শিক্ষকের হাতেই জাতির ভবিষ্যতের চাবিকাঠি"। মানবজাতির ভবিষ্যত, ক্রমোন্নতি অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষকগণ, শিক্ষার্থীদের মতামত, দৃষ্টিভংগী, মূল্যবোধ এবং চারিত্রিক গুণাবলীর কতটুকুন পরিবর্তন সাধন ও সু-গঠিত করতে পেরেছেন। কারণ তারাই হবে ভবিষ্যতের নাগরিক। কাজেই অতীত ও বর্তমানের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশিক ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে জ্ঞানদান করে তাদের মধ্যে সচেতনতা পরিবর্ধনের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা, পেশা ইত্যাদির সাথে পরিচিত করিয়ে এবং কাজের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন দ্বারা তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী গড়ে তোলা শিক্ষাঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং শান্তির পূর্বশর্ত।

সযত্ন পরিকল্পনা, উপযুক্ত শিক্ষোপকরণ, উপযোগী সংগঠন এবং যথোপযুক্ত শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োগে পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাদানের মাধ্যমে শান্তির প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা যায়। তবে এ ব্যাপারে কোন প্রচেষ্টা সফলতা অর্জন করতে পারবে না যদিনা শান্তি ও পারস্পরিক বোঝাপরার জন্য শিক্ষাদানকে অন্যতম প্রকৃত উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করা হয়। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সৌহার্দ অর্জনের জন্য অন্যান্য জাতির ইতিহাস এবং সংস্কৃতি ও শিক্ষা দিতে হবে। নিজের এবং অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং জ্ঞান অর্জন করে জীবনের মূল্যবোধ সংগঠনে প্রথম থেকে শিশুদেরকে পরিচালিত করতে হবে। বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে গড়ে তুলতে হবে সংহতি ও সমঝোতার স্পৃহা।

প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবেশ পরিচিতি একটি প্রধান ও বাস্তব ভিত্তিক বিষয়। এর প্রতিটি শিক্ষাকর্ম পরিবেশের বাস্তবতার সাথে জড়িত। এতে কোন কাল্পনিক বিষয়বস্তুর

স্থান নেই। আছে অনুসন্ধিৎসার তৃপ্তি ও কৌতূহলের সমাধান। এ বিষয়টি দ্বারা শিক্ষার্থীকে যে শিক্ষা দেয়া হয় তার মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক চিন্তাধারায় এই পরিবর্তন নীচের চারটি বিষয়ের দিক নির্দেশক।

ক : *শিশুর ব্যক্তিগত কাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন* :

শিশুকে আরো অধিক কাজের সুযোগ দিতে হবে। পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে অধিকতর শিক্ষোপকরণের মাধ্যমে হাতে কলমে কাজ শেখান উচিত। তাদের কাজকে তাদের নিজস্ব ধারায় প্রবাহিত হতে দিতে হবে। সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শ্রেণীকক্ষে শিশু অন্যের কাজ এবং শিক্ষকের কাজ দ্বারা লাভবান হয় বেশী। স্বাধীন ভাবে কাজ করে শিশুরা তাদের মান প্রতিষ্ঠিত করে এমন নিপুনতা অর্জন করতে পারে যা-উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া মান হতে শ্রেয় ও উন্নততর।

খ : *ব্যক্তিগত পার্থক্যের স্বীকৃতি* :

প্রতিটি শিশুরই নিজস্ব এবং পৃথক সত্ত্বা আছে। শিশুতে শিশুতে পার্থক্য রয়েছে অনেক। বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন গতিতে শিখে। তাদের চিন্তাধারা, আনন্দ, ইন্টারেষ্ট ও আগ্রহ বিভিন্ন। কাজেই অধিকতর শিক্ষোপকরণ প্রয়োগ ও ব্যবহারের সুযোগ এবং সময় দিতে হবে।

গ : *অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার মূল ভিত্তি নির্বাচন* :

অভিজ্ঞতাই শিক্ষার মূল ভিত্তি। জন লকের মতে অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি শিক্ষার গোড়া পত্তন করে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতেও এ কথা সত্য। শিশু যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তার সাথে দৈহিক সংযোগের মাধ্যমেই শিক্ষা সংগঠিত হয়। পিঁয়াজের মতেও এ কথা সত্য যে নতুন সংযোজন পুরাতনের স্থান দখল করে নবতর জ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে। যার ফলে শিশুতে শিশুতে অভিজ্ঞতার প্রভেদ দেখা যায়।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

অভিজ্ঞতা অনুভূতিমূলক, আবেগমূলক এবং সামাজিক হতে পারে। অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে সঠিকভাবে অঙ্গ সঞ্চালনে দক্ষতা অর্জন, জীবন ক্ষেত্রে প্রত্যেকের দান এবং অংকন ইত্যাদির মাধ্যমে আবেগের প্রকাশ ঘটে এবং সামাজিক অভিজ্ঞতাও শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করে।

ঘ : পারিপার্শ্বিক বস্তুনিশ্চয় ও পরিবেশের গুরুত্ব অনুধাবন :

শিশুর জানার দুর্নিবার আকাঙ্খা ও কৌতূহল উজ্জীবিত হয় পরিবেশের জীব ও জড় বস্তুর বিষয়ে হাজারো প্রশ্নে। একে সুষ্ঠু এবং সঠিক পথে পরিচালিত করা শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব। তাতে তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে এবং পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গঠনের অভ্যাস এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী গড়ে উঠবে।

কাজেই বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষা হতে হবে প্রয়োগধর্মী, কার্যকর ও ফলপ্রসূ। শিক্ষা জাতীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের কেবল ধারক ও বাহকই নয়, শিক্ষা হল এ সব সংগঠনের নিয়ামক। শিক্ষা জাতীয় ও ব্যক্তি জীবনে উন্নতির চাবি-কাঠি। আর প্রাথমিক শিক্ষাই রচনা করে ভবিষ্যৎ শিক্ষার ভিত্তিভূমি। কাজেই প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে কার্যকর করতে পারলেই জাতীয় জীবনের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।

শিশু কি ভাবে শিখে : যে কোন শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ কর্মকাণ্ডে চোখ, কান এবং অন্যান্য অংগ তাদের অনুভূতিকে কতগুলো স্নায়ুতন্ত্রীয় খবরে পরিণত করে। এসব খবর স্নায়ুতন্ত্রের অন্য খবরে পরিবর্তিত হয়ে সঞ্চিত থাকে এবং প্রত্যাবর্তন করে। এই পুনঃ আবর্তিত খবর আরো প্রত্যাবর্তনের খবরে পরিবর্তিত হয় এবং পেশিসমূহের কাজ পরি-চালনা করে। তার ফল হলো বক্তব্য ও নানা রকমের অংগ সঞ্চালন। এর ফলে কোন বিষয় বা কাজ শেখা হয়েছে তা বুঝা যায়।

পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষার ফল তত্ত্বাবধান এবং পরিবেশকে জানার ক্ষেত্রেও তা

প্রযোজ্য। এই শিক্ষালাভের ফল দর্শন ও অনুধাবনের জন্য আমরা নিচের কাঠামো ও চার্টের কথা চিন্তা করতে পারি ঃ

সারণী ঃ ১

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের কাঠামো

- পরিবেশ ও সমাজ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান
- সমাজ জীবনের কার্যকর সদস্য হওয়ার জ্ঞান
    - পরিবেশ ও সমাজ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের পন্থা জানা
        - ১। সামাজিক পরিবেশগত উন্নয়নের পন্থা সম্বন্ধে জ্ঞান
        - ২। পরিবেশগত পরিবর্তন ও উন্নয়নের পরীক্ষা নিরীক্ষা
        - ৩। পরিবেশগত বিভিন্ন জিনিস নির্বাচন ও অকার্যকর বস্তু নির্ধারণ এবং কার্যকর বস্তু চয়ন
    - পরিবেশকে জানার পন্থা নির্ধারণ
        - ১। পরিবেশের মৌলিক বিষয়াদি সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান
        - ২। সামাজিক কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতা সংগঠন ও অনুভূতি সমন্বয়
        - ৩। সামাজিক ও পরিবেশিক অভিজ্ঞতার ও অনুভূতির ব্যাখ্যাদান
    - সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিবেশ উন্নয়নের কার্যকর ভূমিকা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন
        - ১। সুন্দর জীবন-যাপন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন
        - ২। অন্যান্যের সাথে সুন্দর জীবন যাপন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন
        - ৩। সামাজিক মূল্যবোধ অনুধাবন
        - ৪। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান ।

সারণী ঃ ২

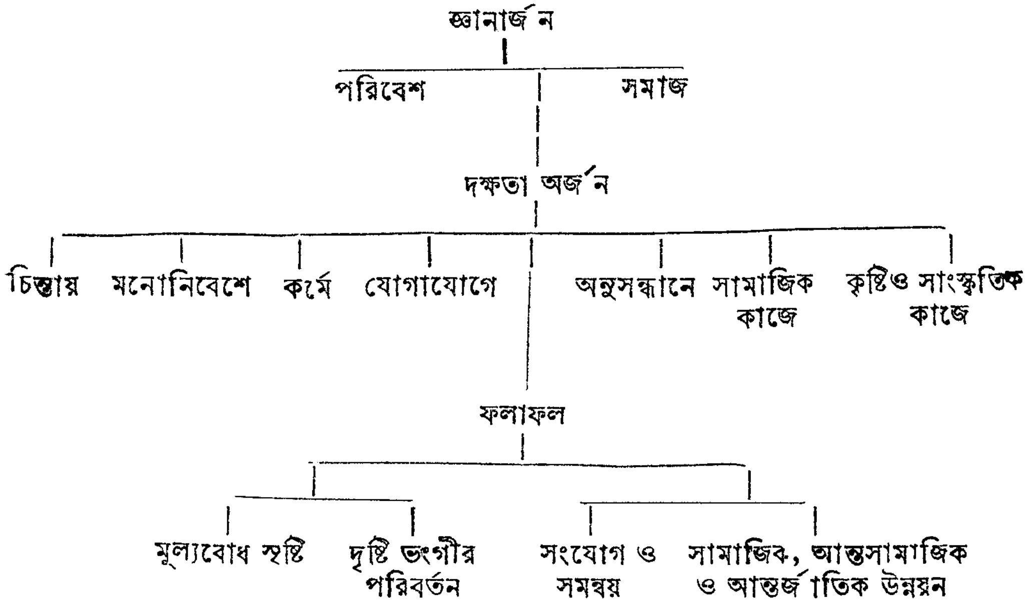

তত্ত্বাবধানের বিষয়সমূহ ঃ আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করলে আমরা বিশেষভাবে অবহিত হতে পারব পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাদান তত্ত্বাবধান কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতি পরিবর্তন করে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রবর্তনে পরিদর্শকবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। নিচের আলোচনা থেকে আমরা এ ব্যাপারে অবহিত হতে পারব।

১ ঃ ***পাঠ্যক্রম ঃ*** প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাদানে জাতীয় পাঠ্যক্রম কমিটির রিপোর্ট ব্যবহার করে কিনা সে সম্বন্ধে পরিদর্শক খোঁজ নেবেন।

২ ঃ ***বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞান ঃ*** প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাস্তব ভিত্তিক শিক্ষাদান পরিবার ও পারিবারিক পরিবেশ, খাদ্য পরিচ্ছেদ, বাসস্থান, পশু-পাখী, সামাজিক পরিবেশ, লোকজ পেশা, যাতায়াত ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা, জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসব-

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

প্রাকৃতিক পরিবেশ-জড় (মাটি, পাথর), জীব (পশু-পাখী), বিভিন্ন দিক, সময়, পাড়া, গ্রাম ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেয়া হয় কিনা এবং এ ব্যাপারে ব্যবহৃত শিক্ষোপকরণ সংগ্রহ করছে কিনা পরিদর্শক তা খোঁজ নেবেন।

৩ : *পর্যবেক্ষণ* : খাদ্য ও পানির উৎস পর্যবেক্ষণ করান কিনা, পাঠ্যক্রম বই এর ১২১ পৃঃ যে সব আছে তা করান হয় কিনা তা অনুসন্ধান করা উচিত। বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জ্ঞান দানের জন্য সূর্যের উদয় ও অস্ত, পরীক্ষণের দ্বারা দিক ও সময় সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছে কিনা তা অবহিত হওয়া কর্তব্য।

৪ : *পেশা ভিত্তিক জ্ঞান* : তা ছাড়া বিভিন্ন পেশার লোকদের কর্মস্থান এবং যন্ত্রপাতি দেখানো হয় কিনা সে সম্পর্কে খোঁজ নেবেন। যেমন—যানবাহনে আরোহণ এবং তা থেকে অবতরনের নিয়ম, বৈদ্যুতিক আলো ও তাপ সম্বন্ধে জ্ঞানদান করাহয় কিনা ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

৫ : *সহজলভ্য উপকরণ* : মাটি, পানি, কাদা, মাটি ও বালু দ্বারা শিক্ষোপকরণ তৈরী, ছবি আঁকা, কাগজ ও কাপড় দিয়ে বিভিন্ন জিনিসের নমুনা তৈরী করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বিশেষ আনন্দ পায়। এসব হচ্ছে কিনা তা দেখা এবং কাজের উৎসাহ দেয়া তত্ত্বাবধায়কের কর্তব্য।

৬ : *পরিচ্ছন্নতা* : খাদ্যের অপচয় রোধ এবং পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে সহায়তা করা, দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন, পরিষ্কার ও অপরিস্কার পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিনা তা তত্ত্বাবধান করা তত্ত্বাবধায়কের কাজ।

৭ : *ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসব পালন* : ধর্মীয় উৎসব, স্বাধীনতা দিবস, একুশে দিবস, বিজয় দিবস সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান আছে কিনা তা জানা তত্ত্বাবধায়কের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এসব পালনও ঐ সব দিকের তাৎপর্য আলোচনা।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

৮ : **উপকরণ** : তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ্য বই আছে। তদুপরি শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণের সংগে সংগে হাতে কলমে কাজ করে শিখবে। পাঠ্যক্রমের ১৩৪, ১৩৯ ও ১৪২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু সাফল্য অর্জন করেছে তা অনুধাবনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক ব্যবহৃত শিক্ষোপকরণ এবং মূল্যায়নের নমুনা পর্যবেক্ষণ করবেন

৯ : **মানচিত্রের গুরুত্ব** : বিভিন্ন মানচিত্র রাখার ব্যবস্থা এবং তা শ্রেণীকক্ষে দেখানো সম্বন্ধে খোঁজ নেবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা মানচিত্র তৈরী করবে। শিক্ষক এ ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন তা জানা প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়ক যদি দেখেন কোন মানচিত্র নেই তা হলে ট্রেসিং করে ম্যাপ অাঁকার পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষকদেরকে উপদেশ দেবেন। শিক্ষকগণ প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য নিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের দ্বারা বিদ্যালয় অংগণে বাংলাদেশের মানচিত্র করায়ে আনন্দ ও বাস্তব ভিত্তিক অভিজ্ঞতা দান করতে পারবে।

১০ : **পাহাড় পর্বত আগ্নেয়গিরি** : শিশুদেরকে সঠিকভাবে পরিচালিত করলে তারা মাটি দিয়ে বিদ্যালয় অংগনে পাহাড়, মালভূমি, নদী, আগ্নেয়গিরি তৈরী করতে পারবে। এ ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়কগণ সচেতন থাকবেন এবং পরিদর্শনের সময় আগ্রহ সহকারে দেখবেন। তা হলে শিক্ষক শিক্ষার্থী সবাই উৎসাহিত হবেন এবং কাজ করবেন।

১১ : **পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষোপকরণ** : পরিদর্শক অবশ্যই দেখবেন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর ১৩৫, ১৪০, ১৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত শিক্ষকের কাজ সম্বন্ধে অবহিত আছেন কিনা। তাঁদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে যা অবহেলা করলে শিক্ষার সঠিক মান অর্জন করা সম্ভব নয়।

১২ : **অনুসন্ধিৎসাকে কাজে লাগানো** : শিক্ষার্থীরা পরিবারের সদস্য, নিজ-গ্রামের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোকের তালিকা, এলাকার স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরী করবে। তত্ত্বাবধায়ক এ সম্বন্ধে অবহিত হবেন। ভাল

চার্ট বা তালিকা তৈরী কারক শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করবেন। শিশুরা কৌতুহলী, তারা তাদের পরিবেশকে জানতে চায়, বুঝতে চায় এবং প্রত্যক্ষ অনুভব করতে চায়। পরিবেশের অতিসাধারণ জিনিস তাদের কৌতূহল সৃষ্টি করে। এসব দেখে তারা আনন্দ পায় আর ব্যাখ্যা চায় প্রতিটি জিনিসের+ প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনাবলী তাদের মনকে বার বার নাড়া দেয়। প্রশ্ন জাগায় অফুরন্তভাবে এ সবের উৎপত্তি, বিকাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে তারা শেখে হাজারো প্রশ্নোত্তরে। তাদের স্বভাবকে কাজে লাগানোর জন্য শিশুদেরকে মাঠে, ক্ষেতে, খামারে নিয়ে যায় কিনা, পানির উৎস, খাদ্যের উৎস ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করান কিনা তা সম্বন্ধে পরিদর্শক অবশ্যই খোঁজ নেবেন। সাধারণ বনভোজন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকৃতি দর্শন, শেখা এবং প্রাকৃতিক বস্তুর নমুনা সংগ্রহ করে শিশুদের জ্ঞানার্জনের দুনিবার আকাংখাকে পরিতৃপ্ত এবং ভবিষ্যত গবেষণার পথ উন্মুক্ত করতে পারেন। এসবের খোঁজ নিয়ে পরিদর্শক কৌতূহল, স্বতঃস্ফূর্ততা, সৃজনী প্রতিভা ও কর্মতৎপরতার উপযুক্ত লালন করার জন্য তাদের নাম জানবেন। সাক্ষাৎ করবেন, ছোট খাট পুরস্কার দেবেন।

১৩ : *ছবি অংকন :* পরিবেশের জীব ও জড় পদার্থ সম্বন্ধে শিশু মনে জাগে অনন্ত কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসু .য সবের জবাব তারা পেতে চায় মা-বাপ, ভাইবোন অভিভাবক ও শিক্ষকের কাছ থেকে। এ সব জীব ও জড় পদার্থের আকার আকৃতি সম্বন্ধে শিশু মনে যে ধারনা সৃষ্টি হয় তাকে তারা রূপ দিতে চায় অংকন ও মডেলের মাধ্যমে। আর এ ভাবেই তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। এই সৃজনশীলতাকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় মাল মসল্লা এবং ভাল অংকনের ও চার্টের জন্য প্রসংসা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করবেন। তত্ত্বাবধায়ক অধিকতর দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে এসবের উপর গুরুত্ব দিয়ে পরিদর্শনের সময় খোঁজ নেবেন।

১৪ : *পরিবেশের বিভিন্ন জিনিস পরিদর্শন :* প্রাথমিক স্তরের শিশুরা অত্যন্ত কৌতুহলী, অনুসন্ধিৎসু এবং সৃজনশীল। স্বভাবতই তারা অত্যন্ত প্রাণ চঞ্চল এবং কর্মতৎপর। এ স্বভাবকে লালন ও ফলপ্রসূ বিকাশের জন্য তার পরিবেশে প্রাপ্ত বস্তুর জীব ও জড় পদার্থের মডেল তৈরীর বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ করে তাকে হাতে কলমে কাজের সুযোগ দিতে

হবে। কাদা মাটি, আর্ট, ছেড়া কাপড়, ব্যবহৃত কাগজ, পাট, বাঁশ, বেত, তাল পাতা, খেজুর পাতা, কাঠ, ম্যাচ বাক্স ইত্যাদি হাজারো অকেজো জিনিস থেকে তারা খেলনা এবং বিভিন্ন মডেল তৈরী করবে। পরিদর্শক এ সবের খোঁজ নেবেন। এ বিদ্যালয়ের এ সব সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেবেন। বৎসরে দু'একবার এ সবের এবং শিশু কাজ কর্মের প্রদর্শনী করবেন। তা উদ্বোধনের সময় ইউ, এন, ও এবং স্থানীয় জনসাধারণ ও অভিভাবদেরকে দাওয়াত দিতে পারেন।

১৫ : *পেশা ভিত্তিক কাজ* : শিশু তার পরিবেশে বসবাসকারী লোকদের পেশার ও লোকের সাথে পরিচিত হবে। কৃষক, কামার, কুমার, জেলে, তাতী, ব্যবসায়ী, দর্জি, উকিল, মসজিদের ইমাম প্রভৃতির সাথে পরিচিত হয়ে তাদের কাজ সম্বন্ধে জানবে। শিক্ষক তার ব্যবস্থা করছেন কিনা তা দেখা পরিদর্শকের কাজ এবং অনতম দায়িত্ব। শিশুরা সব পেশার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শিখবে, তাদের কাজের গুরুত্ব বুঝে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। বিদ্যালয়ের এক কোণে ক্ষুদ্রাকারে কৃষি ক্ষেত থাকবে। তাতে তারা ফসল বোনার নিয়ম, সময় ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবে।

১৬ : *ফুল ও ফলের বাগান* : বিদ্যালয়ে আদর্শ ফুল ও ফলের বাগান করে নিজ নিজ বাড়ীতে তরিতরকারীর বাগান করতে উৎসাহিত করা কর্তব্য। কিছু অভিভাবক ডেকে বিদ্যালয়ের মাঠে আনুষ্ঠানিক বৃক্ষ রোপণ করে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। পরিবেশের প্রতিটি জিনিস যে অতি মূল্যবান এবং তা সংরক্ষণ ও লালন প্রয়োজন সে সম্বন্ধে শিশুদেরকে অবহিত করতে হাতে কলমে কাজ করছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব পরিদর্শকের।

১৭ : *ক্ষুদ্র প্রকল্প* : হাঁস মুরগী পালন, পোনামাছ ও মাছ চাষ সম্বন্ধে সম্ভব হলে হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। সুযোগ থাকলে বিদ্যালয়ের নীচু জমিতে মাছের চাষ করার জন্য পরিদর্শক ছাত্র ও শিক্ষকদেরকে উৎসাহিত করবেন।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

১৮ : দল গঠন ও সমবায় : শ্রেণীকক্ষ ও শ্রেণীর বাইরে কর্মভিত্তিক জ্ঞানার্জন কালে শিশুরা দলে বিভক্ত হয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করবে। বিদ্যালয়ের সব ছাত্রদের একটি সমবায় সমিতি গঠন করে সঞ্চয়ের অভ্যাস গঠন করা যেতে পারে।

১৯ : ক্ষুদে মিউজিয়াম : মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধীয় বিষয়াদি ও ঘটনার চিত্রায়ন এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশে প্রাপ্ত বস্তু সংগ্রহ দ্বারা বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান সহজতর ও আনন্দদায়ক করা যায়। গবেষণা ও গভীর মনোযোগ অর্জনের পথ উজ্জ্বল ও সহজতর হয়।

২০ : শ্রেণীকক্ষের কাজ : শ্রেণী পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ পরিকল্পনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক তা করেন কিনা তত্ত্বাবধায়ক তার খোঁজ নেবেন।

২১ : জনসংযোগ ও সহপাঠক্রমিক কাজ : প্রাত্যহিক সম্মেলনী, খেলাধুলা, জাতীয় দিবসে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানাদি দ্বারা শিক্ষার্থীদের মানসিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ব্যবস্থাদি নেয়া হচ্ছে কিনা সে সম্বন্ধে তত্ত্বাবধায়ক খোঁজ নেবেন। অভিভাবক এবং অন্যান্যর সাথে বিদ্যালয়টির উন্নতির এবং ভাল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জনসাধারণ কতটুকু আগ্রহী তা অনুধাবন করা তত্ত্বাবধায়কের পক্ষে জরুরী।

২২ : মূল্যায়ন : মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ ও অভিভাবকদেরকে অবহিত করানো একটি অতীব প্রয়োজনীয় কাজ। পরিবেশ পরিচিতি মূল্যায়নের সাথে শিশুদের দ্বারা তৈরী বিভিন্ন শিক্ষোপকরণ ও মূল্যায়নের আওতায় আনতে হবে। পর্যবেক্ষণের পর মৌখিক পরীক্ষা (১ম ও দ্বিতীয়) এবং অন্যান্য শ্রেণীর শিশুদের জন্য লিখিত চার্ট, নমুনা ইত্যাদির মূল্যায়ন ও ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ডে তার অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে নজর দেবেন তত্ত্বাবধায়ক।

২৩ : ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড কার্ড সংরক্ষণ : সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হবে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। তার জন্য প্রয়োজন সরকারী আদেশ এবং সরকারী ব্যায়ে ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ডকার্ড সরবরাহ করা উচিত।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

38812

২৪ : *বার্ষিক কর্মসূচী* : কর্ম পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায় না। কাজেই প্রতি শ্রেণী এবং প্রতি বিদ্যালয়ে পাঠদান সহ পাঠক্রমিক কাজ, পরিদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে বার্ষিক কর্মসূচী আছে কিনা তা দেখা পরিদর্শকের কর্তব্য।

Books and papers consulted :

1. *Report of the National Curriculum committee.*
2. *Personal Value in Primary Education-by Norman kirby.*
3. *The Growth and Devolopment of Children-by Catherine Lee.*
4. *UNESCO Handbook for the Teaching of Social Studies Edited by Howard D. Mehlinger.*
5. *Taxonomy of Educational Objectives by Benjamin S. Bloom David R. Krathwohl Bertram B. Nasia*
6. *Child Centred Education—A. K. Abdul Mannan -A Thesis approved by the University of Manchester (U. K.) in connection with training in Higher Education*

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে নির্দেশিত ১ম ও ২য় শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বর্তমান ভূমিকা ও কার্যকরী পন্থা পর্যালোচনা

মোঃ আজিম উদ্দীন
সহকারী বিশেষজ্ঞ

১। ভূমিকা ঃ

মানুষ আশরাফুল মখলুকাত। তার আশরাফী আতরাফী নির্ভর করে সুষ্ঠু শিক্ষার উপর। তাই শিক্ষার প্রতি সৃষ্টি কর্তার কড়া নির্দেশ। বিদ্যা শিক্ষা করা প্রত্যেক নরনারীর উপর ফরজ। হাদিছে উল্লেখ আছে "শিক্ষাকাল দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত"। "সুদূর চীন দেশে হলেও বিদ্যা শিক্ষা কর"।

জাতির উন্নতির চাবিকাঠি শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। আর এ শিক্ষা নির্ভর করে সামাজিক বন্ধনের উপর। সমাজ ছাড়া মানুষ চলতে পারে না-বাঁচতে পারে না। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ বদ্ধ ভাবে বাস করতে মানুষ বাধ্য।

শিক্ষা ও সমাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজকে বাদ দিয়ে শিক্ষা অচল। তেমনি ভাবে শিক্ষাকে বাদ দিয়ে সমাজ অচল। শিশু সমাজের অংশ। এ প্রসংগে এ্যারিষ্টোটল বলেন, **"A man who is not a member of a society is either a god or a beast"**

শিশু সমাজের ক্ষুদ্র অংশ। আজকের শিশু আগামী কালের নাগরিক। তার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য পরিবেশ বা আবেষ্টনী পরিচিতি একান্ত আবশ্যক।

আমরা প্রাথমিক শিক্ষার সংগে জড়িত। আমাদের দেশের প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শিক্ষাকাল ৬+বৎসর হতে ১০+বৎসর। মাতৃগর্ভ হতেই শিশুর বংশগতি ও পরিবেশ শুরু হয়ে যায়।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

এ প্রসংগে নিম্নের উদ্ধৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। "Heredity covers all the factors that were present in the individual when he/she began life (not a birth but at the time of conception about 9 months before his/her birth) while environment covers all the outside factors that have acted on him/her since that time". Marquis Psychology pp 11.

তাই পরিবেশকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা শুরু হয়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা শিশুর জীবনে একটা গুরুত্ব পূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। এ বয়সে শিশুরা স্বভাবতঃই কৌতুহল প্রিয়, অনুসন্ধিৎসু, কল্পনা প্রবন ও সৃজনধর্মী। প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর বলে সর্বদাই কর্মতৎপর। পরিবেশের বিভিন্নতার উপর তাদের জিজ্ঞাসা অনন্ত। জন্মের পর থেকে তার জিজ্ঞাসা ও কৌতুহল কেবল জানা আর জানা। সে তার মা, বাবা, ভাই, বোন ও পরিবার পরিজনকে জানতে চায়। প্রশ্ন করা তার স্বভাব সুলভ আচরনে পরিনত হয়। এ সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর তার জ্ঞান ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে পরিবেশের সংগে পরিচিত হয়ে সুষ্ঠু সামাজিক শিক্ষায় ব্রতী হয়।

২। উদ্দেশ্য ঃ

(ক) পারিবারিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।
(খ) খাদ্য ও তার উৎস সম্বন্ধে জানা।
(গ) পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে জানা।
(ঘ) বাড়ী ঘর বা বাসস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।
(ঙ) স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্ন বাসগৃহ সম্বন্ধে ধারনা লাভ।
(চ) পোষা ও গৃহ পালিত পশুপাখী সম্বন্ধে জানা।
(ছ) দিক, সময় ও দূরত্ব সম্বন্ধে ধারনা লাভ।
(জ বিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।
(ঝ) পাড়ার ও গ্রামের পরিবেশ জানা।
(ঞ) স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্ন পেশার লোক সম্বন্ধে জানা।
(ট) স্থানীয় যাতায়াত ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানা।
(ঠ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে ধারনা লাভ।

(ড) মাঠ ঘাট ও উৎসবাদী সম্বন্ধে জানা।

(ঢ) প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

(ণ) তাপ ও আলো সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

(ত) আবহাওয়া ও ঋতু সম্বন্ধে ধারনা।

(থ) সামাজিকতা, সৌজন্য ও শৃঙ্খলা বোধ জাগ্রত করা।

(দ) খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে জানা।

(ধ) স্থানীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারনা লাভ।

৩। *বিষয়বস্তু ঃ*

(ক) *পারিবারিক পরিবেশ ঃ*

১ ঃ শিশুর নিজের নাম, পিতা-মাতার নাম, ভাই-বোন, সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে জানবে।

২ ঃ সকলের নাম ধাম বয়সের ক্রম অনুসারে সাজিয়ে বলবে।

৩ ঃ পিতা মাতা ভাই বোনদের দায়িত্ব ও কাজ।

৪ ঃ বড়দের সংগে শিশুর করণীয় কাজ।

৫ ঃ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্নেহ ও মমত্বাবোধ।

৬ ঃ নিজ বাড়ীর অবস্থান ও ঠিকানা।

(খ) *খাদ্য ঃ*

১ ঃ ভাত, রুটী, চিড়া, মুড়ি, খই, পিঠা, মোয়া, গুড়, ডাল, মাছ, মাংস, শাকসবজি, তরকারী, ডিম, দই, ফল, ইত্যাদি। শিশু ও বড়দের খাদ্য।

২ ঃ খাদ্যের উৎস ঃ ধান, গম, মাছ, মাংস, হাঁস মোরগ, গরু ছাগল, শাকসব্জি, গাছপালা ইত্যাদি।

৩ ঃ খাদ্য গ্রহণের পূর্ব প্রস্তুতি ঃ থালা, বাটী, গ্লাস, পেয়ালা, হাত-মুখ পরিস্কার করা এবং খাদ্য ঢেকে রাখা।

৪ ঃ খাদ্য গ্রহণের সময় ঃ সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা ও রাত।

৫ঃ বাসি ও দূষিত খাদ্যঃ খাদ্যের অপচয়। খাদ্য সংরক্ষণ।

৬ঃ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তাঃ পুষ্টি সাধন।

৭ঃ পানির উৎস—প্রয়োজনীয়তা।

(গ) পোষাক পরিচ্ছদ ঃ

১ঃ শিশুর বিভিন্ন পোষাকের নাম।

২ঃ পরিবারের অন্যান্যদের পোষাক ও তার নামঃ জামা, পাঞ্জাবী পায়জামা, কোট, প্যাণ্ট, গামছা, লুংগী, ব্লাউজ, ধূতী, ফ্রক, তোয়ালে, জুতা, মোজা ইত্যাদি।

৩ঃ পোষাকের প্রয়োজনীয়তাঃ ধূলা, বালি, ঠাণ্ডা, গরম, রোগ জীবানু ও বাতাস হতে দেহকে নিরাপদ রাখা, শালীনতা রক্ষা ও সৌন্দর্য বোধ বৃদ্ধি।

ঘ) বাসস্থান :

১ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি/পরিবারের বাসস্থানের প্রয়োজন, পারিবারিক সম্পত্তি ও আসবাবপত্র সংরক্ষণ।

২ঃ শিশুর পারিবারিক বাসস্থান / বাস গৃহ / বাড়ী, বিভিন্ন ঘর ও তার ব্যবহার।

৩ঃ পোষা ও গৃহপালিত পশু পাখীর বাসস্থান।

ঙ) স্থানীয় পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের বাসগৃহ ঃ

১ঃ প্রকার ভেদঃ মাটির ঘর, ছনের ঘর, মাচার ঘর, পাতার ঘর, বাঁশের ঘর, টিনের ঘর, কাঠের ঘর, পাকা ঘর, আধা পাকা ঘর।

২ঃ বাড়ী তৈরীর উপকরণঃ মাটি, কাঠ, পাতা, ছন, খড়, বাঁশ, বেত, টিন, ইট, বালু, লোহা, সিমেণ্ট, রড ইত্যাদি।

৩ঃ বাস গৃহের প্রস্তুত কারকঃ মিস্ত্রি, সুতার, রাজ মিস্ত্রি।

চ) দিক, সময় ও দূরত্বের ধারণা ঃ

১ঃ দিকঃ ডান, বাম, সম্মুখ, পেছন, উপর, নীচ, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ইত্যাদি।

২ঃ সময়ঃ সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত, সপ্তাহের দিন।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

৩ ঃ দূরত্ব ঃ স্থানীয় পরিবেশে অবস্থান, ঘর, বাড়ী, বিদ্যালয়, মন্দির, গীর্জা, কিয়াং, খেলার মাঠ, বাজার প্রভৃতির দূরত্ব।

ছ) *বিদ্যালয় পরিবেশ ঃ*

১ ঃ বিদ্যালয়ের নাম ও অবস্থান।

২ ঃ বিদ্যালয় গৃহ, শ্রেণী, অফিস কক্ষ, শিক্ষক কক্ষ, পাঠাগার, পানি, পায়খানা, খেলার মাঠ ইত্যাদি।

৩ ঃ বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র ঃ চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড, ডাষ্টার, আলমারী ইত্যাদি।

৪ ঃ বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত উপকরণ ঃ মানচিত্র, ছবি, মডেল, ঘড়ি, ঘণ্টা, টব, শিশি বোতল, টিন খেলার সামগ্রী ইত্যাদি।

৫ ঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক / সহকারী শিক্ষক ও সহপাঠীদের পরিচয় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক। বন্ধু বান্ধবের সংগে সৌজন্য মূলক ব্যবহার ও আদব কায়দা।

জ) *পাড়া/গ্রামের পরিবেশ ঃ*

১ ঃ পাড়ার / গ্রামের অবস্থান।

২ ঃ বাড়ী ঘর, রাস্তা ঘাট, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, কিয়াং, মাঠ, পার্ক, খাল-বিল, নদী নালা, পুকুর, হাট, বাজার, গাছ-পালা, তৃণভূমি, কৃষি ক্ষেত, ফলের বাগান, ফুলের বাগান, সমতল ভূমি, টিলা, পাহাড়।

৩ ঃ প্রতিবেশী ও সমাজ জীবন।

ঝ) *স্থানীয় লোকের পেশা ঃ*

কৃষক, গাড়ীয়াল, মাঝি, জেলে, তাঁতি, ছুতার, মিস্ত্রি, কাঠুরে, কামার, কুমার, মুচি, দর্জি, ধোপা, নাপিত, গোয়ালা, শিক্ষক, কবিরাজ, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, চৌকিদার, দফাদার চাকুরি-জীবি, ইমাম, মোয়াজ্জেম, উকিল, মোক্তার, ডাক পিয়ন, ইত্যাদি।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

ঞ) *স্থানীয় যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ*

১ঃ স্থল পথঃ সাইকেল, বাস, রিক্সা, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ঠেলা গাড়ী, মোটর সাইকেল, জিপগাড়ী, ট্রাক, রেল গাড়ী ইত্যাদি।

২ঃ জলপথ ঃ নৌকা, লঞ্চ, স্পীড বোট, ষ্টিমার, ইত্যাদি।

৩ঃ আকাশ পথঃ উড়োজাহাজ, হেলিকপ্টার, ইত্যাদি।

ট) *প্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ*

১ঃ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা।

২ঃ স্থানীয় জীব ও জড় পদার্থ এবং তাদের নাম।

৩ঃ মাটি, পাথর, পাতা, ফুল, বীজ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

৪ঃ বিভিন্ন প্রকার পশুপাখী, পোকা মাকড়, তাদের খাদ্য ও বাসস্থান।

৫ঃ বিভিন্ন প্রকার মাছ ও বর্ণনা।

(১) *আবহাওয়া ও ঋতু ঃ*

১ঃ আবহাওয়া, বায়ু, জলীয় বাষ্প, কুয়াসা, শিশির, মেঘ, বৃষ্টি, ধোয়া ও ধূলা।

২ঃ ঋতুঃ শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা।

৪। *উপকরণ ঃ*

(ক) শিশুরা নিজ পরিবার, পরিবারের সদস্যদের নামের তালিকা ছবি ও ফটো সংগ্রহ করবে।

(খ) বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সামগ্রীর তালিকা।

(গ) গাছপালার তালিকা। ছবি ও ফটো সংগ্রহ-সংরক্ষণ।

(ঘ) পোষাক পরিচ্ছেদের তালিকা, ছবি, চার্ট ইত্যাদি।

(ঙ) বিভিন্ন প্রকার ঘর বাড়ীর তালিকা ছবি ফটো সংগ্রহ।

(চ) গৃহপালিত জন্তুর তালিকা, ছবি, মডেল, ইত্যাদি।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

(ছ) শিশুর বাসস্থান, বিদ্যালয়, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্রভৃতির ছবি, মডেল ইত্যাদি।

(জ) বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের ছবি, মডেল, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

(ঝ) পাড়া / গ্রাম, হাট, বাজার, নদী-নালা, খাল বিল, প্রভৃতির মানচিত্র, ছবি ইত্যাদি।

(ঞ) চিত্ত বিনোদন উপকরণ সামগ্রী : বাঁশী, খঞ্জুরী, একতারা, দোতারা, ঢোল, ড্রাম, তবলা, সারেংগী, গ্রামোফোন, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি ছবি ও মডেল।

(১) *স্থানীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। বিভিন্ন প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদের ছবি।*

উপরোক্ত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য সূচীর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে তা কতদূর বাস্তবায়িত হচ্ছে নিচের আলোচনা হতে তা বুঝা যাবে।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট মোতাবেক ১ম ও ২য় শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি সমাজের জন্য কোন পাঠ্য পুস্তক থাকবেনা। পাঠ্য সূচী অনুযায়ী অনানুষ্ঠানিক ভাবে শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু বাজারে উক্ত দুই শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজের বই পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ বিদ্যালয়েই শিক্ষকগণ তা অনুসরণ করেন। এ প্রসংগে একটি বই-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। "পরিবেশ পরিচিতি ভূগোল ও সমাজ বিজ্ঞান" কৃত মোঃ জাকির হোসেন খান। উক্ত বইয়ে আলোচ্য বিষয় :

(ক) পরিবেশ পরিচিতি কাকে বলে ?
সমাজ কাকে বলে ?
ভূগোল বলতে কি বুঝায় ?
ভূগোল কাকে বলে ?
ভূগোল পাঠের উপকারিতা।
ভূগোল কত প্রকার ও কি কি ?
বিভিন্ন ভূগোলের সংজ্ঞা ?

(খ বাড়ী, পাড়া, গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা, জেলা, বিভাগ, প্রদেশ, দেশ, মহাদেশ, মহাসাগর, শহর, রাজধানী, বাজার, হাট, পথ, রাস্তা, কাকে বলে ?

(গ) পৃথীবির স্থলভাগ, জলভাগ, কাকে বলে ?

(ঘ) পাড়ার, পর্বত, টিলা, শৃংগ, গিরিপথ, জলপ্রপাত, ঝরণা, উপত্যকা, অধিত্যকা, দ্বীপ, উপদ্বীপ, দ্বীপপুঞ্জ, যোজক, প্রণালী, বন্দর, অন্তরীপ কাকে বলে ?

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্বাবধান ।

(ঙ) দিক নির্ণয়, কম্পাস, মানচিত্র ব্যবহার।

(চ) বাংলাদেশের সীমা, লোক সংখ্যা, আয়তন, নদনদী, শিল্পজাত দ্রব্য, কৃষিজাত দ্রব্য ।

(ছ) বিভিন্ন বিভাগ, জেলা, মহকুমা, থানা, ও প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ ।

(জ) ইতিহাস কাকে বলে ?
আদিম যুগ কাকে বলে ?
আদিম যুগের মানুষের খাদ্য।
আদিম যুগের মানুষের পোষাক ।

(ঝ) হযরত আদম ও হযরত মোহাম্মদ (দঃ ; ।

(ঞ) বাংলাদেশর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বিবরণ ।

বাংলাদেশে পাঠক্রম ও পাঠ্য সুচী এবং পুস্তকের বিষয় বস্তু কতদূর সামঞ্জস্যপূর্ণ তা সহজেই বুঝা যায় । তদুপরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক / শিক্ষিকা ১ম ও ২য় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজের পাঠক্রম ও পাঠ্য সুচী সম্বন্ধে মোটেই ওয়াকেবহাল নন। এমতাবস্থায় শিক্ষার সর্বাংগীন বিকাশ হচ্ছেনা। অসম্পূর্ণ অবস্থায় শিক্ষার্থী পরবর্তী পর্যায়ে পেঁাছে হাবুডুবু খায়। ভিত্তিপ্রস্তর দুর্বল হলে ইমারত শক্ত হয় না। আমাদের শিশু শিক্ষার বেলায়ও তাই চলছে।

শিশু শিক্ষার সংগে আমরা যারা জড়িত তাদেরকে জাতীর বৃহত্তর স্বার্থে মনমানসিকতা পরিবর্তন করে পাঠক্রম, পাঠ্যসুচী, শিক্ষক নির্দেশিকা, পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সহজ লব্ধ উপকরণাদির মাধ্যমে অনুরাগ সৃষ্টি করে পাঠদানের মত পবিত্র ও মহৎ কাজে ব্রতী হতে না পারলে শিক্ষাক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভে সমর্থ হতে পারব না ।

আসুন, আমরা শিক্ষার সংগে সংশ্লিষ্ট সকলই নিজ নিজ পবিত্র দায়িত্ব পালন করে দেশের অগণিত ভবিষৎ নাগরিকদের সুষ্ঠু বুনিয়াদ গঠনে সচেষ্ট হই ।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান ক্ষেত্রে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির গুরুত্ব ও তা কার্যকরভাবে প্রয়োগের পন্থা

এ, কে, আবদুল মান্নান,
বিশেষজ্ঞ।

আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত দিক দিয়ে আমূল পরিবর্তন আনয়নের জন্য কোন একক ব্যবস্থা দায়ী থেকে থাকলে তা হবে কর্মতৎপর পদ্ধতিতে শিক্ষাদান। মধ্য যুগীয় ভাবধারায় লালিত গতানুগতিক বিষয় কেন্দ্রিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহে। কাজেই এই পদ্ধতি আমাদের বর্তমান শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে বিবেচ্য।

বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষা : সনাতন পদ্ধতিতে শিক্ষা ছিল বিষয়কেন্দ্রিক। শিশুর পরিবর্তে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হত বেশী। শিশুর মনকে ভারাক্রান্ত করা হত প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে। তার আগ্রহ এবং ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে মোটেই গুরুত্ব দেয়া হতনা। শিশুর কাজ ছিল নিষ্ক্রীয়ভাবে শিক্ষা গ্রহণ। শিশুর আবেগ ও অনুভূতির কথা মোটেই গ্রাহ্য করা হতনা। শিশুর প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করে বিষয় শিক্ষা দেয়ার কথাই চিন্তা করা হত বেশী। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা ছিল পাঠদান কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ শিক্ষার প্রধান সহায় ছিল বেত বা শাস্তিদান। পঠন ও ধারণ ক্ষমতার কথাও চিন্তা করা হতনা। তখনও তিনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রভেদকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দান করতে পারতেন না।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর কাজ : আধুনিক শিক্ষা বিষয়কেন্দ্রিক নয়, শিশু-কেন্দ্রিক। এই শিক্ষায় শিশুর প্রয়োজন, প্রবণতা এবং ক্ষমতার কথা বিবেচনা করা হয় সর্বাগ্রে। শিশুর সামর্থ ও প্রয়োজন কেবল শ্রেণীগতভাবে বিবেচনা না করে ব্যক্তিগতভাবে বিবেচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে বিষয় শিক্ষা হয়েছে গৌণ আর প্রধান ভূমিকায় আছে শিশুর অন্তর্নিহিত গুণের এবং বৃত্তিসমূহের বিকাশ। বিষয় শিক্ষা ও অন্যান্য বাহ্য

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

শিক্ষাকে শিশুর সার্বিক বিকাশের অনুকূল করার প্রচেষ্টা চলছে শিশুর কর্মতৎপরতার মাধ্যমে। বস্তুত: আধুনিক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু শিশু আর তাকে ঘিরে, তার স্বভাব ও প্রকৃতিকে অনুসরণ করে গড়ে তোলা হয় শিক্ষার পরিবেশ। শিক্ষকের এবং বাহ্য শিক্ষার ভূমিকা হল সামগ্রিক-ভাবে এই পরিবেশ গড়ে তোলা।

কর্মতৎপর পদ্ধতি কি? : আধুনিক শিক্ষার মূলমন্ত্র হল কর্মতৎপর পদ্ধতিতে শিক্ষা-দান। শিশু কাজের মাধ্যমে শিখতে ভালবাসে—কর্মেই তার প্রাণ, কর্মেই তার অভিব্যক্তি ও দক্ষতার বিকাশ। কর্মতৎপরতাই হল আধুনিক কর্মকেন্দ্রিক ও মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির মূলমন্ত্র। এই পদ্ধতিতে শিশু অন্যের কথা শুনে শেখার পরিবর্তে নিজেরা হাতে কলমে কাজ করে শিখে। এখানে শিক্ষকের কাজ গৌণ। মুখ্য ভূমিকা পালন করে শিশু নিজে, শিক্ষক থাকেন কর্মের পরিবেশ নিয়ামক রূপে। এই পরিবেশের মধ্যে শিশু নিজেই কর্মী হয়ে কাজ করে শেখে, নিজে যেখানে ঠেকে সেখানে পরামর্শ গ্রহণ করে শিক্ষকের। শিশুর মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনে শিক্ষক কেবল পরামর্শ দেন। মাদাম মন্তেস্বরী ছাড়াও আধুনিক প্রত্যেক শিক্ষা-বিজ্ঞানী এই মৌলিক সত্যটির উপর ভিত্তি করে তাদের শিক্ষাতত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। তাদের বিচারে শিক্ষা হবে শিশুকেন্দ্রিক। আর এই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা অবশ্যই হবে কর্ম-কেন্দ্রিক বা কর্মতৎপর পদ্ধতির মাধ্যমে। কাজেই আমরা বুঝতে পারলাম কর্মতৎপর পদ্ধতিতে কাজ করে শিশু নিজে, শিক্ষক তাদেরকে সাহায্য করেন মাত্র।

আমাদের প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শিক্ষার মূলমন্ত্র হবে কর্মতৎপরতা। এই কর্মতৎপরতার মাধ্যমে শিক্ষাদান করে আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে আশাতীত ফল লাভ সম্ভব হয়েছে। আমাদের শিক্ষার মান পিছিয়ে থাকার মূলে রয়েছে কর্মতৎপর পদ্ধতির প্রতি অনীহা। প্রাথমিক স্তরের শিশু শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে আমরা এখনও সনাতনী এবং গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষাদান করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ফলে শিক্ষায় অনগ্রসতার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়নি। বিবিধ প্রশিক্ষণ দিলেও তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়না। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নিজ নিজ বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। ফলে বিদ্যালয়ে অপচয় বৃদ্ধি পাচ্ছে নিত্য নূতন-

ভাবে আর তাই আজো আমাদের বুকে চেপে আছে অশিক্ষা এবং নিরক্ষরতার জগদ্দল পাথর। প্রতি পাঁচ জনে চার জন এখনো নিরক্ষর। কাজেই বলা যায় প্রাথমিক পর্যায়ের প্রধান সমস্যা হল বিদ্যালয় ত্যাগ। আর্থিক অভাব অনটনের পর শিক্ষাদান কাজে কর্মতৎপর পদ্ধতির অভাব এই বিদ্যালয় ত্যাগের অন্যতম প্রধান কারণ।

শিশু শিক্ষা বনাম শ্রেণী শিক্ষা ঃ বিভিন্ন শিশুর সহজাত সংস্কার, প্রয়োজন ও ক্ষমতা বিভিন্ন। তাদের এই ব্যক্তিগত পার্থক্য স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সে উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়েছে। যেমন : মন্তেসরী পদ্ধতি, ডাল্টন পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি ইত্যাদি। এ সব পদ্ধতির মূলে রয়েছে শিশুর কর্মতৎপরতা। এই কর্মতৎপরতার মাধ্যমে শিশুর যাবতীয় সুপ্ত সম্ভাবনাকে যথাসম্ভব বিকশিত করে সমাজের অগ্রগতির সম্পদ সৃষ্টির ও বৃদ্ধির কাজে লাগাতে হবে। আর তা করতে হলে শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়গুলোকে মার্জিত ও কর্মক্ষম করে তুলতেহবে। শিক্ষার্থী তার ইন্দ্রিয়গুলোকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ব্যবহার করে সব কিছু দেখবে শিখবে এবং বুঝবে। এই ভাবে সক্রিয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিশু যে শিক্ষা গ্রহণ করে তাকে করে তুলতে হবে জীবন ভিত্তিক, কাজে লাগাতে হবে জীবনের প্রতি প্রয়োজনে। প্রতিটি শিশুর মনে রয়েছে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়ে কাজ করার, দেখার ও জানার উদগ্র আগ্রহ। এই আগ্রহ তৃপ্তি পায় কেবল কর্মের মাধ্যমে। যে কোন সার্থক শিক্ষা পদ্ধতিতে এই মূলমন্ত্রটির মাধ্যমে শিক্ষাদানই হওয়া উচিত প্রধান লক্ষ্য ও কেন্দ্রবিন্দু।

১ঃ ***একটু থেমে চিন্তা করুন :*** কর্মতৎপর পদ্ধতি বলতে কি বোঝেন ? শিশু কেন্দ্রিকতার সাথে তার পার্থক্য আছে কি ? শিশু শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু কি ?

কর্মকেন্দ্রিকতার মনস্তাত্ত্বিক দিক : আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের বয়স ৬-১১ বছর। ইহা প্রাক কৈশোর পরিণত বাল্যের পর্যায়ভুক্ত (*Later-child*)। এই স্তরের দৈহিক বৃদ্ধি দ্রুত আরম্ভ হয়ে কিছু পরে একটা স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয় শিশুর দেহে এবং মনে। কমে আসে শৈশবের আবেগ প্রবণতা। সাধারণত আট বছর বয়সে শিশু নিজকে সংসারের সাথে কিছুটা মানিয়ে নিতে শিখে অনেকটা আত্ম নির্ভরশীল হতে পারে। সে নিজকে আর

অসহায় মনে করেনা। শিশুর কাছে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুই ছিল একমাত্র আকর্ষণ। এখন সে আকর্ষণ বোধ করে কিছুটা মনোযোগ দিয়েছে প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি। অর্থাৎ তার মনে সঞ্চিত হয়েছে কতগুলো অর্জিত প্রবণতা, সে এখন গল্প ভালবাসলেও কল্পনার সাথে বাস্তবের মিল দেখতে চায়। কিশোর তার কল্পনার পাখা মেলে উড়তে চায় সীমাহীন গগনে আর আট বছরের বালক হতে চায় যুক্তিনির্ভর। তার আগ্রহ থাকে মূর্ত (*Concrete*) বিষয়ের প্রতি। কাজেই বাস্তব কর্মে তার আগ্রহ ও মনোযোগ বৃদ্ধি পায় অধিক এবং শিক্ষা হয় সাফল্যমণ্ডিত। আমরা "শুনলে ভুলি. দেখলে রাখি মনে, কিন্তু করলে ভুলিনা কোন ক্ষণে"।

খেলাচ্ছলে শিক্ষা : পাঁচ থেকে সাত বছরের শিশু যেমন খেলাচ্ছলে কর্মকে পছন্দ করে প্রাক-কিশোর তা করে বাস্তবতার নিরিখে। কাজেই এ দু'স্তরের শিশু কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাকে গ্রহণ করে আনন্দের সাথে এবং নিবিড় মনোযোগের সাথে। অতএব দেখা যায় শিশু শিক্ষায় শিশুকে দিতে হবে প্রাধান্য। তাই শিশুর শিক্ষা হবে তার আত্ম প্রকাশের আনন্দে ভরা কাজ, যে কাজের অন্য নাম খেলা। শিশু শিক্ষায় কাজ ও খেলা হবে সমার্থক। আনন্দশূন্য কাজ অথবা যে কাজে খেলার আনন্দ নেই, শিশু শিক্ষায় আজ তার স্থান খুবই নগণ্য। এমনকি মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে তা হল মূল্যহীন। কাজেই প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের, বিশেষ করে প্রথম এবং দ্বিতীয় মান পর্যন্ত শিশুর খেলাচ্ছলে শিক্ষাই হবে শিক্ষার প্রধান বাহন।

শিশুর কাজ হবে খেলা আর সে খেলেই হল তার জীবন : যাকে আধুনিক শিক্ষাবিদ বলেছেন তিনের মধ্যে এক এই নিয়েই গড়ে উঠবে তার আনন্দের সাম্রাজ্য—তার শিক্ষার রাজ্য। (***The school should be a commonwealth in which work is play and play is life,——three in one and one in three***)

এই আনন্দের সাম্রাজ্যে খেলাই হবে শিক্ষার মাধ্যম। শিশু শিক্ষায় খেলা প্রধান হলে অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি শিশুকেন্দ্রিক (***Child-centric***) করে গড়ে তুলতে হয় তা হলে শিক্ষাকে খেলার সাথে পরিচালিত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ খেলার মধ্যে পায় শিশু অবাধ স্বাধীনতা, সৃষ্টিধর্মী কাজের সুযোগ, সত্য প্রতিষ্ঠার পথ এবং আত্মপ্রসার

ও আত্মবিকাশের আনন্দ। এইভাবে খেলা ও কর্মের মাধ্যমে শিশুর সৃজনী শক্তি প্রকাশ পেয়ে শিক্ষা গ্রহণকে আনন্দপূর্ণ করতে পারে।

ভেবে দেখবেন কি ? :

২ : ক : কর্মকেন্দ্রিকতার মনস্তাত্ত্বিক দিক নির্দেশনা কি হতে পারে ?

খ : কর্মতৎপর পদ্ধতিতে খেলাচ্ছলে শিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু ?

কর্মতৎপর পদ্ধতিতে শিক্ষকের স্থান :—আধুনিক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু শিক্ষার্থী হলেও তাতে শিক্ষকের ভূমিকা রয়েছে যথেষ্ট। শিক্ষকের কাজ গুরুত্বপূর্ণ হলেও কর্মকাণ্ড পদ্ধতিতে শিক্ষক থাকে নেপথ্য নায়ক হিসেবে। দৃশ্যপটে কাজ করে শিশু, তার কাজ ও পরিবেশ সম্বন্ধে ভাবেন শিক্ষক। যে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করছে শিশু তার পরিকল্পনাকারী এবং রূপকার হলেন শিক্ষক। আধুনিক শিক্ষা জগতের মূল ভাবনা শিশু, মূল কর্মী শিশু, কিন্তু তার কর্মজগতের চিন্তা নায়ক হলেন শিক্ষক। তিনি শিশুর কর্ম পরিচালনা করেন বন্ধু, দার্শনিক এবং প্রদর্শক হিসেবে। বিবেচনা করেন শিশুর মনস্তাত্ত্বিক উপকরণ, তার প্রবণতা ও শক্তি সামর্থ এবং সে অনুযায়ী সৃষ্টি করেন কর্মপরিবেশ। কাজেই বলা যায় কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষক বক্তার উচ্চ আসন ছেড়ে দেন শিশুদের রঙ্গমঞ্চ হিসেবে। বিদ্যালয়ে প্রতিটি কাজে, উপকরণে, সময় নির্ঘণ্ট নির্ধারণে এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে থাকে তাঁর ছোঁয়াচ. তবে এগুলো তিনি করছেন এমনভাবে যাতে কর্মী—শিশুর প্রাধান্য ক্ষুন্ন না হয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রূপে প্রতিভাত হয়। শিশু বুঝতে পারবে না যে নিজে ছাড়া অন্য কেউ তাদেরকে পরিচালিত করছে। শিশু উদ্যোগী হয়ে সব কিছু করবে শিক্ষক বাড়িয়ে দেবেন তাঁর সাহায্যের হাত। শিক্ষা কর্মকাণ্ডের প্রতিটি কাজ করবে শিশু, তবে সে কাজে তার প্রবৃত্তি থেকে সুসম্পাদন পর্যন্ত সমগ্র পরিবেশটি সুদক্ষ মনোবিজ্ঞানী নিয়ামকের মত নিয়ন্ত্রণ করবেন শিক্ষক নিজে। তাই বলা হয় শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু শিশু কিন্তু শিক্ষা জগতের সমস্ত ব্যবস্থার আবর্তনের মূলে রয়েছেন শিক্ষক। সুদক্ষ প্রয়োগকারী হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজ বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী. শিক্ষা পরিকল্পনাকারী এবং শিক্ষা প্রশাসনের সমস্ত পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ প্রয়োগ করেন শিক্ষক। প্রাথমিক

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

পর্যায়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ হলেন শিক্ষার উন্নতি বিধানের প্রকৃত এবং "গ্রাসরুট এজেন্ট"- মৌল প্রয়োগকারী ও শিক্ষা জগতে চাবিকাঠি। তঁাদের মনমানসিকতা, কর্তব্যপরায়নতা, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও পরিকল্পনা কার্যকরভাবে প্রয়োগের উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি অবনতি।

দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ তাদের প্রশিক্ষণ অনুযায়ী শিক্ষাদান করেন না। ফলে আজও গতানুগতিক শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং বিষয়কেন্দ্রিকতা প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের মূলে কুঠারাঘাত করছে, ব্যর্থ হচ্ছে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রয়োগের প্রতি পদক্ষেপ। শিক্ষক এখনো রঙ্গমঞ্চের প্রধান নায়ক ও বক্তা। প্রতিটি শিক্ষাকর্ম সম্পন্ন করেন তিনি নিজে এবং বঞ্চিত করেন শিশুদেরকে হাতে কলমে কাজের সুযোগ থেকে। তিনি এখনো মনে করেন বক্তার আসনে আসীন থেকে কোন ক্রমে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে শিক্ষাদান করা সম্ভব। শিশুর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আগ্রহ, অনাসক্তি কোন কিছুকেই তিনি আমল দেন না। বাংলা, ইংরেজী, গণিত, সমাজ, বিজ্ঞান শিক্ষক, প্রতিক্ষেত্রে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ করে শিক্ষাকে করতে পারেন সফল ও বাস্তব ভিত্তিক। শিক্ষার একঘেয়েমী দূর করে সৃষ্টি করতে পারেন আনন্দ, বৃদ্ধি করতে পারেন শিক্ষার্থীদের আগ্রহ। আমাদের চার পাশে স্থানীয় পরিবেশে প্রাপ্ত মাটি, গাছ, লতা-পাতা এবং হাজারো বস্তু ব্যবহারে যেখানে শিক্ষাকে আনন্দ করা যায় সেখানে শিক্ষকদের এ সব কাজে অনীহা প্রতিহত করছে শিক্ষা উন্নয়নের প্রতি পদক্ষেপ।

৩: আপনার নিজের চিন্তা সমন্বয় করে দেখবেন কি?

কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা কতটুকু হওয়া উচিত? প্রাথমিক পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানক্ষেত্রে বিশেষ করে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রচলিত আছে কি? না থাকলে তার কারণ নির্দেশ করুন।

বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ে কর্মতৎপর পদ্ধতি কার্যকর প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়াদির প্রতি নজর রাখা এবং গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় করা প্রয়োজন:

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

১ঃ শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ আরো জোরদার করতে হবে। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষকদের কর্মতৎপর পদ্ধতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মন মানসিকতার পরিবর্তন, পঠন-পাঠন ও কর্মতৎপর পদ্ধতির কলাকৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি ও অবহিত করণ বিশেষ প্রয়োজন। তাদের জন্য সঞ্জীবনী কোর্স প্রবর্তন করে এবং বিশেষ সময়ান্তরে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই পদ্ধতি প্রয়োগের বর্তমান প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করে শিক্ষক শিক্ষিকাদের মন মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে।

২ঃ কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণেরও উন্নতি বিধানের দ্বারা এই পদ্ধতি প্রয়োগ আরো নিশ্চিত করা দরকার।

৩ঃ কর্মতৎপর পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন থাকায় প্রতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, টি, ই, ও, এ, টি, ই, ও এবং অন্যান্য পরিদর্শকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিদর্শণের প্রতিক্ষেত্রে এবং শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠন পর্যবেক্ষণ কালে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই পদ্ধতির তাৎক্ষণিক প্রয়োজন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৪ঃ স্থানীয় ভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সে জন্য প্রধান শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কদের প্রচেষ্টা হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাটি, গাছ-গাছড়া এবং অন্যান্য বিন্যমূল্যের ও স্থানীয় ভাবে প্রাপ্ত উপকরণের ব্যবহারে বিষয় শিক্ষাদানের প্রতি সকল তরফ থেকে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৫ঃ পরিচালনা সমিতির সদস্যদের এবং স্থানীয় জনসাধারণের মনোভাব পরিবর্তন ও কর্মতৎপর পদ্ধতি প্রয়োগ সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন করণের জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে বৎসরে দুই একবার তত্ত্বাবধায়কদের উপস্থিতিতে বিষয় শিক্ষাদান ও পদ্ধতি প্রয়োগ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ইহাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

৬ঃ এই পদ্ধতি সাফল্যজনক ভাবে প্রয়োগকারী শিক্ষক শিক্ষিকাকে পুরস্কৃত করে ইহার জন প্রিয়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

৭ঃ ইউনিয়ন এরং উপজেলা পর্যায়ে মধ্যে মধ্যে আদর্শ পাঠ বা প্রদর্শণী পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮ঃ কর্মতৎপর পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেয়া হলেও শিক্ষক শিক্ষিকাগণ প্রশিক্ষণ শেষে বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে তা প্রয়োগ করেন না। কাজেই এ ব্যাপারে ফলোআপ, ফ্রিডব্যাক ও মনিটারিং এর সার্বক্ষণিক ব্যবস্থা প্রয়োজন আছে। পি, টি, আই উপদেষ্টা এবং টি, ই. ও, এ, টি, ইওদের দ্বারা এ ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে। তাদের পরিদর্শনের সময় ব্যবহারের জন্য চেকলিষ্ট থাকতে পারে।

৯ঃ শিক্ষক শিক্ষিকারা যাতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে এবং প্রয়োজনীয় পাঠ পরিকল্পনা তৈরী করে পাঠদান করে তার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০ঃ সংক্ষিপ্ত পাঠ পরিকল্পনা বিশেষ করে বার্ষিক কর্মসূচী তৈরী করে তা অনুসরণ করে পাঠদান বিষয়ে তত্ত্বাবধায়কগণ সচেষ্ট হবেন।

১১ঃ উপকরণ সংরক্ষণ ও ভাল উপকরণ তৈরীর জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে পুরস্কৃত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের তৈরী উপকরণের প্রদর্শণী করে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে।

১২ঃ দলে বিভক্ত করে পাঠদানকে উৎসাহিত করতে হবে। মাটি, ব্যবহৃত কাগজ, পাটখড়ি ও কলার খোলের বিবিধ নমুনা ও মাপযন্ত্র ইত্যাদি তৈরীর প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৩ঃ পরিদর্শণ ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা জীবন ভিত্তিক শিক্ষা জোরদার করতে হবে। প্রতিটি পরিদর্শনের শেষে চার্ট তৈরী করা ও ভূমির উর্বরতা পার্থক্যের পরিমাণ এবং পরিমাপ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা প্রয়োজন যাতে বিদ্যালয় ত্যাগ করলেও সমাজের কার্যকর সদস্য হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে।

১৪ : রং-তুলির ব্যবহারে অংকণের মাধ্যমে প্রকৃতির বস্তুনিচয়কে শিশুর ধরা ছোঁয়ার আওতায় আনতে হবে। এ ব্যাপারে দামী রং তুলির পরিবর্তে, পাতিলের কালি, ফলের রং থেকে তৈরী কালি, বিকল্প সামগ্রী হিসেবে চালু করা যেতে পারে।

১৫ : গণিত, পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) ও বিজ্ঞান এবং অন্যান্য সব বিষয়ে প্রতিদিনের পাঠে কিছু না কিছু বিষয় থাকবে খেলাচ্ছলে শিক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে। ব্যবহৃত কাগজ, মাটি এবং পরিবেশে প্রাপ্ত বস্তুনিচয়কে খেলা ও শিক্ষার সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন শিক্ষক শিক্ষিকা। যেমন শিক্ষার্থীকে দলে বিভক্ত করে দৌড়, লাফ, মাটির যানবাহন ইত্যাদি তৈরী, গাছের পাতা সংগ্রহ করা, দূরত্ব মাপা, সংখ্যা গণনা ইত্যাদি সমন্বিত উপায়ে অতি সহজ পন্থায় খেলা ও কর্মতৎপর পদ্ধতিতে আনন্দ দানের সাথে পরিবেশ পরিচিতি ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়া সম্ভব।

১৬ : ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক আদেশ দিয়ে প্রতি বিদ্যালয়ে তা সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা তার দায়িত্ব থাকা উচিত তত্ত্বাবধায়কদের উপর।

১৭ : বর্তমানে প্রচলিত দৈনিক কর্মসূচীতে পরিবর্তন সাধন করে সমন্বিত পদ্ধতিতে কর্মতৎপর উপায়ে পাঠদানের জন্য সঠিক সময়ে নির্ঘণ্ট এবং বাৎসরিক কর্মসূচী তৈরী করতে হবে। বর্তমান শ্রেণী পরিচালনার পরিবর্তে ব্লক টিচিং অথবা যৌথ শ্রেণী পরিচালনা পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

৪ : *এবার আসুন কাজ করি :*

★ প্রাথমিক পর্যায়ে কর্মতৎপর পদ্ধতিতে শিক্ষাদান নিশ্চিত করার জন্য কি কি পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী এবং কেন ?

★ পরীক্ষণ বিদ্যালয়সমুহে কর্মতৎপর পদ্ধতি চালু আছে কি ? সঠিক তথ্যসহ বিশ্লেষণ করুন।

সমন্বিত বিষয় হিসেবে পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাদান ও তার কার্যকারিতা

রোকেয়া বেগম,
সহকারী বিশেষজ্ঞ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রাথমিক স্তরের শ্রেণীগুলোতে পরিবেশ পরিচিতি ও অন্যান্য বিষয় সমন্বিত ভাবে কি রূপে পাঠদান করতে হবে সে বিষয়ে অবহিত হলে প্রবন্ধের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হবে।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য :
১. সমন্বিত পাঠদান কি ?
২. উদ্দেশ্য
৩. বৈশিষ্ট্য
৪. সমন্বিত পাঠের কৌশল
৫. যে কোন বিষয় শিক্ষায় পরিবেশ পরিচিতির ভূমিকা
৬. সমন্বিত বিষয় হিসেবে পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাদান।

১. সমন্বিত পাঠদান কি ?

প্রাথমিক স্তরের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ), পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান), ইংরেজী, ধর্ম, চারু-কারু ও সংগীত বিষয়গুলো শিশুদের শ্রেণীকক্ষে পৃথক পৃথকভাবে শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। একটি বিষয় শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়গুলোও কি রূপে সমন্বিত পাঠদান করা যায় দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তুলে ধরা যায়। যেমন : প্রথম শ্রেণীর "পারিবারিক পরিবেশ" বিষয়বস্তুটি পাঠদানে সমন্বিত পাঠে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেয়া যায়।

আছে। এ সমস্ত জিনিসগুলোও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং পরিবেশ পরিচিতির অন্তর্ভুক্ত। সে জন্য গণিত শিক্ষাদানকালে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে সমন্বিত পাঠে শিক্ষক পরিবেশ পরিচিতির ধারণাও প্রদান করতে পারেন। চারু-কারু বিষয়টিতে দেখা যায় শিশুরা নিজেদের খেয়াল-খুশীমত ছবি অংকন করে ও মাটি দিয়ে জিনিস তৈরী করে তদক্ষেত্রেও দেখা যায় শিশুরা গাছপালা, নদী, নৌকা, উড়োজাহাজ, পাখী, ফুল, ফল, মানুষ, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি অংকন করে থাকে ও মাটি, কাগজ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরী করে। শিশুদের এ সমস্ত কাজগুলোও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও শিক্ষক শিশুদের পরিবেশ পরিচিতি সম্পর্কে সমন্বিত পাঠে ধারণা প্রদান করতে পারেন।

৬। *প্রাথমিক স্তরে সমন্বিত বিষয় হিসেবে পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাদান ও কার্যকারীতা* :

সমন্বিত পাঠে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানকালে পাঠের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বিষয় যেমন—গণিত, বাংলা, ইংরেজী, বিজ্ঞান, ধর্ম, চারু-কারু সম্পর্কে প্রসঙ্গ অনুযায়ী শ্রেণীতে পাঠ আলোচনাকালে শিশুদের ধারণা প্রদান করা হলে স্বল্প সময়ে শিশুরা এক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্য বিষয়ের ধারণা লাভ করতে পারে। শিশুদের এক বিষয় পাঠের মাঝে অন্য বিষয় আলোচনায় একঘেয়েমী দূরীভূত করা যায় ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করা যায়। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানকালে সমন্বিত পাঠে কিরূপে অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা যায় নিচে একটি পাঠ আলোচিত হল।

শ্রেণী : প্রথম শ্রেণী

বিষয়বস্তু : পারিবারিক খাদ্য।

ক) ***খাদ্য*** : ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি, খই, পিঠা, মোয়া, গুড়, চিনি, মিষ্টি, মাছ, মাংস, ডাল, শাক সব্জি, তরকারী, ডিম, দুধ, দই, ফল ইত্যাদি। শিশু ও বড়দের খাদ্য সম্পর্কে পাঠ আলোচনার কালে উক্ত খাদ্য দ্রব্যগুলো বাস্তবে পর্যবেক্ষণ বা ছবি

অন্যান্য বিষয় আলোচনা করতে হবে। ছোট ছোট প্রশ্ন, বাস্তব বস্তু, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, তুলনা, ছবি, চার্ট, মানচিত্র প্রদর্শন, লিংন, হাতে কলমে কাজ, অভিনয়, চিত্র অংকন ইত্যাদির মাধ্যমে সমন্বিত পাঠে এক বিষয়ের সংগে অন্য বিষয়ের ধারণা দেয়া যায়।

অনুশীলনী

★ সমন্বিত পাঠদানের কৌশল উল্লেখ করুন।

৫. *যে কোন বিষয় শিক্ষার পরিবেশ পরিচিতির ভূমিকা :*

প্রাথমিক স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাংলা ও অংক বিষয় দুটির জন্য পাঠ্য পুস্তক আছে। পাঠ্য পুস্তকগুলোর বিষয়বস্তুসমূহ পাঠদানকালে বিশ্লেষণ করে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রথম শ্রেণীর বাংলা পুস্তকে ৩৩ পৃষ্ঠার পাঠটি পাঠদানের মাধ্যমে শিশুদের পরিবেশ পরিচিতির বিভিন্ন জীব জন্তু সম্পর্কে সমন্বিত পাঠে পাঠদান করা যায়। ৩৪ পৃষ্ঠার পাঠটি পরিবেশ পরিচিতির বাংলাদেশের ঋতু সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা দেয়া যায়। অনুরূপভাবে দেখা যায় ৪৭ পৃষ্ঠার পাঠ ও ৫০ পৃষ্ঠার পাঠের মাধ্যমে শিশুদের সমন্বিত পাঠে পরিবেশ পরিচিতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা পুস্তকটি আমার বই ২য় ভাগ পাঠ্য পুস্তকের বিষয়বস্তুগুলো পাঠদান কালেও দেখা যায় ১০ পৃষ্ঠায় "তাপ ও আলো" পাঠটির মাধ্যমে শিশুকে পরিবেশ পরিচিতির তাপ ও আলো সম্বন্ধে বাস্তবে হাতে কলমে সমন্বিত পাঠে ধারণা দেয়া যায়। যেমন দুটি হাতের তালু ঘর্ষণে তাপ সৃষ্টি হয় এবং সূর্য, আগুন ও বিদ্যুৎ পর্যবেক্ষণ করানো যায়। ২৩ পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের ফল—পাঠটিতে সমন্বিত পাঠে পরিবেশ পরিচিতি প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণে ফল সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা যায়।

অনুরূপভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছোটদের গণিত ১ম ও ২য় ভাগ পুস্তকটিতে গণিতের সেট, সংখ্যা গণনা, জোড়-বিজোড়, যোগ, বিয়োগ, গুণন, ভাগ, ভগ্নাংশের ধারণা ইত্যাদি গণিতের ধারণা প্রদানের জন্য পুস্তকগুলোতে আমাদের স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্ন জীবজন্তু, পাখী, ফল, ফুল, গাছ-পালা, মাছ, থালা-বাটি, গাড়ী ও খাদ্য দ্রব্যের ছবি পুস্তকটিতে

শিক্ষকের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়।

ঘ) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়।

ঙ) এক বিষয় পাঠ আলোচনাকালে অন্য বিষয় প্রাসঙ্গিক ধারণা প্রদানে পাঠে নতুনত্ব আসে, শ্রেণী সজীব থাকে—ফলে পাঠের এক ঘেঁয়েমি দূরীভূত হয়।

চ) শিক্ষকের কৌশলী, পাঠ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন।

ছ) অল্প সময়ে শিশুদের পাঠের সংগে সম্পর্ক যুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা প্রদান করা যায়।

জ) একটি বিষয়ের মাধ্যমে অন্য যে কোন বিষয় সমন্বিত ভাবে শিক্ষা দেয়ায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান গভীর ও সম্প্রসারিত হয়।

অনুশীলনী

★ সমন্বিত পাঠের ৩টি উদ্দেশ্য লিখুন।

৩. বৈশিষ্ট্য :

সমন্বিত পাঠদানের বৈশিষ্ট্য :

ক) সমন্বিত পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষককে বিশেষ কৌশলী হতে হবে।

খ) পাঠের সংগে সম্পর্কযুক্ত প্রাসংগিক ক্ষেত্রে শ্রেণীতে অন্য বিষয়ে ধারণা প্রদান করতে হবে।

গ) অন্য বিষয়ের ধারণা যেন অপ্রাসঙ্গিক বা অতিরিক্ত না হয়, কেননা তা হলে পাঠদানের মূল লক্ষ্য ভ্রষ্ট হতে পারে।

ঘ) শিক্ষকের শ্রেণীতে পাঠদানের জন্য বিশেষ পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন।

অনুশীলনী

★ সমন্বিত পাঠদানের ৩টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৪. সমন্বিত পাঠদানের কৌশল :

সমন্বিত পাঠে পাঠের একটি বিষয়বস্তুর সংগে প্রসংগ অনুযায়ী পাঠের সংগে সম্পর্কযুক্ত

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

১. শিশুর নাম, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নাম, নিজ বাড়ীর ঠিকানা, পিতা-মাতা, ভাই-বোনদের দায়িত্ব ও কাজ ইত্যাদি আলোচনার মাধ্যমে বাংলা ভাষার দৃষ্টিতে বিভিন্ন নতুন নতুন শব্দ, বাক্য, ভাষাজ্ঞান ও শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধি হবে।

২. পারিবারিক সদস্য সংখ্যা গণনা ও সংখ্যাটি লিখনের মাধ্যমে গণিতের সংখ্যা লিখন সম্পর্কে জ্ঞান সমৃদ্ধি হবে।

৩. মাটি দিয়ে পুতুল বানিয়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা সাজানো এবং অভিনয়ের মাধ্যমে যৌথ ও একক পরিবারের অভিনয়ে চারু-কারু ও সংস্কৃতিমূলক জ্ঞান সমৃদ্ধি হবে।

৪. পরিবারে বাবা-মা, বড়ভাই-বোন ও আত্মীয় স্বজনদের কাজে সাহায্য করা, তাঁদের কথামত চলা ইত্যাদি শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মাঝে শিষ্টাচার বোধ ও ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান দান করা যায়।

দৃষ্টান্ত অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে প্রথম শ্রেণীর পারিবারিক পরিবেশ বিষয় বস্তুটি পাঠে মাতৃভাষা, গণিত, চারু-কারু, সংস্কৃতিমূলক জ্ঞান এবং ধর্ম বিষয়ে সমন্বিত পাঠ এ সমস্ত অন্যান্য বিষয়গুলোও শিক্ষা দেয়া যায়। সুতরাং একটি বিষয় শিক্ষাদান কালে পাঠের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত অন্যান্য বিষয় পাঠদানকে সমন্বিত পাঠদান বলে।

★ সমন্বিত পাঠদান কি ? উদাহরণের সাহায্যে উল্লেখ করুন।

২. *উদ্দেশ্য :*

সনম্বিত পাঠে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করায় নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যাবলী সাধিত হয়।

ক) শিক্ষক শ্রেণীতে এক বিষয় পাঠের সংগে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বিষয়ের ধারণা প্রদান করতে পারেন।

খ) শিশুরা একই সংগে এক পাঠে পাঠ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

গ) পাঠ আলোচনার জন্য একই শিক্ষককে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রস্তুতি নিতে হয়। ফলে

পর্যবেক্ষণ করান এবং আলোচনার ফলে শিশুদের মাঝে সমন্বিত পাঠে ভাষাজ্ঞান অর্থাৎ মাতৃভাষা বাংলার শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি ও শিশুদের গুছিয়ে বলা শিখানো যায়। মোট কতগুলো খাদ্যের নাম বলা হল এবং কতগুলো খাদদ্রব্য পূর্যবেক্ষণ বা ছবিতে দেখান হল তা শিশুদের গণনা করতে দেয়া, মোট সংখ্যাটি লিখতেও দেয়া যায়। শিশুদের বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য পর্যবেক্ষণের পর ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যটি দেখতে কেমন এবং কোনটির রং কিরূপ জিজ্ঞাসা করা যায়, ফলে শিশুদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা কিরূপ অর্থাৎ বিজ্ঞানের দৃষ্টিভংগীও গড়ে তোলা যায়।

খ) ***খাদ্যের উৎস*** : ধান, গম, মাছ, মাংস, মোরগ, গরু, ছাগল, শাকসব্জি, ফলের গাছ ইত্যাদি।

খাদ্য গ্রহণের সময় : সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা ও রাত।

খাদ্য গ্রহণের পূর্ব প্রস্তুতি : থালা, বাটি, প্লেট, গ্লাস, পেয়ালা, হাতমুখ প্রভৃতি পরিষ্কার করা এবং পরিবেশিত খাদ্য ঢেকে রাখা।

পাঠটি আলোচনাকালে বাস্তবে খাদ্যের বিভিন্ন উৎস যেমন,—ধান, গম, মাছ, মাংস, মোরগ, গরু, ছাগল, শাকসব্জি, ফলের গাছ ও থালা বাটি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করান যায় বা ছবির সাহায্যে শিশুদের ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে ধারণা দেয়া যায় এবং শিশুদের কার কতটুকু পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাও নিরূপণ করা যায়। শিশুদের মাঝে পর্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি করান এবং গুছিয়ে বলার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। ফলে বিজ্ঞান পাঠে ও মাতৃভাষা বাংলার শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করা যায়। শিশুরা কয়েকটি খাদ্যের উৎসের নাম জানতে পারল। সেটাও গণনা করা যায় এবং সংখ্যাটি বোর্ডে লিখান যায়, ফলে গণিতের ধারণা প্রদান করা যাবে। আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের সময়ের ধারণা—সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা ও রাত, খাওয়ার সময় সম্পর্কে, খাদ্য গ্রহণের পূর্ব প্রস্তুতি কি কি কাজ এবং থালা, বাটি, গ্লাস, হাতমুখ ধুয়ে খেলে খাবারের সঙ্গে কোন ময়লা বা রোগ জীবাণু পেটে যাবে না। ফলে পেটের অসুখ হবে না। এ ভাবে ধারণা প্রদান করা হলে শিশুদের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কেও সমন্বিত পাঠে ধারণা দেয়া যাবে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ , শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

শিশুদের ফলের ছবি, মাছ, ধানগাছ, ইত্যাদি ছবি অংকন করতে দেয়া হলে সমন্বিত পাঠে পরিবেশ পরিচিতি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্কন সম্পর্কেও শিশুদের উৎসাহিত করা যায়। প্রথম শ্রেণীর পারিবারিক খাদ্য পাঠটি আলোচনাকালে পাঠটি দুটি ইউনিটে (ক/খ) বিভক্ত করে শিক্ষক শ্রেণীতে সমন্বিত পাঠে বাংলায় ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি অর্থ্যাৎ বিভিন্ন নতুন নতুন শব্দ এবং গুছিয়ে বলা, গণিতে বিভিন্ন জিনিস গণনা করা ও সংখ্যাটি লেখা, বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি অর্থাৎ কোন কিছু শিশুরা কিরূপ পর্যবেক্ষণ করল তা ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে জানা, সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে ধারণা যেমন,—হাতমুখ ধুয়ে খাওয়া, থালা-বাটি, গ্লাস ধুয়ে খাওয়া, খাবার ঢেকে রাখা ইত্যাদি এবং সর্বশেষ বিভিন্ন ছবি অংকনের মাধ্যমে শিশুদের মাঝে চিত্রাঙ্কন করার আগ্রহ বৃদ্ধি করা যায়। সুতরাং পরিবেশ পরিচিতির পাঠটি আলোচনা কালে প্রশিক্ষণ অনুযায়ী শিক্ষক শ্রেণীতে একই সঙ্গে বাংলা, গণিত, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিধি ও চারু-কারু সম্পর্কে সমন্বিত পাঠে একই ঘণ্টায় ধারণা দিতে পারেন।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানকালে অনুরূপভাবে শিক্ষক পা.ঠর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বাংলা, গণিত বিজ্ঞান, ইংরেজী, ধর্ম ও চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে শিশুদের সমন্বিত পাঠে ধারণা প্রদান করতে পারেন। ফলে স্বল্প সময়ে শিশুদের একাধিক বিষয়ের বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ হবে এবং শ্রেণী কর্মতৎপর থাকবে ও শিশুদের জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত ও প্রয়োজন অনুসারে পাঠের পুনরালোচনা হবে।

অনুশীলনী ঃ

প্রথম—পঞ্চম শ্রেণীর যে কোন একটি পাঠ সমন্বিত পাঠে কিরূপে আলোচনা করবেন লিখুন।

— | —

পি, টি, আই, পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) উপদেষ্টার প্রয়োজনীয় গুণাবলী আলোচনা

আনোয়ার কলি হোসেন,
প্রভাষক।

শিক্ষা জাতির ভবিষ্যত উন্নতির চাবিকাঠি এবং দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সঞ্চিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং কৃষ্টিগত অধিকারকে নবলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় সঞ্জীবিত করে স্ব-স্ব জাতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের আলোকে বংশ পরম্পরায় হস্তান্তর করে দেশ ও জাতির অগ্রগতির পথকে সুগম করা। শিক্ষা এ ভাবেই জাতির আশা আকাঙ্খা ও ভবিষ্যত সমাজ জীবনকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত এবং বিকশিত করে।

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ইহা সমাজেরই সম্পত্তি এবং সম্পদ। সমাজের অর্থে এবং সমাজের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজেরই অবদান। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষায় কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে কর্মমুখী শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্মমুখী শিক্ষার কোন স্থান নাই সে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। কর্মমুখী শিক্ষা ছাড়া সাধারণ শিক্ষার সংগে বিজ্ঞান শিক্ষা সংযোজিত হলে ও কেবলমাত্র পুঁথিগত শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তি জীবনের পূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয়।

সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের সময় একই সংগে শিক্ষার্থী যেন বিদ্যালয় গৃহ, বাগান, ক্ষেত, খামার ইত্যাদি ক্ষেত্রে কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা উৎপাদনশীল কর্ম অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে সেইজন্য অনাবশ্যিক বিষয় হিসাবে কর্মমুখী শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাত্যাহিক জীবনে ছোট খাটো কাজে পরনির্ভরশীল না হয়ে শিক্ষার্থী যেন সে সব কাজ সম্পাদনে নিজেই সচেষ্ট হতে শেখে সে দিকে দৃষ্টি রেখে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

এ সব কাজ সম্পাদন দ্বারা শিশুর ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রসার ঘটবে এবং দেহ ও মনের সমন্বিত ব্যবহার তার সৃজনশীল বিকাশকে সাহায্য করবে। নিজ নিজ শ্রেণীকক্ষ সাজানো এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, নিজে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, নিজ পরিবেশের বিভিন্ন পেশাজীবিদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হওয়া, সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সচেতন হওয়া, নিজ এলাকার সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা, বাগানে কাজ করা, গৃহপালিত হাঁস-মুরগীর যত্ন নেওয়া, ঘরে বাইরের সাধারণ সমস্যা সমাধানকল্পে একক বা দলগত উদ্যোগ গ্রহণ করা, ইত্যাদি কায়িক পরিশ্রমের উপর ভিত্তি করে মৌখিক অনুশীলনের মাধ্যমে ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিশুকে মৌখিক অনুশীলনী ও ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণীর শিশুকে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে শিশুর কর্মমুখী শিক্ষার জন্য আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পরিবেশ পরিচিতি বিষয়কে শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য :

১ : প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবেশ পরিচিতির অঙ্গ হিসেবে সমাজ বিজ্ঞানের মূল ধারণা এবং প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করা।

২ : সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে প্রাথমিক স্তরের ছাত্র/ছাত্রীদের কাছে কিভাবে আকর্ষণীয় ফলপ্রসূ এবং কার্যকরীভাবে উপস্থাপন করা যায়, তার পদ্ধতিগত দিক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান-দান করা।

৩ : সমাজ বিজ্ঞান পাঠে এবং পাঠদানকালে যে সমস্ত উপকরণ স্থানীয়ভাবে তৈরী করা যায় তাদের প্রস্তুত প্রণালী এবং ব্যবহার সম্পর্কে পি, টি, আই ট্রেনীদেরকে অবহিত করা। তা ছাড়া যে সমস্ত কর্ম অভিজ্ঞতা সমাজ বিজ্ঞান পাঠে বিশেষ অবদান রাখতে পারে সে সম্পর্কে বাস্তব অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া।

৪ : সার্থক সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষকের জন্য যে সমস্ত ব্যক্তিগত গুণাবলী ও প্রস্তুতি থাকা বাঞ্ছনীয় তাদের সম্পর্কে ট্রেনীদেরকে অবহিত করা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের প্রস্তুতির পথ

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

সুগম করা।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) হচ্ছে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব বিষয়গুলোর সংশ্লেষিত একটি সামগ্রিক বিষয়। মানুষ এবং তার দীর্ঘদিনের পরিবেশের মোকাবেলা, সম্পদের ব্যবহার বা অপব্যবহার, সভ্যতার উন্নতি, বিকাশ ইত্যাদি হচ্ছে এর আলোচ্য বিষয়। এর বিষয়বস্তু সামাজিক দল হিসেবে মানুষ এবং মানব সমাজের সংগঠন এবং বিকাশ নিয়ে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

পরিবেশ পরিচিতির সমাজ উপদেষ্টা সুন্দর, সুস্থ ও চরিত্রবান নৈতিক গুণাবলীর অভ্যাসের ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ উপদেষ্টা উদার ও সংস্কারমুক্ত মনোভাবাপন্ন, স্থির প্রতিজ্ঞ ও কর্মঠ হবেন। তিনি সর্বদাই মুক্ত. পরিচ্ছন্ন এবং সত্যাশ্রয়ী মনের অধিকারী হবেন। তিনি শিক্ষার্থীর জীবনে স্বাধীনতা এবং শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করার উদ্দীপক।

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ উপদেষ্টা একজন সুগম্বিত ব্যক্তি হবেন। শিক্ষাদানের নীতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অভিজ্ঞতার উপর সুশিক্ষাদানের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) উপদেষ্টার বিষয় বস্তুর প্রতি গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞান ও দক্ষতার উপর শিক্ষকের আত্ম বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এ আত্ম বিশ্বাস একান্ত দরকার :

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ উপদেষ্টা বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট (প্রাথমিক স্তর) সম্বন্ধে ধারণা রাখবেন এবং শিক্ষার্থীদেরও এ বিষয়ে অবহিত করবেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট (ষষ্ঠ খণ্ড)- শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হবেন।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) উপদেষ্টা ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষক নির্দেশিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিবেন।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) উপদেষ্টা সমাজ পাঠের বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।

তিনি পাঠ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার শিক্ষা দিবেন এবং সহজলভ্য ও স্বল্প খরচে যে সকল শিক্ষা উপকরণ তৈরী করা যায় তা হাতে কলমে শিক্ষা দিবেন।

পি, টি, আই ট্রেনীদের তিনি কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিবেন, যাতে করে তারা প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের সার্থকভাবে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে পারেন।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) উপদেষ্টা তিনি শিক্ষার্থীদের নিজ দেশ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে ধারণা দিবেন এবং মানচিত্র অংকন শিক্ষা দিবেন। বাংলাদেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানচিত্র, চার্ট, গ্লোব ও টাইম লাইন ইত্যাদি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দিবেন।

পি, টি, আই (সমাজ) উপদেষ্টা সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষাদান পদ্ধতি যেমন—গল্প বলা, নাটকীকরণ, তুলনামূলক পদ্ধতি, বর্ণনামূলক পদ্ধতি, প্রজেক্ট পদ্ধতি, ইউনিট পরিকল্পনা, শিক্ষা-ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে সার্থক ধারণা দিবেন।

সমাজ বিজ্ঞান কক্ষ ঃ পি, টি, আই উপদেষ্টা সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের নমুনা, মডেল, চার্ট, মানচিত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবেন।

তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষা দিবেন এবং সমাজ বিষয়ের পাঠটীকা প্রস্তুত করণ শিক্ষা দিবেন।

একজন দক্ষ উপদেষ্টা হিসেবে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক কাজ শিক্ষা দিবেন। এই কাজ তিনি ব্যক্তিগত এবং দলগতভাবে শিক্ষা দিবেন। যেমন—মানচিত্র, চার্ট, গ্লোব, উপাত্তের স্তম্ভলেখ ও চিত্রলেখ অংকন ইত্যাদি। বিভিন্ন কর্ম অভিজ্ঞতায় সক্রিয় অংশ, স্কুলের বাগান ও শাকসব্জির উৎপাদন, টীকা প্রদান, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান, জনহিতকর কাজে অংশ গ্রহণ, স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জরীপ ও তথ্য বিশ্লেষণ। প্রতিটি পি, টি, আই

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার মান উন্নয়ন কাজে সহায়তা করবেন।

পি, টি, আই (সমাজ) উপদেষ্টার উপর আর একটি বড় দায়িত্ব জনসংখ্যার বিস্তরণ ও অর্থনীতির উপর প্রভাব—এই সম্বন্ধে প্রশিক্ষার্থীদের ধারণা দেয়া।

মূল্যবোধ ও আচরণে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)-এর প্রভাব : সমন্বিতভাবে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষা মনোভাব ও আচরণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ সব আচরণ, ধারণা, আনুগত্য ইত্যাদি প্রধান সামাজিক দিগগুলোর কিছুটা বিষয় শিক্ষার মাধ্যমে এবং অধিকাংশই শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানমূলক সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি রাখার আবশ্যকতা রয়েছে। শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ ও আচরণের উপর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) কর্মসূচীর ফলাফলের গুরুত্ব অসীম। শিক্ষার্থীর আত্মকার্য সচেতনতা, অপরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়া, দলবদ্ধভাবে কাজ করতে শেখা, নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছার সামর্থ অর্জন এবং সামাজিক স্বীকৃতিসূচক শিক্ষার মাধ্যমে তারা অন্যের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। তা ছাড়া অন্যান্য সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সাথে সাথে শিক্ষার্থী একটা নৈতিক ধর্মের ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হয়, যা তাদের সুনাগরিকত্ব অর্জনের মৌলিক মূল্যবোধকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

হোয়াইট হেড্ বলেন, *"Do not teach to many subjects.........what you teach, teach thoroughly"*—অত্যাধিক বিষয় শিক্ষা দিবেন না, যা কিছু শিক্ষা দিবেন, সম্যকরূপেই শিক্ষা দিবেন।

শিক্ষক বিষয়-দক্ষ হবেন, তার বিষয়—প্রীতি থাকবে এবং তিনি শিশুপ্রিয় হবেন—ইহা শিক্ষকতা বৃত্তির অপরিহার্য অঙ্গীকার স্বরূপ।

সাধারণ শিক্ষার একট অংশ হিসেবে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার একটা প্রধান দিক হচ্ছে এটি বর্তমান পরিস্থিতির যে কোন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সৃজনশীল চিন্তা, মৌলিক নীতি ও মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন ও উন্নত জ্ঞান ভবিষ্যতের শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

করতে সাহায্য করবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বাস্তবায়ন এবং এর মান উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার উপকরণ প্রভৃতির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা কেবলমাত্র উপযুক্ত শিক্ষকের দ্বারাই সম্ভব। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদান পদ্ধতির জন্য যে সকল আধুনিক নীতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে সে সব নীতি ও পদ্ধতির ভিত্তিতে শিক্ষক তৈরী করাই পি, টি, আই উপদেষ্টার বিশেষ দায়িত্ব।

সার্থক সমাজ শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক স্তর থেকে তার সহজাত ক্ষমতার কর্মমুখী এবং প্রয়োগশীল দক্ষতায় বিকশিত করবেন।

প্রশ্ন ঃ

১ ঃ পরিবেশ পরিচিতি সমাজ উপদেষ্টার ৬টি বিশেষ গুণের আলোচনা করুন।

২ ঃ আপনি কিভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ ও আচরণের পরিবর্তন করবেন তা বলুন।

৩ ঃ পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বিদ্যা পাঠের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করুন।

৪ ঃ পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান বিষয়ে আপনার দায়িত্ব, কর্তব্য এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বিশ্লেষণ করুন।

সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও সুনাগরিকত্ব বিকাশের অনুপ্রেরণাদানে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার ভূমিকা

এ, কে, আবদুল মান্নান,
বিশেষজ্ঞ।

পরাশক্তির দ্বন্দ্ব এবং স্নায়ু যুদ্ধের ফলে বিশ্বশান্তি সংকটাপন্ন। শান্তি সংরক্ষণ এবং সামাজিক সম্প্রীতি ও সমঝোতা বৃদ্ধি আজকের বিক্ষুব্ধ বিশ্বসমাজের স্থায়ীত্বের অন্যতম গুরুত্ব-পূর্ণ শর্ত। কাজেই শান্তির জন্য শিক্ষা অত্যন্ত জরুরী শর্ত হয়ে পড়েছে। সামাজিক সম্প্রীতি ও সমঝোতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিক্ষা, বিশেষভাবে অতীত ঘটনাবলী, দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং যুদ্ধের ভয়াবহ ফলের ও অভিজ্ঞতার মাপকাঠির মাধ্যমে যে শিক্ষা লাভ করা হয় তার দ্বারা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সংগঠন করা হয় সহজতর।

শিক্ষা কি ? : শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে যুগে যুগে শিক্ষাবিদদের মধ্যে বহু চিন্তা, আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। তা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধিই শিক্ষার উদ্দেশ্য। নিজেকে জানো (*Know thyself*), জ্ঞানই ধর্ম (*Knowledge is virtue*) প্রভৃতি প্রবচনের মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের প্রাধান্যের উপর জোর দেয়া হয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি ব্যক্তি দৈহিক এবং মানবিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে অন্য সব ব্যক্তি স্বত্তা থেকে পৃথক। অতএব প্রতিটি ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্মেষের জন্য প্রয়োজন রয়েছে শিক্ষার। শিক্ষা ব্যক্তিস্বত্তাকে সুগঠিত করে বিভিন্ন গুণে সমৃদ্ধ করে সৃষ্টি করে নবচেতনা এবং মূল্যবোধ।

ব্যক্তি ও সমাজ : শিশু তার জন্মলগ্ন থেকে কতগুলো বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে। এসব বৈশিষ্ট্য শিশুকে স্বাতন্ত্র্য দান করে। আবার জন্মের পর থেকেই সে লালিত হয় সমাজে। ফলে তার বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয় সমাজ কর্তৃক। ব্যক্তিগত পার্থক্যের দরুন শিক্ষা ব্যক্তিগত বিকাশের সুযোগ করে দেবে। কিন্তু ব্যক্তির আরও একটি পরিচয় হল যে সে একটি সামাজিক

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

জীব, ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সামাজিক জীব হিসেবে সবাইকে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়, পালন করতে হয় সামাজিক কর্তব্য। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া কোন ব্যক্তির পক্ষে একাকীত্ব নিয়ে জীবন ধারণ ও আত্মবিকাশের সুযোগ নেই। আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক তার দৃষ্টান্তেরই প্রকৃত উদাহরণ। মানুষের আত্মবিকাশ সম্ভব হয় সমাজে বাস করে। তার দায়িত্ব হল সামাজিক আচার-আচরণ ও অতীত অভিজ্ঞতার ফসলে সমৃদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতে উন্নততর জীবনের গোড়া পত্তন করা ও নিজেকে সংগঠিত করা। সমাজের মধ্যে মানুষ হিসেবে মানুষের মূল্য নিরূপন সম্ভব। ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যতই থাক না কেন সমাজের ভাবনা, ধারণা, আবেগ এবং অনুভূতি তার ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করবেই এবং করবে সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী। নিজস্ব বিকাশের পথে ব্যক্তি তার শিক্ষা, অভিজ্ঞতা দিয়ে সমাজের জন্য, জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য এবং ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্য নব নব অবদান রাখবে।

পরিবেশ ও সমাজ : পরিবেশের মধ্যেই গড়ে উঠে সমাজ এবং সমাজের দ্বারাই সমৃদ্ধ এবং উন্নত হয় পরিবেশ। পরিবেশের বস্তুনিচয়ের সাথে ব্যক্তি তথা সমাজের সংযোগ অভিযোজন এর দ্বারা নিয়ত উন্নত হচ্ছে পরিবেশ, সম্পদশালী হচ্ছে সমাজ জীবন। কাজেই পরিবেশের শিক্ষা সমাজ জীবনকে করতে পারে উন্নততর, দিতে পারে উন্নত জীবন ও সামাজিক সম্প্রীতির সন্ধান।

নানের মতবাদ : সমাজ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে কোন ব্যক্তি তার নিজের অস্তিত্বের চারদিকে প্রাচীরের বেষ্টনী তুলে দিয়ে সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ এবং আত্মকেন্দ্রিক জগতের অধিবাসী হয়ে আত্মবিকাশের প্রচেষ্টা অর্থহীন বই কিছুই নয়। সে ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ আত্ম-বিকাশ সম্ভবও নয়। পরস্পরের আদান প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা হয় উন্নত ও সার্থক। আবেষ্টনীর সীমাবদ্ধতায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যক্তিতেই বিলীন হয়। এ শিক্ষার ব্যাপারে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সামাজিকত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন অত্যধিক। ব্যক্তির বিশিষ্ট্য গুণরাজি সামাজিক পটভূমিকার উপরে বিকশিত করার ব্যবস্থা দ্বারা এই সমন্বয় সাধন সম্ভব। শিক্ষাবিদ নানের মতে ব্যক্তি শিক্ষা হবে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। কিন্তু শিক্ষার্থীকে গড়ে তুলতে হবে

সামাজিক জীবরূপে (*To individualise education but to socialise the pupil.*)

এই সামাজিক করণের শিক্ষার সহায়ক হতে পারে পরিবেশ পরিচিতি, শিক্ষার দ্বারা সমাজকে ব্যক্তির পেশা, কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে অভিহিত করণের মাধ্যমে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীকে পরিচালিত করতে হবে। 'প্রত্যেকে আমরা প্রত্যেকের তরে' এই আদর্শকে সামনে রেখে, শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে উৎকৃষ্ট হয়ে উঠতে হবে কিন্তু দেখতে হবে তার সেই উৎকর্ষ সাধণের দ্বারা যেন সামাজিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি ব্যহত না হয়। নান্ বলেছেন যে, সামাজিক সদাচরণ করতে পারে সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি হিসেবে সুগঠিত হয়ে উঠেছে। সামাজিক পটভূমিকায় সামাজিক মান দণ্ডের মাধ্যমে ব্যক্তির মৌলিক ও ব্যক্তিত্বের অর্থ পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তি সমাজের সম্পদ। আর সে কারণে ব্যক্তিগত জীবন সম্পদ ব্যক্তির একার নয় সমাজের সামগ্রিক সম্পদের অংগ। ব্যক্তি সামাজিক সম্পদ, সৃষ্টির ও বৃদ্ধির সহায়ক। শিক্ষার দ্বারাই সৃষ্টি হয় এ ধরণের উদার ব্যক্তিত্ব। তাদের দ্বারাই বৃদ্ধি পায় সামাজিক মূল্যবোধ। তাদের প্রচেষ্টায় সমাজ হয় উন্নত।

ডিউইর মত ঃ প্রখ্যাত মার্কিন শিক্ষাবিদ জন ডিউইর মতবাদের মধ্যেও নানের মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর মতে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধ নেই। আদর্শ শিক্ষার মূলে রয়েছে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা। তাই ডিউইর মতে বিদ্যালয় গুলোকে আদর্শ সমাজের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ রূপে গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয় রূপ এই ক্ষুদ্র সমাজের আঙ্গিনায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষা নেবে সামাজিক মূল্যবোধ। এখানেই তারা গড়ে তুলবে সমাজ ব্যবস্থা এবং অর্জন করবে সুনাগরিকত্বের গুনরাজি।

সামাজিক উৎকর্ষ সাধনের শিক্ষা ঃ ডিউই বলেন, সুনাগরিক হতে হলে ব্যক্তিকে সামাজিক উৎকর্ষ (*social efficiency*) অর্জন করতে হবে আর এই উৎকর্ষ লাভের সুব্যবস্থা হবে বিদ্যালয়ে। সামাজিক উৎকর্ষ বলতে বুঝায় ব্যক্তিগত উন্নতি সাধন, কর্মক্ষমতা অর্জন, সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন ও দায়িত্ব পালনের শিক্ষা। এই শিক্ষার সাথে সমাজের পেশা, কৃষ্টি, তমুদ্দুন ও সমাজ সচেতনতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সামাজিক উৎকর্ষ লাভ করতে হলে প্রয়োজন হতে পারে ঃ

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

১ : সুস্থ দেহ, সবল স্বাস্থ্য এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস।

২ : ***আর্থিক জীবনে সফলতা :*** প্রত্যেককেই জীবন ধারণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা এবং দক্ষতা লাভ করতে হবে যাতে সে সমাজের গলগ্রহ হয়ে না দাঁড়ায়। কাজেই শিক্ষার মধ্যে থাকবে কর্মের প্রাধান্য এবং পেশায় প্রশিক্ষণ। অন্য কথায় পেশাভিত্তিক শিক্ষা ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হবে শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংগ।

৩ : ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ আত্ম বিকাশ হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের মাপকাঠিতে ব্যক্তি যে শিক্ষা লাভ করে মূল্যবোধ সংগঠিত করবে তার দ্বারা, উপকৃত হবে সমাজ।

৪ : সমাজিক সমঝোতা সৃষ্টি এবং সমাজের অন্যান্যদের প্রতি কর্তব্য পালনে ব্যক্তি হবে সজাগ।

৫ : ব্যক্তি যে সমাজের অধিবাসী সেই সমাজের ভাবনা, ধারনা ও আদর্শের মর্ম উপলব্ধি করে প্রতি ফলন ঘটাবে তার কর্মে ও শিক্ষায়। এই জ্ঞান লাভ সম্ভব না হলে ব্যক্তি সমাজের অগ্রগতির ধারণা অনুসরণ করতে পারবেনা, পারবেনা প্রীতিকর আচরণ সৃষ্টি ও নব নব মূল্যবোধের অভিযোজন করতে।

৬ : সমাজ কল্যাণ ও সমাজের উন্নতির জন্য শিক্ষার্থীদের মনে সৃষ্টি করতে হবে আগ্রহ।

৭ : ভ্রাতৃত্ববোধ ও পরস্পর কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে সমাজকে জাতীয় আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও সম্প্রীতি সৃষ্টির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কোন ব্যক্তির শিক্ষা লাভের মাধ্যমে পরিপূর্ণ বিকাশ না হলে সুনাগরিক হওয়া সম্ভব নয়। সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অবদান রাখতে হলে ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে। এই পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তি যদি সমাজ কল্যাণে

নিয়োজিত না হয় তবে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ নিষ্ফল। বিদ্যালয়কে আদর্শ সমাজ রূপে গড়ে তুলেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুনাগরিকত্বের গুণ সংগঠন করা সম্ভব। বিদ্যালয়ের শিক্ষা হল ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর ও সফলজনক করার প্রস্তুতি।

নাগরিক জীবন সংগঠনে সমাজ ও বিদ্যালয়ের দায়িত্ব **:** গণতান্ত্রিক দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে প্রত্যেককেই তার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করতে হবে। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তোলার এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বর্তায় সমাজ ও বিদ্যালয় বা শিক্ষার উপর। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল জাতীয় জীবনে উন্নতি বিধানের উপযুক্ত হাতিয়ার রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুনাগরিকত্ব অর্জনের প্রশিক্ষণ দান। তাই শিক্ষার প্রারম্ভ কাল থেকে পরিবার ও সমাজ জীবনের সাথে উপযুক্ত অভিযোজনের বাস্তব ভিত্তিক শিক্ষা দিতে হবে শিশুকে। তার প্রতিটি বিষয় শিক্ষা সংগঠিত ও সুপরিচালিত হওয়া আবশ্যক। বিশেষ করে পরিবেশকে নিয়ে যে শিক্ষা তার গুরুত্ব এ ক্ষেত্রে অত্যধিক।

এর মাধ্যমে শিশুকে গড়ে তুলতে হবে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে, পরিবেশকে সংরক্ষণ ও সংগঠন করে উন্নত সামাজিক জীবন যাপনের উপযুক্ত কর্মী হিসেবে। সামাজিক, রাজনৈতিক জীবন এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংগঠিত হয়ে আজকের শিশুই হবে ভবিষ্যতের সুনাগরিক। কাজেই গণতান্ত্রিক সমাজের স্বরূপ এবং নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত করার মত স্বচ্ছ ধারণা ও দৃষ্টিভংগী সম্পন্ন হবে শিশু-নাগরিকরা। তত্ত্বগত শিক্ষা ও নিয়তকর্ম অভ্যাসের মাধ্যমে তারা সুনাগরিকের গুণাবলী অর্জন করতে সমর্থ হবে।

কর্মকেন্দ্রিক ও পেশাভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা পরিবেশগত শিক্ষার দায়িত্ব। বিদ্যালয় সমাজের আয়না। তার মাধ্যমেই শিশু শিক্ষা পাবে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে। সৃজনশীল কাজে থাকবে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। দলগত কাজ, গণতান্ত্রিক রীতিতে এবং কর্মের মাধ্যমে তাদের শিক্ষাকে সংগঠিত করতে হবে। এ সবে অভ্যস্ত হওয়ার পথে এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে গিয়ে তাদের মধ্যে সংগঠিত হবে নেতৃত্ব, সহযোগিতা, পরমত সহিষ্ণুতা, দায়িত্ববোধ, আত্মশৃঙ্খলাবোধ, অহিংসা, সেবাপরায়নতা, নিয়ম-নিষ্ঠা, ত্যাগী, শ্রমশীলতা, সৃষ্টিসুলভ মনোভাব, দেশাত্ববোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও সংগঠনে কর্তব্যপরায়নতা, পেশার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, জাতীয়তা-

বোধের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও সম্প্রীতির মনোভাব। এ সব ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারলেই আমাদের শিক্ষাদান ক্ষেত্রে সঠিক দায়িত্ব পালন সম্পন্ন হবে।

জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা **:** সুনাগরিকত্ব অর্জনের অপরিহার্য দিক হল সমাজকেন্দ্রিকতা। আধুনিক শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিতে তাকেই বলা হয় বাস্তব জীবনকেন্দ্রিকতা। এখানে সমাজ আর কর্তার ভূমিকায় থাকবেনা, থাকবে কর্তার (শিশুর) কাজের সহায়ক পরিবেশের ভূমিকায়। এই পরিবেশ সব সময় অনুকূল নাও হতে পারে। বরং বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা প্রতিকূল পরিবেশেরই সম্মুখীন হয়ে থাকি। পরিবেশ অনুকূল না হলে তাকে নিজের স্বার্থের অনুকূল করে নিতে হবে দৈহিক, মানসিক এবং সকল প্রকার শক্তি দিয়ে। একেই বলা হয় স্বার্থক অভিযোজনের শিক্ষা—বাস্তব জীবনভিত্তিক এবং বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা। সুনাগরিক সৃষ্টির মানসে শিশু প্রকৃতির সম্ভাবনাগুলো বিকাশ করতে হবে পূর্ণতার জন্য। আর তা করতে হবে সমাজের পথ ধরে এবং জীবনের পথ বেয়ে। তাই শিশু শক্তি এবং সম্ভাবনাগুলো জীবন পরিবেশের সাথে অভিযোজনের উপযোগী করে তোলার মত শিক্ষা দিতে হবে। আর এই শিক্ষাকেই বলা হয় জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা।

একটা বৃক্ষ যেমন অরণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয় তেমনি শিশুরূপ বৃক্ষ সমাজরূপ অরণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয় মোটেই। এটাই হল মানুষ ও সমাজের সম্পর্ক। গাছের বৃদ্ধি ও জীবন রক্ষার প্রয়োজনে অরণ্যের পরিমণ্ডল রচনা করা প্রয়োজন এবং তার সাথে গাছকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। শিশুর বেলায়ও তাই। কোন জীবন দর্শণই শিশুকে তার বাস্তব জীবন থেকে আলাদা করে দেখেনি, দেখতে পারেনি। তা দেখা সম্ভবও নয়। ব্যক্তিকে তার বাস্তব জীবনের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থ হল কৃত্রিম অবস্থার সৃষ্টি করা। তা হলে সমাজের কার্যকরী সুফল লাভ এবং ব্যক্তির উন্নতি উভয়ই হয়ে যায় অর্থহীন। বিদ্যালয়েই কর্মময় জীবনের গোড়াপত্তন করতে হবে। অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে বৈচিত্র্যময় সমাজ জীবনের সকল ধ্যান-ধারণাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে।

কিভাবে কল্যাণকর সমষ্টিগত জীবন যাপন করা যায়। এই উদ্দেশ্যে পরিবেশ পরিচিতি সমাজের মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষার সমন্বয়ের দ্বারা শিক্ষার্থীদেরকে ইতিহাস, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল প্রভৃতি সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন করে বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ সম্ভব। এই শিক্ষার দ্বারা তারা লাভ

করবে কর্মাভিজ্ঞতা এবং সমাজের কার্যকর সদস্য হওয়ার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ।

নাগরিকত্ব শিক্ষার ব্যবস্থাও কর্মসূচীর কিছু ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদেরকে শিক্ষাদান করতে পারি।

১ : প্রাত্যহিক সমাবেশে পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত ইত্যাদির দ্বারা জাতীয় মর্যাদা সম্বন্ধে জ্ঞানদান।

২ : স্বাধীনতা দিবস, ২১শে ফেব্রুয়ারী, জাতীয় দিবস ইত্যাদি পালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে সচেতনতা আনয়ন।

৩ : বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যেমন, ঈদেমিলাদুন্নবী, সবে-ই-বরাত ইত্যাদি পালনের মাধ্যমে ধর্মীয় সচেতনতা এবং জাতীয় মূল্যবোধ বৃদ্ধি।

৪ : বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস যেমন মে ডে, জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী (ইউ, এন, ও ডে) ইত্যাদি পালনের দ্বারা আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি।

৫ : সামাজিক ক্রিয়াকর্মে-সহযোগিতা এবং কার্যকরভাবে অংশ গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করা।

৬ : রাস্তা নির্মাণ, খাল কাটা ইত্যাদি সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার্থীদের মনে সমাজ উন্নয়নমূলক সচেতনতা আনয়ন ও বৃদ্ধি সম্ভব।

৭ : নাট্যাভিনয়, জাতীয় উৎসব পালন ও বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে সংযোগ সাধন ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি। সুনাগরিকত্বের অন্যতম প্রধান শর্ত সম্প্রীতি সংরণের শিক্ষা। এ সব অনুষ্ঠান সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

৮ : প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের কেন্দ্রে পরিণত করে সুনাগরিকত্ব

বিকাশের সহায়তা করা।

৯ : সিনেমা, টি, ভি, রেডিওর মাধ্যমে সুনাগরিকত্বের ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে শিক্ষার্থীদেরকে পরিচিত করা। শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এ ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নিতে পারেন।

১০ : পত্র পত্রিকা রাখা এবং পাঠের ব্যবস্থার দ্বারা সুনাগরিকত্বের গুণ বিকাশ এবং সামাজিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি সম্ভব।

১১ : পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং অন্যান্য সমঝোতামূলক কাজের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে মেলা-মেশা বৃদ্ধি পায়। ফলে এতে সুনাগরিকত্বের গুণেরও বিকাশ ঘটে।

১২ : পরিদর্শণের সময় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকদের পেশা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং তাদের কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ।

১৩ : বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কাজে এবং খেলাধূলায় অংশ গ্রহণের দ্বারা শিক্ষার্থী সুনাগরিকের গুণ অর্জনের পথে অগ্রসরতা তরান্বিত করতে পারে।

১৪ : ডাকটিকেট সংরক্ষণ, মুদ্রা সংরক্ষণ ইত্যাদির অভ্যাস গঠনের দ্বারা বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি তথা সুনাগরিকত্বের গুণ বৃদ্ধি সম্ভব।

কিছুক্ষণ ভেবে দেখুন :

১ : সুনাগরিকত্ব অর্জনের প্রেক্ষিতে শিক্ষা কি ও কেমন হওয়া উচিত ?

২ : ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা ও ব্যক্তির বিকাশের পথে সমাজ কিভাবে সহায়তা করতে পারে আলোচনা করুন।

৩ : আপনার মতে সামাজিক উৎকর্ষতা লাভের জন্য কি কি প্রয়োজন ?

৪ : ব্যক্তির বিকাশ এবং সুনাগরিকত্ব অর্জন সম্বন্ধে নান এবং ডিউইর মত ব্যক্ত করুন।

৫ : নাগরিকত্ব বিকাশের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে ?

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানের সাধারণ সম্পদসমূহ ও তার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

আয়েশা আক্তার খাতুন,
বিশেষজ্ঞ,

আমাদের দেশে সাধারণতঃ ৬+-থেকে ১০+বৎসর বয়সের শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। এ বয়সে শিশুরা স্বভাবতই কৌতূহলপ্রিয়, অনুসন্ধিৎসু, কল্পনা প্রবণ ও সৃজনশীল। তারা প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর বলে কর্মতৎপর। বর্তমান পাঠ্যক্রমে তাই কর্মমুখী শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির সার্বিক বিকাশ। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্মমুখী শিক্ষার স্থান নেই সে শিক্ষা সম্পূর্ণ বলে পরিগণিত হয়না। শিশুর কৌতূহল, স্বতঃস্ফূর্ততা, সৃজনী প্রতিভা ও কর্মতৎপরতার উপযুক্ত লালন ও ফলপ্রসূ বিকাশের জন্য শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষণ পদ্ধতিকে অবশ্যই আকর্ষণীয়, অর্থবহ ও গতিশীল করা দরকার। শিশুর জানবার আকাঙ্ক্ষা, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার আগ্রহকে সঠিক পথে পরিচালিত করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মানসিক ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং শিশুর ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্যে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়টি পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিশু মনের স্বাভাবিক কৌতূহল ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়টির পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তির অর্থ কেবল বই থেকে জ্ঞানার্জন নয়। জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা যেন জ্ঞানকে প্রয়োগ করার ক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চিরাচরিত বক্তৃতা পদ্ধতি এ বিষয়টি পড়ানোর জন্য উপযুক্ত নয়। শিশু মনের চাহিদা, সৃজনশীলতা এবং পর্যবেক্ষণ করে দেখার আগ্রহকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য কর্মকেন্দ্রিক বা কর্মতৎপর শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাদান শিশুমনের চাহিদা মেটায় তা ছাড়া শিক্ষা বাস্তবভিত্তিক ও জীবন ভিত্তিক হয়।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

শিক্ষাদান বাস্তবভিত্তিক এবং কর্মকেন্দ্রিক করতে হলে প্রয়োজন নানাবিধ উপকরণের। কিন্তু আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষোপকরণের প্রতি সচেতন দৃষ্টি দেয়া হয়নি। ফলে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর সংখ্যানুপাতে যেমন বিদ্যালয় ও শিক্ষকের অভাব তার চেয়েও বেশী অভাব শিক্ষোপকরণের। সে জন্য প্রয়োজন শিক্ষোপরণ সংগ্রহ ও তৈরী করা।

এ জন্য যথেষ্ট সম্পদের প্রয়োজন। অথচ আমাদের মত দরিদ্র দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সম্পদও সীমিত। আর সে জন্যই সীমিত সম্পদের যথার্থ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় পরিবেশে যে সকল সম্পদ পাওয়া যায় তার প্রায় সবই পরিবেশ পরিচিতি পাঠে ব্যবহার করা সম্ভব। এ কাজে শিক্ষকের সদিচ্ছা এবং দক্ষতা প্রয়োজন। সাধারণ যে কোন সম্পদ ব্যবহার করে শিক্ষক শ্রেণীতেই শিক্ষাদানকালে শিক্ষার্থীদের দ্বারা নানা প্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ তৈরী করাতে পারেন। শুধু শ্রেণীকক্ষের ভেতরেই নয় প্রয়োজনবোধে শ্রেণীকক্ষের বাইরেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিবেশ পরিচিতি পাঠে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করতে পারেন। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাদানে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীর পাঠে অংশগ্রহণ করতে পারে বলে তাদের কাছে পাঠ যেমন আকর্ষণীয় হয় তেমনই শিক্ষক তাদের সৃজনশীল আগ্রহকে কাজে লাগাতে পারেন। এ বয়সের শিশুর স্বাভাবিক কৌতুহল, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্মপ্রেরণা পরিবেশে পরিচিতি পাঠদানের সহায়ক।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো থেকে অভিযোগ এই যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক অসুবিধা-হেতু উপকরণ তৈরী, ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করা যায় না। কিন্তু প্রতিকুলতা সত্ত্বেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে বাস্তব জ্ঞান বর্জিত কেবল বই থেকে পড়ে সঠিক জ্ঞানার্জন সম্ভব হয় না। শ্রেণী পাঠনায় শিক্ষক তৎপর হবেন, যে উদ্দেশ্যে প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সে উদ্দেশ্য যেন বাস্তবায়িত হয়। যেহেতু পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) এর আলোচ্য বিষয় বস্তুভিত্তিক উপযুক্ত শিক্ষোপকরণের দ্বারা সমাজ বিদ্যার বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করলে, সে শিক্ষা হবে জীবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত। অন্যদিকে সীমিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী অনেকগুলো বিষয়ও শিখতে পারে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পরিবেশ পরিচিতি পড়াতে কি কি উপকরণ বা অন্যান্য সাহায্যকারী শিক্ষোপকরণ দরকার তা শিক্ষক প্রথমেই নির্বাচন করবেন। তা হলে সারা বছর ধরে শ্রেণী পাঠদানে বার বার নতুন চিন্তা-ভাবনা এবং উপকরণ সমস্যায় পড়তে হবেনা। এবং যখনই উপকরণের লিষ্ট তৈরী করা হবে তখনই শিক্ষক অনুমান করতে পারবেন, এ সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত করতে কোন কোন সম্পদ প্রয়োজন। পূর্বাহ্নে এ ধরণের কার্যক্রম প্রণয়ন করা থাকলে শ্রেণীপাঠে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। এখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে পরিবেশ পরিচিতি পাঠে কি কি সাধারণ সম্পদ আমরা পেতে পারি এবং কিভাবে এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারি ? বিদ্যালয়ে চক, ডাষ্টার, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি ছাড়াও আমরা বিদ্যালয়ের আশে পাশে শিক্ষার প্রচুর সাধারণ সম্পদ যা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি যেমন গাছ-পালা, খেত-খামার, নদী, পুকুর, মাছ, শাকসব্জি ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে। এ ছাড়াও স্বল্প মূল্যের বা বিনামূল্যের অদরকারী সম্পদ, যেমন, ব্যবহৃত কাগজ ফেলে দেয়া বাঁশের টুকরা, কাঠের টুকরা, পাটখড়ি, কৌটা ইত্যাদি। শিক্ষার কাজে এসব প্রাকৃতিক ও স্থানীয় সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনেও যথার্থ ধারণা দেওয়া সম্ভব। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় তীক্ষ্ণ ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা যায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) এবং বিজ্ঞান সমন্বিত বিষয় হিসেবে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন পাঠ্যপুস্তকই নেই। এই দুই শ্রেণীতে শিশুদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও সৃজনশীল কর্মতৎপরতার মাধ্যমে নিজেদের চেনা পরিবেশ ও পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন পেশার লোকজনদের সম্বন্ধে ধারণা দিতে হবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি পাঠদান শ্রেণী কক্ষের ভেতরে ও বাইরে উভয় ভাবে কর্মতৎপর পদ্ধতির সাহায্যে দেয়া যায়। এ ব্যাপারে শিক্ষক যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে কাজ বাছাই ও বন্টন করে শিশুদের কৌতূহল, জানার আগ্রহ ও সৃজনশীল মনের চাহিদা মেটাতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ, বিভিন্ন প্রকার ছবি, চার্ট ইত্যাদি সংগ্রহ ও তৈরী করতে শিশুদের নিয়ে শিক্ষক নিজেই কাজ করতে পারেন। চেনা পরিবেশের উপাত্ত সংগ্রহ করে চার্ট তৈরী, বিভিন্ন প্রকার গাছ-পালা, পশু-পাখী বিভিন্ন পেশার লোকজন ও স্থানীয় পরিবেশের

সঙ্গে পরিচিত করার জন্য শিক্ষক শ্রেণীর বাইরে শিশুদের নিয়ে বাস্তব শিক্ষাদান করবেন।

তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) এর পাঠ্য পুস্তক আছে। এ বইয়ের পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষক সর্বদাই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাদানে তৎপর হবেন। শিশুরা যা দেখে তা করতে ভালবাসে। এ জন্য শ্রেণীকক্ষের ব্ল্যাকবোর্ড থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ে বা স্থানীয় ভাবে প্রাপ্য সহজলভ্য সম্পদ ব্যবহার করতে পারেন। বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত সবচাইতে সাধারণ সম্পদ ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার শুধু অপরিহার্যই নয়, অদ্বিতীয়ও বলা চলে। আলোচ্য বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত, সুস্পষ্ট ও দৃষ্টিগ্রাহ্য করতে ব্ল্যাকবোর্ডের সর্বাপেক্ষা উপযোগী সামগ্রী আর দ্বিতীয়টি নেই। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) এর বিষয়বস্তু শিক্ষাদানে প্রয়োজনীয় ছবি. নক্সা, মডেল, চার্ট, টাইম লাইন, মানচিত্র প্রভৃতি ব্ল্যাকবোর্ডে শিক্ষক অতি সহজেই অঙ্কন করে শিক্ষণীয় বিষয়টিকে জীবন্ত করে তুলতে পারেন। শিশুদেরকেও ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্কনে উৎসাহিত করা যায়। শিশুরা শ্রেণীর পাঠে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায় এবং শ্রেণীর কাজ কর্ম-তৎপর ও সজীব হয়।

মাটি একটি অতি সাধারণ উপাদান। এর সাহায্যে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) এর শিক্ষক শিক্ষাদান কার্যকে বাস্তবভিত্তিক ও আকর্ষণীয় করতে পারেন। মাটি দিয়ে পাঠের প্রয়োজনে প্রায় সব ধরণের শিক্ষোপকরণ তৈরী ও ব্যবহার করা যায়।

প্রতিটি বিদ্যালয়েই খালি জায়গা থাকে। এখানে শিক্ষক অনেক বাস্তব কাজই করাতে পারেন। পরিবেশের কৃষি বিষয়ে পড়াতে নানা ধরণের চাষ সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞানের জন্য অল্প জায়গায় অতি সহজেই বিভিন্ন প্রকার শস্য উৎপাদনের নিমিত্ত ক্ষেত প্রস্তুত করাতে পারেন। এতে হাতে কলমে কাজ শিখতে পেরে শিক্ষা হবে জীবন ভিত্তিক ও বাস্তব ভিত্তিক। তাছাড়া বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে শিক্ষণীয় বিষয়টিও সহজ হবে।

বিদ্যালয়ের মাঠে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাতায়াত ব্যবস্থা ও বিভিন্ন প্রকার যান-বাহন সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য ব্যবস্থা করতে পারেন। যেমন—মাঠের একপাশে কৃত্রিম নদী

সৃষ্টি করে তাতে নৌকা বা ষ্টিমারের মডেল তৈরী করে ভাসাতে পারে। একই সঙ্গে তারা শ্রেণীতেও জানবে নদীপথে যাতায়াতের সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি সম্বন্ধে। এমনিভাবে অন্যান্য যানবাহনের মডেল তৈরী করেও তার জন্য কৃত্রিম রাস্তা তৈরী করে শিখতে পারে। এ সমস্ত কাজে শিক্ষার্থীরা শুধু আনন্দ লাভই করবে না পাঠটি তাদের কাছে আকর্ষণীয় এবং বাস্তব হবে।

পরিবেশ পরিচিতি পাঠে ভৌগলিক জ্ঞানলাভের জন্য শিশুরা কেবল বইয়ের পড়া শুনে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন বাস্তব উপকরণ: এ জন্য মাটি দিয়ে মাঠের একপাশে অতি সহজেই সমভূমি, পার্বত্য অঞ্চল, ইত্যাদি তৈরী করতে পারে। মানচিত্রের নমুনা তৈরী করে তাতে বিভিন্ন অঞ্চলগুলো সম্বন্ধে ধারণা দেয়া যায়। তাছাড়া নিজেরাই তৈরী করছে বলে এ সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট এবং নির্ভুল হয়। এ সব কাজে শিক্ষকেরা আন্তরিকতা এবং সযত্ন প্রচেষ্টা শিক্ষার্থীদের প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে সহায়ক।

ছবি একটি অতি সহজ সম্পদ যা শ্রেণী পাঠনায় শিক্ষকগণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। পরিবেশের বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে ধারণা দিবে। বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের সম্বন্ধে ধারণা দিবে। বিভিন্ন পশু-পাখী সম্বন্ধে পড়াতে ইত্যাদি সকল স্তরে শিক্ষক ছবির সহায়তা নিতে পারেন। এ সব ছবি সংগ্রহ করা তত কঠিন নয়। এ সমস্ত ছবি সংগ্রহ করতে শিক্ষার্থীদেরকেও উৎসাহিত করা যায়। শিক্ষক প্রয়োজনীয় ছবি সংগ্রহ করে তা শিক্ষা-এলবামে সংরক্ষণ করলে বহুদিন ধরে এর ব্যবহার করা সম্ভব। পরিবেশের অনেক জিনিস আছে যার ধারণা দিতে বাস্তব জ্ঞান দরকার অথচ সবকিছুরই বাস্তব উপস্থাপন সম্ভব নয়। তখন ছবি একটি জীবন্ত প্রতীকের কাজ করে। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) এর শিক্ষকগণ এ ব্যাপারে যত্নশীল হলে অতি সহজেই এর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

ছবির মত গ্লোব, নৌকা, চার্ট, ইত্যাদিও পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠে আবশ্যক। এগুলো অতি সাধারণ উপাদান দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রস্তুত করতে পারেন। ব্যবহৃত কাগজ, পাঠখড়ি, বাঁশের টুকরা, কাঠের টুকরা ইত্যাদি দ্বারা শিক্ষাদানের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় বাস্তব উপকরণ তৈরী করা সম্ভব। প্রতি পাঠের প্রয়োজনীয় উপকরণ

তৈরী করতে শিক্ষক যত্নশীল এবং মনোযোগী হবেন যেন এগুলো শিশুদের জন্য গ্রহণযোগ্য ও সহজলভ্য হয় এবং এগুলো প্রস্তুতিতে শিক্ষার্থীরা যেন অংশ গ্রহণ করতে পারে।

পরিবেশ পরিচিতি পাঠে শুধু সম্পদ দ্বারা শিক্ষোপকরণ তৈরীই নয়, স্থানীয় পরিবেশে যে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তারও সার্থক ব্যবহার করে শিক্ষাদান কার্যকে কর্মতৎপর ও আকর্ষণীয় করা যায়। স্থানীয় পরিবেশে গাছ-পালা, পশু-পাখী, নদী-নালা, ক্ষেত-খামার ইত্যাদি সবই অতি সাধারণ সম্পদ, যার ব্যবহার শিক্ষক পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠে সার্থকভাবে করতে পারেন। এ সমস্ত উপাদান ব্যবহারে শিক্ষক শিশুদের নিয়ে শ্রেণীর বাইরে প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস্তব শিক্ষাদান করতে পারেন। তা ছাড়া স্থানীয় হাট-বাজার এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকজন ও তাদের পেশা ইত্যাদি সম্বন্ধে ঐ সকল স্থানে যেয়ে বাস্তব এবং প্রকৃত শিক্ষাদান সম্ভব। শিশুরা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রয়োগ করে বইয়ের পাঠ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারে। এ ধরনের পাঠ উপস্থাপন শিক্ষার্থীদের কৌতূহল অনুসন্ধিৎসার উপযুক্ত লালন সম্ভব। তা ছাড়া সমাজের বিভিন্ন অবস্থার বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের পরিবেশ সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে।

শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে জ্ঞানকে সীমিত করা পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠের উদ্দেশ্য নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে শিক্ষা প্রসারিত হলে শিক্ষার্থীরাও বাস্তবধর্মী হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এ জন্য শিক্ষক উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে সেই পরিবেশে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভে অনুপ্রাণিত হতে পারে, তার আচার-আচরণ সংগঠিত হয় এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও কৌশল তাদের বিকশিত হয়। কর্মমুখী ও অভিজ্ঞতামুখী প্রচেষ্টায় যথেষ্ট তথ্য, বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান ও অনুধাবন ক্ষমতা লাভ করা যায় এবং তা বাস্তবধর্মী হয়ে শিক্ষাকে জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল করে তুলে। সুতরাং শ্রেণী পাঠনায় শিক্ষক কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সকল সম্ভাব্য প্রাপ্ত সাধারণ সম্পদের ব্যবহার করে শিক্ষাদান কার্যকে জীবনভিত্তিক ও সম্পূর্ণ করবেন।

ব্যবহারিক কাজ :

৫টি দলে বিভক্ত হয়ে ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) এর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী সম্ভাব্য সাহায্যকারী শিক্ষোপকরণ ও সম্পদের তালিকা প্রস্তুত করবেন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিঃ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে তার প্রভাব

আঃ সালাম আকন
প্রভাষক

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এসব দেশের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে। এজন্য আজকের সমস্যা সংকুল পৃথিবীতে জনসংখ্যা সমস্যা বহুল আলোচিত একটি বিষয়। আধুনিক সভ্যতার সম্মুখে এটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ। এ সম্পর্কে বিশ্ব ব্যাংকের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "পারমানবিক যুদ্ধ ব্যতীত বিশ্ববাসীর সম্মুখে অন্যতম গুরুতর যে সমস্যা তা হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এটি যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ, কারণ জনসংখ্যা স্ফীতিতে সংঘবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রণের উপায় নেই"। তিনি আরও বলেন, "গুটি কয়েক সরকার ইচ্ছা করলেই এ সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেননা, কারণ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী হাতিয়ার রয়েছে কোটি কোটি সন্তান উৎপাদন-ক্ষম দম্পতির হাতে"।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দ্রুত জনসংখ্যা হতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একটি বড় সমস্যা। বাংলাদেশে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা প্রকট রূপ ধারণ করেছে বলে একে 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ নামে অখ্যায়িত করে সরকারী পর্যায়ে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত আটানব্বই বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ৯ কোটি ছাড়িয়ে গেছে, আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর মোট এলাকার তিনহাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র অথচ জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করে আছে। প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্বপ্রায় ১৬৭৫। জনবসতির ঘনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশ সর্বাপেক্ষা ঘনবসতি পূর্ণ দেশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২'৩৬ এবং প্রতি বৎসর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় ২৩ লক্ষ। জনজংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে আগামী ২৬ বছরে

বাংলাদেশের লোকসংখ্যা হবে প্রায় ১৩ কোটি। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সবক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি করছে। নিচে এ-সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচিত হল :

সামাজিক প্রভাব ঃ

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে একটি দরিদ্রতম এবং জনবহুল দেশ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছে, সুখ শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে, সামাজিক অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে, বাড়ছে অভাব, ক্ষুধা, দুঃখ, দারিদ্র, দেখা দিয়েছে বেকারত্ব, অবক্ষয় হচ্ছে সামাজিক, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের।. বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই এসব নানাবিধ সমস্যার প্রধান কারণ।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর। মানুষের মৌলিক চাহিদা পুরণ করে শিক্ষায়। ব্যাপক প্রসারতা ঘটানো হচ্ছে না বলেই বাংলাদেশে দিন দিন নিরক্ষরতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অজ্ঞ, অশিক্ষিত বিরাট জনগোষ্ঠী সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয় এসব নিরক্ষর জনগণ তাদের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা বশে পরিকল্পিত জীবনও গ্রহণ করছেনা, মানসিকতা ও দৃষ্টি ভংগীর পরিবর্তন হচ্ছে না। একথা অস্বীকার্য যে দেশ যত শিক্ষিত সে দেশ তত উন্নত, তত পরিকল্পিত। অথচ আমাদের দেশের বিপুল জনসম্পদকে দক্ষ, কর্মকুশল ও সৃষ্টি ধর্মী জনশক্তিতে পরিণত করা সম্ভব হচ্ছে না কারণ খাদ্যপুষ্টি, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, পরিবেশ, জীবিকা ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা যেটাতে বিপুল সম্পদের প্রয়োজন। বিশেষ করে ব্যক্তি জীবনের সার্বিক উন্নতি তথা জাতীয় জীবনের মানোন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রচেষ্টায় শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রভাব ঃ

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলছে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশসমূহকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠিতে সাধারণত,

অনুন্নত, উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশ হিসেবে ভাগ করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনগ্রসর। এর পেছনে বহুবিধ কারণ থাকলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে প্রধান কারণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত কারণে আমাদের দেশে মাথাপিছু জমির পরিমান দিন দিন কমে যাচ্ছে, মাথাপিছু গড় আয় কমছে। সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন কৃষি, শিল্প ইত্যাদি ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া নিরক্ষর বিরাট জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক উন্নয়নে গঠনমূলক ও কার্যকরী ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

বর্তমানে প্রতি বৎসর বাংলাদেশে যে জনসংখ্যা বাড়ছে তাদের জন্য আনুমানিক বার্ষিক প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টন খাদ্য, ২ লক্ষ ৮১ হাজার বাসগৃহ ও সাড়ে ৭ লক্ষ কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। এ ছাড়া প্রতি বছর যে ১৭ লক্ষ ৭৮ হাজার স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা বাড়ছে তাদের জন্য অতিরিক্ত ৫৫ হাজার (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) বিদ্যালয়ের আবশ্যক। ১৯৮৫ সাল নাগাদ অতিরিক্ত ২ কোটি ৫১ লক্ষ বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু আমাদের সম্পদ সীমিত, তদুপরি নির্ভরশীলদের হারও উচ্চ। ১৯৭৭ সনের বাংলাদেশর পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাসিক বুলেটিন অনুযায়ী বাংলাদেশে নির্ভরশীলদের হার শতকরা প্রায় ৫৪ জন। এ নির্ভরশীলদের মধ্যে ০—১৪ বছরের জনসংখ্যা ৩ কোটি ৪৫ লক্ষের বেশী। এ বিপুল সংখ্যক নির্ভরশীল লোকদের ৪৬% উপার্জনক্ষম লোকের উপর নির্ভর করতে হয়। অন্যদিকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক চপের সৃষ্টি হয় এবং উল্লিখিত মৌলিক প্রয়োজন ছাড়াও স্বাস্থ্যপুষ্টি, পরিবেশ, শিক্ষা, কর্ম-সংস্থান প্রভৃতি বহু সমস্যা দেখা দেয়, এনমকি কোন কোন সময়ে উন্নয়ন কর্মসূচীও ব্যাহত হয়।

জাতীয় প্রভাব :

ব্যক্তি নিয়ে সমাজ, আর সমাজ নিয়েই জাতি। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটা অশুভ প্রভাব বিস্তার করবে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি জাতীয় জীবনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে তা আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে, সচেতন হতে

হবে। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনের সম্ভাব্য প্রতিটি দিকই জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য আমাদের দেশে খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতি মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। আর তারই ফলশ্রুতি মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, ব্যক্তি স্বার্থের প্রাধান্য। জাতীয় স্বার্থ ও চেতনাবোধ যেন দিন দিন লোপ পাচ্ছে। অথচ দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের চেতনা একটা দেশের সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য।

প্রশ্ন : –

★ আপনি কি মনে করেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতিকে দিন দিন আরও শোচনীয় করে তুলছে ?

তাহলে

★ **নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে উন্নত করার সহায়ক বলে আপনি মনে করেন ? আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।**

কেন জনসংখ্যা শিক্ষা :

জনগণের জীবনের মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন এবং শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন অপরিহার্য। বাংলাদেশের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধি জনিত সমস্যার প্রেক্ষাপটেই শিক্ষাক্ষেত্রে জনসংখ্যা শিক্ষার আবির্ভাব। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশের সমস্যাবলীর প্রতিফলন ঘটবে এটা স্বাভাবিক। যুগে যুগে সব দেশে, সব কালেই এ

ধারা চলে এসেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নের অন্তরায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে না পারলে এ সমস্যা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকবে। এসব সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ হিসেবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সংযোজিত হয়েছে জনসংখ্যা শিক্ষা। শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি ও জনসংখ্যা শিক্ষা।

জনসংখ্যা শিক্ষা কি ?

'পরিবার, সম্প্রদায়, জাতি ও বিশ্বের জনসংখ্যা পরিস্থিতি অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে' শিক্ষার্থীদের যুক্তিসংগত ও দায়িত্বপূর্ণ দৃষ্টি ভংগী গড়ে তোলার পরিকল্পিত শিক্ষা কার্যক্রমই জনসংখ্যা শিক্ষা। মূলতঃ জনসংখ্যা শিক্ষা একটি সমস্যা সম্পৃক্ত বিষয়। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত সমস্যার প্রেক্ষাপটে এশিয়া মহাদেশেই প্রথম স্কুল-কলেজ পর্যায়ে জনসংখ্যা শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা নেয়া হয়।

জনসংখ্যা শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য :

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় জনসংখ্যা শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদেরকে বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সাথে পরিচয় করানো যাতে করে তারা সমস্যাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে।

কি ভাবে জীবন যাত্রার গুণগতমানের উৎকর্ষ সাধন করা যায় সে সম্পর্কে ওয়াকেবহাল করা যাতে জনসংখ্যা সম্পর্কে জেনে শুনে এ সম্পর্কে ছোট বেলা থেকেই তাদের মধ্যে একটা যৌক্তিক ও সচেতন মনোভাব গড়ে ওঠে।

পরিণত বয়সে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে জনসংখ্যা সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে তারা যেন একটা সঠিক ও যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

পরিণত বয়সে নিজ নিজ পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখা সম্পর্কে সময়োপযোগী ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, ধ্যান ধারণা ও মন-মানসিকতা সৃষ্টির ব্যাপারে সহায়তা করা।

শিক্ষার্থীর মন-মানস, দৃষ্টিভংগী ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের সুবর্ণ সময় হচ্ছে শৈশব ও কৈশর কাল। ছোট বেলায় তার মানসিক বৃত্তি যে দিকে পরিচালিত করা যায় পরিণত বয়সে সে দিকেই তা কাজ করে থাকে। তাই সামাজিক আদর্শ হিসেবে পরিকল্পিত পরিবারের প্রতি উপযুক্ত মূল্যবোধ অর্জনে সহায়তা করা।

জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব অসুবিধা এবং সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে সে সম্পর্কে অবহিত করা এবং সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদেরকে সাহায্য করা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য জনসংখ্যা সম্পর্কিত কিছু কিছু বিষয়বস্তু প্রাথমিক পর্যায়ে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এসব শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পাঠ্য-পুস্তক, যেমন বাংলা, অংক, পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ ও বিজ্ঞান) ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনসংখ্যা শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে।

আশা করা যায় যে, জনসংখ্যা শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, উপলব্ধির ও যুক্তিবুদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভেতর বাস্তব সম্মত দৃষ্টি ভংগী গড়ে উঠবে, দেশের এই জটিল সমস্যাটির সমাধানে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে বলতে হয় যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ প্রথমে নিজেরা এ সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হয়ে এবং শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় কলা কৌশল আয়ত্ব করে শ্রেণী কক্ষে জনসংখ্যা শিক্ষার বিষয় বস্তু শিক্ষাদান করবেন। শিক্ষকবৃন্দ নিজেরা উদ্বুদ্ধ হবেন এবং পরে

অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করবেন। বিশেষতঃ এ জাতীয় সমস্যা সমাধানে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দায়িত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন :—

★ জনসংখ্যা শিক্ষা প্রবর্তন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পূর্বশর্ত।
——এই উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

★ আপনি কি মনে করেন যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় নব-প্রবর্তিত জনসংখ্যা শিক্ষা ব্যক্তি, সমাজ তথা জাতীয় জীবনে উৎসাহ ব্যঞ্জক হবে? আপনার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করুন।

পরিবার ও পরিবেশ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির সহায়ক হিসেবে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)

আয়েশা আখ্‌তার খাতুন,
বিশেষজ্ঞ।

আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তরের শিশুদের বয়স ৬+থেকে ১০+বৎসর। এ বয়সের শিশুরা নিজেদেরকে স্বভাবতই সমাজের একজন সচেতন সদস্য হিসেবে যথেষ্ট তৎপর ও অনুসন্ধিৎসু থাকে। পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে যা কিছু অচেনা মনে হয় তার সব কিছু সম্পর্কেই তাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বৃদ্ধি। কি, কেন, প্রশ্ন করেই সে ভাষা শেখার পর থেকে এই অচেনা সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করে নেয়। শুধু প্রশ্ন করেই সে তৃপ্ত নয়, সম্ভব হলে তা নেড়ে-চেড়ে, ভেঙ্গে-চুড়ে তার কৌতূহলের নিবৃত্তি করার প্রয়াস পায়। স্বাভাবিক কর্মস্পৃহা শিশুকে কোথাও স্থির হয়ে থাকতে দেয় না। পরিবেশের সব কিছুরই একটা নমুনা তারা গড়তে চায়। অনুকরণ করে করে বড়দের ভূমিকার যথার্থ রূপ তারা দিতে চায়। তাদের জানার আগ্রহের যথার্থ পরিতৃপ্তির মাধ্যমে তারা শেখে। এ ভাবেই ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু শিশুর শেখা শুরু।

স্বভাবজাত কৌতূহলের বশেই তারা তাদের পরিবেশকেও ভালোভাবে জানতে চায়। শিশুর জানবার আকাঙ্ক্ষা, কৌতূহল এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার আগ্রহকে সুষ্ঠু ও সঠিক পথে পরিচালিত করে তার সার্বিক বিকাশে সাহায্য করা প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য। শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, জীবন ও পরিবেশকেন্দ্রিক করার লক্ষ্যেই "পরিবেশ পরিচিতি" বিষয়টি শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুর্ক্ত করা হয়েছে। সামগ্রিক পরিবেশকে ঘনিষ্টভাবের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশু যেন তার অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত ও বিশ্লেষণ শক্তিকে তীক্ষ্ণ করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই এ বিষটির সংজোযন করা হয়েছে। পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টির মূল কথাই হলো—শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত করা এবং পরিবেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

সম্পদ সম্বন্ধে সচেতন করা এবং ঐগুলো সংরক্ষণে তৎপর হতে উদ্বুদ্ধ করা।

মনে রাখা দরকার যে এ স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়টির উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা, জানবার আকাঙ্খা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার আগ্রহ, সৃজনী প্রতিভা ও কর্মতৎপরতার উপযুক্ত লালন ও বিকাশ। পরিবেশে যে সকল প্রাকৃতিক উপাদান আছে তা পর্যবেক্ষণ করে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সহায়তা করাই এর প্রধান লক্ষ্য।

প্রাথমিক স্তরের শিশুদের মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারণ করা হয়। শিশুরা এমনিতে, স্বভাবগত দিক থেকেই কৌতূহল প্রবণ ও অনুসন্ধিৎসু। তাদের এ অনুসন্ধিৎসাকে উপযুক্তভাবে পরিচালিত করে পরিবেশ সম্বন্ধে শিশুর আগ্রহ পর্যবেক্ষণ করার ইচ্ছাকে আরো ভালোভাবে পরিচালিত করে নিজেদের পরিবার ও পরিবেশ সম্বন্ধে কৌতূহলী করা যায়।

এই উদ্দেশ্যেই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য কোন পাঠ্যপুস্তক নেই। বই না থাকলেও শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে শ্রেণী শিক্ষাদানের জন্য বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে। শিশুর অতি পরিচিত এবং তার পরিবেশে প্রাপ্ত জীব ও জড় বস্তু সম্বন্ধে সহজ ও সরলভাবে অবহিত করানোই এই দুই শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর উদ্দেশ্য। শিক্ষক বিষয়বস্তু অনুযায়ী বাস্তব ও কর্মতৎপর শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিশুর চেনা ও নিকটবর্তী পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষা দেবেন। সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ এক নয়। সেজন্য শিক্ষাদানকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজের পরিবার ও পরিবেশ সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ করে পাঠদান করবেন।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে শিশুর নিকটতম পরিবেশ থেকে পাঠের বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে। পাঠের শুরুতে শিক্ষক পারিবারিক সম্পর্ক বা আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে উপস্থাপন করবেন।

সব শিশুর পরিবার এক প্রকার নয়। সবার সব আত্মীয় স্বজনও পরিবার থাকে না। এ ভাবে অজানা অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

শিক্ষার্থীরা জানতে পারে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী আত্মীয় স্বজন, অনাত্মীয় বন্ধু-বান্ধব ও পরি-বারের সুখ দুঃখের অংশীদার অন্যান্য সবার সম্পর্কে। শিশুমনের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা নিজেদের পরিবার ও পরিবেশ সম্পর্কে ধারণালাভে সহায়তা করে। এভাবেই পরিবেশের চেনা থেকে অচেনা বিষয়বস্তুর উপস্থাপন শিশুর মনে কৌতূহল ও আগ্রহকে অধিক জাগ্রত করে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা পরিবেশের সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপাদানের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে। এ অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে তারা তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে পরিবেশের সামাজিক উপাদান এবং জীব ও জড় পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হবে। পরিবেশ পরিচিতির জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কোন পাঠ্যপুস্তক না থাকলেও তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য পাঠপুস্তক আছে। যদিও পাঠ্য পুস্তক আছে তবুও সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি পাঠের পরীক্ষাগার রূপে ব্যবহৃত হবে বলে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি মত প্রকাশ করেছেন বিদ্যালয়ের বাইরে শিশুর পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা স্থানভেদে বিভিন্ন হওয়ায় বিদ্যালয়ের কর্মতৎপর বিভিন্ন হওয়া উচিত। এভাবেই পুঁথিগত শিক্ষার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান শিশুর অনুসন্ধিৎসা, জানবার আকাঙ্খা ও পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করবে।

শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, জীবন ও পরিবেশ কেন্দ্রিক করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিবার ও পরিবারের আশে পাশে পরিবেশ এবং বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় পরিবেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাঠদান করতে সচেষ্ট থাকবেন। এ বয়সের শিক্ষার্থী-দের সৃজনশীল ও কর্মস্পৃহা শিক্ষকের দক্ষ নেতৃত্বে পরিবেশ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ধারণা ও এ সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সৃষ্টি করবে। সুতরাং এ মহান দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকগণ যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে পাঠ পদ্ধতি নির্বাচন করবেন। কেমনভাবে পরিচালিত হলে এ বয়সের শিশুর কর্মস্পৃহা ও আগ্রহ সৃষ্টি ও তা পরিবেশের সকল কিছুর ভাল মন্দ দিকটি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে সহায়ক হতে পারে সে দিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন। শিশু প্রাকৃতিক পরিবেশের সকল কিছু দেখে ও পর্যবেক্ষণ করে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে চায়।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

প্রতি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু উপস্থানের সাথে সাথে পরিবেশের সংগে সংযোগ ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের নিজেদের করার জন্য কিছু কাজ দেয়া যায়। প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের জড়িত করার ফলে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও জানার ইচ্ছা এবং অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। এভাবেই প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি পাঠদানের মাধ্যমে নিজেদের পরিবেশ সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব।

এখন আমরা তাহলে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পরিবেশ পরিচিতির পাঠ্য-সূচীর মূল অংশগুলো আলোচনা করে দেখতে পারি যে তা কতটুকু শিক্ষার্থীদের নিজের পরিবার ও পরিবেশ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির সহায়ক।

প্রথম শ্রেণীর বিষয়বস্তু :

(ক) ***পারিবারিক পরিবেশ :*** এই অংশে প্রতিটি শিশুর নিজস্ব বাড়ীর অবস্থান ঠিকানা হতে শুরু করে পরিবারের সকল সদস্য ও তাদের প্রতি শিশুদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানদান।

(খ) ***পারিবারিক খাদ্য :*** খাদ্য অংশটি শিশুদের জন্য খুবই উপযোগী ও জ্ঞানলাভে সহায়ক ও খাদ্যের গুণাগুণ ও খাদ্য মূল্য সম্পর্কে শিশুদের অনুসন্ধিৎসু করবে।

(গ) *পোষাক-পরিচ্ছদ* ঃ

(ঘ) আশ্রয়স্থান/বাসস্থান। এই অংশে মানুষের ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সকল জীবের বাসস্থান ও বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানবে।

(ঙ) স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্ন ধরণের বাসগৃহ।

(চ) পোষা ও গৃহপালিত পশু-পাখি। এই অংশটুকু শিশুদের জন্য যেমন জানার আগ্রহ সৃষ্টি করবে তেমনি তাদের নিজেদের সখের পশু-পাখির সম্বন্ধে জানতে পেরে খুবই উৎসাহবোধ করবে।

(ছ) দিক, সময় ও দুরত্বের ধারণা ।

(জ) বিদ্যালয়ের পরিবেশ ।

(ঝ) পাড়া ও গ্রামের সামাজিক পরিবেশ ।

(ঞ) স্থানীয় পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন লোকের পেশা। এই অংশটুকু শিশুদের সামাজিক পরিবেশে বসবাসকারী লোকের পেশা ও বিভিন্ন শ্রমের প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির সহায়ক ।

(ট) স্থানীয় যাতায়াত ব্যবস্থা ।

(ঠ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা ।

(ড) অবসর সময়ে চিত্তবিনোদন ও আনন্দ উৎসব ।

(ঢ) প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ । এ অংশে শিশুরা প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের চেনা পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করতে সুযোগ পাবে ।

(ণ) তাপ ও আলো ।

(ত) আবহাওয়া ও ঋতু ।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম শ্রেণীর বিষয়বস্তুর পুনরালোচনা চলবে কিছুটা বিস্তৃতভাবে কেননা প্রথম শ্রেণীর শিশুরা তত ভালোভাবে বলতে, পর্যবেক্ষণ করতে ও লিখতে পারে না। তাই তাদের পূর্বের ধারণাকে ভিত্তি করে আরো বিস্তৃত ও স্পষ্টভাবে পরিবার ও পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত করানো হবে। এতে তার পরিবারের প্রতি ও পরিবেশের প্রতি আরো ঘনিষ্ঠ ও অনুসন্ধিৎসু করার সুযোগ থাকবে ।

তৃতীয় শ্রেণী :

১ : সামাজিক পরিবেশ এই অংশের পরিবার সম্পর্কে পুনরালোচনা/প্রতিবেশী ও সমাজ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ধারণা দেয়া ।

২ : শিক্ষার্থীর নিজ পরিবেশ ।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

৩ : অঞ্চল ও আঞ্চলিক পরিবেশ।

৪ : পরিবেশ ভেদে মানুষের জীবন ধারা ও কার্যাবলী। (বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে)

৫ : মানব পরিবেশ: বর্তমান ও অতীত।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবেশের সম্পর্কে যে ধারণা দেয়া হয়েছিল সেটাকেই নিকটতম পরিবেশের সংগে সংযোগ রেখে দূরবর্তী পরিবেশের ধারণা তৃতীয় শ্রেণী থেকে শুরু হয়েছে। এবং এই বিষয়সূচীই বিস্তৃত ভাবে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াতে হবে।

চতুর্থ শ্রেণী :

১ : পরিবেশ ও জীবন ধারা।

২ : পরিবেশ পরিবর্তন ও মানুষের জীবন ধারা।

৩ : অঞ্চল ও আঞ্চলিক পরিবেশ।

৪ : আঞ্চলিক জীবন ধারা ও সংস্কৃতি। (বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে)

৪র্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠের অন্তর্গত বিষয়বস্তুসমূহকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে পরিবেশ ও জীবন ধারা, ভূমি ব্যবহার ও সংরক্ষণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতিতে মানুষের বিভিন্ন কার্যাবলীর সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত হয়ে শিক্ষার্থীদের জীবন ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুতির প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম শ্রেণী :

১ : স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ-এর জাতীয় পতাকার প্রতীক জাতীয় সঙ্গীত, অধিবাসী, প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানা এবং নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

২ : বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

৩ : বাংলাদেশের অবস্থান ও ভৌগলিক পরিচয়।

৪ : বাংলা ও বিশ্ব মানব সমাজ।

বিষয়সূচী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে নিজের দেশের সংস্কৃতি ও সম্পদ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এই সাথে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে জানা এবং তাদের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত করার সুযোগ দান করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার পরিবেশের পরিধি বাড়বে এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হতে থাকবে। শিক্ষক পাঠদানের ক্ষেত্রে এমনভাবে তৈরী করবেন যেন শিশু মনের চাহিদা পূরণ করে বিষয়বস্তুর প্রতি তাকে অধিকতর আগ্রহী করে তুলতে পারে।

ব্যবহারিক কাজ :

প্রতি শ্রেণীর জন্য শিক্ষার্থীদেরকে বিষয়টির প্রতি আগ্রহী করার সম্ভাব্য পদ্ধতি আলোচনা করুন।

— × —

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানে শিশুর ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশ

আবু সাইয়িদ
সহকারী অধ্যাপক

১। শিক্ষা সামাজিক দায়িত্ব :

রবীন্দ্রনাথ সীমার মাঝে অসীমের সুর আবিষ্কার করেছিলেন। সীমার মাঝে যেমন অসীম, অসীমের মাঝেও তেমনি সীমা। অনুরূপ যুক্তিতে, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টি। একেকে বাদ দিয়ে অপর হয় না। দুই মিলেই সমগ্র।

মানুষ যে সামাজিক জীব এ কথা কেবল এরিস্টোটলের আমল থেকেই সত্যি নয়। এ সৃষ্টির এক আদিসত্য দশে মিলে সমাজে বসবাস মানুষের এক প্রধান সহজাত প্রবৃত্তি। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'যে একা সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য।' মানুষের শিক্ষায় তাই এক দিকে ব্যষ্টি, অপর দিকে সমষ্টি। ব্যষ্টিতে শিক্ষার আরম্ভ, সমষ্টিতে তার পরিসমাপ্তি। শিক্ষা আবার খুবই সেবা ধর্মী। তার লক্ষ্য দুই : এক, নিজের খেদমত, দুই, দেশের দশের খেদমত, শিক্ষায় তাই শুধু এক জনকে পাইনা; বহু জনকে পাই। শিক্ষা জনকে জনের সঙ্গে মিলায়। শিক্ষা ছোট নদীকে বড় নদীতে, বড় নদীকে উপসাগরে বা সাগরে মিলায়। শিক্ষায় ছোট বড় হয়।

অন্য এক পরিচয়ে মানুষ প্রতিষ্ঠানিক জীব। আমরা পরিবারের; আমরা সমাজ বা মিল্লাতের; আমরা দেশ, রাষ্ট্র বা কওমের এবং সর্বশেষে আমরা পৃথিবীর বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের। আমাদের সীমা নেই, এমন নয়। সীমা আছে বলেই আমরা অসীমকে তালাশ করি। ক্ষুদ্রত্বে আমাদের আরম্ভ, বৃহত্বে আমাদের পরিসমাপ্তি।

শিশু কেবল জন্মগ্রহণ করে এ কথা পূর্ণ সত্য নয়। শিশু গৃহে, সমাজে, দেশে বা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে—বলাই অধিক সমীচীন। প্রারম্ভিক পরিচয়ে শিশুরা পরিবেশের শিশু।

তাদের কেউ বাংলাদেশী, কেউ জার্মান, কেউ ভারতীয়, কেউ ইংরেজ, কেউ আমেরিকান, কেউ চীনা, আরবী প্রভৃতি। অন্য কথায়, সামাজিক জীব হিসেবে শিশুরা জন্ম পরিগ্রহ করে। কোন পরিবেশে তার জন্ম, পরিবেশেই তার মউত এবং সর্বোপরি, পরিবেশেই তার শিক্ষা।

২। *পরিবেশ পরিচিতি সামাজিক বিজ্ঞান :*

শিশুশিক্ষার তাই পরিবেশ পরিচিতির অবতারণা এক অপরিহার্য দায়িত্ব। মেঘরা আসমানে বিচরণ করে, মৎস্যরা করে পানিতে। কথায় বলে, 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'। আমাদের শিশুরা যে মা-আব্বা বলে তাদের জবান খোলে এটাও তাদের পরিবেশেরই অবদান। অনানুষ্ঠানিক কায়দায় শুরু হলেও গৃহ বা পরিবারেই শিশুর শিক্ষার হাতেখড়ি। দোলনা-খেলনা, ঘর-দরজা, আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন, দুধ-ভাত, মাঠ-ঘাট, ক্ষেত-খামার, বাজার-বন্দর, শহর-গ্রাম, আগুন-পানি, আসমান-জমিন, রোদ-বৃষ্টি, আলো-বাতাস, লাঙ্গল-জোয়াল, দোকান-পাট, দেশ প্রভৃতি সবকিছু মিলেই শিশুদের পরিবেশ রচিত। শিশুরা পরিবেশেই বাড়ে। তারা বয়সে বাড়ে, দেহ-মনে বাড়ে। বীজ থেকে চারা, চারায় চারায় মহীরূহ। কিন্তু বৃক্ষজগতে সব গাছ আবার এক নয়। এখানে আম গাছ আম গাছ, জাম গাছ জাম গাছ। আমাদের তালে তাল, কলায় কলা ও কমলায় কমলা ফলে।

শিশুজগতে কেবল বৈচিত্র্য, কেবল স্বাতন্ত্র্য, কেবল অভিনবত্ব। এক এক শিশু যেন এক এক ক্ষুদে জগত। কৃষিবিজ্ঞানে বিভিন্ন ফুল-ফসলের খোরাক একটু-আধটু ভিন্ন। ফসলে ফসলে সার প্রয়োগের বিধানও ভিন্নতর। চাহিদা নিয়ে কারবার। শিশু শিক্ষায় এক মৌলিক চাহিদা এই যে এটা সহজ সরল হবে, হবে লঘুপাক। শিশুর পয়লা খাদ্য দুধ। সে তরল থেকে গরল খাদ্যের রাজ্যে প্রবেশ করে। নৈকট্য আমাদের যাত্রার আদিস্থল, দূরত্বে আমাদের যাত্রা বিরতি। শিশু ও পরিবার, পরিবার ও পাড়া বা মহল্লা, গ্রাম-মহল্লা ও ইউনিয়ন, ইউনিয়ন ও থানা, থানা ও জিলা, জিলা ও দেশ, দেশ ও বিশ্ব—এভাবে আমরা অগ্রসর হই।

আমাদের যাত্রাপথ খুবই প্রশস্ত, চলার পথে আমরা কত কিছু কুড়াই : ফুল-ফল, আলো-বাতাস, আগুন-পানি, চাল-ডাল, দুধ-রুটি, রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-তুফান, নদী-নালা, সাগর-উপসাগর,

এবং আবৃত্ত করছি কি। আমাদের সফর অভিজ্ঞতার সফর। পথে পথে বর্তমানে আমরা অতীত ও ভবিষ্যতের গান গাই। এ যেন বালক বিদ্যাসাগরের পথচলা।

চলতে চলতে শিক্ষাঃ ওয়ান, টু, থ্রী; এক, দুই, তিন

৩। *শিশুর ব্যক্তিত্বে ব্যাপকতা ঃ*

কবি বলেছেন, "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে"। শিশুরা প্রকৃতির রাজ্যের গাছ-গাছড়ার মত অনন্ত বা অভিনব। ধান ক্ষেতের সব ধান গাছ হলেও এরা সবে মিলে কখনও একটি গাছে রূপান্তরিত হয়না। তারা একই আলোতে বাড়ে, একই হাওয়ায় আন্দোলিত হয়, একই রোদে বৃষ্টিতে পুড়ে বা ভিজে, তথাপি আমরণ তারা স্বতন্ত্র। কারখানার এক ডিজাইনের সব কাপড়ই এক, সব বিস্কুটও এক। কিন্তু শিশুরা পরম স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার বিশাল সৃষ্টিক্ষমতার অপূর্ব ফসল। মা-বাপ এক হলেও শিশুরাও ভিন্ন। এই যে স্বাতন্ত্র্য, এ থেকে শিশুর বিকাশ। বিকাশে আজকের শিশু আগামী কালের ব্যক্তিত্ব। আমরা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কামনা করি। শিক্ষায় ব্যক্তিত্বেরই স্ফুরণ ঘটে। যত শিশু যত ব্যক্তি, যত ব্যক্তি তত ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব মানে এক ধরনের চরিত্র।

একটা কথায় বা বাক্যে ব্যক্তিত্বের সর্বজন গ্রাহ্য সংজ্ঞা সম্ভব নয়। ব্যক্তিত্ব একটা বোধ বা অনুভব। ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন দোষ গুণের একটা সমন্বয়। একটি শিশু। সে তার শ্রেণীর ত্রিশ জন শিশুর একজন। সে নামে, চেহারায়, চিন্তাভাবনায়, কাজকর্মে, অনুভব/মনোভাবে, পছন্দ-অপছন্দ ও আমল-আখলাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে তার পঞ্চম শ্রেণীর নয়। তার স্বভাব চরিত্র গুণে সে এক ইন্দ্রনাথ-কেবলই ইন্দ্রনাথ। সে নিজের পরিচয় নিজেই দেয়। 'এই যে আমি'। আদু ভাই পাঠ্যক্রমের মানে নিকৃষ্ট হয়েও যেন স্মরণীয়। কেষ্টাকে কে না চেনে? ত্রিভুবনে কেষ্টা একজনই। শত চেষ্টা করলেও যে তাকে ছাড়া আর ভৃত্য মিলে না।

ব্যক্তিত্ব আসলে দশের সামনে একের নিজস্ব রূপ। কোন শিশুই কারও কার্বন কপি নয়। ক-র আসল ক-র, খ-র আসল খ-র। পিতার পূণ্য পিতার, পুত্রের পূণ্য পুত্রের।

ব্যক্তিত্ব সামনে দাঁড়ানো। কবি বলেছেন, 'সম্মুখে দাঁড়াতে হলে উন্নত মস্তক তুলি মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা'; "আল্লাহ ছাড়া করিনা কাহারে কুনিশ।" সূর্য সমগ্র পৃথিবীকে আলো দান করে। এটাই তার ব্যক্তিত্ব। সে হুকুম পালন করে ও খেদমত করে। অপর পক্ষে চন্দ্রের নিজের আলো না থাকলেও সে কর্জ করে সমগ্র দুনিয়ায় আলো ছড়ায়। এটাই চন্দ্রের ব্যক্তিত্ব। আমলের গুণে সূর্য সূর্য, চন্দ্র চন্দ্র।

মূল্যবোধের বিচারে ব্যক্তিত্বের প্রধানতঃ দু'টি রূপ : ইতি বাচক ও নেতি বাচক। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠে কি করে শিশুদের ইতি-বাচক ও নেতি-বাচক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় বা হতে পারে, সে সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করা যেতে পারে :

ইতি-বাচক ও নেতি বাচক ব্যক্তিত্ব :

নিচের চারিত্রিক দোষ-গুণ গুলোর কোনটি শিশুদের জন্য কাজ এবং কোনটি কাজ নয় টিক চিহ্ন দিয়ে তা দেখান যেতে পারে :

	চারিত্রিক দোষ-গুণ	*কাজ*	*কাজ নয়*
ক)	আমি আমার পরিবারের জন্য গর্ববোধ করি।	——	——
খ)	এদেশে জন্মেছি বলে আমি গর্বিত।	——	——
গ)	ছেলেটি বিমারী, আত্মীয় স্বজনদের দেখতে যায় না।	——	——
ঘ)	বাড়ীতে সবারই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত।	——	——
ঙ)	পাড়ার মধ্যে যারা বড় তাদের মান্য করব।	——	——
চ)	আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিব।	——	——
ছ)	খেলায় নিয়ম-কানুন নেই। খেলা খেলাই।	——	——
জ)	কোন পেশাই ছোট বা হীন নয়।	——	——
ঝ)	পাহাড়ী-জাতি নিজেদের কাপড় নিজেরাই বুনে নেয়।	——	——
ঞ)	জেলার শান্তি রক্ষার কাজে পুলিশ সুপার ডেপুটি কমিশনারকে		

সাহায্য করেন। —— ——
ট) চাকমারা আজকাল লেখাপড়া শিখে বেশ শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। —— ——
ঠ) চাকমাদের পরিবারে মেয়েরাই প্রধান। —— ——
ড) মর্গ পরিবারের পুরুষরাই প্রধান। —— ——
ঢ) মুরং মেয়েরা কঠোর পরিশ্রমী হয়ে থাকে। —— ——
ণ) সাঁওতালরা খুবই স্বাস্থ্যবান। —— ——
ত) সোনার গাঁর প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করার কি আছে? —— ——
থ) শিল্পাচার্য জয়নাল আবেদীনকে আমি চিনিনা। —— ——
দ) জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও নামানোর সময় সোজা হয়ে দাঁড়াই। —— ——
ধ) আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। —— ——
ন) বাংলাদেশের অধিবাসীরা একটা গোটা জাতি। —— ——
প) 'বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?' —— ——
ফ) পুলিশ বাহিনী বন্ধুর মত কাজ করে। —— ——
ব) অনেকে ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য ভোট দিতে যায় না। —— ——
ভ) আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল। —— ——
ম) নাগরিকরা রাষ্ট্রের সব আইন-কানুন মেনে চলবে। —— ——
য) পেটে ভাত নেই, চোর ত চুরি করবেই। —— ——
র) ইংরেজ ও তাদের অনুচরদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র অভিযান করেন তিতুমীর। —— ——
ল) ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করেন। —— ——
শ) ১৯৪২ সালে কংগ্রেস বৃটিশ বিরোধী ভারত-ছাড় আন্দোলন শুরু করে।
ষ) জাতি সংঘ বিশ্ব শান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত। —— ——

৪। *ব্যক্তিত্ব বিকাশে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)।*

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর সর্বাত্মক বা সামগ্রিক বিকাশ। শিশুর সামগ্রিক দৈহিক, মানবিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, ধর্মীয়, নৈতিক, আত্মিক বিকাশ ব্যতীত ব্যক্তিত্বের কল্পনা করা যায় না। অশ্বারোহী ভিখারীর যে ব্যক্তিত্ব নেই একথা সত্য নয়। সবলের সবল ব্যক্তিত্ব, দুর্বলের ব্যক্তিত্ব দুর্বল। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ বলতে আমরা তার ইতি-বাচক সম্ভাবনার বিকাশই বুঝে থাকি। কবির মত আমাদেরও কামনা: আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড়ো হবে।'

ব্যক্তিত্ব অবশ্য শিশুর গোটা চরিত্র বা আমল নয়। ব্যক্তিত্ব শিশুর চিন্তা ভাবনা, মনোভাব ও কাজকর্মের একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা বলিষ্ঠতা বা তেজস্বীতা, একটা নেতৃত্ব ও একটা কর্তব্য নিষ্ঠা বা ন্যায় নিষ্ঠা, একটা মানসিকতা ও একটা অন্তর্মুখিতা এবং একটা বহির্মুখিতা।

পৃথিবীর কোটি কোটি শিশুর কোটি কোটি রকম ব্যক্তিত্বের পূর্ণ জরীপ বা বর্ণনা সম্ভব না হলেও তাদের ব্যক্তিত্বের বা চরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের আলোচনা খুবই সম্ভব। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর সব সুপ্ত প্রতিভার আবিষ্কার ও বিকাশ এবং এ বিকাশ হবে ইতিবাচক। শিশুদের পূর্ণাংগ মানুষ বানানোই শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাদের পশুত্বের বা মনুষত্বহীনতার বিকাশ নয়।

ব্যক্তিত্ব দেশের স্তম্ভ, উন্নত চরিত্র দেশের সম্পদ। সৎ চিন্তা সৎ ধ্যান, সৎ কর্ম সবই দেশের জন্য অপরিহার্য মঙ্গল। ব্যষ্টির বিকাশ ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন কল্পনারও অতীত। শিক্ষা বড়ই কল্যাণধর্মী। শিক্ষার লক্ষ্য উন্নতি সুখ সমৃদ্ধি ও শান্তি। এর জন্য আবশ্যক সুস্থ দেহে সুস্থ মন।

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি তাদের প্রকাশিত ১ম খণ্ড রিপোর্টে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠের যে সব উদ্দেশ্যের নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলোকে নিম্নাকারে পরিবেশন করা চলে :

মমতা/পরোপকার/ভদ্রতা-জ্ঞান।	ধর্মপ্রীতি/সেবা।
সামাজিক ও নাগরিক চেতনা/ঐক্য বা ভ্রাতৃত্ববোধ কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ/সুনাগরিকতা/সততা/ইনসাফ/ সহযোগিতা/দেশপ্রেম/শান্তি কামনা/শৃংখলাজ্ঞান/ আনুগত্য।	ইতিহাস ও সংস্কৃতি চেতনা।
জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান/স্বাধীনতা স্পৃহা।	জাতীয় নেতৃত্বে শ্রদ্ধাশীলতা/উপযুক্ত নাগরিক গুণাবলী অর্জন/বৃহত্তর জীবনের প্রস্তুতি।
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও উপজাতিদের সাথে সদ্ভাব পোষণ।	মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্ক অনুধাবণ/দেশের সম্পদের ব্যবহার করা।
ধর্মীয় জ্ঞানার্জন/ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন/জাতীয় উৎসবে চিত্তবিনোদন/আত্মিক বিকাশ।	প্রাকৃতিক শক্তির প্রয়োগ জ্ঞান। শক্তি নিয়ন্ত্রণ/জাতীয় উন্নয়ন।

এসব ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় মূল্যবোধ শিশুর ব্যক্তিত্বের বিচিত্র রূপ মাত্র। শিশুর পূর্ণ বিকাশের জন্য এ সব অপরিহার্য। আমাদের বর্তমান পরিবেশ পরিচিতি সমাজের পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন আকারে এসবের উপস্থাপন খুবই অর্থবহ। কেবল অর্থবহ নয়। বলা উচিত এগুলো শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সহায়ক। মূল্যবোধই আসল শিক্ষা। কেবল

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ-পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

স্বাস্থ্য-জ্ঞান/খাদ্যাভ্যাস/স্বাস্থ্য রক্ষা।	ইতিবাচক দৃষ্টিভংগি গঠন/যুক্তিবাদ/সৎ চিন্তা/সৎ কর্ম/জাতীয় মূল্যবোধ।
পোষাক-পরিচ্ছদ/পরিষ্কার—পরিচ্ছন্নতা পালন।	
জ্ঞান চর্চা/মেধার বা প্রতিভার বিকাশ/জ্ঞানের প্রয়োগ।	সততা/নির্ভীকতা/মেহনত/সহনশীলতা/আত্ম-নির্ভরশীলতা।
সামাজিক সম্পর্ক/পরিবার, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও দেশবাসীর সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের লালন/কৃতজ্ঞতা/সৌজন্য।	রুচি বোধ/সৌন্দর্য প্রীতি/কর্মস্পৃহা/ত্যাগ-স্বীকার।
মানবতাবোধ বা ইনসানিয়াত/স্নেহ-দয়া-মায়া-	মানবাধিকার/সহৃদয়তা/দান-খয়রাত।

ভর্তু—তথ্য সংগ্রহকে পরিপূর্ণ শিক্ষা বলা এক ভ্রান্তি। শিশু পরিবেশের সাথেও সৌহার্দে লালিত পালিত ও বর্ধিত হবে। সে কোন অবস্থায়ই খেই হারাবে না, নেতিয়ে পড়বে না। পথ চলাই তার কর্তব্য। সে বড় থেকে বড় হবে। পরিবেশের মাধ্যমে সে নিজেকে ও পরকে জানবে, চিনবে, এ—ও এক ব্যক্তিত্ব। ঘরকুণো হয়ে বসে থাকা নয়, কুঁড়ের বাদশা হওয়াও নয়। বৃহত্তর সমাজের সে একজন। বৃদ্ধ ঘরে বসে বসে সে জীবন যাপন করবে না। দশজনের সাথে সে অহরহ মিলবে, খেলবে, নেতৃত্ব দিবেও নিবে। দশে মিলে আমাদের জীবন। কোটি কোটি মানুষ মিলে আমাদের কওম বা জাতি। একতা ভ্রাতৃত্ব সবই শিশুর ব্যক্তিত্বের চাবিকাঠি।

৫। *ব্যক্তিত্ব হীনতার প্রকাশ :*

উন্নত দেহ-মন, সবল ও বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য শিশুর ব্যক্তিত্বের বুনিয়াদ। বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক। শিশুকে চেনা-জানা শিক্ষক-শিক্ষিকার অন্যতম প্রধান বা প্রাথমিক দায়িত্ব। শিশু বিদ্যালয়ে হাজিরা দিবে বেঞ্চে জড়-সড় কাঁচুমাচু হয়ে বসে থেকে বিদায় নিবে, প্রশ্ন কোন দিন করা হলে নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে, সারা বছর পুঁথি মুখস্থ করে পরীক্ষার দিনে তার স্মৃতিশক্তির প্রখরতা জাহির করবে; এসব শিক্ষাও নয়, ব্যক্তিত্ব অর্জনের সহায়ক আমলও নয়। এসব আমলে শিশুরা কেবল দেহে বাড়ে, মনে বড় একটা বাড়েনা। দেহের বাড়ন ঠেকিয়ে রাখা যায় না বলেই হয়ত শিশুও বাড়ে।

ব্যক্তিত্বহীনতা এক মারাত্মক বা ভয়াবহ ব্যাধি। ব্যক্তিত্বহীনতা শিশুর অর্ধ-মরণ। কাপুরুষরা যেমন মৃত্যুর পূর্বেই বহুবার মৃত্যুবরণ করে ব্যক্তিত্বহীন শিশুরাও তাই। মানুষ সৃষ্টির সেরা। সে আঁশরাফুল মখলুকাত। আমাদের শিশুদের এ লোভনীয় মর্যাদা দান করাই শিক্ষার ও সামাজিক পরিবেশের এক মহৎ লক্ষ্য।

ব্যক্তিত্বহীনতা এক দুর্বলতা। এটাকে আমিত্বের লোপ বলা চলে। শিক্ষার উদ্দেশ্য আমিত্বের বিকাশ। জীবনের একটা নির্দেশিত সীমা আছে। সীমা লঙ্ঘন করে অসীমকে লাভ হয় না। ব্যক্তিত্বের ও সামাজিক চেতনা ভিন্ন শিশুশিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

নিচে শিশুর ব্যক্তিত্বহীনতার কিছু নজির প্রদর্শিত হল। আমাদের পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানে এমন মনোভাব পরিহার করা খুবই সমীচীন হবে :

ক) এসংসারে কে কার ? একা এসেছি দুনিয়ায়, একা ফিরে যাব। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই। চাচা আপন বাঁচা।

খ) আমি কি ডাক্তার নাকি যে রোগী দেখতে যাব। হায়াত থাকলে বিমারী বেঁচে উঠবেই। নসিবে যতদিন রোগ ভোগ আছে আছেই। ভাগ্যের লেখন না যায় খণ্ডন।

গ) দাদা-দাদী, নানা-নানীর কথা বলবেন ! দেশে মানুষ ভরে গেছে। বুড়া-বুড়ী যত তাড়াতাড়ি মরে ততই মংগল। দেশ গাঁ পাতলা হবে। তাদের সেবা করে লাভ নেই।

ঘ) দ্রব্য-মূল্যের বা উর্ধ্ব-গতি তাতে আবার দাওয়াত মেহমানদারি করে যে কি ছওয়াব হবে। নিজে বাঁচলে ত বাপের নাম। আপনি শুতে পায় না শংকরাকে ডাকে।

ঙ) ভদ্র লোকের আবার ফলের চাষ আর তরকারির আবাদ। জায়গা আছে—পড়ে থাক। আমার ঘরে ক'টা চাকর-বাকর রয়েছে যে ফুলের চাষ করবে। ভদ্রলোক বলছি, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে। হায়রে কলির কাল।

চ) কই রে মুখুজ্য ? আমি শুতে যাবক্ষণ। বিছানা বালিশ মশারিটা ঠিকঠাক করে দে। জানলা দরজাও ঠিক করে যাস কিন্তু। আর খবরদার বলছি, ৭টার দিকে আমাকে ডেকে দিস। বুঝলিত ?

ছ) আমাদের পাড়ার সবাই বড়লোক। প্রতিবেশীর বাড়ীতে কিসের মিষ্টান্ন পায়েস তরকারি পাঠাব ?

জ) কোথাকার লাট সাব রে ? রেফারী হয়ে ঘন ঘন বাঁশি ফুঁকে; আমি ভদ্রলোকের ছেলে তার সব কথা মানতে টানতে পারবনা। তা সাব, খেলতে গেলে ফাউল-ঠাউল কিছু ত হবেই ?

ঝ) বাংলাদেশের সীমান্ত ভূগোল পস্ত নেই। দেশ কি কেউ নিয়ে যাবে যে আমি সীমায় সীমায় হাঁটব। আমি সীমা মুখস্থ করে নম্বর পেতে চাই না।

ঞ) পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, সব মরাদের কাহিনী। ওসব কণ্ঠস্থ করে ফায়দা নেই। জীবিত কাহিনী পড়ান স্যার।

ট). ভদ্রলোক আবার লাইনে দাঁড়িয়ে টিকেট কিনে নাকি ?

ঠ) ঈদ ? আমি গরীব মানুষ। আমার কিসের ঈদ ? আনন্দ কেবল বড়লোকের।

৬। *শিশুর ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা :*

শিক্ষা ইতিবাচক। অশিক্ষা নেতিবাচক। শিশুর শিক্ষোন্নতি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ নিয়মিত মূল্যায়নের বিষয় নিয়া অবশ্য, শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য সহায়ক পরিবেশ অত্যাবশ্যক এবং তার জন্য আরও দরকার উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী শিক্ষক-শিক্ষিকার। শিশু দিনে দিনে কত বাড়ছে, তার বাড়ন আকাঙ্ক্ষিত পথে হচ্ছে কিনা, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ কোনদিকে সে কি অন্তর্মুখী না বহির্মুখী এসব পরীক্ষা করে দেখা দরকার। আমাদের বিদ্যালয়ে শিশুর ব্যক্তিত্বের পরীক্ষার বিধান থাকা উচিত। পরিবেশ পরিচিতি সমাজে তা সম্ভব। নীচে কিছু কিছু নমুনা পরিবেশিত হচ্ছে :

(ক) তোমার পছন্দ মোতাবেক হাঁ বা না-র নাচে টিক দাও :

কাজ	হাঁ	না
আমি আমার ভাই বোনদের ভালোবাসি।		
আমি মিলাদের দাওয়াত কবুল করিনা।		

বাসার ধারে নিউ মার্কেট, গ্রামের মেলায় যাব কোন দুঃখে ?

দেয়ালটা যা সুন্দর আমার নামটা এখানে সুন্দর করে লিখে দিলেই সবাই আমাকে চিনবে।

জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হলে পরে আমি বিদ্যালয়ে হাজির হই।

(খ) ফাঁকা জায়গায় তোমার পছন্দমত শব্দ বসাও :—

———— ও ———— বাড়ীতে এলে আমি ———— মুখে তাদের সাথে কথা বলি। ———— আমাদের ———— করেন ও————। প্রায় প্রত্যেক———— পাড়ার জন্য ———— জন্য ———— থেকে। ইতিহাসের বীর সন্তানদের মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশী ———— কে। আমার প্রিয় খাদ্য———— ও ————।

৭। *ব্যক্তিত্ব ও জাতীয় চরিত্র :*

শিক্ষা এক প্রকার ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বই চরিত্র। চরিত্রই আসল। যে কারণে শিশুর ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা অত্যাবশ্যক। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে জাতীয় চরিত্র। আজের শিশু কালের ব্যক্তি। ব্যক্তিগত চরিত্রের বিকাশ ছাড়া উন্নত জাতীয় চরিত্র কল্পনা বিলাস মাত্র। শিক্ষা কল্পনা নয়। শিক্ষা বাস্তব জাতীয় প্রয়াস। আমাদের শিক্ষা প্রচেষ্টার বা শিক্ষা পরিকল্পনায় শিশুর পক্ষে কার্য্যকর চরিত্র বা ব্যক্তিত্বের একটা রূপরেখা থাকা খুবই স্বাভাবিক সত্য। জার্মানরা জার্মান, ইংরেজরা ইংরেজ, ফরাসীরা ফরাসী, তুর্কীরা তুর্কী, ভারতীয়রা ভারতীয়, আর বাংলাদেশীরা বাংলাদেশী। আমি ঠিকত দুনিয়া ঠিক। আমি নেইত দুনিয়া নেই। আমি জীবন। আমিই সাফল্য বা ব্যর্থতা। আমিই দেশ। আমিই পৃথিবী।

৮। *বিদ্যালয়ের ভূমিকা :*

শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ও এর শিক্ষক শিক্ষিকার ভূমিকা মুখ্য-সহায়। শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ রচনায় তাদের অবদান আমাদের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। শিক্ষক-শিক্ষিকার ব্যক্তিত্ব শিশুদের চরিত্রে বর্তায়। উন্নত পরিবেশ শিশুদের চারিত্রিক উন্নতি আপনা আপনি সাধিত হয়। শিশুরা দেখে দেখেও শিখে। মহৎ জীবনের জন্য মহৎ পরিবেশ চাই, চাই মহৎ আদর্শ। পরিবেশই জীবন। পরিবেশের উন্নতি মানেই চারিত্রিক উন্নতি। শিশুর সুপ্ত ব্যক্তিত্ব বা আমিত্বের বিকাশই পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠের অন্যতম মহত উদ্দেশ্য।

নক্সা, মানচিত্র, চার্ট, প্রভৃতির গুরুত্ব এবং অংকনের কলাকৌশল

এ, কে, আবদুল মান্নান
বিশেষজ্ঞ

উদ্দেশ্য ঃ এই প্রবন্ধ পাঠে জানতে পারবেন ঃ নকসা, মানচিত্র অংকনের পদ্ধতি, মানচিত্রের প্রকারভেদ, চার্ট, ডায়াগ্রাম পোষ্টার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য, সহজ পদ্ধতিতে ম্যাপ আঁকার উপায় ইত্যাদি।

পদ্ধতি ঃ প্রবন্ধটি পড়ুন। পুনরালোচনা করে পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রশ্নের জবাব দিন এবং দলে ভাগ হয়ে কাজ করুন।

প্রবন্ধে আছে ঃ

ক ঃ **নকসা ও মানচিত্র অংকন ঃ** পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার ব্যাপারে শিশুরা নিজ নিজ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের নমুনা আঁকবে। এ ভাবে ছোট জিনিস আঁকার দ্বারা বড় জিনিসের নকসা তৈরীর জন্য প্রস্তুত হতে পারবে। যখন দেখা যায় যে কোন বড় জিনিস কাগজে আঁকা সম্ভব নয় তখন শিশুদেরকে বুঝাতে হবে যে বড় জিনিসের ছোট আকারের নকসা খাতায় আঁকা সম্ভব। শ্রেণীকক্ষের নকসা অংকন পদ্ধতি শেখাতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে শ্রেণীর দৈঃ × প্রঃ = ১০ × ৬ মিটার হয় তবে প্রতি এক মিটারকে এক সেন্টিমিটার (১ মিঃ = ১০ সেঃ মিঃ) হিসেবে খাতায় আঁকা যায়। এভাবে স্কেল সম্বন্ধে শিশুর ধারণা জন্মাবে। পর পর বিভিন্ন স্কেলের কয়েকটি নকসা আঁকলে স্কেল সম্বন্ধে শিশুদের ধারণা স্পষ্ট হবে। তারপর তাদেরকে দিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের নকসা আঁকা সহজ হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে মাঠের দৈর্ঘ, প্রস্থ মেপে শিক্ষার্থীদেরকে স্কেলের পরিমাপ ঠিক করতে দিয়ে শিক্ষক তাদেরকে সাহায্য করবেন। এতে নকসা আঁকা শিশুর পক্ষে সহজতর হবে। এই নকসার মধ্যে বিদ্যালয়, বিদ্যালয় ঘর, প্রাঙ্গণের সীমা, টিউবওয়েল, পায়খানা ইত্যাদি চিহ্নিত করতে হবে।

অতপর শিক্ষার্থীগণ তাদের নিজ গ্রামের, কোন বাজার বা হাটের বা শহরের নক্সা আঁকতে চেষ্টা করবে। শিক্ষক তাদেরকে এ ব্যাপারে আনুমানিক মাপের রাস্তা-ঘাট, নদী-রেলপথ কিভাবে আঁকবে সে সম্বন্ধে সাহায্য করবেন। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে সেই গ্রাম, হাট বা নগর ঘুরে বেড়াবেন। সম্ভবমত তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ঠিক করবেন। গ্রাম হলে তাতে কোথায় হাট বাজার, খেলার মাঠ, বিদ্যালয়, পোষ্ট অফিস, মস্‌জিদ-মাদ্রাসা, খাল-বিল আছে তা দেখাবেন এবং নোট করাবেন। পরে বিদ্যালয়ে ফিরে এসে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে নক্সা আঁকতে সাহায্য করবেন। প্রতি শিক্ষার্থী নিজের বাড়ী হতে বিদ্যালয় পর্যন্ত পথের নক্সা আঁকবে এবং তার পাশে মন্দির, মসজিদ নির্দেশ করবে। রাস্তার নকসা আঁকা তাদের পক্ষে অনেকটা সহজ হবে।

বিভিন্ন স্থান দেখে কয়েকটি নক্সা আঁকলে ছাত্র-ছাত্রীরা ম্যাপে কেবল একটি ছবি মনে না করে তা দেখে যে কোন বাস্তব স্থানের ধারণা করতে পারা যায় তা জানবে। গ্রাম বা শহর থেকে বড় জায়গা দেখে ম্যাপ আঁকা সম্ভব নয়। অতএব তাদের দ্বারা এর বেশী বাস্তব ক্ষেত্রের নক্সা বা মানচিত্র আঁকান যাবে না। এতটুকু করতে হলেও শিক্ষকদেরকে অবশ্য নিষ্ঠাবান হতে হবে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর বেলায় গ্রামের নক্সা আঁকার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রধান শিক্ষককে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। না হলে অনেক সময় বিষয় শিক্ষক বাহিরে গিয়ে মেপে এ ধরণের ম্যাপ আঁকা ঝামেলার কাজ মনে করবেন। এ ব্যাপারে পূর্ব দিনে কর্মসূচী নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী দীর্ঘ সময় শ্রেণীকক্ষের বাইরে মুক্তাঙ্গনে কাটাতে হতে পারে। সবচাইতে ভাল হবে উভয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তব-ক্ষেত্রে নিয়ে দলে ভাগ করে কাজ বণ্টণ করা। শুধু নক্সা বা ম্যাপ আঁকার জন্য না গিয়ে অন্যান্য বিষয় যেমন—পেশাভিত্তিক কাজ দর্শন ইত্যাদির জন্যও যেতে হবে। এক এক দলকে এক এক কাজে ব্যাপৃত করা যায়।

১। কাজ : *মৌলিক শিক্ষা একাডেমীর একটি নক্সা আঁকুন।*

খ : *বড় ম্যাপ আঁকা :* গ্রাম বা নগরের চাইতে বৃহত্তর ম্যাপ আঁকার সময় তৈরী ম্যাপের সহায়তা নিতে হবে। তাই শিশুদেরকে প্রথমে ছাপা ম্যাপের সাথে পরিচিত করাতে

হবে। এমনকি কোন মানচিত্র আঁকতে যাবার পূর্বে তাতে ব্যবহৃত চিহ্নের সাথে শিক্ষার্থীদেরকে পরিচিত করাতে হবে। তাহলে শিশুরা চিহ্ন দেখে প্রকৃত স্থানের পরিচয় বাইর করতে সমর্থ হবে। কোন নগর, রাজধানী, হ্রদ, পর্বত, নদী, শিল্প ইত্যাদির চিহ্ন দেখে যেন তারা স্থানের এবং নদী পর্বত ইত্যাদির চিন্তা করতে পারে। বিদ্যালয়, গ্রাম, নগর প্রভৃতির নকশা তৈরী করার পর শিশুরা ছাপানো মানচিত্র দেখে ম্যাপ আঁকতে পারবে।

সীমারেখা :—ছাপানো মানচিত্রের ওপর পাতলা কাগজ রেখে পেন্সিল বা শীষ কলম দিয়ে দাগ কেটে শিশুরা ম্যাপের সীমারেখা আঁকতে পারে। কোন পুরু কাগজ বা কার্ডবোর্ড মানচিত্রের আকারে কেটে তার সাহয্যে শিশুরা অনায়াসে মানচিত্রের সীমা আঁকতে পারে। এভাবে বাংলাদেশের পর পর কয়েকটি সীমারেখার ম্যাপ আঁকলে শিশুদের সীমা আঁকা সম্পর্কে জ্ঞান এবং অঙ্কনের অভিজ্ঞতা হবে।

পূর্ণ ম্যাপ আঁকা ঃ—অতপর ছাপ তোলা সীমারেখা ম্যাপের সাহায্যে অন্য কাগজে মানচিত্র আঁকা শিক্ষা দিতে হবে। তার জন্য ছাপ তোলা ম্যাপকে বেষ্টন করে একটা চতুর্ভুজ এঁকে তাকে কয়েকটি সম চতুর্ভুজে ভাগ করতে হবে। তারপর অন্য কাগজে ঠিক সমপরিমাণ চতুর্ভুজ এঁকে একইরূপে কয়েকটি সম-চতুর্ভুজে ভাগ করতে হবে। এভাবে ছাপ তোলা ম্যাপের যে অংশ যে যে চতুর্ভুজে পড়েছে তা দেখে সে সে অংশ আঁকতে হবে। চতুর্ভুজ দ্বারা বেষ্টিত ছাপ তোলা ম্যাপটি পুনরায় ছাপানো ম্যাপের ওপর ফেলে ম্যাপের খুটিনাটি জিনিস আঁকতে হবে। এইভাবে আঁকার ফলে নদী, রেলপথ, বন, পাহাড়ী অঞ্চল, উপজাতীয় অঞ্চল প্রভৃতি যে ভাবে ছাপ তোলা ম্যাপের চতুর্ভুজে পড়েছে তা সেভাবে অন্য কাগজটিতে আঁকলে সম্পূর্ণ ম্যাপ তৈরী হয়ে যাবে।

২। কাজ : বড় ম্যাপ· সীমারেখা এবং পূর্ণ ম্যাপ আঁকাতে গিয়ে আপনি কি করবেন?

গ : দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখার সাহায্যে ম্যাপ আঁকা : এ ব্যাপারে ছাপানো ম্যাপ দেখে বাংলাদেশের পূর্ব-পশ্চিমে কত দ্রাঘিমাংশের মধ্যে এবং উত্তর-দক্ষিণ কত অক্ষাংশের মধ্যে

অবস্থিত তা ঠিক করতে সহজ হবে। ছাপা ম্যাপের ব্যবধান অনুযায়ী দূরত্বে উক্ত অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখাগুলো আঁকার পর ছাপা ম্যাপের সীমানুযায়ী কাগজটিও বিন্দুর সাহায্যে সীমা বসিয়ে পরে সঠিকমত তা রেখার দ্বারা যোগ করে দিলে সীমারেখা আঁকা হবে। তারপর বিভিন্ন স্থান, নদী ইত্যাদি দ্রাঘিমা বা অক্ষরেখার কোন অংশে এবং কত দূরে তা দেখে দেখে বসালে ম্যাপ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

বিভিন্ন স্কেল : প্রতি ছাপা ম্যাপের মধ্যে স্কেল লেখা থাকে। ইহার মাপ অনুসারে নতুন ম্যাপের মাপ নির্ধারণ করে দৈর্ঘ প্রস্থ ঠিক করতে হবে। যেমন ১ সেঃ মিঃ = ৫০ কিঃ মিঃ স্কেলে ২৫০ কিঃ মিঃ স্কেলের ম্যাপের দৈর্ঘ মাত্র ৫ সেঃ মিঃ হবে। আবার ১ সেঃ মিঃ =২৫ কিঃ মিঃ স্কেলে তার দৈর্ঘ হবে মাত্র ১০ সেঃ মিঃ তেমনি ইঞ্চির মাপ অনুযায়ী ১″=৩০ মাইল হলে ৩০০ মাইল =১০ হবে ইত্যাদি। এভাবে কাগজে বিভিন্ন স্কেলে মানচিত্রের দৈর্ঘ-প্রস্থ নির্দেশ করে শিক্ষার্থীরা একটা চতুর্ভুজ আঁকবে। তার ভিতরে ছাপা মানচিত্রে যতগুলো অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা আছে সমান দূরত্বে ততগুলো দ্রাঘিমা এবং অক্ষরেখা আঁকবে। তারপর ছাপা মানচিত্র দেখে ভিন্ন স্কেলের মানচিত্রে সীমারেখা এবং ভিতরে সমস্ত স্থান, নদী ইত্যাদি আঁকলেই ম্যাপ সঠিক হয়ে যাবে।

৩। কাজ : অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমার সাহায্যে কিভাবে ম্যাপ আঁকা যায়? ম্যাপের বিভিন্ন স্কেল সম্বন্ধে ধারণা দেবার জন্য কি করবেন?

পুস্তকে কয়েক প্রকারে ম্যাপ আছে, যেমন—উৎপন্ন দ্রব্য, বনাঞ্চল, উপজাতীয় আবাস ইত্যাদি চিহ্নিত করণের দ্বারা আঁকা ম্যাপ। এ সব ম্যাপের দ্বারা এ সব বিষয় সম্বন্ধে তাদের ধারণা স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হবে।

কোন শক্ত কাগজ, যেমন—হার্ডবোর্ড ইত্যাদিতে বিদ্যালয় গৃহের কোণায় শিক্ষার্থীরা মাটি দিয়ে বাংলাদেশের ম্যাপ তৈরী করতে পারে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন এবং নির্দেশ দেবেন। তা ছাড়া বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের ম্যাপ করার ব্যাপারে

শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন। শিক্ষক বিদ্যালয় মাঠ একটু বড় হলে তার এক কোণে বেশ বড় আকারে বাংলাদেশের সীমা চিহ্নিত করে প্রদর্শনী খামার হিসেবে তাতে সিলেট ও পার্বত্য-চট্টগ্রামে চায়ের নমুনা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, ঢাকা অঞ্চলে পাট, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, রংপুর, দিনাজপুর, অঞ্চলে ধান, রাজশাহীর বরেন্দ্রভূমি, ঢাকা-টাঙ্গাইল অঞ্চলের ভাওয়াল ও মধুপুরের গড়, সুন্দরবনের বনাঞ্চল ও পার্বত্য এলাকা চিহ্নিত করা সহজ হবে। অথবা এসবের পরিবর্তে কেবল ধান পাটের চাষ করে লাইনে রোপন করা এবং চাষের অন্যান্য নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেয়া যায়। তাহলে ম্যাপের সীমানা ও ফসল চাষের নিয়ম এক সঙ্গে শিখতে পারবে।

৫ : কাজ : সহজ পদ্ধতি ও কম খরচে কিভাবে ম্যাপ আঁকা যায়?

৬ : সময়রেখা : কোন বিষয়ে শিশুদেরকে ধারণা দেয়া বেশ কঠিন। তাই সময়ের ধারণা দেবার জন্য সময়রেখা আঁকা শেখাতে হবে। অতীতের ঘটনাকে বুঝানোর জন্য সময়-রেখা খুব প্রয়োজন। আজ, গতকাল, আগামী কালের—বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে অতীতের বা ভবিষ্যতে তারিখ দেয়া যায়। অতঃপর সময়রেখার সাহায্যে তা দেখান যেতে পারে। সহজ সময়রেখা আঁকার পর তাতে ছবি দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সুন্দরভাবে ব্যক্তির সম্বন্ধ দেখান যায়। প্রধান প্রধান ঘটনার সাথে আমাদের বর্তমান সময়ের পার্থক্য সম্পর্কে শিশুদের বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞানদান এভাবে সহজ করা যায়।

মনে করি ৫ম শ্রেণীর পাঠ্যান্তর্গত জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বযুদ্ধ দেখাতে হবে। সময়-রেখার জন্য ১৯০০—২০০০ পর্যন্ত সময়কে ১০০=১″ করে দশ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য রেখা টেনে তাতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, লীগ অব ন্যাশন্স এবং জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার সময় নির্দেশ করা যায়। সময়রেখাকে আরো সমুজ্জ্বল করার জন্য চার্চিল, আইসেনহাওয়ার, এটম বোমার ধ্বংসলীলা ও জাতিসংঘের সদর দপ্তরের ছবি যদি যথাস্থানে সময়রেখার সাথে পিন দিয়ে আটকানো যায় তা হলে সময়রেখার সৌন্দর্য্য এবং তার প্রতি শিশুদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে।

প্রত্যেক শিশুই সহজে সময়রেখা আঁকা শিখতে পারে। তাদের পরিবার বা দাদা ও পিতা-মাতা এমনকি নিজের ১০ বছর জীবনে কখন জন্ম, কখন বিদ্যালয়ে প্রথম এসেছে, কখন ত্যাগ করবে বা নিজ নিজ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তারিখ থেকে বর্তমান পর্যন্ত সময়-রেখা আঁকা যায়। তাতে শিশুদের আনন্দ এবং সময়জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

সময়রেখা ছাড়াও গ্রাফ, স্তম্ভরেখা ইত্যাদি বিষয়েও শিশুদের ধারণা দেয়া উচিত।

৬ ঃ কাজ ঃ নিজে করুন ঃ আপনার জীবনের বা প্রতিষ্ঠানের সময়রেখা আঁকুন ঃ

চার্ট ঃ অনেক জিনিস আছে যা মুখে না বুঝিয়ে চার্টের সাহায্যে বুঝান সহজ। চার্ট হল একটি দৃষ্টি নির্ভর প্রদীপন, যেখানে কোন বিষয়ের সাথে অন্য বিষয়ের তুলনা বা কোন বিষয়ের সারাংশ বা অন্য কিছুর সাথে কোন কিছুর পার্থক্য ভালভাবে বুঝানোর জন্য অন্য কোন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা। দৃষ্টি নির্ভর শিক্ষা সরঞ্জাম হিসেবে চার্টকে বেশ করে আঁকা প্রয়োজন যাতে শ্রেণীর সকলের নজরে পড়ে। চার্টে বেশী কথা না লিখে খুব অল্প কথায় জিনিসটাকে বুঝাতে হবে। শিশুদের কাছে পরিচিত নয় এমন কোন ছবি চার্টে থাকা উচিত নয়। চার্ট দেখতে খুব সুন্দর হওয়া প্রয়োজন।

ঘ : ***চাক্ষুষ বিচারের সাহায্যে মানচিত্র আঁকা :*** প্রথম কিছু দিন মেপে মেপে আঁকার পর শিক্ষার্থীরা চাক্ষুষ বিচারের (***With the help of visual judgement***) দ্বারা মানচিত্র আঁকতে পারে। প্রতিটি মানচিত্রের ক্ষেত্রেই স্কেলের সাহায্যে মানচিত্রের আয়তন ও সীমা নির্দেশ করতে হবে।

মানচিত্রের প্রকার ভেদ :

১ : ***রাজনৈতিক মানচিত্র :*** তাতে বিভাগ, জেলা, শহর, নগর বন্দর থাকে। এসব ম্যাপে বিভিন্ন জেলা, দেশ বিভিন্ন রং রাঙ্গানো থাকে।

২ : ***প্রাকৃতিক মানচিত্র :*** তাতে প্রাকৃতিক, অঞ্চল, বনভূমি, পাহাড়, নদ-নদী ইত্যাদি থাকে। এ সব ম্যাপে যতটা সম্ভব তাদের স্বাভাবিক রঙ দিতে হবে। অবশ্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চল বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা যায়।

৩ : ***ভূ-প্রকৃতির মানচিত্র (Relief map) :*** ইহা কাগজের চাইতে কাগজের মণ্ড পুটিং প্রভৃতির মাঝে আঁকা ভাল। তাহলে শিশুদের কোন দেশের ভূ-প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা সহজ হয়। আর কাগজে আঁকার সময় বিভিন্ন উচ্চতার জন্য বিভিন্ন রং ব্যবহার করতে হয়। আবার বিভিন্ন রেখার সাহায্যেও বিভিন্ন উচ্চতা দেখানো যেতে পারে। সমুদ্র সমতল হতে কত ফুট বা কত মিটার উঁচু কোন রং বা রেখার জায়গা তা ম্যাপের নিম্নভাগে নির্দেশ করতে হয়।

৪ : ***বৃষ্টিপাতের মানচিত্র :*** বিভিন্ন স্থানের বাৎসরিক বৃষ্টিপাত দেখাবার জন্য রং বা বিভিন্ন "সেড" ব্যবহার করা যায়।

৫ : ***তাপ নির্দেশক মানচিত্র :*** ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানের উত্তাপ দেখিয়ে তা আঁকা হয় এবং তাপ নির্দেশ করার জন্য রং বা রেখা ব্যবহার করা হয়। কোন এক ঋতুতে যে সকল স্থানের তাপ সমান তার উপর দিয়ে রেখা টেনে উত্তাপের পরিমাপ লিখে দেয়া যায়।

৬ : ***লোক বসতির মানচিত্র :*** বিভিন্ন স্থানে মাইল প্রতি লোকবসতির ঘনত্ব কতটুকু তা নির্দেশ করে ম্যাপ আঁকা যায়। রেখা বা চিহ্নের দ্বারা ঘনত্ব দেখান যেতে পারে।

৭ : ***কৃষি, শিল্প, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ :*** নির্দেশ করেও মানচিত্র আঁকা যায়। তাতে উৎপন্ন দ্রব্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ছবি এঁকে নির্দেশ করা যেতে পারে।

৮ : ***বনজ সম্পদ, পশু-পাখী :*** প্রভৃতির অবস্থান, আশ্রয়স্থল ইত্যাদি দেখিয়ে আঁকা যেতে পারে। তাতে আশ্রয়স্থলে এদের ছবি দিয়ে নির্দেশ করা ভাল।

৪ : কাজ : ক : দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের সাহায্যে ম্যাপ আঁকা যায় কি উপায়ে ?

খ : ম্যাপের স্কেল সম্বন্ধে ধারণা দিন।

গ : ম্যাপ সাধারণতঃ কত প্রকার হতে পারে ? বিবরণ দিন।

ঘ : ম্যাপ ছাপার কাগজ : - গ্রামীন পরিবেশে অতি সহজ পদ্ধতিতে এবং কম খরচেও ম্যাপ আঁকা যায়। অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ ম্যাপের স্কেল সম্বন্ধে শিশুদের প্রাথমিক ধারণা এবং দিক সম্বন্ধে সঠিক ধারণা খুবই প্রয়োজন। ম্যাপের উপরিভাগ উত্তর, নিম্নভাগ দক্ষিণ ইত্যাদি শিশুদেরকে বাস্তবভাবে বুঝাতে হবে।

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পুস্তকে অঙ্কিত ম্যাপসমূহ হুবহু আঁকা তাদের পক্ষে খুব সহজ। সাধারণতঃ চাপ দিয়ে কোন কিছু আঁকা সহজতর বলে যে কোন শিশু তা করতে পারে। টাইপ করার পাতলা কাগজ এবং তৈলাক্ত কাগজ দিয়ে ম্যাপ ট্রেস করা খুব সহজ। প্রথমে এ ভাবে ট্রেস করে তা সাদা কাগজে পেতে আঁকার দাগের উপর দিয়ে একটু জোরে চাপ দিয়ে সীস কলমের সাহায্যে আঁকলেই সাদা কাগজে ম্যাপের পূর্ণ ছবি এসে যাবে। পরে তার উপর কালির দাগ কাটলেই ম্যাপ হয়ে যাবে এবং শিশুরা একটা ম্যাপ এঁকে আরো এ ধরণের কাজ করতে আগ্রহী হবে। বাংলাদেশের ম্যাপ এভাবে এঁকে তাতে বিভিন্ন স্থানের নাম, শিল্প, কলকারখানা, শহর, বন্দর চিহ্নিত করবে এবং নাম লিখবে।

চার্টে অন্য কোন দৃশ্য-শ্রাব্য-শিক্ষা সরঞ্জাম থাকলে তা আরও কার্যকরী হতে পারে। ন একটি আদর্শ গ্রাম দেখায়ে গ্রামের ইতিবৃত্ত চার্টের মধ্যে দেখান হলে ছাত্র-ছাত্রীরা কৃত হবে।

যেসব চার্ট শ্রেণীকক্ষে দেখান হয় তার মধ্যে রয়েছে— ***Tree chart, Flow chart, type chart*** ইত্যাদি।

বৃক্ষ চার্ট (Tree chart) : দ্বারা কোন বিষয়ের বৃদ্ধি বা পরিণতি দেখান যেতে পারে। এতে মূল জিনিস হতে বিভিন্ন জিনিস শাখা প্রশাখার মত বের হয়ে আসে। ফলে শিক্ষার্থীদের মনে সে সব জিনিস সম্বন্ধে ধারণা বদ্ধমূল হয়।

Flow chart : এই চার্টও প্রায় ট্রি চার্টের মত। তাতেও একটি মূল জিনিস থেকে কি ভাবে অনুরূপ জিনিস সংগঠিত হয়েছে তা তীর বা লাইন দ্বারা দেখান হয়।

I sotype : এর দ্বারা পরিসংখ্যানগুলো ছবির দ্বারা অর্থবোধক করা হয়।

Pye chart : এতে একটি সমগ্র জিনিসের অংশগুলো বৃত্তাকারে থাকে। বৃত্তের অংশগুলো সমগ্র জিনিসের অংশের গুরুত্ব অনুযায়ী ছোট বড় হয়ে থাকে। অংশগুলো ধীরে ধীরে বের হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের রপ্তানী দ্রব্য সমূহ গুরুত্ব অনুযায়ী একটা বৃত্তের মধ্যে রাখা হলে দেখা গেল প্রথম বের হল পাট, তার পর চা, তারপর চামড়া ইত্যাদি। প্রত্যেকটি দ্রব্য রপ্তানীর আয়তন অনুযায়ী বৃত্তের অংশগুলো ছোট বড় হয়ে যাবে।

Result chart : এতেও একটি সমগ্র বিষয়ের অংশ পাওয়া যায়। এখানে অংশগুলোকে আয়তন বা সংখ্যা হিসেবে ভাগ করা হয় না। এখানে থাকে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ। যেমন আমাদের দেশের রপ্তানী শিল্প বৃদ্ধি করতে হলে কি কি বৃদ্ধি করতে হবে তা দেখানোর জন্য যে জিনিসের রপ্তানী শিল্প বৃদ্ধি করতে হবে তার নাম বিভিন্ন চার্টে লিখে ধীরে ধীরে একটার পর একটা শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করতে হয়।

ডায়াগ্রাম বা নক্সা : নক্সা কেবল কোন জিনিসের আকারকে বুঝায়। ছবি যেমন কোন জিনিসের পূর্ণ রূপ দেখায়, ডায়াগ্রাম তা করে না। এতে কেবল আকার বুঝা যায়। জ্যামিতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডায়াগ্রাম খুবই দরকারী। পূর্ণ জিনিসটি সঠিক ভাবে বুঝার জন্য শিশুদেরকে নক্সার সাথে সাথে জিনিসটি দেখান ভাল। আমের নক্সা আঁকলে আমটি দেখান বা তার সংগে দেখানো ভাল। যেমন একটি পাড়া ও বাড়ী প্রত্যক্ষ দেখাতে হলে সেখানে যাওয়া দরকার। আর এমনি কেবল ধারণা দেবার জন্য নক্সাই ভাল।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

পোষ্টার :—প্রাচীর পত্র বা পোষ্টার হল একটি প্রচার মাধ্যম। সরকারী বেসরকারী তরফ থেকে ইহা ব্যবহার করে বিভিন্ন জিনিস প্রচার করা হয়। পোষ্টার দৃষ্টির সামনে রাখা যায় এবং যে কোন জায়গায় দেখানো যায়। শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন জিনিস বোঝানোর জন্য ইহা খুব কার্যকরী। যে সব জিনিস শিক্ষার্থীদেরকে প্রতি নিয়ত স্মরণ রাখতে হয় তা পোষ্টারের সাহায্যে প্রদীপণ করা যায়। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ম্যাপের ন্যায় চার্ট ও নক্সা খুবই দরকারী।

কাজ : নিজেরা করুন : মৌলিক শিক্ষা একাডেমীর একটি নক্সা ও বৃক্ষ চার্ট তৈরী করুন।

—।—

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষায় স্বল্পমূল্যের/বিনামূল্যের উপকরণ তৈরী, ব্যবহার ও সংরক্ষণ

মো: দেলোয়ার হোসেন
বিশেষজ্ঞ

শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ফলপ্রসূ ও গ্রহণযোগ্য করতে হলে শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তুকে সম্ভাব্য নিকটতর করার জন্য শিক্ষোপকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শিশু তার ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে কোন কঠিন ও দুর্বোদ্ধ বিষয় সহজেই অনুধাবন করতে পারে এবং সহজে শিশুমনে রেখাপাত করে। মানুষ যা শুনে তা তাড়াতাড়ি ভুলে যায় আবার দেখেও ভালভাবে বুঝতে পারে না। তবে বিষয়টির খুঁটিনাটি পরখ করে দেখতে পারলে কোন দিনই ঐ জিনিসের তথ্য অস্পষ্ট থাকবে না বরঞ্চ ঐ জ্ঞানের আলোকে বিষয়বস্তু আরও সহজে অনুধাবন করতে পারবে। শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিদ্যার অনুশীলন নয় শিশুকে পুর্ণাঙ্গরূপে গড়ে তুলতে হলে যে সমস্ত শিক্ষার দরকার শিক্ষোপকরণ তৈরী, ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ সমস্ত মানবিক গুণগুলো সে সহজে আয়ত্ব করতে পারবে।

প্রায়ই শোনা যায় শিশুর পাঠে আগ্রহ ও মনোযোগ নেই। আসলে শিশুর পাঠ্যবিষয়ে মন সংযোগ করতে না পারার অন্যতম কারণ পাঠের মধ্যে আনন্দ নেই। পাঠ্যবিষয়গুলো নিরস মনে হয় তার কাছে। কিন্তু এই শিশু যখন একাকী বসে বসে মা-বাবা বা অন্যদের অনুকরণ করছে, তাতো দেখার মত। বড় ভাই-বোনদের পঠিতব্য অনেক কিছুই তাদের মুখস্থ।

খেলার ছলে নয়, কাজের ছলে শিশু কখনো সাজছে ডাক্তার, কখনো ব্যারিষ্টার, কখনো মাষ্টার, কখনো দোকানদার' কখনো অবতীর্ণ হচ্ছে বাবার ভূমিকায়, কখনো বা মা'র নিখুঁত অনুকরণ। যিনি দেখছেন তিনিই পুলকিত হচ্ছেন। তখন শিশুর কাছে গেলেও বিরক্ত হয়। ব্যস্ততা নষ্ট হলে বিরক্ত হয়। আসলে শিশু কাজ করতে পছন্দ করে। ব্যাকরণের সূত্রে কোন কিছু করাকে কাজ বলে। শিশু সব সময়ই কিছু না কিছু করছে—অর্থাৎ কাজ করছে।

কাজ করাতেই তার আনন্দ। এই আনন্দই তাকে কোন বিষয়বস্তুতে মনোযোগী হতে বাধ্য করে। এই মনোযোগের সাথে যদি শিশুর পরিশ্রমের সমন্বয় সাধন করা যায়— তাহলেই শিশুর শিক্ষা সার্থক হতে পারে।

জীব মাত্রেই কার্যধারার একটা সূত্র থাকে। যে যেভাবে, যতভাবে কাজের নিয়ম আয়ত্বে আনতে পারে, তার পক্ষে কাজের তত তাগিদ পাওয়া সম্ভব। শিশুর ক্ষেত্রে সে তাগিদ সঞ্চার করেন তার শিক্ষক এবং বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে এসে শিশু জানতে পারে কাজ করার জন্যে নিজের সম্পর্কে কি করে ভাবতে হয়। শিশু বুঝতে পারে জীবন গঠনের পরিকল্পনার প্রয়োজন। সে কারণে আস্তে আস্তে তার মধ্যে একটা দায়িত্ববোধের সৃষ্টি হয়। নিজেদের মধ্যে একটা স্থান দখল করার ইচ্ছা জাগে। ইচ্ছা থেকে জন্ম নেয় প্রতিযোগী মনোভাবের। কেননা, শিশুতো সামাজিক অস্তিত্বের যুগেই বাস করছে। প্রত্যেকটা শিশুমনে কাজ করার যে প্রবণতা, তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার ঘুমন্ত প্রতিভা। তাকে বিকশিত করার জন্যে পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন। সেই পথপ্রদর্শক হচ্ছেন তার শিক্ষক। শিক্ষক বিদ্যালয়ে শিশুর শিক্ষা গ্রহণে কার্যক্রম, উপকরণ ও পরিচালনের প্রয়োজনে তার সম্মিলিত রূপটা প্রকাশ করেন শিক্ষাদানের মাধ্যমে। কাজেই এ ক্ষেত্রে শিক্ষার সূত্র, উদ্দেশ্য ও পরিধির ব্যাপারে শিক্ষককেও জানতে হয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে আমাদের বাংলাদেশ দরিদ্র দেশগুলোর অন্যতম অথচ জনসংখ্যার ভিত্তিতে অত্যধিক জনবহুল। এ জনবহুলতার কারণে ও শিক্ষার প্রসারতার ফলে শিক্ষার্থীর এবং শিক্ষাঙ্গণের সংখ্যা অনেকগুণ বেড়েছে আরও বাড়ছে। জাতীয় বাজেটের যে পরিমাণ অর্থ শিক্ষা খাতে খরচ করা সম্ভব তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। এ অবস্থায় শিক্ষোপকরণ আমদানীর কথা চিন্তা করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া অতীতে দেখা গেছে যে বিভিন্নভাবে যা পাওয়া গেছে সেগুলো আমাদের গ্রামে-গঞ্জের বিদ্যালয়ে ব্যবহারের মোটেই উপযোগী নয়। স্থানীয় শিক্ষক ঐগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ জানেন না। বিদেশ থেকে আমদানী করা দামী যন্ত্রপাতি শিক্ষাদানকে সার্থক করে তুলতে পারে এ ধারণাও ঠিক নয়। উচ্চ শ্রেণীর জন্য সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি হয়তো আমদানীর প্রয়োজন আছে কিন্তু প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের সহায়ক উপকরণ তৈরী করা একজন উপযুক্ত শিক্ষকের পক্ষে

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

মোটেই কঠিন কাজ নয়। কিছু সময় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন মাত্র। যে কোন পাঠের জন্য একবার উপকরণ তৈরী ও সংগ্রহ করতে পারলে তা বহুদিন যাবৎ বিভিন্ন পাঠে ব্যবহার করা সম্ভব।

যে কোন বিষয়ের জন্যই সহায়ক উপকরণের ব্যবহার প্রয়োজন। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও তা অপরিহার্য। বিজ্ঞান একটি পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক বিষয়। মাতৃভাষা, ইংরেজী, গণিত ও সমাজ শিক্ষার জন্য পরীক্ষণের চেয়ে পর্যবেক্ষণও বাস্তব জিনিসের সাথে পরিচিতির দরকার বেশী এবং এ জন্য পরিবেশ থেকে পাঠের সহায়ক শিক্ষোপকরণের নিমিত্তে জিনিসপত্র সংগ্রহ বেশী প্রয়োজন। প্রাথমিক স্তরে সমাজ পাঠদানের এ সকল উপ-করণগুলো সহজলভ্য জিনিস পত্র দিয়ে স্থানীয় ভাবে একজন সুদক্ষ শিক্ষক অনায়াসেই তৈরী করতে সক্ষম। এতে আর্থিক সমস্যারই সমাধান করে না, অতি পরিচিত সামগ্রী ব্যবহারের ফলে শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদান আকর্ষণীয়, সাবলীল ও প্রয়োগ মুখী হয়ে উঠে।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানের জন্য সহজভাবে তৈরী শিক্ষোপকরণ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, পরিবেশ থেকে বাস্তব জিনিসের ব্যবহার, মডেল, চার্ট, ছবি ও সাধারণ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

বাস্তব জিনিস : বিজ্ঞান পাঠের জন্য শিক্ষক বাস্তব জিনিস সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও তিনি ঐগুলো সংগ্রহ করার নির্দেশ দিতে বা জিনিসগুলোর নিকট নিয়ে চাক্ষুস অভিজ্ঞতা দিতে পারেন। বিদ্যালয়ের মাঠে, পুকুরে, বাগানে বা নিকটস্থ হাটে-বাজারে এমন জিনিস অহরহই পাওয়া যায় যা দিয়ে শিক্ষক পরিবেশ পরিচিতির (সমাজ) বহু পাঠই দিতে পারেন। তৃতীয় শ্রেণীর সমাজ বই এর প্রথম অধ্যায় নানা প্রকার ঘরবাড়ী ও ফলমূল পড়াতে শিক্ষক বিদ্যালয়ের আশে পাশের বাড়ী ঘর ও ফলমূল দেখাতে পারেন। চতুর্থ অধ্যায়ের বিভিন্ন পেশায় লোক শিক্ষকেরও ছাত্র-ছাত্রীর চার পাশে অনেক রয়েছে। পঞ্চম শ্রেণীর চতুর্থ অধ্যায় কৃষিকাজ এর দৃশ্য হয়তো বিদ্যালয়ের সামনেই আছে।

মডেল: অনেক সময় তাৎক্ষণিক ভাবে কোন জিনিসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেয়া সম্ভব হয় না। চতুর্থ শ্রেণীতে যোগাযোগ ব্যবস্থার সকল প্রকার যানবাহনের মডেল মাটি, কাগজ বা বাঁশ দিয়ে বানাতে কোন প্রকার অসুবিধা নেই। ৫ম শ্রেণীর ভাষা আন্দোলন পড়াতে পাটখড়ি ও সামান্য বাঁশ দিয়ে সুন্দর শহীদ মিনারের মডেল বানিয়ে ও শিক্ষার্থীদের দ্বারা তৈরী করিয়ে শ্রেণীকক্ষকে জীবন্ত করতে পারেন। পাঠ্যপুস্তকের অনেকগুলো অধ্যায়ই বিভিন্ন প্রকার বাস্তব মডেলের ব্যবহার করে যে কোন জিনিসের একটা সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া যায়। যে কোন শিক্ষক একটু আগ্রহী হলে ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যে মাটি-কাগজ, বাঁশ, রং ও অন্যান্য জিনিস ব্যবহার করে মোটামুটি অজানা জিনিসের একটা মডেল তৈরী করে কর্মকেন্দ্রিক ভাবে সঠিক শিক্ষা দিতে পারেন।

চার্ট: চার্টের ব্যবহারে শিশু যেমন আনন্দ পায় তেমনি শিক্ষালাভে আগ্রহী হয়ে উঠে। এমন অনেক বিষয় আছে যে মুখে বুঝান অপেক্ষা চার্টের মাধ্যমে অনেক সহজ হয় এবং শিক্ষার্থীদের মনে রাখতেও সুবিধা বেশী। সামান্য কাগজ ও সাধারণ নমুনা নিয়ে শিক্ষক সুন্দর সুন্দর চার্ট তৈরী করে উপস্থাপন করতে পারেন। পঞ্চম শ্রেণীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পড়াতে বিভিন্ন স্থানের জনসংখ্যা, সম্পদ সংরক্ষণ বাড়াতে কৃষিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ ও বনজ সম্পদের চার্ট, ভৌগলিক পরিবেশের চার্ট ব্যবহার করে পাঠ্য বিষয়ের অনেক উন্নতি করা যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা এমনি বহু চার্ট শিক্ষক তৈরী করিয়ে নিতে পারেন।

ছবি: যেখানে কিছুই নেই সেখানে ছবি আছে। অর্থাৎ যে কোন জিনিসের ছবি হতে পারে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তৃতীয় শ্রেণীর বিভিন্ন যুগের মানুষের ছবি, পঞ্চম শ্রেণীর স্বাধীনতার যুদ্ধ ও বাংলাদেশের জন্ম পড়াতে মহান নেতাদের ছবি, চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিবর্তন পড়াতে মহেনজোদারো, ময়নামতির ছবি ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়। শিক্ষক প্রায়ই ছবি আঁকতে অসুবিধায় পড়েন। ছবি না আঁকতে পারলেও তিনি বিভিন্ন ক্যালেণ্ডার, পুরানো ম্যাগাজিন, দৈনিক পত্রিকা, ও পোষ্টার হতে প্রয়োজনীয় ছবি কেটে সংগ্রহ করতেন পারেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নির্দেশ দিতে পারেন। এ ছাড়াও কোন কোন ছবির টেমপ্লেট কেটেও তিনি সময়মত বোর্ডে একে দিতে পারেন। এ জন্য শিক্ষকের সজাগদৃষ্টি ও পরিকল্পিত মানসিকতার প্রয়োজন।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান তত্ত্বাবধানে প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য ও ভূমিকা

এ, কে. আঃ মান্নান

বিশেষজ্ঞ

কোন বিদ্যালয়ের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে তার পরিচালক বা প্রধান শিক্ষকের উপর। তিনি তাতে প্রাণের সঞ্চার করেন। বিধি বিধান প্রবর্তন করে তাকে গতিময় করে তোলেন। আর তার মন-মানসিকতা, কর্মদক্ষতা ও পরিচালন ক্ষমতার উপরই নির্ভর করে বিদ্যালয়ের উন্নতি অবনতি। প্রতিটি বিদ্যালয়ের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে প্রধান শিক্ষকের উপর।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা তার অন্যথা নয়। গতানুগতিক তার হাত থেকে মুক্ত করে বিদ্যালয়ে সাবলীল ও কর্মক্ষম করার ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম। কোন কোন বিদ্যালয় চমৎকার কার্যকারিতার মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়। আবার প্রধান শিক্ষকের অদক্ষতা ও অযোগ্যতার জন্য কোন কোন বিদ্যালয় কেবল গতানুগতিক ভাবে টিকে থেকে সাবলীল কর্মক্ষমতার অবক্ষয় ঘটাতে থাকে।

অতএব প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পর্যালোচনা করলে তার নিরিখে আমরা আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন ও পরিচালনার ব্যাপারে দিগদর্শনের সন্ধান পাব।

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও গুনাবলী ঃ

পরিচালনা ঃ বিদ্যালয় রূপ তরণীর কর্ণধার হলেন প্রধান শিক্ষক। বিভিন্ন সহকর্মীদের সহযোগিতায় সুস্পষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে জাহাজের ক্যাপটেনের মত দৃঢ় চিত্তে ও অবিচলিত নিষ্ঠায় প্রধান শিক্ষক তার বিদ্যালয় পরিচালনা করবেন। তিনিই ঝড় ঝাপটা থেকে রক্ষা করবেন তার তরণীকে সুদক্ষ কর্ণধারের মত চালিয়ে নেবেন সুনির্দিষ্ট গন্তব্যের সিংহদ্বারে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

আদর্শ স্থাপন : পরিচালনার চাইতে বড় কাজ হল আদর্শ স্থাপন। বিদ্যালয়ের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির এবং সার্বজনীন উন্নতির মূল নিয়ন্ত্রক হলেন প্রধান শিক্ষক। সহকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী এবং সমাজের সকলেই অনুভব করবে তাঁর আদর্শের ছোঁয়াচ। তাঁর আদর্শে হবেন সবাই উদ্বুদ্ধ। তাকে নেতা ও পরিচালক হিসেবে গ্রহণ করতে কারো মনে থাকবে না কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব। তিনি হবেন ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং পারিপার্শিক সমাজের আদর্শ।

শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষা নীতির রূপকার : শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার রূপ ও নীতির নির্দেশ দেন আর তার বাস্তবে রূপ দেন শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক হলেন তার চাবিকাঠি। বিদ্যালয়ের জন্য রচিত কার্যক্রমের সার্থক রূপকার তিনি। ভাল বাড়ী, প্রয়োজনীয় আসবাব, সুচিন্তিত পাঠ্যক্রম, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ, সবকিছু থাকলেও শিক্ষার সকল আয়োজন ব্যর্থ হবে যদি প্রধান শিক্ষক এবং তার সহকর্মীবৃন্দ তাদের দায়িত্ব পালন না করেন। তাদের সহযোগিতা ও যোগ্যতার উপরই নির্ভর করবে তাঁর সাফল্য ও ব্যর্থতা।

অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্ব : প্রধান শিক্ষকের গুণাবলীর মধ্যে তার অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্বকে অগ্রাধিকার দেয়া যায়। নানান ধরনের অভিজ্ঞতা থাকলেই তিনি জটিল পরিস্থিতে সহজ সমাধান ও পথ আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন। কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করে আহরণ করবেন সাফল্যের চাবিকাঠি। সহকর্মীদেরকে পরিচালনা করবেন সঠিক ও গৌরবোজ্জল পথে। তিনি হবেন প্রশংসণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, যার দ্বারা অর্জন করবেন সহকর্মী, শিক্ষার্থী ও অন্যান্য সবার শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ প্রশংসা। কর্তব্য পালনে তিনি হবেন কঠোর ও অবিচলিত অথচ স্নেহ, প্রেম, করুণা, সহানুভূতি, সহৃদয়তা ও কোমলতায় থাকবে তার হৃদয় ভরপুর। দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ণয়ে তিনি হবেন ক্ষিপ্র ও তীক্ষ্ণধী, বিদ্যালয়ের বহুতন্ত্রী বীণা ঝংকারিত হবে তাঁর বিচিত্র কর্মধারায়, শিক্ষাঙ্গণ হবে কলুষমুক্ত।

চরিত্র ও ব্যবহার : তাঁর চরিত্র হবে আদর্শ স্থানীয় ব্যবহার হবে মধুর ও আকর্ষণীয়। অসততা ও চরিত্রের অবক্ষয় আমাদের সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে করে তুলছে কলুষিত। এই

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

অবক্ষয় রোধের প্রধান দায়িত্ব বর্তায় শিক্ষকদের উপর। শিক্ষাকে কলুষমুক্ত না করতে পারলে, শিক্ষাঙ্গণের কর্ণধার চরিত্র ও সততার অধিকারী না হলে বিপর্যয়ের হাত থেকে সমাজকে বাঁচান যাবে না।

কাজ আদায়ের প্রধান সহায়ক নম্র ব্যবহার। আদেশের পরিবর্তে অনুরোধে কাজ আদায় হয় বেশী এবং অর্জন করা যায় অধীনস্থদের শ্রদ্ধা ও সম্মান। পদাধিকারের ক্ষমতায় হুকুম জারী করে তা কখনো হয় না। কাজেই প্রধান শিক্ষকের গুণাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সাধারণ শিক্ষকের গুণাগুণের অতিরিক্ত গুণ হিসাবে তাঁর থাকতে হবে কর্তব্য পরায়নতা, দুরদর্শিতা' সহানুভূতি, দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, নিরপেক্ষতা, সংগঠনী প্রতিভা, চারিত্রিক বিশুদ্ধি আত্মসংযম, কর্মকুশলতা ইত্যাদি।

শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা : গতানুগতিক ধারায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের পরিবর্তন হয়ে। বর্তমানে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষক বক্তার ভূমিকা থেকে সরে দাঁড়িছেন। শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকাশের সুযোগ করে দেয়া শিক্ষকের কাজ। শিশুর বৈশিষ্টের সাথে পরিচিত হয়ে তাকে সঠিক সাহায্য করবেন শিক্ষক। তাই প্রধান শিক্ষকের যোগ্যতা যাচাই করা যায় না তাঁর বাচনভংগী বা সুবক্তার মাপকাঠি দিয়ে। সহকর্মীদের চাইতে উন্নততর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়া তাঁর মধ্যে অনেক গুণ ও দক্ষতার সমাবেশ হতে হবে। শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য তিনি হবেন শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থাপক, পরিচালক এবং রূপকার। তাঁর নেতৃত্বের ছোঁয়াচ, প্রেরণা, পরিচালক ও নির্দেশনায় কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা হবে সার্থক ও বাস্তবে রূপায়িত।

কোন মানুষই পরিপূর্ণ বা পারফেক্ট নয়। দোষে গুণে মানুষ। প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্ব তখনই সার্থক হবে যখন তিনি তাঁর দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সজ্ঞান হন এবং তা কাটিয়ে উঠার জন্য অন্য দিক দিয়ে অধিকতর গুণান্বিত হন।

তার প্রশাসনিক এবং পরিদর্শন দায়িত্বকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি :

শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়িত্ব : প্রতিটি শিশুর মানসিক ও দৈহিক বিকাশের পথে বাধা-বিঘ্ন এবং তার সঠিক উন্নতি অবনতির প্রতি তাঁর দৃষ্টি থাকবে সদা জাগ্রত। তাদের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, প্রয়োজন এবং শিশু মনস্তত্ত্ব বিষয়ে তাঁর জ্ঞান হবে গভীর। ফলে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করতে সমর্থ হবেন, হতে পারবেন সকলের অগ্রনায়ক।

শিক্ষকের প্রতি দায়িত্ব : সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি তাঁর নৈতিক, মানসিক, প্রশাসনিক এবং ভ্রাতৃত্ববোধের দায়িত্ব অপরিসীম। সহকর্মীদের দক্ষতা ও কর্মকুশলতা সম্বন্ধে তাঁর থাকবে স্পষ্ট ধারণা। তাঁদের ব্যক্তিগত সুবিধা, অসুবিধা সম্বন্ধে তিনি থাকবেন সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং সহানুভূতিশীল। বিপদে আপদে এগিয়ে আসবেন অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে।

পরিদর্শন : বিদ্যালয়ের সঠিক পরিদর্শন তাঁর কাজ। তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকবে হিসেব পত্র, শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতি, সহকারী শিক্ষকবৃন্দের কাজ, খেলা-ধুলা, সমাবেশ, কুচকাওয়াজ, জাতীয় উৎসব পালন, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, গৃহ, আসবাবপত্রের পরিচ্ছন্নতা, হাতে কলমে কাজ ও তার সংরক্ষণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি সবকিছুর উপর।

প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য তিনি বিদ্যালয়ের কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখে যথা-সময়ে সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করবেন। শ্রেণীকক্ষে অন্য শিক্ষকের কাজ তদারক করতে গিয়ে পঠন পদ্ধতি বা অন্য কিছু সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে কিছু বললে শিক্ষক বিরক্ত হন। দোষত্রুটি থাকলে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বিবেচনা করে প্রয়োজনে এবং কৌশলে তাঁকে বুঝিয়ে দেবেন।

সামাজিক সম্বন্ধ ও যোগাযোগ : শিক্ষক অভিভাবক সভা এবং সামাজিক সহযোগিতা-মূলক বিবিধ ব্যবস্থা নেয়া তাঁর দায়িত্ব। বিদ্যালয় সমাজের বিশেষ এবং প্রধান অঙ্গ সে কথা মনে রেখে সমাজের আগ্রহী ব্যক্তিদের সাথে একাত্মতা সৃষ্টি করবেন তিনিই। বিদ্যালয়ের সম্পদ

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

সমাজের নিজস্ব। সরকারের বা ব্যক্তিগত কারো নয়, এ মনোভাব জাগিয়ে তুলতে প্রধান শিক্ষক প্রয়াসী হবেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতামূলক খেলা-ধুলা, বাৎসরিক ক্রীড়া ও অন্যান্য মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজকে কাছে টেনে আনবেন তিনিই।

বিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রদেরকে নিয়ে ছোট পাঠাগার তৈরী ও সমাজ সেবামূলক কাজ সংগঠন, যেমন—বয়স্ক শিক্ষা, ছাত্রদের নিয়ে খাল খনন, রাস্তা তৈরী, মাসে বা সপ্তাহে এক-দিনের জন্য হলেও কোন দরিদ্র কৃষকের কৃষি কাজে সাহায্য করার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি ও সংগঠন তার সর্বাধুনিক দায়িত্ব। আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষরোপন ও বাগান তৈরী, বিদ্যালয়ের নিকট অতি সাধারণ বনভোজন, নিকটস্থ ঐতিহাসিক স্থান দর্শন বা অন্য কোন ভ্রমণের ব্যবস্থা করে তাতে পরিচালনা সমিতি বা পুরাতন ছাত্রদেরকে জড়িত করতে পারেন। তাহলে স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে তিনি সর্বাধিক সহযোগিতা পাবেন।

সংগঠন **:** বিদ্যালয়ের সামগ্রিক সংগঠনের মূল নিয়ামক হলেন তিনিই। ছাত্রভর্তি, কোথায় কোন্ শ্রেণী বসবে, সেকশন করা যায় কিনা, কোন্ শিক্ষক/শিক্ষিকা কি পড়াবেন, রুটিন বা দৈনিক কর্মসূচী প্রণয়ন, অগ্রসরতা বা অনগ্রসরতা অনুযায়ী ছাত্রদেরকে দলে বিভক্ত করে কর্মকেন্দ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব তাঁর উপরই বর্তায়।

বিদ্যালয়ের খাতা পত্র সমন্বিত কর্মপুঞ্জিত পাঠোন্নতি তৈরীর ব্যবস্থা তিনিই করবেন। পাঠ্যপুস্তক উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করণের দায়িত্ব তাঁরই।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃংখলা রক্ষা করা, বিদ্যালয়ের সঠিক শৃংখলা রক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রতি নজর দেয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, বৃক্ষরোপন ও বাগানের কাজ সংগঠন করা, খেলার মাঠের ব্যবস্থা, শরীর চর্চার ব্যবস্থা গ্রহণ, শ্রেণীতে স্থান সংকুলান না হলে তার ব্যবস্থা, প্রয়োজনে অতি অল্প বয়স্কদের পৃথক করে কোন হাতের কাজ (যেমন — মাটি দিয়ে কাজ) ব্যস্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাঁরই কর্তব্য। তিনি সম্ভব হলে বিজ্ঞান গবেষণাগার, ছবি সংরক্ষণ ও ক্ষুদে যাদুঘর কক্ষের ব্যবস্থা করবেন। এসবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে আনন্দ

বিধান করে কর্মকেন্দ্রিক পাঠের উন্নতি সাধন করা হবে খুবই ফলদায়ক। বিদ্যালয় গৃহ ও আসবাব পত্র সংরক্ষণ ও সেগুলোর ছোট খাটো মেরামতের ব্যাপারে পরিচালনা সমিতির মাধ্যমে স্থানীয় সাধারণের সাহায্য নেবেন। যে কোন প্রকার সরকারী ও বেসরকারী টাকা, সহকর্মী বা পরিচালনা সমিতির সংগে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে খরচ করবেন।

শিক্ষকের কাজ তদারক: গণতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে সহকর্মীদেরকে সাথে নিয়ে তিনি সকল কাজে অগ্রসর হবেন। তার মধ্যে কোন প্রকারেই যেন একনায়কত্বের মনোভাব গড়ে না উঠে তা লক্ষ্য রাখতে হবে সর্বদা।

তিনি একজন পরিদর্শক। পরিদর্শনের দায়িত্ব তাঁর সর্বাধিক। কিন্তু প্রতিটি কাজে তাকে গণতান্ত্রিক ও উদার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। শিক্ষকরা পাঠদান পরিকল্পনা করেন কিনা, শিক্ষাদানে তাদের দক্ষতা কতটুকু তা দেখবেন তিনি কৌশলে। প্রয়োজনে উপদেশ দেবেন একান্তে এবং বন্ধুভাবে।

সহপাঠক্রমিক কাজ: তিনি সহপাঠক্রমিক কাজের দায়িত্ব দিবেন বিভিন্ন শিক্ষককে। শিক্ষকদের মিটিং ডেকে শিক্ষাদান ও অন্যান্য কাজের অগ্রগতি আলোচনা করবেন। মধ্যে মধ্যে শিক্ষকদের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করবেন একযোগে। জাগিয়ে তুলবেন সবার মনে দেশ প্রেমের নবতর স্পৃহা, উদ্বুদ্ধ করবেন সবাইকে নিঃস্বার্থ হিসেবে শিক্ষাকর্মে। নিজেদের দুর্বলতা কাটিয়ে শিক্ষাঙ্গণের সকল অপবাদও কলুষতা দূর করে জাতিকে দেবেন দিক নির্দেশনা, গড়ে তুলবেন আদর্শ নাগরিক ও নেতৃত্ব। তিনি হবেন গণতান্ত্রিক সংস্থার অধিনায়ক। নিজেকে প্রতিপন্ন করবেন সহকর্মীদের আস্থাভাজন ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে। কর্তৃত্বের মনোভাব দেখাবেন না কখনও কোন কর্মে।

শিক্ষণ: প্রধান শিক্ষকের প্রধান কাজ প্রশাসন হলেও শ্রেণী পাঠনের কাজও করতে হবে তাঁকে। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে তাঁর সম্বন্ধ হবে পাঠনের মাধ্যমে। বাইরে যত কাজই করতে হোক না কেন প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে চিনে রাখতে হবে তাঁকে। তাই সব শ্রেণীতে

কিছু না কিছু পঠনের ব্যবস্থা তাঁর জন্য থাকা দরকার এবং সেই সুযোগে তাদের সাথে তাঁর ঘটবে সংযোগ।

শিক্ষণ কাজে দক্ষতা হবে তাঁর সবচাইতে বড় গুণ যার দ্বারা সব শিক্ষার্থীরা আকৃষ্ট হবে তাঁর প্রতি। ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হবে সবাই। শ্রেণীকক্ষে, খেলার মাঠেও বিবিধ কর্মকেন্দ্রিক কাজে পড়বে তাঁর নেতৃত্বের ছোঁয়া।

মূল্যায়ণ : পরীক্ষণ ও মূল্যায়নের দায়িত্ব সঠিকভাবে বর্তায় তাঁর উপর। শিক্ষকদের মূল্যায়ন নিরপেক্ষ ভাবে হবে কিনা পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নয়নের মাপকাঠি কি ধরনের হবে তিনি ধীরভাবে সমদর্শিতার ভিত্তিতে ঠিক করবেন। বর্তমান রচনামূলক পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মান সঠিকভাবে যাচাই করা যায় না। *মুখস্থ বিদ্যার উপর জোর দেয়া হচ্ছে বেশী। এই দুষ্ট গ্রহের হাত থেকে শিক্ষার মানকে মুক্ত করার দায়িত্ব সরকারের নীতি প্রণয়নকারীদের ওপর নির্ভরশীল।* তবে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীন মূল্যায়ন প্রধান শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল। তিনি নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুবমুখী প্রশ্নপত্র তৈরী করে মূল্যায়ন করতে পারেন। মাসিক ও ত্রৈমাসিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেবেন তিনিই।

প্রধান শিক্ষকের সাথে বিভিন্নজনের সম্বন্ধ : বিদ্যালয় কেন্দ্রিয় শক্তি প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা/ভিতর বাহিরের সকলের সাথে তার সম্বন্ধ কেমন হবে তার উপরই নির্ভর করবে বিদ্যালয়ের সুনাম দুর্নাম। তার সম্বন্ধ ও যোগাযোগের ক্ষেত্র হবে সুদুর প্রসারী। তার মধ্যে কয়েকটি আমরা উল্লেখ করতে পারি :

(ক) *ছাত্রদের সাথে :* যতটুকু সম্ভব তিনি প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রীকে জানবেন ও চিনবেন। তার প্রধান কাজ হল প্রতি শ্রেণীতে ক্লাস নেয়া। খেলার মাঠে, হাতে কলমে, কাজে, সহপাঠ্যক্রমিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, বনভোজনে, ভ্রমণের মাধ্যমে তিনি একান্ত ভাবে জানবেন ছাত্র/ছাত্রীদেরকে।

(খ) *সহকর্মীদের সাথে :* এ কাজটি জটিল হলেও কৌশল ও সতর্কতা অবলম্বন করলে, সততা বজায় রাখলে, অনুভূতিশীল হলে এবং সবার সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ রাখলে সহজ হয়ে উঠবে :

প্রচুর ক্ষমতা তাঁর আছে। কিন্তু তা যথাযথ ব্যবহার করতে হবে সতর্কতার সাথে। ডিক্টেটর না হয়ে তিনি হবেন গণতান্ত্রিক অধিনায়ক। বিশেষ গোপনীয় বিষয় ব্যতীত অন্য সব ব্যাপারে খোলাখুলী মন নিয়ে সবার সাথে আলাপ করবেন। তাঁর অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও যোগ্যতার বলে তিনি হবেন সবার পরিচালক ও আদর্শ স্থানীয়।

(গ) *বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতি :* সমিতি পরিচালনা গঠন ও বৈঠকের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব। তাতে তিনি বিদ্যালয়ের সমস্যা তুলে ধরবেন। প্রধান শিক্ষক তাঁর ব্যক্তিত্ব ও নিরপেক্ষ ব্যবহারের দ্বারা সদস্যদের আস্থাভাজন হবেন এবং ছাত্র, শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের সমস্যা তুলে ধরবেন।

(ঘ) *অভিভাবকবৃন্দের সাথে সম্বন্ধ :* বিদ্যালয়ের সুনাম অর্জন করতে হলে অভিভাবকদের সাথে সম্বন্ধ মধুর হতে হবে। তাদের অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ্রামের অজ্ঞ দরিদ্র কৃষক অভিভাবক জ্ঞানার্জনের যৌক্তিকতা বুঝে না। প্রত্যক্ষ উপকার বা সুবিধা ব্যতীত তারা বিশেষ কিছু বুঝে না। কাজেই ছেলে মেয়েদেরকে নিজের কাজের সাহায্যে নিযুক্ত করেন। বিদ্যালয়ে দিতে চান না, তা ছাড়া তাদের আর্থিক অনটন বা অন্যান্য কারণও থাকতে পারে। এ সব সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষক অবহিত থাকবেন। মধুর ব্যবহার ও ভদ্রতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি অভিভাবকদের মন জয় করবেন। তাঁকে মনে রাখতে হবে বিদ্যালয় সমাজেরই প্রতিরূপ। সমাজ কল্যাণের জন্যই তা গঠিত। সমাজের সাথে বিদ্যালয়ের মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলবেন প্রধান শিক্ষক। বিশেষ উপলক্ষে অভিভাবকদিগকে দাওয়াত দেবেন ও ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে আলাপ করবেন।

(ঙ) *অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক :* শিক্ষার উন্নতি, সমাজ কল্যাণ সাধন এবং শিশুদের সার্থক বিকাশের জন্য অন্যান্য বিদ্যালয়ের সাথে সুসম্পর্ক, ভাবের আদান প্রদান ও প্রতিযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন। অনেক সময় এক স্কুলের ছাত্র অন্য স্কুলে যায় কারণ এক বিদ্যালয়ের মান অন্যটার চেয়ে নীচু। এর দায়িত্ব বর্তায় অনেকটা প্রধান শিক্ষকের উপর। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দরকার হলে অন্যান্য সব শিক্ষকের সাথে আলাপ আলোচনার

মাধ্যমে সহযোগিতা দ্বারা শিক্ষার পরিবেশ এবং অন্যান্য দিক উন্নত করতে পারেন।

(চ) *ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সম্বন্ধ* : ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সরকারী কর্মচারী-দের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক থাকবে। সরকারী আদেশ, বিধি নিষেধ সম্বন্ধে তিনি অবহিত থাকবেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক যে সমস্ত পরামর্শ দিবেন প্রয়োজনে সহকর্মীদেরকে সে সম্বন্ধে অবগত করাবেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবেশ পরিচিতি সমাজ শিক্ষাদান ক্ষেত্রে ছবি অংকনের প্রয়োজনীয়তা

কাজী শামসুল বাসেত
প্রভাষক,

ভাষা লেখে যেমন মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, ছবি এঁকেও সেরূপ ভাব প্রকাশ করা যায়। প্রথমতঃ মানুষ আকার ইঙ্গিতে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করত। পরে মৌখিক ভাষায় ভাব প্রকাশ করতে শেখে। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়ার সাথে সাথে সে লেখার সাহায্যে ভাব প্রকাশ করতে আরম্ভ করে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বর্ণ লিখতে শেখার পূর্বে মানুষ ছবি ও রেখার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করত: উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন মিশর, বেবিলোন, ক্রীট, জাপান ও চীন দেশে এক ধরণের ছবি লিখার প্রচলন ছিল। সম্ভবত সব লিখাই হয়তো ছবি দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল। এ ছবিগুলো ক্রমে ক্রমে সংক্ষিপ্ত হতে লাগল। আরম্ভ থেকেই বহু পরে বর্ণমালার আবিষ্কার হয়েছে।

লিখার সাহায্যে ভাব প্রকাশ করা অপেক্ষা ছবি এঁকে ভাব প্রকাশ করা বিশেষ সুবিধা আছে। ছবি এঁকে কোন বস্তুর সঠিক রূপ ও জীবন্ত ধারণা দেয়া যায়। মৌলিক বা লিখার দ্বারা ততটা দেয়া যায় না। কয়েকটা রেখা টেনে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় এবং তা ভাষার বর্ণনা থেকে ছবির ভাষা অধিকতর সার্বজনীন। এক ভাষা বর্ণনা করলে সেই ভাষাভাষী ভিন্ন অন্য কেহ তা বুঝতে পারে না কিন্তু কোন বস্তুর অবস্থা, ঘটনা বা মনের ভাব ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে সকল লোকেই তা বুঝতে পারে।

শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাক্ষেত্রেও ছবির গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রত্যেক শিশু ছবি দেখে বা এঁকে আনন্দ পায়। শিক্ষক যদি ছবির মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে পাঠ বর্ণনা করেন তাহলে

শিক্ষার্থীর কল্পনার সাহায্য হয় এবং বিষয়বস্তু সহজে অনুধাবন করতে পারে, পাঠদান ফলপ্রসূ হয়। শ্রেণীতে পাঠদানের সময় প্রতিটি বিষয়ে ছবির সাহায্য নেওয়া যায়। যেমন, বাংলা, ইংরেজী, অংক, পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান) ও পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) ইত্যাদি।

শিশুদের নিকট পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়টিকে আনন্দদায়ক করতে হলে ছবির সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুর সহিত ছবির সম্পর্ক : তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানে শিক্ষোপকরণ তালিকা নিচে দেওয়া হল।

(ক) *নিকটতম পরিবেশ,*
প্রতিবেশী ও পাড়া :

বিভিন্ন পেশার তালিকা, পেশাধারী ও তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্রের নাম, নমুনা ও ছবি।

(খ) *পারিবারিক পরিবেশ :*

শিক্ষার্থীর নিজ পরিবার, পরিবারের লোকসংখ্যা ও নামের তালিকা, ছবি ইত্যাদি। মাটি বা বাঁশের তৈরী ছোট ছোট ঘরবাড়ি।

(গ) *অঞ্চল ও আঞ্চলিক*
পরিবেশ, পাড়া/মহল্লা,
গ্রাম ও ইউনিয়ন :

পাড়া/মহল্লা, গ্রাম ও ইউনিয়নের ছবি, নক্সা ও মডেল। স্থানীয় বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, উপসাগর, নদী-নালা, হাট-বাজার ইত্যাদির ছবি এবং উক্ত এলাকার বসবাসকারী অধিবাসীদের কার্যাবলী এবং উন্নয়নমূলক কাজের তালিকা।

(ঘ) *স্থানীয় হাট-বাজার*
মাল পরিবহন ও যাতায়াত :

হাট-বাজার, যানবাহন, বিভিন্ন রাস্তা ও যাতায়াত পথের ছবি।

(ঙ) *পরিবেশ ভেদে মানুষের*
জীবনধারা ও কার্যাবলী,
সমভূমি, নদী, বনভূমি,
পাহাড় :

বিভিন্ন পরিবেশের যেমন—সমভূমি, নদী, বন, পাহাড় ইত্যাদির ছবি ও উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের কার্যাবলীর ছবি ও তালিকা।

(চ) *বিভিন্ন যুগের মানুষ*
আগুনের আবিষ্কার
ও ব্যবহার :

বিভিন্ন যুগের মানুষ, অস্ত্র-শস্ত্র, মুদ্রা, মৃৎ পাত্র, পরিচ্ছদ ইত্যাদির ছবি।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি যে পাঠ বর্ণনার প্রয়োজনীয়তার জন্য ছবি বিশেষ প্রায়োজন। শিক্ষক যদি সচেতন হন তাহলে শিক্ষক নিজেও শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় বিভিন্ন ধরনের পুরাতন ম্যাগাজিন, ক্যালেণ্ডার ও দৈনিক পত্রিকা থেকে প্রয়োজনীয় ছবি কেটে সংগ্রহ করতে পারেন প্রয়োজন বোধে তা শ্রেণীতে ব্যবহার করতে পারেন তা ছাড়া কোন ছবির টেমপ্লেট কেটে তার সাহায্যে বোর্ডে এঁকে দেখাতে পারেন। পরিশেষে ছবিকে পাঠ বর্ণনার সহায়ক বলা যেতে পারে।

সুতরাং শিশুর নিকট যে কোন বিষয়ের পাঠদানকে আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ করার জন্য ছবির প্রয়োজন আছে। এ জন্যই শিক্ষক মাত্রেই অংকন শিক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন।

নিচে অংকন শিক্ষার ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হলো :

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

অনুপাত :

অংকনের বিষয়ের মধ্যে অনুপাত অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তুলনামূলকভাবে একটি বস্তু অন্য একটি বস্তু থেকে কত বড় বা ছোট তা হলো অনুপাত। অনুপাতের অভাবে কোন ছবি সঠিক হতে পারে না।

পরিপ্রেক্ষিত :

অনুপাতের মত পরিপ্রেক্ষিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে কোন ছবি অংকনের বেলায় পরিপ্রেক্ষিতের সঠিক প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছবির ভেতরে কোন একটি বস্তু অপর একটি বস্তু থেকে কতদূরে অবস্থান করছে এবং বিভিন্ন বস্তু কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পী দেখেছেন। এ দুটি দেখানো পরিপ্রেক্ষিতের কাজ। দূরত্ব দেখাতে হলে আনুপাতিক আকার অর্থাৎ আকারের তারতম্য সঠিকভাবে দেখাতে হবে। তা না হলে ছবির ভেতর বাস্তবতার অভাব ঘটবে।

ভারসাম্য :

ছবির বিভিন্ন অংশের মধ্যে রেখা, রঙ ও বিষয়বস্তুর অবস্থানের মোটামুটি মিল থাকাকে ভারসাম্য বলা যেতে পারে।

আলোছায়া :

বাস্তবধর্মী ত্রিমাত্রিক স্বার্থক রূপ কেবল আলোছায়ার সঠিক প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। আলোছায়া দ্বারা কোন একটি জিনিসের নিকট ও দূর, উপর, নীচ সঠিকভাবে দেখানো যেতে পারে। বস্তুর যে অংশ আলোর সবচাইতে নিকটে থাকবে সে অংশ সর্বাপেক্ষা আলোকিত হবে।

গঠন বা রচনা :

সাহিত্যক্ষেত্রে যেরূপ লেখককে রচনার কলা-কৌশল আয়ত্ব করতে হয়, ছবি আঁকার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ করতে হয়। নতুবা সমগ্র ছবিটা একটা খাপ ছাড়া এলোমেলো চিত্রে পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকে।

উজ্জ্বলীকরণ :

আমরা জানি রংগের মধ্যে সাদাই হলো সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। তাই যে কোন রংগের সংগে সাদা মিশালে রংটিকে উজ্জ্বলতর করা হয়ে থাকে। এভাবে একটি রংগের সহিত কালো মিশালে অনুজ্জ্বল করা হয়। তাই ছবির বিষয়বস্তুর যে অংশে যত বেশী আলো পড়বে সে অংশকে সাদা দ্বারা তত বেশী উজ্জ্বল করতে হবে এবং আলোকিত ও ছায়াযুক্ত অংশের যে জায়গাটি যত বেশী অন্ধকার, তাকে কালো বা তার পরিবর্তে অন্য কোন রং দ্বারা তত বেশী অনুজ্জ্বল করে তোলা হয়।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরের রং :

লাল, নীল ও হলুদ রংকে প্রাথমিক স্তরের রং বলা হয়। এগুলো কোন মিশ্রিত রং নহে। অপর পক্ষে এগুলোর মিশ্রণের ফলে অন্যান্য আর সকল রংগের সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে লাল ও হলুদ মিশালে কমলা, লাল ও নীল মিশালে বেগুনী, নীল ও হলুদ মিশালে সবুজ রং প্রস্তুত করা যায়। এ রংগুলোকে বলে মাধ্যমিক বা দ্বিতীয় স্তরের রং। ঠিক এভাবে একটি প্রাথমিক ও একটি মাধ্যমিক রং নিয়ে তৃতীয় স্তরের রং করা হয়।

বর্ণবিন্যাস পরিকল্পনা :

শিল্পীরা ছবি আঁকার সময় নানারূপ বর্ণবিন্যাস পরিকল্পনা করে থাকেন। কেহ কেবল প্রাথমিক রংগুলো দিয়ে ছবি আঁকেন। কেহ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের তিনটি রং

ছবিতে ব্যবহার করে থাকেন। ঐভাবে বিভিন্ন শিল্পী আপনার রুচি ও প্রেরণা অনুযায়ী তাঁদের চিত্রকলার জন্য বিভিন্ন প্রকার বর্ণবিন্যাস পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকেন। উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে কোন কিছুর ছবি আঁকলে তা সুন্দর ও সার্থক ছবি হবে।

নিচের প্রশ্ন দুইটির উত্তর লিখুন ঃ

(১) প্রাথমিক স্তরে ছবির প্রয়োজনীয়তা কি ?

(২) চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যবই পরিবেশ পরিচিতি সমাজের উপর শিক্ষোপকরণের তালিকা তৈরী করুন।

আত্মোপলব্ধি ও সমাজ সচেতনতা সৃষ্টিতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানের ভূমিকা

আবু সাইয়িদ
সহকারী অধ্যাপক।

১। জীবন ও রহস্যবাদ :

আমাদের গ্রহে আবিষ্কার অন্তহীন। গ্রহের মানুষ অবশেষে উপগ্রহেও পদার্পণ করেছেন। পৃথিবীতে মানুষের জীবনের বয়স সভ্যতার হিসাবের বাইরে। তবে নানা আন্দাজে আমরা ধরে নিয়েছি যে এখানে মানব বসতির ইতিহাস কোটি কোটি বছরের। কিন্তু কোটি কোটি বছরের সভ্যতার পরও আমাদের জীবনের রহস্যের অবধি নেই। শুধু শিশু মনকেই নয়, বড়দের অন্তরকেও আলোড়িত করে। কেন জন্ম? কেন দুনিয়াদারি? কেন জরা? কেন ব্যাধি? কেন বার্ধক্য? কেন-ই-বা মৃত্যু? তুমি আমি-আপনি কে? এ পৃথিবী কেন? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শিক্ষা এযাবত অনেক কেন-র জবাব দিয়েছে। এখনও দিচ্ছে। শিক্ষায় জ্ঞানের রুদ্ধ দ্বার খুলে যায়। শিক্ষায় চেতনার উন্মেষ ঘটে। শ্রীচৈতন্যদেব জীবনের সব চেতনা ও সব বোধের বড় এক চেতনা আবিষ্কার করেছিলেন।

"শোন হে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তার উপরে নাই।"

শ্রী চৈতন্যদেবের জীবন চেতনা আমাদের এক চিরন্তন জিজ্ঞাসা। এ জ্ঞান শিশুর মা-বাপ ও শিশুর শিক্ষক,শিক্ষিকার এবং শিশুর নিজের। এ চেতনা সকলের। সব সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি মানুষ নিজে। তার কাছে সবাই হার মানে। মানুষের খেদমতে পৃথিবীর সব সম্পদ ও চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা। বাঘ চরম হিংস্র জানোয়ার, বাঘ নর-খাদক। আবার সেই বাঘকে মানুষ

তাড়া করে ধরে, বন্দী করে এবং পোষ মানায়। মানুষ বাতাসকে বাগে এনেছে। ঝড়-তুফানও এখন মানুষের অনেক হুকুম তামিল করে। নদ-নদী সাগর ত করেই। প্রকৃতির উপর মানুষের এই যে শ্রেষ্ঠত্ব তা পরম সাধনার বস্তু। বহু দিনের সাধনায় আত্মোপলব্ধি সম্ভব হয়। শিক্ষাই এ সাধনার হাতিয়ার।

শিক্ষায় মানুষ নিজকে আবিষ্কার করে। শিক্ষা যেন একটা দর্পণ। দর্পণে নিজকে দর্শন ও উন্নতি সাধন। জীবনের সার্থকতা আত্মোপলব্ধিতে।

২। *আত্মোপলব্ধি ঃ*

পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মেরই মূল আবেদন নিজকে জানা। ইসলামের ভাষায়, যিনি নিজকে জেনেছেন, তিনি তাঁর রবকে জেনেছেন। এখন প্রশ্ন, নিজ বলতে কি কি বুঝায়? আপন বলতে কি বুঝায়?

আমি কি?	আমার মরণ
আমার দেহ।	আমার মা-বাপ ও পূর্বপুরুষ।
আমার মন।	আমার ঘর-বাড়ী, দেশ-গাঁ, পাড়া-প্রতিবেশী।
আমার স্বাস্থ্য।	আমার চেতনা, আমার ঘুম।
আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস।	আমার ইন্দ্রিয়।
আমার রোগ শোক ব্যাধি।	আমার পরিবেশ।
আমার ধর্ম অধর্ম।	আমার পৃথিবী।
আমার জন্ম।	আমার বিশ্বলোক। আমার স্রষ্টার দিদার।

আমার আমি আসলে অনেক। আমার চক্ষু, কান, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক সবই আমার প্রিয়। আমি আমার কিসে তৈরী? আমাতে আছে ক্ষিতি, অব, তেজ, মরুত ও ব্যোম। আমি পৃথিবীর মানুষ। পৃথিবীর মাটি আমার দেহে। আমাতে পানি বিরাজ করে। আমাতে আলোরও অবস্থান। আমি বাতাস ছাড়াও বাঁচি না।

মোটামুটি এইত আমি। এ সব এক বিরাট উপলব্ধি। এ কেবল চৈতন্যদেবের সম্পদ নয়।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

সব নবী-রসূল-পয়গাম্বর এ শিক্ষা লাভ করেছিলেন। হজরত মুহাম্মদ (সঃ) হিরা পাহাড়ের পরিবেশে দৈব ডাক শুনেছিলেন 'পড়'। পাহাড়ে আগুন জ্বলতে দেখে হজরত মুসার (আঃ) চেতনা হয়েছিল। বুদ্ধদেবেরও এমনি এক পরিবেশে বোধের উন্মেষ ঘটেছিল। কত অলী-আউলিয়া, সাধক-দরবেশ, মুণী-ঋষি কত বটতলে, নদীর কূলে, পাহাড়ের পাদদেশে কত উপলব্ধি বা জ্ঞান অর্জন করে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। পরিবেশ থেকে জ্ঞান বিকশিত হয়। পরিবেশের স্পর্শে জ্ঞানের দ্বার খুলে যায়। আমাদের অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়। এক কথায়, পরিবেশে আমরা নিজকে চিনি-জানি।

আমাদের আত্মোপলব্ধির শেষ নেই। পৃথিবী এক অনন্ত পরিবেশ। যাত্রা শুরু হল ত চলছেই। মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফের পথে রসূলুল্লাহ (সঃ)। তার সাথে আবু বকর (রাঃ) দুশমনদের জ্বালায় হিজরত করছেন। পথে আশ্রয় নিয়েছেন এক গুহায়, এক কূপে। হযরত আবু বকর (রাঃ) খুব ভীত হয়ে পড়েছেন। দুশমনরা তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন রসূলুল্লাহকে (সঃ) আমাদের কি হবে ? আমরা যে মাত্র দু'জন। রসূলুল্লাহ জবাব দিচ্ছেন : ভয়ের কারণ নেই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।

এই ত এক উপলব্ধি। এক দিব্যজ্ঞান। আত্ম-জ্ঞান, জ্ঞানের চক্ষে ধরা পড়ে, আমার মধ্যে সব আছে। তন্ত্রের কাছে কিছুই ধরা পড়ার কথা নয়। পরিবেশ এমনই এক শিক্ষক। বৃক্ষের প্রাণ আছে। বৃক্ষের খোরাক আবশ্যক। বৃক্ষের অনুভূতি আছে। বৃক্ষ সেজদা করে। চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা সবাই বিনা বিশ্রামে কর্মরত। এই ত জীবনের এক বড় উপলব্ধি।

পরিবেশ আমাতেই বিদ্যমান। আমি মাটি, আমি সাগর, আমি ঝড়-তুফান-বাতাস, আমি আকাশ, আমি চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা। আমিই সৃষ্টির এক পরম সত্য। এ জ্ঞানই শিক্ষা।

৩। *শিশু-শিক্ষায় সামাজিক পরিবেশ :*

পাখিরা বৃক্ষে নীড় রচনা করে ও বাস করে। মৎস্য বাস করে পানিতে। আদিযুগে মানুষ বৃক্ষের ডালে ডালে বাসা বানিয়ে বাস করত ও বন্য জীব-জন্তুদের কবল থেকে রেহাই

পেত। আবাসিক মানুষের বাস সমাজে। মানুষের পরিবার আছে, সমাজ আছে ও দেশ-রাষ্ট্র আছে। আমার বাড়ী এক মাঠের ধারে। পার্শ্বে তার এক নদী প্রবাহিত। চারদিকে খেত-খামার ও গাছ-পালা। দিনরাত এখানে বাতাস খেলে বেড়ায়। দিনে সূর্য কিরণ দেয়, রাতে চাঁদ হাসে। মাটির বুকে আমার ঘর। উপরে বিশাল নীল আকাশ। আমার বাড়ীর চারদিকে মানুষের বসত বাড়ী। কেউ আমার আত্মীয়; কেউ অনাত্মীয়। সবাই ভাই-ভাই, বোন-বোন। আমার বাড়ীর পাশের নদীর স্রোতে ভেসে ভেসে আমি গান গাই। "নদীর কুল নাই, কিনার নাই রে"। স্রোতে ভেসে ভেসে আমি বঙ্গোপসাগরে চলে যাই। চারদিকের দিগন্তের খোঁজে ঘুরে ঘুরে আমার দেশের সীমানায় উপনীত হই। বাঁশীর আওয়াজ ভেসে আসে বাতাসে, থাম এক পা'ও অগ্রসর হয়োনা। এই সীমা। এই সীমায় দাঁড়িয়ে অসীমের গান শুনতে পাই। আমি মুসাফির গান গাই। আমার প্রতিবেশীদের খবর হয়।

বাড়ীর কাছে আরশিনগর
সেথা এক পরশী বসত করে
আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।

নদীর পথে পথে সাগর যাত্রা। সীমার পথে পথে অসীমের সুর। আপনার মধ্যে পর। পৃথিবীর মধ্যে আকাশ। পাকা ফল-ফসলে সূর্য। জানার মধ্যে অজানা। দৃশ্যের মধ্যে অদৃশ্য। জীবনে মরণ, মরণে জীবন। আমার পরিবেশের এমনি শিক্ষা। "আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে/কর্মী হবার দীক্ষা আমি বায়ুর কাছে পাইরে।"

বার্ট্রাণ্ড রাসেল শিক্ষার ও শিক্ষকের কর্তব্য আলোচনা প্রসংগে এক নবতর চেতনার বা উপলব্ধির ইংগিত করছেন। মানুষের পক্ষে যেটা বড় করণীয় তা হচ্ছে তার নিজের অবস্থান ও অবস্থা বুঝা। মানব সভ্যাতার ইতিহাসে আমরা কত পথ পেরিয়ে এসেছি এবং বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছি। মানুষের মিছিল চিরন্তন গতিতে চলছে। বিশ্ব মানবতার এ মিছিলে আমরা কোথায়? আমরা পৃথিবীর কোন অংশে? চন্দ্র-সূর্য থেকে কত দূরে ইত্যাদি। এ এক বিরাট উপলব্ধি বা সমাজ সচেনতা।

৪ । অভিজ্ঞতা হস্তান্তর :

শিক্ষার মূল বিষয় হচ্ছে জীবন। জীবন মানে অভিজ্ঞতা মনোভাব, ধারণা, ভাব, তত্ত্ব, তথ্য, নীতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি মূল্যবোধ, ধর্ম, সুখ-দুঃখ, আনন্দ, বেদনা ইত্যাদি।

শিক্ষায় জীবন। মানুষের জীবন। গাছপালার জীবন। ফুল-ফসলের জীবন। নদীনালা, খাল বিলের জীবন। পোকা-মাকরের জীবন। পাখ-পাখালির জীবন। জীবজন্তুর জীবন। চন্দ্র সূর্যের জীবন। মাছের জীবন। কেঁচো, শামুক পিঁপড়া-মৌমাছির জীবন। অতীত মানুষের জীবন। বর্তমানে মানুষের জীবন। ভবিষ্যত মানুষের জীবন। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবন। পরিবেশে মানুষের জীবন। আর জীবন মানেই অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতাই এক উপলব্ধি।

জন ডিউইর মতে, শিক্ষা হচ্ছে অভিজ্ঞতার হস্তান্তর। বড়রা ছোটদের কাছে তাদের জীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতা হস্তান্তর করেন। সব মা-বাপ ও অভিভাবক আনুষ্ঠানিকভাবে এ অভিজ্ঞতা হস্তান্তরের কাজ করতে পারেন না বা করেন না। এর জন্য এজেন্ট বা প্রতিনিধি আবশ্যক। শিক্ষক-শিক্ষিকা দশজনের সেই প্রতিনিধি। দশের অভিজ্ঞতা তাদের নির্বাচিত বা মনোনিত প্রতিনিধির মাধ্যেমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। দশজনের অভিজ্ঞতা সমাজেই অর্জিত হচ্ছে। দশের অভিজ্ঞতা আবার পুস্তকেও বিধৃত। পরিবেশ পরিচিতি এমনই একটা পুস্তক। এতে বড়দের আত্মোপলব্ধির স্বাদ বিদ্যামান। ধীরে ধীরে শিশুদের মধ্যে তা সঞ্চার লাভ করে।

পরিবেশ পরিচিতি আসলে সমাজ বিদ্যা। শিশুর দৈনন্দিন জীবনের চার পাশের খবর সংগ্রহ। যা-ই সামনে পড়ে তা—ই জানা। চার পাশই জ্ঞানে সমৃদ্ধ। পরিবেশে মানুষের আত্মোপলব্ধির সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। পরিবেশে শিশুরও আত্মোপলব্ধি সম্ভব। এর জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রচেষ্টা আবশ্যক।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

৫। *পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠ্যপুস্তকে শিশুর আত্মোপলব্ধির সুযোগ :*

আত্মোপলব্ধি বিভিন্ন উপায়ে অর্জিত হতে পারে। আমাদের শিশু বর্তমান যুগের মানুষ। সে সমাজে বাস করে, সামাজিক শিক্ষা গ্রহন করে ও সামাজিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হয়। বৈরাগ্য তার খুব একটা কামা নয়। আধুনিক সামাজিকতার শত শত বন্ধনের ডোরে আবদ্ধ হয়েও সে আত্মোপলব্ধি অর্জন করতে পারে। আমাদের বর্তমান পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) তারই নূন্যতম প্রয়াস। সমাজের নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সে নিজকে আবিস্কার করবে, নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, নেতৃত্ব দান করবে। তার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য সেবা। সেবাই পরম তপস্যা। সেবাই বড় ধর্ম। এ সেবা নিজেরও, পরেরও।

পরিবেশ পরিচিতি সমাজের বিষয়বস্তু :

ক) ***পরিবার :***

সদস্য হিসেবে দায়িত্ব—কর্তব্য উপলব্ধি। স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালভাষা। খেদমত। মহত্ব অর্জন। শিক্ষার হাতে খড়ি। জীবনের প্রস্তুতি। কর্ম নির্বাচন। পরিবারের ধর্ম পালন। সংস্কৃতি বোধের উন্মেষ।

খ) ***সমাজ সচেতনতা :***

প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, নিজ গ্রাম বা শহরের অধিবাসীদের চেনা-জানা। খেলা-ধূলা। উন্নত মানবীয় সম্পর্ক স্থাপন। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা উপভোগ। পরের সাহচর্যে নিজের ও অপরেরর খেদমত। দেয়া নেয়ার সম্পর্ক স্থাপন। সামাজিক ধর্ম পালন। সামাজিক অনুষ্ঠানে রীতিমত শরীক হওয়া।

গ) দেশ-রাষ্ট্র :

নাগরিকত্বের গুণাগুণ অর্জন। সুনাগরিক হিসেবে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য অনুধাবন। নেতা নির্বাচন। নেতার আদেশ-নিষেধ পালন। জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির জ্ঞানের মাধ্যমে নিজকে সনাক্ত করা। পরের সম্পর্কে ও জাতির সম্পর্কে নিজকে জানা। দেশের মাধ্যমে বিশ্বকে জানার সুযোগ। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব। বিশ্বপ্রেম। বিশ্বশান্তি।

ঘ) ইতিহাস-চেতনা :

ইতিহাসে সমাজের কাহিনী। দেশের কাহিনী। প্রাচীন বা অতীত মানুষের কাহিনী। পূর্ব পুরুষদের জ্ঞানার্জন। অতীত দোষ-গুণের জ্ঞান। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশের মানুষের অভিজ্ঞতার ইতিহাস পাঠ। জীবনকে পরের অভিজ্ঞতার আলোকে সমৃদ্ধ করা।

ঙ) প্রকৃতি-প্রেম :

প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক আবিষ্কার। প্রকৃতি মানুষে পরস্পর নির্ভরশীলতা। জীবে দয়া। প্রাকৃতিক সম্পদ উপভোগ। প্রকৃতিকে মানুষের খেদমতে নিয়ন্ত্রণ। বিজ্ঞান চর্চা। প্রকৃতিকে মানুষের সেবায় নিয়োগ। প্রকৃতিতে স্রষ্টার রূপ-রহস্য অন্বেষণ।

চ) জীবন-ব্যবস্থা :

বিভিন্ন যুগে মানুষের জীবন ব্যবস্থার জ্ঞানার্জন। হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান উপজাতিদের জীবন-ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন দেশের সাথে ধর্মের যোগ আবিষ্কার। পৃথিবীর সেরা মনীষীদের কর্মযোগের অভিজ্ঞতা। জীবনের মোকাবেলা।

ছ) ভূগোলের জ্ঞান :

চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার সম্পর্কে পৃথিবীর জীবনধারা। কৃষি কাজ। ফল-ফুল ফসলের কাহিনী। উৎপাদন ব্যবস্থা। পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় অর্থনীতির জ্ঞান। মাটি, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিলের কর্মপ্রবাহ। পানি সম্পদ। কৃষিজ, খনিজ ও বনজ সম্পদের ব্যবহার। জীবনে ভূগোলের জ্ঞানের আবশ্যকতা উপলব্ধি।

জ) জাতীয় প্রশাসন-জ্ঞান :

দেশ ও পৃথিবীর বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থার তথ্য। দেশ-বিদেশের নেতৃত্বের জ্ঞান ও আনুগত্য। স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন। স্থানীয় নেতৃত্ব। কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন। অধিকার সচেতনতা। যোগাযোগ রক্ষা। তথ্য সংগ্রহ। সেবা।

ঝ সাংস্কৃতিক একাত্মতা :

পারিবারিক, স্থানীয় ও জাতীয় সংস্কৃতির জ্ঞান। সংস্কৃতি সাধনা। ধর্মীয় চেতনা। জাতীয় জীবন-চেতনা। চিত্ত বিনোদন। সৌন্দর্য বোধ। সেবার মনোভাব। ত্যাগ স্বীকার, শান্তি কামনা। পরোপকারের স্পৃহা। জাতীয় দিবস উদযাপন। একতা। ভ্রাতৃত্ব। দেশসফর। মানবীয় গুনের চর্চা। জাতীয় জীবনবোধের সঠিক বিকাশ। মংগল চিন্তা।

ঞ) বিশ্ব-জ্ঞান :

পৃথিবীতে বাংলাদেশের ভূমিকা। বিশ্বের সকল দেশের ও মানুষের জ্ঞানার্জন। বিশ্ব প্রেমের উন্মেষ। বিশ্ব প্রকৃতির তথ্য জ্ঞান। বিশ্ব প্রেম ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব। বিশ্ব শান্তি কামনা। সৃষ্টির বৈচিত্র্য-জ্ঞান।

৬। আত্মোপলব্ধির পন্থা :

শিশুর আত্মোপলব্ধি অপরিহার্য। তার সমাজ সচেতনতা অর্জনের লক্ষ্যে তাকে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠ্যপুস্তক অর্পণ করা হয়েছে। এ পুস্তকের সঠিক পরিবেশন শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রতিদিনের কর্তব্য। নির্দেশিত লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য কতগুলো মাধ্যম-জ্ঞান আবশ্যক। শিশুর আত্মোপলব্ধি অর্জনে নিম্নলিখিত উপায় বা মাধ্যম খুবই গুরুত্ব বহন করতে পারে।

(ক) জ্ঞান সাধনা :

জ্ঞান-তৃষ্ণা। পাঠানুরাগ। কষ্ট স্বীকার। পরিশ্রম। তথ্য সংগ্রহ। দৈনন্দিন জীবনে আর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার। বিদ্যা ও আমল। সংযম।

(খ) সামাজিক যোগাযোগ :

মানুষের সাথে মধুর সম্পর্ক স্থাপন। বন্ধুত্ব। খেলাধুলায় অংশগ্রহণ। সহানুভূতি সহযোগিতার মনোভাব। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ভাব। মানুষের সাহচর্যে জ্ঞান বৃদ্ধি। মানুষের সেবা। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা। শৃংখলা বোধ।

(গ) কর্তব্য-নিষ্ঠা :

বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালন। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য। সুনাগরিকত্ব অর্জন।

(ঘ) দেশ সফর :

আঞ্চলিক ও জাতীয় ঐতিহাসিক স্থান, যাদুঘর, গ্রন্থাগার, চিড়িয়াখানা, পাহাড়-পর্বত, বনাঞ্চল, মাজার, তীর্থস্থান, সমুদ্র, প্রভৃতি পরিদর্শন। মানুষের সাথে পরিচয় লাভ। অভিজ্ঞতা অর্জন।

(ঙ) ভক্তি-

পিতৃ-ভক্তি। মাতৃভক্তি। ওস্তাদদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। সেবা। শিষ্যত্ব অর্জন। আদর্শ জ্ঞান। মূল্যবোধের চর্চা। মানুষত্বের লালনা। ধর্ম কর্ম পালন। বই-পুস্তক পাঠ। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অর্জন।

চ). কর্ম যোগঃ

কাজই ধর্ম। খেল্যধূলার চর্চা। স্বাস্থ্য রক্ষা। ব্যায়াম চর্চা। সামাজিক কাজ কর্ম ও অনুষ্ঠানে যোগদান। সমাজ সেবা।

আত্মোপলব্ধির মূল্যায়ন ঃ

পরিবেশ পরিচিতি সমাজ কেবল পরীক্ষা পাশের বিষয় নয়। এ সমাজ বিদ্যা শিশুর সমাজ সচেতনতা ও আত্মীক বিকাশের বিষয়। পূর্ণ একটি বছরের শিশুর সমাজ বিদ্যা বা পরিবেশ বিদ্যা পাঠের উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে কিনা এবং তার পক্ষে সামাজিক চেতনা ও আত্মোপলব্ধি অর্জন সম্ভব হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রথম দায়িত্ব হল শিশুকে বিশেষ ভাবে চেনা ও তাকে ভাল বাসা। শিশুকে স্নেহ দিলে শ্রদ্ধা মিলে। শিশুকে বাদ দিয়ে পরিবেশ পাঠদানের কোন অর্থই হয় না।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

শিশুর আত্মোপলব্ধি ও সমাজ সচেতনতা মূল্যায়ন কল্পে নিম্নরূপ প্রশ্নমালা রচনা করা চলে :

(ক) *তোমার বেলায় যে কথাটি সত্য তার নিচে টিক (√) দাও :*

	কাজ	হাঁ	না
(অ)	আমি আত্মীয় কুটুমদের বাড়ীতে বেড়াইতে যাই ও তাদের দাওয়াত দেই	—	—
(আ)	আমি ফকির মিসকিনদের তাড়িয়ে দেই।	—	—
(ই)	আমি অসুস্থ বন্ধুবান্ধবদের পরিদর্শন করি।	—	—
(ঈ)	আমি মুরুব্বীদের সালাম/আদাব দেই।	—	—
(উ)	আমি দেশ সফরের উদ্দেশ্য অর্থ সঞ্চয় করি।	—	—
(ঊ)	আমি বিড়াল-কুকুরকে ঠেংগিয়ে তাড়াই।	—	—
(ঋ)	আমি রোজ বেশ বেলায় সুনিদ্রায় ঘুম থেকে জাগি।	—	—
(এ)	আমি স্বদেশের প্রসিদ্ধ স্থানগুলির ইতিহাস পাঠে আগ্রহী।	—	—
(ঐ)	আমি প্রত্যেহ নামাজ পড়ি/পূজা অর্চনা করি।	—	—
(ও)	আমি প্রতি সপ্তাহে নিজের কোন-না-কোন জামা-কাপড় ধৌত করি।	—	—
(ঔ)	স্বাস্থ্যের জন্য ডাক্তারই যথেষ্ট। আমি স্বাস্থ্যের যত্ন নেইনা।	—	—
(ং)	জাতি সংঘের কাহিনী পাঠ করা আমি প্রয়োজনীয় মনে করি।	—	—

(খ) *শূন্য স্থানে উপযুক্ত শব্দ লিখ :*

(অ) বাংলাদেশের আয়তন — — বর্গমাইল। (আ) বাংলাদেশের প্রায়— — গ্রাম
(ই) — — বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। (ঈ) বাংলাদেশের জন্ম — সালে — মার্চ।
(উ) — — খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। (ঊ) মীরজাফরের পুত্রের নাম — —।

৪। প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

(এ) পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ হয়— — খৃষ্টাব্দে (ঐ) এ, কে, ফজলুল হক — — জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। (ও) বাংলাদেশ টেলিভিশন কেন্দ্র ঢাকার — — অবস্থিত।
(ঔ) জাতি সংঘের জন্ম হয় — — সালে। (ং) — — শহরে হজরত শাহজালালের দরগাহ অবস্থিত।

মূল্যায়ন অতি জুরুরী। কিন্তু তার চেয়ে জুরুরী মূল্যায়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমাদের অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা ট্রেনিং থাকা সত্ত্বেও দিনের পর দিন অন্ধভাবে ছেলেমেয়েদের পাঠদান করে যাচ্ছেন। কি উদ্দেশ্যে কি পড়াচ্ছেন তাও অনেক সময় অনেকে জানেননা। পরীক্ষা পাশটাই এখনও আমাদের শিক্ষার বড় লক্ষ্য। আমাদের আসল লক্ষ্য হওয়া দরকার শিশু ও তার সামগ্রিক বিকাশ ও তার আত্মোপলব্ধি

আত্মোপলব্ধি অর্থ আত্ম-জ্ঞান বা আত্মিক জ্ঞান। এর সাথে বিধৃত পরিবেশ জ্ঞান, স্বদেশ জ্ঞান, পার্থিব জ্ঞান, সব সৃষ্টি ও পরম স্রষ্টার জ্ঞান। নিজকে বাদ দিয়ে যে জ্ঞান সে জ্ঞানে জীবন ধন্য হলেও তার দ্বারা দেশের উন্নয়ন সম্ভব হয় না। সবাই মানুষ হলে দেশ আপনা আপনি গড়ে উঠে। শিশুর সার্বিক বিকাশ ও আত্মোপলব্ধি জাতীয় উন্নতির পূর্বশর্ত। পরিবেশ শিশুদের জীবনের অনেক চাহিদা মিটায়।

— | —

চিন্তা, শিক্ষা ও পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার গুরুত্ব ও ভূমিকা

মমতাজ মহল,
বিশেষজ্ঞ।

ভূমিকা : জন্মের পর থেকেই শিশু তার পরিবেশের মধ্যে লালিত পালিত হয়। এর পর তার সমস্ত কার্যক্রম ও চিন্তাধারা গড়ে উঠে পরিবেশকে কেন্দ্র করে অথবা পরিবেশের উপর ভিত্তি করে। শিশু কৌতুহলী। এই কৌতুহলের বশে সে স্বাভাবিক ভাবেই তার পরিবেশকে জানতে চায়। শিশুর জানবার আকাঙ্খা, কৌতুহল এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার আগ্রহকে সুষ্ঠু ও সঠিক ভাবে পরিচালিত করে লালন করা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে, পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে, পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে আসার অভ্যাস গঠনে শিশুকে সহায়তা করা এবং তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি গড়ে তোলা এ স্তরের শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) কি ?: প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় এবং তার আলাদা আলাদা স্তর সম্পর্কে শিশু চিন্তা করতে অভ্যস্ত নয়। তাই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান সম্পদকে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ে বিভক্তকরণ শিশুর সুষ্ঠু শিক্ষালাভে অন্তরায় হতে পারে। তার পরিবেশ তার কাছে একটি অখণ্ড সত্ত্বা। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের নীতিমালা ও এ বয়সের শিশুর স্বাভাবিক মানসিক পরিণতি ও প্রবণতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং এর ক্রম বিকাশের উদ্দেশ্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে "প্রাকৃতিক বিজ্ঞান" ও "সমাজ বিজ্ঞান" আলাদাভাবে পড়ানোর পরিবর্তে এ দুটির সমন্বয়ে "পরিবেশ পরিচিতি" বিষয়টি প্রবর্তন করা হয়েছে। সামগ্রিক পরিবেশকে ঘনিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশু যেন তার অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত ও বিশ্লেষণ শক্তিকে তীব্র করতে পারে সেই লক্ষ্যেই এই বিষয়টির অবতারনা। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে একটি নূতন সংযোজন। এর বিষয় বস্তু পৌরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ের উপাদানে প্রস্তুত করা হয়েছে। পরিবেশের প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিকের সংগে শিশুকে পরিচিত করা এবং সচেতন করাই এর উদ্দেশ্য।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার গুরুত্ব : প্রাচীনকাল থেকেই দার্শনিক ও শিক্ষাবিদগণ বলে এসেছেন যে বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা দিতে হবে তাদের পরিবেশ থেকে যেখানে তারা বাস করে, পড়াশুনা করে ও খেলাধুলা করে। পুঁথিগত বিদ্যা ছাত্রদের মনের খোরাক মিটায় না। এ রকম বিদ্যা স্বভাবতই নিরানন্দ মনে হয় তাদের কাছে। যে জ্ঞানের সংগে বাস্তব জগতের মিল আছে সে জ্ঞান অর্জনে শিক্ষার্থীরা সহজেই মনোযোগী ও আগ্রহী হয়। পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টিতে ছাত্রদের জ্ঞানের সীমা কেবল বইয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান অর্জনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। শিক্ষাকে বাস্তব ধর্মী এবং পরিবেশ ও জীবন ভিত্তিক করার জন্য পরিবেশের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করে সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত হবার সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় তীক্ষ্ণ, পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ উভয়বিধ চাহিদা পূরনার্থেই "পরিবেশ পরিচিতির" আগমন।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার বৈশিষ্ট্য : "পরিবেশ পরিচিতির" মূলসুর হলো পরিবেশকে ভালভাবে জানা-অর্থাৎ এর সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপাদানের সংগে পরিচিত হওয়া। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এসব উপাদান, ঘটনা এবং জীব ও জড় পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পর এগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের ব্যবস্থা নেয়া।

শিক্ষার্থীগণ যে পরিবেশে বসবাস করে সে পরিবেশের বসবাসকারী ও সমাজের বিভিন্ন পেশার লোকদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দিতে হবে। তাতে শিশু সমাজের বিভিন্ন লোকদের কাজ ও কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁদের প্রতি এবং তাঁদের কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখে।

শিক্ষার্থীরা পরিবেশ পরিচিতির মাধ্যমে নিজের অঞ্চল এবং ক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানের ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক সম্পদ, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতির এবং বিশ্বমানব সমাজ সম্পর্কেও জ্ঞানলাভের সুযোগ লাভ করে। এর ফলে তাদের মনে নিজের দেশের প্রতি জ্ঞানপূর্ণ ভালবাসা জন্মায় এবং অন্য দেশের লোকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

পরিবেশকে জেনে নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে এবং সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও তদপ্রেক্ষিতে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য জাগিয়ে তুলতে হলে ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে হবে। শিশুরা পরিবেশের সাথে পরিচিত হয়ে সমাজের অতীতকে জানবে, বর্তমানকে মূল্যায়ন করবে এবং সে আলোকে জীবনধারার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সম্পর্কে ভাববে—এই হচ্ছে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠের মূলকথা।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠের মাধ্যমে যাতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর আলোকে উপযুক্ত মননশীলতার সৃষ্টি হয়, প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যাতে সচেতন হয় এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

১ম ও ২য় শ্রেণীতে "পরিবেশ পরিচিতি" (সমাজ) শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

১ ঃ পারিবারিক পরিবেশ এবং পরিবারের খাদ্য ও তার উৎস সম্বন্ধে জানা।

২ ঃ পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে জানা।

৩ ঃ আশ্রয়স্থান / বাসস্থান এবং স্থানীয় পরিবেশের নানা ধরণের বাসগৃহ সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

৪ ঃ স্থানীয় পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন লোকের পেশা সম্বন্ধে জানা।

৫ ঃ পোষা ও গৃহপালিত পশু-পাখী সম্বন্ধে জানা;।

৬ ঃ আবহাওয়া ও ঋতু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

৭ ঃ স্থানীয় পরিবহন ও ঋতু চলাচল ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানা।

৮ ঃ স্থানীয় পরিবেশ ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানা ও ধারণা লাভ।

৯ ঃ বাতাস ও পানি, চাপ ও আলো এবং স্থানীয় পরিবেশে বিদ্যমান জীব ও জড় পদার্থ সম্বন্ধে জানা।

১০ ঃ সামাজিকতা, সৌজন্য ও শৃংখলাবোধ জাগ্রত করা।

১১ ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্বন্ধে জানা এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গঠন।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

১২ : দিক, দূরত্ব ও সময় সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

১৩ : বিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

১৪ : প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।

১৫ : স্থানীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

১৬ : স্থানীয় ইতিহাস জানা।

১৭ : খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে জানা।

৩য় শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার উদ্দেশ্য :

১ : শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ পরিবার এবং নিজ এলাকার পরিবার সম্পর্কে ধারণা লাভ। আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, মেহমান ও অন্যান্য সকলের সংগে সম্পর্ক সম্বন্ধে জানা। তাদের প্রতি-যথাযথ আচরণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞাত করা। পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তাদের মধ্যে সুষ্ঠু মানসিকতা সৃষ্টি করা। সমাজ ও সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত করা, সমষ্টি গত জীবন যাপনের নিয়ম কানুন শেখান ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ লাভে সহায়তা করা।

২ : শিক্ষার্থীদের নিজ পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার যে সব পেশা জীবি লোক বাস করে তাদের সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তাদের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। এই পরিবেশের লোকদের খাদ্য, পোষাক, বাসস্থান, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

৩ : শিক্ষার্থীদের সামাজিক পরিবেশ ছাড়াও যে সব প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানে নিজ অঞ্চল, পাড়া, মহল্লা ও গ্রাম গঠিত সে সম্পর্কে সাধারণভাবে জ্ঞানলাভ ও পরিচিত করা। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করা এবং এই সব এলাকার উন্নয়ন মূলক কাজের সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

৪ : মানুষের কার্যাবলী ও জীবনধারা পরিবেশের উপর নির্ভরশীল এই সম্পর্কে অবহিত করা।

৫ : মানবজাতির বর্তমান পরিবেশ ও সমাজের সাথে অতীতের পরিবেশ ও সমাজের পার্থক্য অনুধাবন করা। প্রকৃতি ও প্রাণীজগতের উপর মানবজাতির কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

চতুর্থ শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার উদ্দেশ্য :

১ : বিভিন্ন সময়ে মানুষের সমাজ ব্যবস্থার এই অগ্রগতির সাথে মানুষের কার্যকলাপের যে পরিবর্তন হয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত হওয়া।

২ : পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর যে প্রভাব বিস্তার হয় সে সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা।

৩ : শিক্ষার্থীদের নিজ অঞ্চলের বাইরে যে বৃহত্তর অঞ্চল আছে সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং এইসব বৃহত্তর অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা। এইসব জ্ঞান ও ধারণা তারা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে লাভ করবে।

৪ : বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতিদের জীবনধারা ও সাংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়া যেমন—চাকমা, গারো প্রভৃতি।

৫ : নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য দেশীয় ঐতিহাসিক নিদর্শন ও সাংস্কৃতির সাথে পরিচয় লাভ।

পঞ্চম শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার উদ্দেশ্য :

১ : বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা, প্রতীক, জাতীয় সংগীত, অধিবাসী, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং সুনাগরিক করে নিজেদের গড়ে তোলা।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

২ : প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকালের বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বিবর্তন, উত্তরণ ও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মলাভ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা। জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে জেনে জাতীয় আদর্শ ও চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে শিক্ষার্থীদের প্রেরণা দেয়া।

৩ : বাংলাদেশের অবস্থান ও ভৌগলিক পরিচয় যেমন—প্রাকৃতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক কার্যাবলী, সামাজিক অবস্থা, সংস্কৃতি ও জনসংখ্যা সম্পর্কে অবহিত করা এবং দেশের কৃষিজ, খনিজ, জলজ সম্পদ ও শিল্প সম্বন্ধে জানা এবং সংরক্ষণে শিক্ষার্থীদের মনোভাব গড়ে তোলা।

৪ : বাংলাদেশের যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা।

৫ : জাতিসংঘ ও বিশ্বমানব সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা। তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা থাকা। দেশের নানা প্রকার উন্নয়ন কর্মসূচীতে জাতিসংঘের ভূমিকা সম্পর্কে জানা।

এ ছাড়া পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টির উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এগুলোতে রয়েছে কিছু তথ্য বা জ্ঞান সম্বন্ধীয় কিছু কিছু ধারণা এবং কতক সূত্র বা সাধারণ নীতি/নিয়ম সম্পর্কিত বিষয়বস্তু। উদাহরণস্বরূপ, "খাদ্য ও তার উৎস সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ", "দিক, সময় ও দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণালাভ" এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আবার "হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল, আমাদের পোষা পশু-পাখী" হল একটি তথ্য সম্বন্ধীয় বিবৃতি। এর মধ্যে "পোষা" কথাটি হল একটি ধারণা। অনুরূপভাবে, "রাস্তার ডান পাশে কুড়িটি বাড়ি আছে" একটি তথ্য কিন্তু এর মধ্যে "ডান" ও "কুড়ি" শব্দ দু'টি ধারণা। "বাংলাদেশে বৎসরে ঋতু ছয়টি" এ তথ্য বিষয়ক কথাটির মধ্যে "দেশ, ঋতু, ছয় ও বৎসর" শব্দগুলোর ধারণা বুঝায়।

এ সব জ্ঞান, ধারণা ও নিয়ম বা সাধারণ সূত্র সম্পর্কীয় উদ্দেশ্যাবলীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিষয়বস্তু চয়িত ও বিন্যস্ত রয়েছে। পাঠদান করবার সময় শিক্ষককে সব সময় এগুলো সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে। পাঠ পরিকল্পনা তৈরীর সময়, শিক্ষা-পদ্ধতি ও শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহার করতে ও শিক্ষার্থীর কাজে পরিচালনার সময় শিক্ষককে সব সময় সচেতন হয়ে কাজ করতে হবে যেন এ সব তথ্য, ধারণা ও নীতিমালা সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু, অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষণীয় কাজ (***Learning experience and activity***) যথাযথভাবে শিক্ষার্থীরা পেতে পারে।

প্রশ্ন :

১ : পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) কাকে বলে ?

২ : প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।

৩ : প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার বৈশিষ্ট্য গুছিয়ে লিখুন।

৪ : প্রাথমিক স্তরে শিশুদের পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১ : বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্ট—প্রথম খণ্ড : প্রাথমিক স্তর।

২ : শিক্ষক নির্দেশিকা।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন ও সক্রিয় ভাবে পাঠ গ্রহনে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করণ

তওফীকা বেগম
সহকারী অধ্যাপক

শিক্ষাদান কৌশল :

শিক্ষাদান কাজে শিক্ষকের চেয়ে উত্তম পদ্ধতি আর নেই। কোন শিক্ষাদান পদ্ধতি কোন বিষয়ের জন্য উৎকৃষ্ট তা সঠিক বলা যায় না। কারণ দেখা গেছে যে বিভিন্ন পরিবেশে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন ফল পাওয়া গেছে। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) এর পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তির অর্থ কেবল জ্ঞান অর্জন নয়। জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা যেন জ্ঞানকে প্রয়োগ করার ক্ষমতা, দক্ষতা, মূল্যবোধ, পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব প্রভৃতি অর্জন করতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চিরাচরিত বক্তৃতা পদ্ধতি এ বিষয় শিক্ষাদানে জন্য উপযুক্ত নয়। শিক্ষক কোন একটি পদ্ধতি দৈনন্দিন পাঠের জন্য বেছে না নিয়ে কয়েকটি পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারেন। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে শিক্ষক একটি পাঠদানে বক্তৃতা, আলোচনা, পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি শিক্ষাদান কৌশল ব্যবহার করতে পারেন। শিক্ষক সারা বছরে কয়টি পাঠ দেবেন এবং কোন্ পাঠে কোন্ পদ্ধতি ব্যবহার করবেন তা আগে থেকেই ঠিক করে নেবেন।

নিম্ন লিখিত পদ্ধতিগুলো পরিবেশ পরিচিত (সমাজ) শিক্ষাদানে শিক্ষক ব্যবহার করতে পারেন।

পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি :

আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষিকাগন যে পাঠদান পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন তা হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি। পাঠ্যপুস্তকের সব তথ্য শিক্ষার্থীদের

অবগত করানই পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতিতে সাধারণত শিক্ষক অথবা শিক্ষার্থীরা কয়েকটি অনুচ্ছেদ জোরে জোরে পড়ে। কঠিন বাক্য বা শব্দ শিক্ষক বুঝিয়ে দেন। সাধারণত শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পড়া মুখস্ত করতে বলেন এবং অনেক সময় প্রতিটি লাইন পদ্য মুখস্তের মত পড়া নেন। অনেক সময় না বুঝে পড়ার জন্য শিক্ষার্থীরা কিছুদিন পরই সব ভুলে যায়।

শিক্ষক পাঠ্যপুস্তককে কেবল মুখস্ত করার জন্য ব্যবহার না করে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও বুদ্ধি বিকাশের জন্যও ব্যবহার করতে পারেন। মুখস্ত করানোর পরিবর্তে সারাংশ বা সংক্ষেপ লেখাতে অথবা কয়েকটি দলে আলোচনার জন্য সুযোগ দিতে পারেন। ছাত্ররা পাঠ্য বিষয়টি কয়েকবার সরবে ও নীরবে পাঠের পর শিক্ষক প্রত্যেক অনুচ্ছেদ থেকে ছোট প্রশ্ন করে উত্তর আদায় করে নেবেন এবং প্রত্যেক অনুচ্ছেদের মূল কথাগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেবেন। প্রয়োজনমত উপকরণাদি ব্যবহার করবেন।

প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক বক্তৃতা বা আলোচনা পদ্ধতি :

বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সাধারণত নীরব শ্রোতার ভূমিকা পালন করে। তবে শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের তাঁর বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা বা প্রশ্ন করার সুযোগ দেন তাহলে শিক্ষাদান ফলপ্রসূ হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক সম্পূর্ণ পাঠটিকে কয়েকটি শীর্ষে ভাগ করে দিয়ে প্রত্যেক শীর্ষ শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করার পর ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে শিক্ষার্থীরা কতটা বুঝতে পারছে তা যাচাই করে নেবেন। প্রত্যেক শীর্ষের সারাংশ বোর্ডে লিখে দেবেন। প্রয়োজন মত উপকরণাদিও ব্যবহার করবেন।

আবিষ্কার পদ্ধতি বা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি :

আবিষ্কার পদ্ধতি চিরাচরিত পদ্ধতিগুলো থেকে একটি ব্যতিক্রম পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পাঠ দিতে

হলে শিক্ষার্থীদের শ্রেণী কক্ষের বাইরে নিয়ে যেতে হবে এবং একটি পাঠ কয়েকদিন পর্যন্ত চলতে পারে। আবিষ্কার পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে অগ্রসর হতে হয়। এই পদ্ধতির তিনটি পর্যায় আছে। পর্যায়গুলো হলো।

(১) পর্যবেক্ষণ।
(২) লিপিবদ্ধকরণ ও উপাত্ত, নমুনা প্রভৃতি সংগ্রহ করণ।
(৩) বিশ্লেষণ।

পর্যবেক্ষণ :

সর্তক পর্যবেক্ষণ শিশুদের জন্য সহজ না। শিক্ষক তাদের স্পষ্ট করে বলে দেবেন কি কি বিষয় তারা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। কেবল দেখার জন্য দেখলে তাদের কোন কাজে আসবে না। তাদের দৃশ্য বস্তুর সংগে পাঠ্য বিষয়ে সংযোগ ঘটিয়ে দিতে হবে।

লিপিবদ্ধকরণ ও উপাত্ত, নমুনা প্রভৃতি সংগ্রহ :

আবিষ্কার পদ্ধতির দ্বিতীয় পর্যায় লিপিবদ্ধকরণ ও উপাত্ত, নমুনা প্রভৃতি সংগ্রহকরণ। শিক্ষার্থীরা যাযা পর্যবেক্ষণ এবং উপাত্তাদি সংগ্রহ করবে তা লিপিবদ্ধ করবে। প্রশ্নমালা (***Questionnaire***) পূরণ, মাপঝোক করণ, নমুনাদি সংগ্রহ করণ ইত্যাদি কাজের নমুনা হিসাবে হতে পারে।

বিশ্লেষণ :

আবিষ্কার পদ্ধতির তৃতীয় পর্যায় বিশ্লেষণ। ছাত্ররা যা যা পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করেছে অথবা নমুনাটি সংগ্রহ করেছে তা বিশ্লেষণ করবে এবং তাদের মতামত দেবে। উক্ত তিন পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সর্ব প্রকার সাহায্য দেবেন। আবিষ্কার পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সব পর্যায়ে সক্রিয়

থাকে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের করণীয় কাজ সম্পর্কে নীচে দেয়া হল।

শিক্ষকের ভূমিকা ঃ

শিক্ষক বয়স ও শ্রেণী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের "আবিষ্কার যাত্রার" বিষয় ও স্থান নির্বাচন করবেন। একটি পাঠে কদিন সময় দেবেন তা ঠিক করে রাখবেন আগ থেকেই। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের বাইরে নিয়ে যেতে হলে তাদের নিরাপত্তা ও নানা অসুবিধার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। এমন দূরে নিতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা গন্তব্যস্থলে হেটে যেতে পারে এবং পরিশ্রান্ত না হয়ে সহজেই ফিরে আসতে পারে।

প্রস্তুতি ঃ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের করণীয় কাজের এবং নিজের জন্য কার্যতালিকা পূর্ব হতেই প্রস্তুত করে নেবেন এবং সেমত কাজ করবেন। প্রয়োজন বোধে যেখানে শিক্ষার্থীদের দেবেন সে স্থানটি তিনি আগে দেখে এবং সুবিধা অসুবিধা যাচাই করে নেবেন। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দিয়ে যাতে সাহায্য করেন এজন্য শিক্ষক স্থানীয় লোকদের সংগে যোগাযোগ করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও উপকরণাদি ঠিক করে রাখবেন, যেমন স্থানটির মানচিত্র বা নক্সা, মাপনী ফিতা, প্রশ্নমালা প্রভৃতি।

পাঠ উপস্থাপন :

যে বিষয়টি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভে শিক্ষার্থীরা ফিল্ড ওয়ার্কে যাবে সে সম্পর্কে ধারণাগুলো শিক্ষক স্পষ্টভাবে তাদের কাছে ব্যাক্ত করবেন। সমস্ত ক্লাশটিকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় দলনেতা নির্বাচন করবেন এবং প্রত্যেক দলের করণীয় কাজ সম্পর্কে নির্দেশ দেবেন।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

ফিল্ড ওয়ার্ক :

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে তাদের আবিষ্কারের কাজে গন্তব্যস্থানে যাবেন। শিক্ষকের পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী তারা সেখানে নিজ নিজ দলের কাজ করবে এবং শিক্ষক সব সময় তাদের সহায়তা করবেন।

বিদ্যালয়ে ফিরে কাজ:

বিদ্যালয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক দল তাদের কাজের বিবরণ তৈরী করবে এবং আলোচনা করবে অন্য দলের সাথে। পরে সব দলের কাজ একত্রিত করে শিক্ষকের কাছে জমা দেবে। কাজের চার্ট, ছবি, মডেল প্রভৃতি প্রস্তুত করবে। শিক্ষার্থীদের সকল কাজে শিক্ষক সহায়তা করবেন। প্রয়োজন বোধে বিষয়টির ওপর শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াবার জন্য বহিরাগত বক্তাকেও আলোনায় আমন্ত্রণ করতে পারেন। (বহিরাগতরা স্থানীয় কৃষক, কুমার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি হতে পারেন)।

শিক্ষক সবশেষে শিক্ষার্থীদের কাজের মূল্যায়ন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের রিপোর্ট, ছবি, মডেল সংগ্রহ ইত্যাদির সাহায্যে বিদ্যালয়ের সবার দেখার জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষক ইচ্ছে করলে অভিভাবকদের ও আমন্ত্রণ করতে পারেন এই প্রদর্শনীতে।

শিক্ষাদান প্রসংগে বিশেষ জ্ঞাতব্য :

শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যে পদ্ধতিতেই পাঠদেন না কেন, সব সময় তার একথা মনে রাখতে হবে যে, যখনই সুযোগ হবে পাঠটির সংগে ছাত্রদের স্থানীয় পরিবেশের সংগে সংযোগ দেখাতে হবে। স্থানীয় পরিবেশ থেকে কেবল উদাহরণ দিলেই হবে না যখনই সম্ভব শিক্ষার্থীদের শ্রেণীর বাইরে নিয়ে যেতে শিক্ষক ইতস্তত করবেন না। তা না হলে পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি অর্থহীন হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবেন এবং তাদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে এসব কার্যকলাপের গুরুত্ব দেবেন।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকা ও কার্যকর প্রয়োগ

আবদুল জলিল তালুকদার
বিশেষজ্ঞ,

আমাদের শিক্ষার বিশেষ একটি উদ্দেশ্য হলো ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণের সাথে ব্যবহারিক কাজেও অংশ গ্রহণ করবে এবং অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে নিজেদের জীবনে তা অনুশীলন করতে সক্ষম হবে এবং এরই মাধ্যমে প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রী দক্ষ এবং উপার্জনশীল নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে। কিন্তু নানান অসুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা বিশেষ করে আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রতিকুল অবস্থার জন্য শিক্ষার বিশেষ এ দিকটি অর্জিত হচ্ছে না। এ ছাড়া আমাদের বর্তমান শিক্ষা বাস্তব জীবনের তেমন সহায়ক নয়। তাই বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। আমাদের মত গরীব দেশে এটি একটা ভয়াবহ অবস্থা। খারাপ লাগলেও একটি সত্য আমাদের সকলকে বিশেষভাবে অনুধাবন করতে হবে যে আমাদের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে একজন শিক্ষিত বেকারের চেয়ে একজন অশিক্ষিত কুমার অধিকতর কাম্য। তাই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম স্থানীয় সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী কম বেশী প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রহণ করতে হবে। কারণ আমাদের দেশের বিদ্যালয়গামী বয়সের ছেলে-মেয়েদের প্রায় অর্ধেক সংখ্যাকই প্রাথমিক শিক্ষার আওতার বাইরে রয়ে গেছে।

অন্যদিকে যে সব ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আসে তাদের বিরাট এক অংশকে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের মাঝখানে এবং প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে লেখা-পড়ায় যবনিকা টানতে হয় এবং সরাসরি এদেরকে কর্মজীবনে নিয়োজিত হতে হয়। তাই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবস্থাকালেই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দক্ষ এবং উপার্জনশীল কাজের প্রতি একটা ঝোঁক এবং অভ্যাস সৃষ্টি করে দিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরেই ছেলে-মেয়েদেরকে কর্ম এবং উপার্জনশীল কাজের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার প্রয়োজন কেন ?

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে কি বুঝায় সে ব্যাপারে আমাদের সকলের স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা বুঝায় যা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত, সুচিন্তিত ও সুসংগঠিত কর্মসূচীর অধীনে বিভিন্ন ধরনের ও বয়সের শিক্ষার্থীরা তাদের যোগ্যতা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান, বৃত্তিমূলক ও উপার্জনশীল কাজে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থায়ও নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী থাকতে পারে। এ ছাড়া অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার আরো দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে : (১) এ শিক্ষা ব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে খরচ অনেক কম পড়বে, (২) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি, শিক্ষাদানের পাঠ্যসূচী, পাঠদান পদ্ধতি, পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে যে সব বাঁধাধরা নিয়ম পালন করা হয় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তেমন নিয়ম পালন করা হয় না।

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি ?

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণের পিছনে একাধিক উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যাবলী সম্বন্ধে আমাদের সকলের অবহিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। এ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যাবলী হলো :

(১) শিক্ষা এবং কর্মজীবনের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন,
(২) দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা,
(৩) হাতে-কলমে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তোলা,
(৪) বিভিন্ন উৎপাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া,
(৫) কৃষি ভিত্তিক নানা উৎপাদনের সাথে পরিচিতি হওয়া,

(৬) সৃজনী প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করা,
(৭) শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা,
(৮) বিভিন্ন ধরণের চাহিদা পূরণ,
(৯) পরিত্যাক্ত দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহার করা,
(১০) প্রাত্যহিক জীবনে ছোট খাট কাজ সম্পাদানের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন এবং
(১১) স্বয়ং সম্পূর্ণ হবার ধারণা সৃষ্টি করা।

উপার্জনশীল এবং বাস্তব জ্ঞান ভিত্তিক নানা কর্মসূচী রয়েছে। তারে প্রাথমিক স্তরে সাধারণত: যে সব কর্মসূচী বা ট্রেড গ্রহণ বা বিবেচনা করা যায় সেগুলো শহর, গ্রাম এবং স্থানীয় ভিত্তিক হিসাবে নিচে উল্লেখ করা হলো :

শহর উপযোগী ট্রেড সমূহ :

১। সাধারণ কাঠের কাজ,
২। সুঁই সুতার কাজ,
৩। কাপড় তৈরীর কাজ,
৪। পুতুল ও খেলনা তৈরীর কাজ,
৫। রং বার্নিশের কাজ,
৬। কাপড় ধোলাইর কাজ,
৭। সাইকেল-রিকসার সাধারণ মেরামতের কাজ,
৮। রাজ মিস্ত্রীর সহকারীর কাজ,
৯। বই বাঁধানোর কাজ,
১০। ঠোংগা তৈরীর কাজ,
১১। বিভিন্ন উৎসব বা পর্বের জন্য কার্ড তৈরীর কাজ,
১২। কাগজ দিয়ে ফুল তৈরীর কাজ,
১৩। কাগজ দিয়ে মালা তৈরীর কাজ,
১৪। পুঁতির মালা তৈরী করা,
১৫। পশু, পাখী ইত্যাদির মডেল তৈরী,
১৬। মাটির কলসীতে গ্লোব তৈরী করা ইত্যাদি।

গ্রাম উপযোগী ট্রেড সমুহ (সারাদেশ ভিত্তিক):

১। কৃষি ভিত্তিক কাজ
২। হাঁস-মুরগী পালন,
৩। মাছের চাষ,
৪। সুঁই সুতার কাজ
৫। বিভিন্ন ধরণের খাবার তৈরীর কাজ (বিশেষ করে নাস্তা ধরণের খাবার),
৬। খেজুর পাতা দিয়ে পাখা ও পাটি তৈরীর কাজ,
৭। কাদামাটি দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষামূলক উপকরণ তৈরী ও অন্যান্য কাজ,
৮। বই বাঁধানোর কাজ,
৯। কাপড় ধোলাইর কাজ,
১০। পোষাক তৈরীর কাজ,
১১। কাগজ দিয়ে ফুল তৈরী করা,
১২। কাগজ দিয়ে মালা তৈরী করা,
১৩। বাঁশ দিয়ে সহজ আসবাব পত্র তৈরী করার কাজ,
১৪। পাট দ্বারা শিকা তৈরী করা ইত্যাদি।

স্থানীয় ভিত্তিক ট্রেড সমুহ :

(১) লবণ তৈরীর কাজ,
(২) রেশম চাষ,
(৩) বেতের কাজ,
(৪) বাঁশের কাজ (বাঁশের কলমদানী, ফুলদানী, ছাইদানী এবং অন্যান্য আসবাব পত্র তৈরীর কাজ)
(৫) পাট দ্বারা বিভিন্ন জিনিস তৈরীর কাজ (শিকা, রশি ইত্যাদি তৈরী কাজ),
(৬) নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে কাতা বা রশি তৈরী কাজ,
(৭) জাল বুননের কাজ,
(৮) "হোগলা পাতা" দিয়ে মোটা পাটি তৈরীর কাজ,
(৯) মাদুর তৈরীর কাজ,
(১০) "এলি" পাতা দিয়ে পাটি তৈরীর কাজ ইত্যাদি।

উপরোক্ত কর্মসূচীর সাথে আপনি একমত হতে পারছেন কি ? একমত না হতে পারলে কি কারণে পারছেন না তা উল্লেখ করুন।

উপরোক্ত কাজগুলো সঠিক ভাবে পরিচালা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেয়া দরকার এ অনানুষ্ঠানিক কর্মসূচীতে আপনি এভাবে সাহায্য করতে পারেন :

১। শিক্ষক ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের এ কর্মসূচীর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেবেন।

২। এ কাজে সকলকে উৎসাহিত করবেন।

৩। আপনার পরিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সুযোগ সুবিধার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ট্রেড সমূহ গ্রহণ করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পরামর্শ ও উপদেশ দেবেন।

৪। আপনি নিজেও মাঝে মাঝে ছাত্র- ছাত্রীদের কাজে অংশ গ্রহণ করবেন।

৫। এ ব্যাপারে সমাজের সাথে যোগাযোগ এবং সহযোগিতা রক্ষা করবেন।

৬। গৃহীত কর্মসূচী সন্তোষজনক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে দৃষ্টি রাখবেন।

৭। আপনার সাধ্য এবং সামর্থ্য অনুযায়ী এ ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা করবেন।

৮। যে সব কাজের উপর প্রদর্শনী করা সম্ভব, বছর শেষে তার উপর একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন।

৯। এ ব্যাপারে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ অবদান রাখতে পেরেছে তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

অনানুষ্ঠানিক কর্মসূচী ব্যবস্থাপণা এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রে আর যে সকল পদক্ষেপ নেয়া যায় বলে আপনি মনে করছেন তা উল্লেখ করুন।

শিক্ষার এ বিশেষ কর্মসূচীতে পরিদর্শক হিসাবে আপনি প্রধানত : যে সব দিকে দৃষ্টি দেবেন এবং যে দায়িত্ব পালন করবেন তা হলো :

১) ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাকদের এ কর্মসূচীর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

২। এ কাজে সকলকে উৎসাহিত করা হয় কিনা? আপনি এ কাজে সকলকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করবেন।

৩। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং স্থানীয় সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে ট্রেড সমূহ বাঁচায় করা হয়েছে কিনা?

৪। শিক্ষকরা কখনো কখনো ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে অংশ গ্রহণ করেন কিনা। সুযোগ হলে আপনিও কিছু সময়ে এ কাজে ছাত্রদের সাথে কাটাবেন।

৫। এ ব্যাপারে সমাজের সাথে সহযোগিতা এবং যোগাযোগ রক্ষা করা হয় কিনা। সুযোগ পেলে এ কর্মসূচী সম্বন্ধে আপনি অভিভাবকদের বুঝিয়ে বলবেন।

৬। বিদ্যালয়ের সাধ্য এবং সমর্থ অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদেরকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা হয় কিনা।

৭। ছাত্র ছাত্রীদের ভাল কাজের উপর বছর শেষে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় কিনা।

৮। এ কর্মসূচীতে যে সকল ছাত্র ছাত্রী বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয় কিনা।

যে সব বিদ্যালয়ে অনানুষ্ঠানিক কর্মসূচীর কোন কার্যক্রমই গ্রহণ করা হয়নি সে সকল বিদ্যালয়ে এ কর্মসূচী চালুর কথা ভাবছেন কি? এ ব্যাপারে আপনি আর কি দায়িত্ব পালন করতে পারেন?

— । —

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) এর পরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা

মু. আল্লাহ বখশ, বিশেষজ্ঞ,
রোকেয়া বেগম, সহকারী বিশেষজ্ঞ।

প্রবন্ধের এ অংশে পরীক্ষা, পরিমাপণ ও মূল্যায়ন বলতে কি বুঝায় তা জানতে পারবেন।

শিক্ষায় পরীক্ষা, পরিমাপণ এবং মূল্যায়ন কথাগুলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক সময় মূল্যায়ন কথাটি পরীক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার কোন কোন সময় পরীক্ষা ও পরিমাপন একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে এ তিনটি শব্দের মধ্যে বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। তবে ইহারা পরস্পর বিরোধী নয়। ইহারা একটি অপরটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

শিক্ষায় পরীক্ষা কি ?

শিক্ষাক্রমের যে কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীর সাফল্য যাচাই এর জন্য যে প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয় তারই নাম পরীক্ষা। পরীক্ষার অনেক পদ্ধতি আছে। এর মধ্যে মৌখিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমূলক পরীক্ষা, সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা, তাত্ত্বিক বিষয়ের পরীক্ষা, ব্যবহারিক পরীক্ষা এবং ধারাবাহিকভাবে ক্রমপুঞ্জিত রীতিতে পরীক্ষা।

যে কোন পদ্ধতিতেই পরীক্ষা গ্রহণ করা হোক না কেন এর তিনটি বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য। যথা—(১) যথার্থতা, (২) নির্ভরযোগ্যতা এবং (৩) ব্যবহার উপযোগিতা।

যথার্থতা : পরীক্ষার মাধ্যমে কোন একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার যে যে বৈশিষ্ট্য পরিমাপণ দরকার তা সামগ্রিক ও সঠিকভাবে পরিমাপনের বৈশিষ্ট্যকে পরীক্ষা যন্ত্রের যথার্থতা বলে। যে বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে সেই বিষয়ের প্রসঙ্গেই প্রশ্নপত্র রচিত হবে। উক্ত বিষয়ের প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের কোন প্রশ্নপত্র এতে স্থান পাবে

না। কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট বিষয় অবলম্বনে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের বৈশিষ্ট্যকে ঐ প্রশ্নপত্রের প্রাসঙ্গিকতা বলে। আবার ঐ বিষয়ে শিক্ষার্থীর যত রকমের জ্ঞান ও দক্ষতা পরিমাপণ করতে হবে প্রশ্নপত্রে শিক্ষার্থীর ঐ বিষয়ে সব রকমের জ্ঞান ও দক্ষতা পরিমাপনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রশ্ন থাকতে হবে। ইহাকে পর্যাপ্ততা বলে। অতএব যথার্থ প্রশ্নপত্রে (১) প্রাসঙ্গিকতা ও (২) পর্যাপ্ততা এই তু'টি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।

নির্ভরযোগ্যতা : পরীক্ষার মাধ্যমে কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার পরিমাপণ যত সঠিকভাবে করা যাবে প্রশ্নপত্র ততই নির্ভযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। একই শিক্ষার্থীকে সহজ প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সে অনেক বেশী নম্বর পেয়েছে। আবার কঠিন প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে সে অনেক কম নম্বর পেয়েছে। এখানে সহজ ও কঠিন প্রশ্নপত্রের জ্ঞানটাই নির্ভরযোগ্য নয়। প্রশ্নপত্র এরূপ হওয়া আবশ্যক। যাতে সঠিকভাবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতার পরিমাপণ সম্ভব হয়। তবেই প্রশ্নপত্রকে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষায় পরিমাপণ কি ?

কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে কোন একটি বৈশিষ্ট্য কি পরিমাণে আছে তা মেপে সংখ্যায় প্রকাশ করার পদ্ধতিকে পরিমাপণ বলে। বুদ্ধি মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য। কে কি পরিমাণ বুদ্ধির অধিকারী তা মেপে সংখ্যায় প্রকাশ করার পদ্ধতিকে বুদ্ধি পরিমাপণ বলে। এরূপ পরিমাপকেরও যথার্থতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য।

শিক্ষায় মূল্যায়ন কি ?

যে কোন কার্যক্রমের সাফল্য বিচারের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে যে প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয় তাহাই মূল্যায়ন। কার্যক্রম হাতে নেয়ার সময় কতগুলো লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য কোন না কোন পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করা হয়। শেষ পর্যায়ে কার্যক্রমটির লক্ষ্য কতটা অর্জিত হলো তা মূল্যায়ন করা হয়। কাজেই কার্যক্রমটির লক্ষ্য কতটা অর্জিত হলো তা নিরূপণ করার প্রক্রিয়াকে মূল্যায়ন বলে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

এখানে কার্যক্রমের লক্ষ্য নির্ধারণ প্রথম ধাপ, কার্যক্রমটি সম্পন্ন করার পদ্ধতি অবলম্বন বা প্রয়োগ দ্বিতীয় ধাপ এবং শেষ পর্যায়ে কার্যক্রমটির লক্ষ্য অর্জন নিরূপণ তৃতীয় ধাপ কিন্তু মূল্যায়ন কেবল মাত্র কার্যক্রমের শেষ পর্যায়ে কতটা সাফল্য অর্জিত হলো তাহাই নিরূপণ করে না বরং শুরুতে কার্যক্রমটির লক্ষ্য নির্ধারণ সঠিক হয়েছিল কিনা এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল কিনা তাও যাচাই করা হয়। মনে করুন কোন কার্যক্রমের ৫টি লক্ষ্য নির্ধারণ করে কার্যক্রম শুরু হয়। নির্দিষ্ট সময় শেষে দেখা গেল মাত্র ৩টি লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। কার্যক্রমটি পর্যালোচনায় দেখা গেল উক্ত তিনটি লক্ষ্য ছাড়া বাকী দুটি লক্ষ্য অর্জন কোন প্রকারেই সম্ভব ছিল না। এভাবে মূল্যায়ন দ্বারা কার্যক্রমটির লক্ষ্য নির্ধারণের যে ভুল হয়েছিল তা জানা গেল। পরবর্তী কার্যক্রম এরূপ ভুল যাতে না হয় সে বিষয়ে সাবধান হওয়া যাবে। মূল্যায়ন পর্যায়ে সমগ্র কার্যক্রমটি পর্যালোচনায় এমনও দেখা যেতে পারে যে নির্ধারিত ৫টি লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তাতে দক্ষতার যথেষ্ট অভাব ছিল। প্রয়োজনীয় দক্ষতার সংগে কার্যক্রমটি সমাধান করলে বাকী লক্ষ্যগুলোও অর্জন সম্ভব হতো। এখানে মূল্যায়ন দ্বারা পদ্ধতি বা কৌশলের মূল্যায়ন হয়ে গেল এবং পরবর্তী কার্যক্রমে পদ্ধতির মান উন্নয়নের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক হিসেবে মূল্যায়ন কাজ করে গেল। কাজেই মূল্যায়নের সাহায্যে যে কোন কার্যক্রমের সাফল্য যাচাই, লক্ষ্য নির্ধারনের এবং পদ্ধতির মূল্যায়ন হয়ে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষাক্রম একটি সুস্পষ্ট কার্যক্রম। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য পরিবেশ পরিচিতি এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) এর পাঠ্যসূচী সমূহ এক একটি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম। ইহা ছাড়া পাঠ পরিকল্পনা পাঠটীকা ইত্যাদিও এক একটি পরিকল্পিত কার্যক্রম। এ সব কার্যক্রমের অবশ্যই লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় এবং শেষ পর্যায়ে, লক্ষ্য কতটা অর্জিত হয়েছে তা মূল্যায়ন করতে হয়। কার্যক্রমের পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অবলম্বনেই মূল্যায়ন করতে হবে। নির্ধারিত লক্ষ্য ছাড়া কোন কার্যক্রমের মূল্যায়ন চলে না। কার্যক্রমটি চলাকালে আকস্মিক কোন ফল লাভ হলে তা মূল্যায়নের আওতায় আসে না। শিক্ষায় মূল্যায়নের তিনটি গুরুত্ব

পূর্ণ দিক আছে। যথা :—(১) লক্ষ্য অর্জনের পরিকল্পনা নিরূপন; (২) লক্ষ্য অর্জনের গুণগত মান নিরূপণ ও (৩) সাফল্যের বাঞ্ছিত উপাদান নিরূপণ।

অনুশীলনী

১। শিক্ষায় পরীক্ষা কি? বিভিন্ন রকমের পরীক্ষার নাম লিখুন।

২। পরীক্ষার যথার্থতা ও নির্ভর যোগ্যতা বলতে আপনি কি বুঝেন? কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে পরীক্ষাযন্ত্রকে যথার্থ বলা যায়।

৩। শিক্ষায় মূল্যায়ন কি? মূল্যায়ন দ্বারা কার্যক্রমের লক্ষ্য, পদ্ধতি ও সাফল্য কি ভাবে যাচাই করা যায় তা লিখুন।

প্রবন্ধের এ অংশে প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়ের পরীক্ষার মূল্যায়ন সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয় শিক্ষাদান কালে শিক্ষার্থীর তত্ত্বগতভাবে যেমন জ্ঞান লাভ করবে তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহারিকভাবে কতিপয় বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা পরিক্ষার জন্য প্রশ্নপত্রে নিম্ন লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে :

১। বিষয়টির পঠিত সকল অংশ থেকেই প্রশ্ন থাকবে। কেবল মাত্র বাছাই করা কোন কোন অংশ থেকে প্রশ্ন থাকলে চলবেনা।

২। প্রশ্ন পত্রে তাত্ত্বিক অংশ দ্বারা শিক্ষার্থীর তত্ত্বগত জ্ঞানের পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিশুর প্রয়োজনীয় দক্ষতাও পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের দেশে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়ে কেবল মাত্র তাত্ত্বিক বিষয়েরই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে ব্যবহারিক কোন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় না। ফলে ব্যবহারিক ভাবে শিশুদের যে যে দক্ষতা লাভ করা প্রয়োজন ছিল সে দক্ষতা লাভের কোন প্রয়োজনই

পড়ে না। তা ছাড়া পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে পাঠ্যপুস্তকের সকল অংশ থেকে পর্যাপ্ত প্রশ্ন স্থান পায় না। কাজেই প্রচলিত প্রশ্নপত্রকে যথার্থ প্রশ্নপত্র বলা যায় না। অধিকন্তু প্রশ্নপত্র দ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাপ সঠিক ভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না বলে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ভর যোগ্যও নয়। নির্ভরযোগ্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বেশ কিছু কঠিন কাজ। কিন্তু পাঠ্য পুস্তকের সকল অংশ থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে শিক্ষার্থীর তত্ত্বগত জ্ঞান ও ব্যবহারিক কাজে দক্ষতা পরীক্ষা তত জটিল নয়। পাঠ্য পুস্তকের সকল অংশ থেকে প্রশ্নপত্র, প্রণয়ন করে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ কালে প্রশ্নপত্রের ব্যবহার ও উপযোগিতা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কেবল মাত্র ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিশুর জ্ঞান ও দক্ষতার পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করা তত সহজ নয়। কাজেই সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার পরিপূরক ধারাবাহিক ভাবে ক্রমপুঞ্জিত রীতিতে পরীক্ষা গ্রহনের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্রমপুঞ্জিত রীতিতে পরীক্ষার ফলাফলের পাশাপাশি প্রচলিত ষানমাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা সমন্বয়ে পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করতে হবে।

যে কোন বিষয় শিক্ষাদান কালে ঐ বিষয় শিক্ষাদানের কতকগুলো লক্ষ্য নির্ধারিত থাকে। এর মধ্যে (১) শিক্ষার্থীর তাত্ত্বিক জ্ঞানের বিকাশ (২) লব্ধ জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাবার দক্ষতা অর্জন এবং (৩) শিক্ষার্থীর মধ্যে অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি। পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর (১) অর্জিত জ্ঞানের পরিধি নিরূপণ ও (২) ব্যবহারিক কাজে দক্ষতার পরিমাপণ সম্ভব। কিন্তু শিক্ষার্থীর মনোভাবের কি পরিবর্তন হল তা প্রচলিত পরীক্ষার মাধ্যমে জানা সম্ভব নয়। সে জন্য মূল্যায়ন পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী।

সার্থক পাঠদানের জন্য শিক্ষক পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) এর পাঠ্যসূচীতে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ অবশ্যই পড়ে নিবেন। তিনি বিষয়টি পাঠদানের জন্য শ্রেণী অনুযায়ী বার্ষিক পরীক্ষ তৈরী করবেন। পরিকল্পনায় পাঠ্যপুস্তকের সকল অংশের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কাজের সমাবেশ থাকবে। পরিকল্পনায় প্রতিটি অধ্যায় অবলম্বনে তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক কাজের সুস্পষ্ট লক্ষ্য থাকবে। বার্ষিক পরিকল্পনার কর্মতৎপর পদ্ধতি, জীবন ও স্থানীয় তথ্যভিত্তিক পাঠদানের

ব্যবস্থা থাকবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার্থীর মনোভাবের কি কি পরিবর্তন আশা করা যায় তাও পরিকল্পনায় উল্লেখ করতে হবে।

নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্য সম্পাদনের পর শ্রেণী শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় তত্ত্বাবধায়ক নিম্নলিখিত বিষয় অবলম্বনে পাঠদানের মূল্যায়ন করতে পারেন :

১। শ্রেণী অনুসারে বিষয়টির বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে কিনা এবং পরিকল্পনার গুনগত মান কতটুকু।
২। বার্ষিক পরিকল্পনায় বিষয়টির পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকের সকল অংশের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কাজ সঠিক ভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে কিনা।
৩। বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদান ও পরীক্ষা গ্রহণ করে ধারাবাহিক ভাবে ক্রমপুঞ্জিত রীতিতে ফলাফল সংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা।
৪। সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কতটা যথাযর্থ এবং নির্ভরযোগ্য।
৫। বার্ষিক পরিকল্পনা ও পাঠ্যসূচীর লক্ষ্য কতটা অর্জিত হয়েছে।
৬। শিক্ষার্থীর তত্ত্বগত জ্ঞানের বিকাশ ও ব্যবহারিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তা অনুকূল সামাজিক মনোভাব এর বাঞ্ছিত পরিবর্তন হয়েছে কিনা।

অনুশীলনী

১। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে যথার্থতা আনয়নের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে ?
২। কি কি বিষয় অবলম্বনে শিক্ষক তার পাঠদান মূল্যায়ন করবেন তা লিখুন।

— ! —

কর্মভিত্তিক পদ্ধতিতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান

এ, কে, আবদুল মান্নান,
বিশেষজ্ঞ,

উদ্দেশ্য : এই প্রবন্ধে আপনারা জানতে পারবেন অনির্দেশিত ও নির্দেশিত কাজের পার্থক্য কি এবং আদিষ্ট কাজ কি, শিশুর কাজের জন্য কোথায় কি রাখা প্রয়োজন, কাজের ইউনিট কিভাবে স্থির করবেন, কিভাবে কর্মভিত্তিক প্রজেক্ট পরিচালনা করবেন এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সহযোগে কি কি কাজ করে শিশুরা আনন্দের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

এখন আসুন আমরা দেখি প্রবন্ধে কি আছে ?

শিশু কর্মপ্রিয়। শিশুর সহজাত পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষা দিলে শিশু স্বাভাবিকভাবে শিক্ষালাভ করে। স্বাভাবিকভাবে শিশু অভিজ্ঞতা অর্জন করে ইন্দ্রিয় সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে। কাজের প্রতি তাদের স্বাভাবিক আগ্রহের দরুণ শিশু কাজ করে আনন্দের সাথে। ফলে তাদের পেশীসমূহ সঞ্চালিত হয়। শ্রবনেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় ও মনকে একযোগে কাজে লাগিয়ে শিশু কাজের যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সে অভিজ্ঞতা হয় স্থায়ী। কাজের মাধ্যমে শিশু অর্থবহ জ্ঞান অর্জন করে। এভাবে কাজের মাধ্যমে শিক্ষাই হল কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা যা হতে পারে (ক) অনির্দেশিত এবং (খ) নির্দেশিত।

অনির্দেশিত কাজ : বয়স্কদের কোন চাপের অবর্তমানে শিশু স্বইচ্ছায় যে কাজ করে তা হবে অনির্দেশিত কাজ। সেখানে শিশুর সকল ব্যক্তিত্ব থাকে কর্মের মধ্যে সমাহিত। শিশু যখন শিক্ষক-শিক্ষিকার নির্দেশে কাজ করে তখন তাতে শিশুর মন সম্পূর্ণ ন্যাস্ত থাকে না এবং কাজের সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া ও মনের যোগাযোগ থাকে না বলে তাকে আমরা শিশুর স্বাভাবিক কর্মের মধ্যে ফেলতে পারি না। আদিষ্ট হয়ে শিশু যে কাজ করে তাতে শিশুর মানসিক শক্তির প্রকৃত অনুশীলনী হয় না। সে কাজ করে চাপের ফলে।

আদিষ্ট ও নির্দেশিত কর্ম : শিশুর স্বেচ্ছা প্রাণাদিত কাজকে আমরা অনির্দেশিত কাজ

বলব। যেখানে শিক্ষকের নির্দেশ প্রয়োজন সে কাজ হবে নির্দেশিত কাজ। সংগীত, অভিনয় ইত্যাদি নির্দেশিত কাজ। স্বেচ্ছা প্রনোদিত কাজ এবং আদিষ্ট কাজের মধ্যে পার্থক্যের কথাও এ প্রসংগে এসে যায়। শিক্ষকের আদেশে কাজের প্রতি অংশ শিশুদের দ্বারা করান হলে তা হবে আদিষ্ট কর্ম। এই রূপ আদেশ না থাকলে তা হবে নির্দেশিত কর্ম। তাতে শিশুর স্বাধীনতা কিছুটা বজায় থাকে। অন্য দিকে আদিষ্ট কর্মে শিশুর স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে না। এখানে শিশু যন্ত্রচালিতের মত শিক্ষকের আদেশ মেনে চলে।

নির্দেশিত কাজে শিশুর ক্রিয়া থাকে স্বতঃস্ফূর্ত এবং শিশু স্বীয় কর্মে শিক্ষকের নির্দেশ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে নিজেদের সৃজনীশক্তিতে সমৃদ্ধ হচ্ছে বলে অনুভব করে। শিশু নিয়ত শিক্ষকের নিকট থেকে কর্মের আদেশ পেলে তার কর্মের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সত্যিকার অর্থে কর্মের উৎস বন্ধ হয় তখন যখন আদিষ্ট হয়ে এবং চাপে পড়ে কাজ করে। নির্দেশিত কর্ম আদিষ্ট কর্মের মত নয়। প্রথমটিতে সৃজনী শক্তি বিকাশের মালমসলা থাকে এবং পরের টিতে থাকে না। অতএব সে শিশুর শিক্ষাকর্মে আদিষ্ট কর্মের কোন মুল্য নেই। তাই দেখা যায় শিশু শিক্ষায় দুই প্রকার কর্মের প্রয়োজন আছে-নির্দেশিত অনির্দেশিত। সাধারণত: ৬+এবং ৭+ বা প্রাথমিক পর্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য অনির্দেশিত কাজ উপযোগী। শিশু কর্মমুখর। সে-যেদিন প্রথম বিদ্যালয়ে আসে তখন তার মনে বিভিন্ন কাজের দানা বাধেনি। কাজেই তখন তার আবেষ্টনীর মধ্যে এত অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজন হয় যে সে একটার পর একটা কাজ দ্রুত করে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে। এই বয়সের ছেলে-মেয়েরা নিজের প্রয়োজনে বিবিধ কাজ করে দেইমন কর্মে ব্যাপৃত রেখে কর্ম অভিজ্ঞতা লাভ করার পর নির্দেশিত কাজে সমর্থ হবে এবং আনন্দ পাবে।

অতএব শিশু অনির্দেশিত কর্ম ভালবাসে বা তা তার মনোপযোগী। তবে সমস্ত ক্ষেত্রে তাকে স্বাধীনতা দেয়া হবে এমন কোন কথা নেই।

স্বাধীনভাবে কাজের উপযুক্ত আবেষ্টনী শিশুর জন্য তৈরী করতে হবে। সে আবেষ্টনীর মধ্যে স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করে কাজ করার সুযোগ দিত হবে শিশু কর্মীকে। আবেষ্টনীর

মৃদু চাপ যাতে অজানিতে শিশু মনোবৃত্তি সুব্যবস্থিত করতে পারে সে দিকে নজর দেয়া শিক্ষকের দায়িত্ব।

অনির্দেশিত কাজের ব্যবস্থা : শিশুর সম্মুখে বিভিন্ন উপকণের মালমসল্লা রাখার স্থান পাবার জন্য শ্রেণীকক্ষ বড় হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ শিশুর নাগালের মধ্যে দেয়ালে শেল্ফ থাকতে হবে। তাতে শিশু কর্মের উপযোগী নানা জিনিস সাজানো থাকবে। প্রয়োজনে সে সব জিনিস সহজে দেখা এবং আনা নেয়ার জন্য শেলফগুলো ঢাকনাহীন থাকবে। শিশু মনে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য খোলা শেল্ফে বিভিন্ন জিনিস থাকবে। গ্রামের বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের কোণে বা লাইন ধরে দেয়াল ঘেঁসে জিনিস রাখা যেতে পারে। কক্ষটি অবশ্য তালাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে এগুলো নষ্ট না হয়। বার বার শিশু যে জিনিস আনবে তা শেলফে বা দেয়াল ঘেঁসে রাখবে। কিছু ভারী জিনিস অন্যত্র বহনের সুবিধার জন্য কর্ণারে থাকতে পারে। প্রয়োজনে শিশু সেখানে গিয়ে কাজ করতে বা খেলতে পারবে।

শ্রেণীকক্ষে শিশুর প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা নিম্নরূপ হতে পারে :

১। ***মাটি :*** মাটি সবচাইতে সহজলভ্য জিনিস। এক তাল কাদা মাটি রাখা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। মাটি দিয়ে কোন সৃজনাত্মক কাজ করতে শিশুরা খুব আগ্রহী।

২। ***বালু :*** কাঠের বা কেরোসিন কাঠের ব্যবহৃত বাক্স যোগার করে তাতে বালু রাখা যায়। তার অভাবে দেয়াল ঘেঁসে শ্রেণীর কাজের প্রয়োজনীয় বালি রাখা যায়। আর মাঠের কোণায় গর্ত করে প্রচুর বালি রাখা সম্ভব। প্রয়োজনে শিশুরা বালি দিয়ে বালির বাঁধ যেমন বালির পাহাড়, ঢিবি ইত্যাদি তৈরী করবে।

৩। ***ধুলা বা গুড়া মাটি :*** মাঠের কোণে ধুলা বা মিশ্রিত বালি ও মাটি বেশী করে জমা করবে। আর শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রাখবে। শিশুরা তাতে পানি মিশিয়ে বিভিন্ন জিনিস তেরী করবে এবং খেলবে।

৪। *পানি :* পানি নিয়ে খেলতে শিশুরা ভালবাসে। তাছাড়া কাদামাটি নিজেরা তৈরী করে বিভিন্ন কাজ করার জন্যও পানি প্রয়োজন। মাটির কলসী ও বালতীতে পানি রাখা যায়।

৫। কলাগাছের খোল এবং অন্য গাছের বড় ছোট পাতাও কিছু রাখতে হবে শ্রেণীকক্ষের কর্ণারে। শিশুরা তা দিয়ে নৌকা, মাপের পাল্লা ইত্যাদি তৈরী করবে।

বিভিন্ন ব্যবহৃত জিনিস : ব্যবহৃত ছেড়া কাপড়, কাগজ, পত্রিকার কাগজ, ছেড়া ছবির বই, ছাড়া সূতার বেল, ফেলে দেয়া হার্ডবোর্ডের বাকস্, সুতার বাকস্, কাগজের ঔষধের বাকস্, পাটখড়ি, দড়ি, ন্যাকড়া, ছেড়া বস্তার টুকরা, বোতাম, সূই, সূতা তেতুল বীচি, পাথর ও ইটের টুকরা, ভাংগা ঘড়ির অংশ, ভাংগা রেডিওর অংশ, শামুক, ঝিনুক, কর্ক, শিশি, বোতল, সিগারেট ও ম্যাচের খালি বাক্স তুলা ইত্যাদি শিশুর হাতের কাছে রাখা প্রয়োজন বিধায় গৃহকোনে/শেলফে এসব সাজায়ে রাখতে হবে।

স্বল্পমূল্যের জিনিস :

১। *বাঁশ ও পাট খড়ি :* বাঁশ কিনতে অল্প খরচ হবে অথবা শিক্ষার্থীরা নিজেদের বাড়ী থেকে বাঁশ, বেত, পাট খড়ি, যোগার করে আনবে। এসব দিয়ে মাপকাঠি, ঘরের নমুনা ইত্যাদি তৈরী করে শিশুরা আনন্দ পায়।

২। *কাঠের ছোট ছোট টুকরা :* এসব শিশুদের কাজের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। তারা সাধারণতঃ হাতুড়ী, পেরেক, করাত ইত্যাদি নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করে।

৩। *নানা রঙের কাগজ :* সাদা, কাল, লাল, সবুজ, বেগুণী, হলদে প্রভৃতি কাগজ এবং সাথে সাথে খবরের কাগজ রাখা যেতে পারে। শিশুরা তাদের ইচ্ছামত জিনিস তৈরী করবে এবং আনন্দের সাথে শিক্ষালাভ করতে পারবে।

৪। *পাতলা রঙীন কার্ড-বোর্ড :* শিশুদের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারবে।

রং, তুলি, কাঁচি, ছুরি, দা, ব্লেড, সুই, সুতো চক, পেইন্ট ইত্যাদিও শ্রেণীকক্ষে থাকা প্রয়োজন।

৬। কিছু সংখ্যক ছোট ছোট বোর্ডও তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য রাখা দরকার। উপরে বর্ণিত জিনিসগুলো খুব বেশী খরচবহুল নয়। শিক্ষকরা তৎপর হলে এগুলো আহরণ করা মোটেই দুসাধ্য হবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে একেবারে বিনা খরচে শিক্ষার সকল উপকরণ যোগার করা সম্ভব হবে না। কাজেই যে শিশু-শিক্ষা আমাদের জাতীয় উন্নতি অবনতির চাবিকাঠি তা উন্নত করার ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ বহনের ব্যবস্থাও নিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করেও যদি আমরা কার্যত তার প্রতি নজর না দেই তবে আমাদের শিক্ষার উন্নতি হবে সুদুর পরাহত। তা ছাড়া লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই জিনিসগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই ফেলে দেয়া জিনিস যেমন—ছেঁড়া ছবির বই, ক্যালেণ্ডার, রেলওয়ে টাইম টেবিল ইত্যাদি।

শিক্ষকের দায়িত্ব ঃ নির্ভুলভাবে যন্ত্রপাতি দা, কাঁচি, ব্যবহার করার জন্য অনির্দেশিত কাজেও শিক্ষক-শিক্ষিকারা সাহায্য করতে পারেন। তবে নেপথ্য নায়ক হিসেবে তিনি সর্বদা উপস্থিত থাকবেন, ইচ্ছে করে সাহায্য চাইলে সাহায্য করবেন। বিশেষ করে কাজেয় সময় শিশু যদি ভুলভাবে যন্ত্র ব্যবহার করে তবে অবশ্যই শিক্ষক তাকে সঠিক পদ্ধতি শিখিয়ে দেবেন। সাধারণভাবে তিনি যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্বন্ধে নির্দেশ দেবেন না। আবার শিশু কোন খেলনা বা মডেল তৈরীর করার বেলায় যাতে বড় আকারে সে সব জিনিস তৈরী করে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ ছোট জিনিস তৈরী করার মত প্রয়োজনীয় দক্ষতা শিশুর মধ্যে তখনও জন্মলাভ করেনি। বড় জিনিসের বেলায় কম দক্ষতা হলেই চলে। যেহেতু কাজ করতে পারলে শিশুরা আনন্দ পায় তাই ছোট জিনিস করতে ব্যর্থ হলে তাদের মধ্যে সাধারণতঃ নৈরাশ্য দেখা দিতে পারে না। কাজে সাহায্য দেবার জন্য এ সব নিম্নতম কাজের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকা শিক্ষকদের বেলায় বিশেষ প্রয়োজন। মাটি, কাঠ, বাঁশ, বেত, পাট, খড়ি, হার্ডবোর্ড ইত্যাদি নিয়ে কাজ করার দক্ষতা প্রাথমিক পর্যায়ের প্রত্যেক শিক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

নির্দেশিত কাজ : অনিয়ন্ত্রিত কাজের বেলায় শিশুরা কাজ হতে কার্যান্তরে মনোনিবেশ করে এবং কিছুক্ষন ধরে কোন কাজ করার পর তা থেকে নিজকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য কাজে মনোযোগ দেয়। আবার কোন দল কর্ম হতে কর্মান্তরে মনোনিবেশ না করে একটি কাজে মনোনিবেশ করে সেটাকে সুন্দর রূপ দিতে চেষ্টা করে। মোট কথা শিশুদের কর্ম রাজ্যও ভাব রাজ্যের গতিবেগ সম্পন্ন হলেও দুটোই গতি প্রধান। দেখা যায় যে কখনও ভাব কর্মকে ছড়িয়ে অগ্রসর হয়। দুদল দুইভাবে চলতে থাকলেই মনে করতে হবে যে তারা নিজেদের ধ্যান ধারণা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে চায়। যখন তারা একই বস্তুতে মনোনিবেশ করতে ব্যর্থ হয় তখনই তাদের ভাব পর্যায়ে আসে দৈন্য। তখন তাদের প্রয়োজন শিক্ষকের নির্দেশ। তিনি তাদের সকল ঔৎসুক্যের খোরাক দিয়ে জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবেন।

বদ্ধির অগ্রগতি চালিত করা প্রয়োজন। শিশুর বয়স অনুপাতে রয়েছে কর্মের নির্দিষ্ট সীমা। তার বাইরে সে যেতে পারে না বলে ঘরে ফিরে তার ধারণার অধীনে কৃতকর্মের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। অভিজ্ঞতার অভাব, কর্ম ধারার ইংগিতের অভাব জনিত কারণে তখন তার অগ্রগতি হয় বন্ধ। এ অবস্থায় নুতন জ্ঞানের উপলব্ধির জন্য নুতন কর্মের সন্ধান না দিলে এবং নবলব্ধ জ্ঞানের পূর্ণ প্রয়োগের মাধ্যমে মনকে সমৃদ্ধ না করতে পারলে শিশুর অগ্রগতি ব্যর্থ হবে। কাজেই শিশুকে অনির্দেশিত কাজ দেয়ার সাথে সাথে নির্দেশিত কাজেরও ব্যবস্থা রাখতে হবে। তা হলে অনির্দেশিত কাজের ভাবধারা শিক্ষকের নির্দেশে সমৃদ্ধ হয়ে অভিজ্ঞতা আহরণের দানা বাধতে থাকবে।

আদিষ্ট কর্ম : এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হল শিক্ষক কি ভাবে আদিষ্ট কর্মের ব্যবহার করবেন। আমরা বলেছি যে আদিষ্ট কর্মের বেলায় আদেশ দ্বারা শিশুদের স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। শিশুমনে সেসব কর্ম আর রেখপাত করে না। নির্দেশিত কর্মের বেলায় শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে উপদেশ গ্রহণ, অগ্রগতির পথে কর্মের বাঁধা দূর করে কর্মে সাবলীলতা আনয়নে শিশুরা কার্পন্য করে না। কাজেই নির্দেশিত কর্মের বেলায় শিক্ষক যদি শিশুকে সঠিক সাহায্যদানে শিশুমনের পরিপুষ্টতা বিকাশের পথ খুলে দিতে পারেন তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

শিক্ষক প্রথম শ্রেণী থেকেই অনির্দেশিত কর্মের সাথে নির্দেশিত কর্মের ব্যবস্থা রাখবেন। নির্দেশিত কর্ম পুরাপুরি প্রজেক্টের আকার ধারণ না করে যে কোন কর্মের রূপ ধারণ করতে পারে। তবে সে কর্ম শিশুদের প্রয়োজন হতে উৎপন্ন হলে ভাল। শিশুদের প্রস্তাবিত বিষয় যদি নতুন জ্ঞান আহরণের সহায়ক না হয় তবে তা পরিহার করে নতুন কর্মে ব্যাপৃত হওয়াই ভাল। শিক্ষক সেখানে নিজে কর্মের ইউনিট স্থির করবেন।

কর্মের ইউনিট স্থির করা : জনডিউই তাঁর বিদ্যালয় ও শিশু (*The School and the child*) গ্রন্থে বলেছেন যে শিশুরা তাদের কাজের ইউনিট নিজেরাই দায়িত্ব নিয়ে স্থির করতে পারে না বলে শিক্ষকের পক্ষে একান্তভাবে শিশুদের উপর নির্ভর করে বসে না থেকে তাদের মনের চাহিদা নির্ধারণ করে কাজের নিয়ম স্থির করা ভাল। শিশুরা শিক্ষকের নির্দেশিত কর্মের ইউনিট স্থির করে কর্মের বিভিন্ন দিক সম্পাদন ও সমালোচনা করে অগ্রসর হলে কাজে অগ্রগতি সম্পন্ন ও শিশু-জীবনকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় গ্রামের মেলা, আনন্দ উৎসব শিশুমনকে নূতন খাতে অগ্রসর করে নূতন অভিজ্ঞতার সন্ধান দিতে পারে। শিক্ষক শিশু-কর্মের মাল-মসল্লার আয়োজন ঠিক রাখলে সামান্য ইঙ্গিতে চালিত হয়েই শিশু তার কর্ম সম্পাদন করতে পারবে।

শ্রেণীতে শিক্ষক শিশুদের সাথে নানা কাজের বিষয় আলোচনা করবেন। তাতে তাদের আগ্রহ থাকলে শিশুর জানার এবং কাজ করার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেয়ে কাজে ব্যাপৃত করতে সহায়তা করবে। কোন কাজ প্রতি ধাপে বুঝে নিয়ে করতে গেলে কাজের অগ্রগতি কমে আসে। কাজেই যে জিনিস তাদের কাছে সহজবোধ্য এমন কাজে তাদেরকে নির্দেশ দিতে হবে।

অনির্দেশিত কর্মের পরিবেশ শিশুদের অধীন হলেও সমস্ত কর্মাধীন বিষয়গুলোর মধ্যে যোগ-সূত্র স্থাপিত হয় না। কাজের জন্য শিশু কাজ করেছে বা খেলেছে মাটি, বালি, তুলি ও রং নিয়ে। তাতে দেহ মন নিয়োজিত ও পেশী সঞ্চালন করে কর্মের প্রবণতা অর্জন করলেও সমগ্র বস্তুর ক্ষেত্রে তাদের কাজের দক্ষতা খাটাতে পারেনি। তাই এখানে শিক্ষকের নির্দেশ প্রয়োজন। পরিবেশের অনেক জিনিসকে ইউনিটে ভাগ করে শিশুদের দ্বারা সে সব ইউনিট গ্রহণ করায়ে

তাদের দ্বারা ইউনিটগুলো সম্পাদন করানো সম্ভব। যেমন ঘর তৈরী, মাছ তৈরী, মাটি দ্বারা যানবাহন, রেডিও, টিভি, ফলের নমুনা তৈরীর মত ক্ষুদ্র ইউনিট শিশুরা বেছে নিতে পারে। নির্দেশিত কাজের মাধ্যমেই এ সবের সুষ্ঠু সম্পাদন সম্ভব। প্রতি ইউনিটের জন্য নির্দেশ দিয়ে বিভিন্ন ভাগের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও বিষয় বস্তুর সমগ্রতা সংস্থাপন করতে সমর্থ হলেই শিশুদের অভিজ্ঞতা লাভ সহজ হবে। ছোট ইউনিটের পর বৃহত্তর ইউনিট করানোও সম্ভব হবে।

শিশুদেরকে সাহায্যদানের ব্যাপারে দক্ষ শিক্ষক একটু সতর্ক হবেন। যখন দেখবেন শিশু সঠিকপথে কর্মে নিয়োজিত হয়েছে তখনই শিক্ষক নিজের হাত গুটিয়ে নেবেন।

একটি উদাহরণ ঃ মনে করি তৃতীয় শ্রেণীর শিশুরা একটি "বাস" প্রজেক্ট ঠিক করে দেখে যে তাদের বিদ্যালয়ের নিকট দিয়ে রেললাইন ও বাসের রাস্তা উভয়কে ক্রস করেছে। প্রতিদিন শিশুরা বাস ও রেল লাইন দেখে। এ অবস্থায় যদি তারা মাটি দিয়ে বাসের রাস্তা করতে গিয়ে রেলের লেভেল ক্রসিং তৈরী করে এবং বাস প্রজেক্ট তৈরী করতে মোটেই উৎসাহ বোধ না করে তবে সমস্যা হবে প্রজেক্ট পরিবর্তন করবে কিনা। নূতন প্রজেক্টে তাদের ভাল শিক্ষার সুযোগ রয়েছে এবং তার সম্ভাব্যতা বাস প্রজেক্ট হতে কোন অংশে কম নয়। কাজেই এখানে শিশুদের ইচ্ছাকে বাদ দিতে হবে। তবে নূতন ইউনিটে শিক্ষনীয় বিষয় না থাকলে হয়ত শিক্ষক নানা পন্থায় নূতন ইউনিট পরিত্যাগ করতে শিশুদেরকে উৎসাহিত করতেন।

অনির্দেশিত ও নির্দেশিত কাজের পার্থক্য ঃ অনির্দেশিত কাজের প্রধান শর্ত হল তাতে শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্রতী হবে এবং শিক্ষকদের সাহায্যের জন্য কোন আবেদন জানাবেন। অনির্দেশিত কাজগুলো শিশুরা সুসম্বদ্ধ ধারা অনুসারে করে না এবং নিজে যেভাবে পারে সে ভাবে সম্পন্ন করতে চেষ্টা করে। শিশুর শক্তি সামর্থ দক্ষতা বৃদ্ধি করার কাজের ধারা সেখানে থাকেনা। অর্থাৎ অনির্দেশিত কাজে তাদের কর্মের কুশলতা বৃদ্ধি হয়না। সেখানে শিক্ষকের নির্দেশ একটা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

নির্দেশিত কাজে শিক্ষক শিশুর অভিজ্ঞতার পরিসর বৃদ্ধি করার মানসে কাজের ইংগিত দেয় যার ফলে কাজের পরিসরও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি সহজ হয়। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির দ্বারা চিন্তা শক্তি ও দক্ষতাবৃদ্ধি পায় এবং শিশু মনে নূতন কাজে হাত দেবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কাজেই শিশুর সামগ্রিক বিকাশের পথে নির্দেশিত কাজের গুরুত্ব অধিকতর। কিন্তু অনির্দেশিত কাজেরও প্রয়োজন আছে। দুই স্তরে দুইয়ের প্রয়োজন। প্রতি কাজের দুটি দিক আছে—বিষয় সম্পর্কিত এবং শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্পর্কিত। অনির্দেশিত কাজে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত বিকাশের পরিধি কম। কাজেই উভয় প্রকারের মধ্যে সীমারেখা টানা অনেকটা সম্ভব।

নির্দেশিত কাজের উদাহরণ :

১। ***খেলার দোকান :*** শিশুরা মাটি এবং নানারকম অকেজো ও ফেলে দেয়া জিনিস থেকে খেলনা তৈরী করে। তাতে শিক্ষকদের সাহায্য আবশ্যক। শিক্ষকদের নির্দেশ ও উৎসাহে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং জ্ঞানলাভ সহজ হয়। অনেকে শুধু ইঙ্গিত দ্বারাও শিশুদেরকে পরিচালনা করে নিয়ে যেতে পারেন।

২। ***ফেরী করে বিক্রী :*** নিজেদের তৈরী জিনিস ফেরী করে বিক্রি করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য শিক্ষকের নির্দেশ কার্যকরী হতে পারে। অনেক দেশে শিশুরা তা করে থাকে। উৎকৃষ্ট মানের জিনিস সমূহ নিয়ে ফেরি করার সীমিত প্রচেষ্টা চালানো যায়। তবে আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তাতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৩। ***টি, ভি/সিনেমা :*** শহর ও শহরতলীর বিদ্যালয় গুলোতে বায়োস্কোপের ছবি দেখানো পরিচিতি লাভ করছে। তা ছাড়াও শিশুরা পত্রিকা, ক্যালেণ্ডার ইত্যাদি থেকে ছবি কেটে পর পর সাজিয়ে একটি দীর্ঘ ফিল্ম তৈরী করতে পারে। পরে তা দুটি কাঠির সাহায্যে বাক্সের মধ্যে এমনভাবে আটকানো যায় যাতে তা ঘুরালে এক পার্শ্বের ছিদ্র করা জায়গা দিয়ে পর পর ছবিগুলি ভেসে উঠে। শিশুরা তাদের নিজেদের তৈরী ছবির ফিল্ম বানিয়েও

তা ফিট করতে পারে। ঘুরানোর সময় একটি রড বা কাঠি থেকে অন্য রডে ফিল্ম পেছানো হয়। শিশুরা ছবি দেখানোর সাথে সাথে তার বর্ণনা দেয়।

৪। ***পুতুল নাচ*** ঃ ইহা শিশুদের প্রিয় খেলা। তাতে শিক্ষকের সাহায্য প্রয়োজন বেশী। এরূপ খেলায় পুতুলের কথা শিশুরা পর্দার আড়ালে থেকে নিজেরাই বলে বা পুতুলের চরিত্রাভিনয় করে থাকে। আমোদের সাথে শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশও এর দ্বারা সম্ভব হতে পারে।

৫। ***বাড়ী*** ঃ শিশুরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘরবাড়ী তৈরী করে। দেখা যায় যে কোন খালি বাক্স পেলেই শিশুরা তাকে ঘর বা বাড়ীতে পরিণত করে। ভাল বাড়ী-ঘর তৈরীর জন্য শিক্ষকদের নির্দেশ প্রয়োজন। গ্রাম, শহর, বাড়ী-ঘর পরিদর্শনের পর শিশুরা শহর গ্রাম তৈরীরও চিন্তা করে এবং আগ্রহ দেখায়। কাঠ, কাগজ, বাঁশ, পাটখড়ি, মাটি দিয়ে তারা শহরের নমুনা তৈরী করে তাতে দোকান, অফিস, সিনেমা হল, শিল্প, নদী ইত্যাদি চিহ্নিত করতে পারে।

৬। ***বাজার*** ঃ বাজার তৈরীতেও শিশুদের আনন্দ। তাতে দোকান, আড়ত ইত্যাদি তৈরী করায় শিক্ষকের নির্দেশ প্রয়োজন।

৭। ***পাহাড়, আগ্নেয়গিরি*** ঃ এসব তৈরী করে তারা আনন্দ, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে পারে। মাটি, ইট, বালু, কাদা ইত্যাদি দিয়ে যে কোন গ্রামীন পরিবেশে তা তৈরী করা সহজতর।

৮। ***কৃষি খামার*** ঃ বিদ্যালয়-মাঠে কৃষি খামার করে তাতে শিশুরা পানি সেচের খাল, পানির কল বা পাম্প তৈরী করে জীবনভিত্তিক কাজের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। কিভাবে লাইনে ধান, পাট বোনা যায় তার কারণ কোন মৌসুমে কোন বীজ রোপনের পন্থা কি ইত্যাদি সম্বন্ধে জানবে। তাতে শিক্ষকের সহায়তা বিশেষ দরকার।

৯। ***শিল্প কর্ম*** ঃ বিভিন্ন শিল্প কর্মে শিশুরা আনন্দ পায়। শিক্ষক তার নির্দেশ দেবেন।

১০। ***কৃষির উপকরণ তৈরী*** ঃ শিশুরা কাঠ দিয়ে ক্ষুদ্রাকারের হাল, মই, জোয়াল, লাঙ্গল ইত্যাদি তৈরী করবে।

১১। পোষ্ট অফিস, রেল-ষ্টেশন, ট্রেন, বাস, ইটকাটা, গোডাউন তৈরীও রান্নাবান্না খেলাতে তারা আনন্দ পায়। চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এসব কাজ দক্ষতার সাথে করতে পারবে। রান্না যে কোন শ্রেণীর উপযোগী। ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিশুরা এতে আনন্দ পায় বেশী।

১২। *কার্টুন ও ফেষ্টুন :* পত্র পত্রিকার বিভিন্ন ছবি কেটে ছোট খাতায় সংগ্রহ করতে শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করা যায়। শিশুরা কার্টুন খুব পছন্দ করে। তাই তারা এসব এঁকে এবং ফেষ্টুন তৈরী করে আনন্দ পাবে।

১২। *ছবি অংকন :* পরিবেশের বিভিন্ন জিনিসকে নিজের দক্ষতা দ্বারা কাগজে বাস্তব রূপ দিতে শিশুরা খুবই আগ্রহী। শিক্ষক শিক্ষিকার নির্দেশে ছবি আঁকার মাধ্যমে পরিবেশের অনেক জিনিসকে শিশুরা সঠিক ভাবে জানতে পারবে।

এসব ছাড়াও নিম্নের কাজ গুলো করানো যেতে পারে :

বুলেটিন বোর্ড, চার্ট, স্তম্ভ-রেখা, গ্রাফ, ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ, ক্রসওয়ার্ড পাজল, সমসাময়িক ঘটনা বা সংবাদ প্রবাহ, নোট খাতা লেখা, অভিনয়, জাতীয় পতাকা তৈরী, মাটির দ্বারা বিভিন্ন জিনিসের মডেল তৈরী, ছোট দেয়াল পত্রিকা, পাঠ্য বই পাঠের প্রতিযোগিতা, কলমীবন্ধু, পরিবারের জীবন বৃত্তান্তের স্ক্র্যাপ বুক, সেলাই, কাগজের বিভিন্ন জিনিস তৈরী, সময় রেখা, ম্যাপ তৈরী ইত্যাদি।

এবার আসুন আমরা দেখি :

১। শিশুদের কাজের জন্য বিদ্যালয়ে কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে ?
২। নির্দেশিত কাজ কি ? শিশুর সামগ্রিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা কি ?
৩। আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের দিয়ে কি কি কাজ করানো যায় ?
৪। প্রজেক্ট ইউনিট কি এবং তার দুটি নমুনা কি কি হতে পারে ?
৫। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের কাজের জন্য কি কি জিনিস রাখা প্রয়োজন ?

— | —

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাদান সমস্যা ও সমাধান

রোকেয়া বেগম
সহকারী বিশেষজ্ঞ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রাথমিক স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাদান সমস্যা ও সমাধান কিরূপে করা যায় সে সম্পর্কে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যগুলোর মাধ্যমে অবহিত হতে পারেন।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য :
১। পরিবেশ পরিচিতি কি ?
২। সমস্যা নির্ধারণ/সমাধান
৩। উদ্দেশ্য
৪। বিষয়বস্তু
৫। পাঠদান পদ্ধতি
৬। মূল্যায়ন পদ্ধতি
৭। পরিদর্শন।

১। পরিবেশ পরিচিতি কি ?

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৭৮ সন হতে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের নীতিমালা, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের শক্তি, সামর্থ, বয়স, মানসিকতা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং মূল বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান পৃথকভাবে পাঠদানের পরিবর্তে এ দু'টি বিষয়ের সমন্বয়ে 'পরিবেশ পরিচিতি' বিষয়টি শিক্ষাক্রমের কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত অন্যতম একটি বিষয়। শিশুর কাছে তার পরিবেশ একটি অখণ্ড সূত্রের মত। শিশুর চার পার্শ্বে যা কিছু সবই তার কাছে নতুন এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীও শিশুর মনে নাড়া দেয় এবং নানা প্রশ্ন জাগায়। শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণের

মাধ্যমে শিশু যেন তার অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত ও বিশ্লেষণ শক্তি তীক্ষ্ণ করতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অনুশীলনী

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান দুটোকে সমন্বিত করে কেন পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

২। ***পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাদানের সমস্যা :*** প্রাথমিক স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাংলা, গণিত বিষয় দুটির জন্য পাঠ্যপুস্তক আছে। শিশুদের শক্তি, সামর্থ, বয়স, মানসিকতা ও ভাষার বিকাশ ক্ষমতার প্রতি বিবেচনা করে শিশুদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টির জন্য কোন পাঠ্য পুস্তক নির্ধারণ করা হয়নি। প্রাথমিক স্তরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প: প: পাঠদানে মুলত: যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে তা নির্ধারণ এবং নিরসন করার প্রণালী নিম্নে আলোচিত হল :

(১) পরিবেশ পরিচিতি পাঠের নির্ধারিত পুস্তক, (২) পাঠের উদ্দেশ্য, (৩) বিষয়বস্তু, পাঠদান পদ্ধতি, (৪) শিক্ষোপকরণ, (৫) মূল্যায়ন পদ্ধতি, (৬) পরিদর্শন।

১। পরিবেশ পরিচিতি পাঠদানের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের বয়স, সামর্থ, শক্তি, মানসিকতা ও ভাষার বিকাশ ক্ষমতার প্রতি বিবেচনা করে শিশুদের জন্য কোন নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত করা হয়নি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবেশ পরিচিতি পাঠদানকালে পুস্তক না থাকার দরুণ শিক্ষক মণ্ডলী শ্রেণীতে শিশুদের পাঠদানকালে যদিও বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন কিন্তু প্রাথমিক স্তরে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের পাঠদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির (প্রথম

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

খণ্ড) একটি রিপোর্ট সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে এবং এই শিক্ষাক্রমের ১১৫-১২৪ পৃষ্ঠা-প্রথম শ্রেণী এবং ১২৫-১৩৩ পৃষ্ঠা-২য় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি পাঠের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষোপকরণ, শিক্ষকের কাজ, শিশুর কাজ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া উল্লেখিত আছে।

দ্বিতীয়ত : শিক্ষক নির্দেশিকায় পৃষ্ঠা নং-৯৩-৯৭-প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণী-৯৭-১০০ পৃষ্ঠায় পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে পরিবেশ পরিচিতি পাঠদানের জন্য শিক্ষকের অবশ্যই উক্ত দুটি পুস্তক পাঠ করা প্রয়োজন। এই পুস্তক দুটি পাঠ করা হলে শ্রেণীতে শিশুদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিশুদের পাঠদানের জন্য শিক্ষকের পৃথক কোন পুস্তকের প্রয়োজন নেই। শিশুদেরও শ্রেণীতে পাঠ আলোচনার পর তাদের কোন পৃথক পুস্তকের ভার বহন করতে হবে না। শ্রেণী কক্ষের পাঠ শ্রেণীতেই শিক্ষালাভ করতে পারবে। পুস্তক দুটি বাংলাদেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই আছে।

অনুশীলনী

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প: প: পাঠের জন্য শিশুদের কেন নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক নেই? কিরূপে ঐ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে?

৩। **উদ্দেশ্য :** পরিবেশকে ভালভাবে জানা অর্থাৎ পরিবেশের সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপাদান সমূহের সংগে পরিচিত হওয়া পরিবেশ পরিচিতি পাঠের উদ্দেশ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের কাছে তার পরিবেশ বড় হয়ে দেখা দেয়, পরিবেশের বিভিন্ন জিনিস নিয়ে হাতে-কলমে কাজ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে আসতে চায়। তাই পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিজকে পরিবেশের সাথে খাপ-খাইয়ে নেয়া অপরিহার্য

হয়ে পড়ে। তাই পরিবেশ সম্পর্কে জানা তাদের জন্য অত্যাবশ্যক। শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, জীবন ও পরিবেশ কেন্দ্রিক করার লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি তাদের রিপোর্টে প: প: বিষয়টি প্রণয়ন করে শিশুদের সাথে পরিচিত করানোর সুপারিশ করেছেন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির প্রথম খণ্ড রিপোর্ট, পৃষ্ঠা নং-১১৫-১১৬ প্রথম শ্রেণী, পৃষ্ঠা নং-১২৫-১২৬ দ্বিতীয় শ্রেণীর প: প: পাঠের উদ্দেশ্য উল্লেখিত আছে। শিক্ষক নির্দেশিকা পৃষ্ঠা নং-৯৩ প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প: প: পাঠের উদ্দেশ্য উল্লেখিত আছে। যে কোন বিষয় পাঠদানকালে শিক্ষকের শিক্ষার্থীরা বয়স, সামর্থ, অভিরুচী ও শ্রেণী যেমন জানা দরকার অনুরূপ ভাবে পাঠের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথমেই শিক্ষকের জানতে হবে। নতুবা পাঠের মূল উদ্দেশ্য সাধন ব্যাহত হতে পারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প: প: পাঠের উদ্দেশ্য:

প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী
১। পারিবারিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।	১। পারিবারিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ।
২। খাদ্য ও তার উৎস সম্বন্ধে জানা।	২। পারিবারিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।
৩। পোষক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে জানা।	৩। বাসগৃহ ও অসবাবপত্র সম্বন্ধে জানা।
৪। আশ্রয়স্থান/বাসগৃহ সম্বন্ধে ধারণা লাভ।	৪। স্থানীয় হাট বাজার, পরিবহন ও চলাচল ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।
৫। স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্ন বাসগৃহ সম্বন্ধে ধারণা লাভ।	৫। বিদ্যালয় পরিবেশ সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ।
৬। পোষা ও গৃহপালিত পশু-পাখী সম্বন্ধে ধারণা লাভ।	৬। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় পরিবেশ ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা লাভ।
৭। দিক, সময় ও দূরত্ব সম্বন্ধে ধারণা লাভ।	৭। বাতাস ও পানি সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

প্রথম শ্রেণী

৮। বিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

৯। পাড়ার/গ্রামের সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে জানা।

১০। স্থানীয় পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন লোকের পেশা সম্বন্ধে জানা।

১১। স্থানীয় যাতায়াত ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানা।

১২। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

১৩। চিত্ত বিনোদন ও আনন্দ উৎসব সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান লাভ।

১৪। প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।

১৫। তাপ ও আলো সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

১৬। আবহাওয়া ও ঋতু সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

দ্বিতীয় শ্রেণী

৮। স্থানীয় পরিবেশে বিদ্যমান জীব ও জড় পদার্থ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ।

৯। খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

১০। শিশুর জীবনের নিরাপত্তার ধারণা জন্মানো।

১১। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

১২। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গঠন।

১৩। সামাজিক, সৌজন্য ও শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করা।

১৪। জাতীয় অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

১৫। জাতীয় অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

১৬। স্থানীয় ইতিহাস জানা।

প্রাথমিক স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পঃ পঃ শিক্ষাদানের উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যায় "পারিবারিক পরিবেশ" বিষয়বস্তুর জন্য উদ্দেশ্যটি হচ্ছে পারিবারিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ। শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য এই সাধারণ উদ্দেশ্যটিকে বিশ্লেষণ করে কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন:

১। শিশুর নিজের নাম, বয়স এবং বয়স অনুযায়ী পরিবারে তার স্থান।

২। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন তাঁদের নাম ও বয়স এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যা।

৩। পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আত্মীয় স্বজনের দায়িত্ব ও কাজ।

৪। বড়দের সংগে শিশুর করণীয় কাজ। নিজ বাড়ীর অবস্থান ও ঠিকানা।

৫। প্রশ্নোত্তর ও ছবি দেখে কোন বিষয় সম্পর্কে নিজের ধারণা ব্যক্ত করার দক্ষতা অর্জন করা।

৬। সুন্দর পারিবারিক বন্ধনের জন্য পরিবারের সদস্যগণের মধ্যে স্নেহ এবং মমত্ববোধের গুরুত্ব উপলব্ধি করা।

৭। পর্যবেক্ষণ করা এবং তার ফলাফল বলার দক্ষতা অর্জন করা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো থেকে সুস্পষ্ট রূপে পরিলক্ষিত হয় যে "পারিবারিক পরিবেশ" পাঠটি পদ্ধতি অনুযায়ী যথার্থরূপে শিক্ষাদান করলে শিশুর আচরণের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো বিকাশ লাভ করবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প: প: পাঠদানকে ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে শিক্ষককে পূর্বেই পাঠদানের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে নিতে হবে এবং সেজন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট ও শিক্ষক নির্দেশিকার পূর্বে উল্লেখিত পৃষ্ঠাগুলো শিক্ষকের অবশ্যই পাঠ করা উচিত।

১। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প: প: পাঠের উদ্দেশ্য কোন কোন পুস্তকের কত পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে? ২। যে কোন ৪টি উদ্দেশ্য লিখুন।

৪। *বিষয়বস্তু :* প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টি পাঠের বিষয়বস্তু জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী (প্রথম খণ্ড) পৃষ্ঠা নং-১১৬-১২০ প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী-৯৭—১০০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে। প: প: পাঠের বিষয়বস্তু কারিকুলাম কমিটির রিপোর্ট ও শিক্ষক নির্দেশিকা অনুযায়ী শিক্ষক বিষয়বস্তু নির্বাচন করে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে পাঠ সংশ্লিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে শ্রেণীতে পাঠদান করবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প: প: পাঠদানের জন্য কোন পাঠ্যপুস্তক নেই। সুতরাং শিক্ষকের অবশ্যই পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা লাভ করতে হলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর উল্লেখিত পৃষ্ঠা ও শিক্ষক নির্দেশিকার উল্লেখিত পৃষ্ঠাগুলো অবশ্যই শিক্ষকের পাঠ করতে হবে। পাঠদানের জন্য পাঠের বিষয়বস্তুর ইউনিট (একক) নির্ধারণ করতে হবে। পাঠ-

দানের এ পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য শিশুর পূর্ব অভিজ্ঞতা, আগ্রহ, কর্মক্ষমতা, শ্রেণী পরিবেশ ও তার নিকটতম পরিবেশের সুযোগ সুবিধার কথা অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে।

জাতীয় কারিকুলাম কমিটির রিপোর্ট ও শিক্ষক নির্দেশিকার প: প: পাঠের বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে পাঠদানের মধ্য দিয়ে শিশুদের কি কি ধারণা দেয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে নিম্নে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ২টি পাঠের বিষয়বস্তু প্রদত্ত হলো :

প্রথম শ্রেণী :

পাঠ : স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের বাসগৃহ :

১। প্রকারভেদ : মাটির ঘর, ছনের ঘর, মাচার ঘর, পাতার ঘর, বাঁশের ঘর, টিনের ঘর, কাঠের ঘর, আঁধা পাকা ঘর, পাকা ঘর, (দালান) ইত্যাদি।

২। বিভিন্ন প্রকার বাড়ী তৈরীর উপকরণ : মাটি, কাঠ, পাতা, ছন, খড়, বাঁশ, বেত, টিন, ইট, বালু, লোহা, সিমেন্ট, রড ইত্যাদি।

৩। বিভিন্ন বাসগৃহের প্রস্তুতকারক : মিস্ত্রি, ছুতার, ঘরামী, রাজমিস্ত্রি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণী :

পাঠ : স্থানীয় হাটবাজার, মাল পরিবহন ও যাতায়াত :

১। হাট বাজার ও দোকান : হাট ও বাজারের অবস্থান ও ঠিকানা, বাজারের বিভিন্ন রকমের দোকান ও দোকানের সংখ্যা।

২। হাট বাজারের বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা ও পণ্য সামগ্রীর ধারণা।

৩। বাজারে পণ্য সামগ্রী পরিবহণের ব্যবস্থা : বস্তা ও ঝুড়ি, থলে, মাথায় বহন, কাঁধে বহন, নৌকা, ঠেলাগাড়ী, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ট্রাক লঞ্চ ইত্যাদি।

৪। বাজারে যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং খেয়াঘাট, লঞ্চ ঘাট, ষ্টীমার ঘাট এবং রেল ষ্টেশনের ধারণা।

৫। দৈনিক/সাপ্তাহিক হাট ও বাজারের দিন।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টির উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু পর্যালোচনা

ও বিশ্লেষণ করলে পরিলক্ষিত হবে যে এগুলোতে রয়েছে কিছু জ্ঞান সম্বন্ধীয় তথ্য, কিছু কিছু ধারণা এবং কতক সূত্র বা সাধারণ নীতি নিয়ম সম্পর্কিত বিষয়বস্তু। পাঠদান করার সময় শিক্ষককে সর্বদা এগুলো সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে। পাঠ-পরিকল্পনা গঠণের সময় শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার ও শিক্ষার্থীর কাজ পরিচালনার সময় শিক্ষককে সর্বদা সচেতন হয়ে কাজ করতে হবে, যেন এসব তথ্য, ধারণা ও নীতিমালা সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষণীয় কাজ করতে হবে যাতে যথাযথভাবে শিক্ষার্থীরা ধারণা পেতে পারে।

> প্রথম/দ্বিতীয় শ্রেণীর যে কোন একটি পাঠের বিষয়বস্তু বিস্তারিত উল্লেখ করুন।

৫। (ক) *পাঠদান পদ্ধতি :*

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প: প: পাঠদানে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন যথাক্রমে : প্রশ্নোত্তর, পর্যবেক্ষণ, আলোচনা, অভিনয়, দলগত ও ব্যক্তিগত আলোচনা, ভ্রমণ, পরীক্ষা ইত্যাদি। প: প: পাঠদান ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে শিশুর আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলো শিক্ষকের মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। ৬—৭ বৎসরের শিশু চায় নিজে দেখে, শুনে, ছুঁয়ে-ধরে ও অনুভব করে প্রকৃতির কোন বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে। প্রাথমিক স্তরে শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের আগ্রহকে ভিত্তি করে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে প: প: বিষয়টি শিক্ষাদান করলে তা যথার্থ সার্থক। শিশু শুনে যতটুকু শিখে তার চেয়ে অনেক বেশী দেখে এবং করে শেখে। শিক্ষককে সে জন্য কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে প: প: শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। (খ) *শিক্ষোপকরণ :*

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প: প: পাঠদানকালে পাঠকে, আকর্ষণীয় স্মৃতিতে জ্ঞান সজীব, গাঁথা ও জীবন ভিত্তিক করে তুলতে হলে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উপকরণের ব্যবহার

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

একান্ত প্রয়োজনীয়। পাঠদানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পাঠের প্রয়োজনীয় প্রচুর শিক্ষা উপকরণ ও উপকরণ প্রস্তুতের উপাদান বিদ্যালয়ের চারপার্শ্বের পরিবেশেই ছড়িয়ে আছে। শিক্ষক ও শিশুদের দিয়ে সংগ্রহ করে কার্যকরীভাবে তা শিক্ষাদানের কাজে ব্যবহার করতে পারেন। জাতীয় কারিকুলাম কমিটির রিপোর্টের ১২০—১২১ পৃষ্ঠায় প্রথম শ্রেণী ও ১২৯—১৩০ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষা উপকরণ সম্পর্কে উল্লেখিত আছে।

শ্রেণীকক্ষে শুধু পাঠ আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের মনোযোগ আগ্রহ বেশীক্ষণ ধরে রাখা যায় না। সে জন্য শ্রেণীতে পঃ পঃ পাঠদানে শিশুকে বিভিন্ন কর্মতৎপরতায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ অধিক পরিমাণে রাখতে হবে। কাজের মধ্য দিয়ে শিশু শিক্ষালাভ করলে পাঠটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে এবং শিশুর মনোযোগ ও আগ্রহ বৃদ্ধি হবে। শিশুদের দলীয় ও ব্যক্তিগতভাবে শ্রেণীতে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে। কর্মতৎপর পদ্ধতিতে শিশুরা যেমন বিদ্যালয়ের চারপার্শ্ব ও শিশুদের নিজ গৃহে চার-পার্শ্বের পরিবেশ হতে বিভিন্ন গাছের পাতা, ফুল, পাখীর পালক, ষ্ট্যাম্প, ঘর প্রস্তুতের জন্য ছন, পাটখড়ি সংগ্রহ করবে, মাটির নৌকা, থালা-বাটি, কাগজের নৌকা, রকেট ইত্যাদির মডেল তৈরী করবে। বিভিন্ন শ্রেণীর গাছ-পালা, ফুল-ফল, নদী-পুকুর, খাল, হাট/বাজার ইত্যাদিও পর্যবেক্ষণ করানো যায়। শিশুদের উপরোক্ত উপকরণের সাহায্যে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে পরিবেশ অনুযায়ী শ্রেণীতে পঃ পঃ পাঠদান করা হলে অবশ্যই তা চিত্তাকর্ষক সহজ ও সরল হবে। ফলে শিশুরা এই বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হবে ও বাস্তব জীবন ভিত্তিক ধারণা লাভে সক্ষম হবে।

পাঠের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছবি/মডেল দেখে শিশু যতটা জ্ঞানলাভ করবে আর যদি শিশুদের পাঠ সম্পর্কযুক্ত ছবি বা মডেল প্রস্তুত ও বাস্তব জিনিস্ সংগ্রহ করতে দেয়া হয় তবে তার চেয়ে আরো অধিকতর বেশী সুস্পষ্ট ধারণা লাভে শিশু সক্ষম হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, স্থানীয় পরিবেশ গাছ-পালা সম্বন্ধে পাঠদানকালে প্রয়োজন অনু-যায়ী বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য শিশুদের শ্রেণীকক্ষের বাইরে পাঠ সম্পর্কিত বিভিন্ন

গাছ-পালার পরিবেশে শিশুদের নিয়ে যাওয়া যেতে পারে ও ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

শিক্ষক যে কোন পদ্ধতিতেই শ্রেণীতে পাঠদান করেন না কেন সর্বদা শ্রেণীর শিশুদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে। শ্রেণীতে তীক্ষ্ণ-মেধা, ক্ষীণ-মেধা ও সাধারণ মেধা সম্পন্ন শিশুদের খুব ভালভাবে পাঠদান করা সত্ত্বেও সমানভাবে পাঠ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। শিক্ষককে সে জন্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং অমনোযোগী শিশুদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। অমনোযোগী ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিশুদের কর্মতৎপর পদ্ধতিতে পাঠদান করা হলে শিশুদের পাঠের প্রতি সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করা সহজতর হবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি পাঠদানে স্থানীয় পরিবেশে প্রাপ্ত ৫টি উপকরণের নাম লিখুন।

৬। মূল্যায়ন :

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাংলা গণিত ব্যতীত অন্যান্য বিষয় মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। শিশুদের ভাষার বিকাশ না হওয়ার দরুণ অন্যান্য বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয় না। বর্তমানে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের বৎসরে দু'বার মাত্র দুটি পরীক্ষা নেয়া হয়। শিশুদের পঃ পঃ বিষয়টি বর্তমানে যে পদ্ধতিতে সারা বৎসরের পাঠ মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে দেখা যায় ১টি শিশুর পেছনে পরীক্ষার সময় গড়ে মাত্র ২/৩ মিনিট সময় ব্যয় করা হয়। এ পদ্ধতির মূল্যায়ন সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলা যেতে পারে না। শিশুরা সারা বৎসর শ্রেণীতে ক্লাস করে যা শিক্ষালাভ করেছে তা ৪/৫টি প্রশ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত পূর্ণরূপে মূল্যায়ন হতে পারে না। প্রতিটি পাঠ শেষে মৌখিক ছোট ছোট প্রশ্ন, নিজ পরিবেশে কিছু দেখে বলা, পাঠ

সম্পর্কযুক্ত ছবি দেখে বলা, ছবি অংকন, মাটি, কাগজ, পাতা ইত্যাদি দিয়ে মডেল প্রস্তুত, বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে দেয়া যায়। কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিশুদের শ্রেণীতে সারা বৎসরে বিভিন্ন ধরণের কাজের মূল্যায়ন করা দরকার। সেজন্য অবশ্য ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড কার্ডের ব্যবস্থা থাকা দরকার। শিশুদের সারা বৎসরের পাঠের কার্যক্রমের মূল্যায়ন হলে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির হারও আংশিক কমবে। হাতে কলমে কাজ করায় শিশুরা পাঠের প্রতি আগ্রহী এবং মনোযোগীও হবে। শিশুদের বাৎসরিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন আছে। সারা বৎসরের রেকর্ড ও বাৎসরিক পরীক্ষার নম্বরের গড় করে পরীক্ষার নম্বর দেয়ার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। নিচে কয়েক ধরণের প্রশ্নের দৃষ্টান্ত দেয়া হলো :—

প্রথম শ্রেণী, বিষয়বস্তু—যাতায়াত ব্যবস্থা :

মৌখিক প্রশ্ন : ১। রেল লাইন দিয়ে কি গাড়ী চলে ?

২। পাকা রাস্তা দিয়ে কি কি গাড়ী চলাচল করে ?

৩। কাঁচা রাস্তা দিয়ে কি কি গাড়ী যাতায়াত করে ?

৪। জলপথে কি কি যানবাহন যাতায়াত করে ?

২। সঠিক উত্তর বাহির কর :—

১। যাতায়াত ব্যবস্থা ৩/৪/২/৫ প্রকার।

২। আকশপথে চলে নৌকা/বিমান/গরুর গাড়ী/রেল গাড়ী।

৩। জলপথে চলে রিক্সা/সাইকেল/নৌকা/রেল গাড়ী।

৪। রেলপথে চলে লঞ্চ/ট্রাক/কোচ/রেলগাড়ী।

৫। কাঁচা রাস্তায় প্রধানতঃ চলে জাহাজ/রেলগাড়ী/বিমান/গরুর গাড়ী।

৩। কাগজ দিয়ে নৌকা ও বিমান তৈরী কর।

৪। মাটি দিয়ে নৌকা তৈরী কর।

৫। জল, স্থল ও আকাশপথে যাতায়াত করে এমন যানবাহনগুলোর নাম বল।

৬। *ছবি দেখে প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ*

(ক) 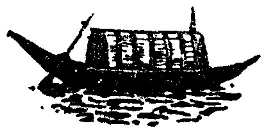

(খ) 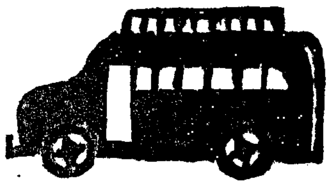

(গ) 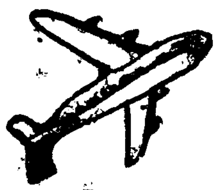

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

৬। (ক) নৌকাটি কোন পথে এবং কোন দিকে যাচ্ছে ?
(খ) বিমানটি কোন পথে এবং কোন দিকে যাচ্ছে ?
(গ) মটরটি কোন পথে এবং কোন দিকে যাচ্ছে ?

৭। *পরিদর্শন :* প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পঃ পঃ পাঠদানের জন্য কোন নির্ধারিত পুস্তক নেই। কিন্তু শিক্ষক নির্দেশিকা ও জাতীয় কারিকুলাম কমিটির রিপোর্ট এই দুটি পুস্তক প্রতিটি বিদ্যালয়ে আছে। এই পুস্তক দুটিতে উল্লেখিত পৃষ্ঠা গুলো পাঠ করে শিক্ষক শিক্ষিকা শ্রেণীতে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শিক্ষকের পাঠদান কার্য সহজতর হবে এবং শিশুরাও বিষয়টির প্রতি যথোপযুক্ত রূপে জ্ঞান লাভে সক্ষম হবে।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুহে জাতীয় কারিকুলাম কমিটির রিপোর্ট ও শিক্ষক নির্দেশিকা পুস্তকটি অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পাঠ করেন না। সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ লক্ষ্য রাখবেন শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ পুস্তক দু'টি পাঠ করছেন কিনা। পুস্তক দু'টিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পঃ পঃ পাঠের উদ্দেশ্য বিষয়বস্তু, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষকের কাজ, শিক্ষার্থীর কাজ, মূল্যায়ন ও পাঠ পরিকল্পনা উল্লেখিত আছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারগণ বিদ্যালয় পরিদর্শন কালে অবশ্যই শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ শ্রেণীতে পাঠদানের জন্য পুস্তক দু'টি পাঠ করছেন কিনা ও শ্রেণীতে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করছেন কিনা এবং কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে পাঠদান ও যথাযথ রূপে মুল্যায়ন করা হচ্ছে কিনা তা অবশ্যই তদারক করতে হবে। পরিদর্শকবৃন্দ প্রতিমাসে পরিদর্শন কালে এটা লক্ষ্য করলে ধীরে ধীরে শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দের পুস্তক দু'টি পাঠের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

ক্রম পুঞ্জিত রেকর্ড কার্ড

ক্রমপুঞ্জিত রীতিতে মূল্যায়নের ছক

শ্রেণীর নাম—

বিষয়—

পাঠের একক—

ক্রমিক নং	শিশুর নাম	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর

শিক্ষার নুতন ধারায় আধুনিক শিক্ষক ও শিশুকেন্দ্রিকতার বৈশিষ্ট্যাবলী

এ, কে, আবদুল মান্নান
বিশেষজ্ঞ,

শিক্ষার নুতন ধারা বলতে আমরা বুঝি শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা। গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তে নতুন চিন্তাধারা নিয়ে এসেছে নতুন মতাদর্শ। তার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে এসেছে বিরাট পরিবর্তন ও কর্মের প্রবাহ। গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষক দাতা এবং শিক্ষার্থী গ্রহীতা। শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সার্থক করতে হলে এ দুটি বিপরীত ধর্মী সত্তাকে একযোগে কাজ করতে হবে। তা না হলে শিক্ষা সম্ভব হবেনা।

গতানুগতিক ধারায় শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনের অর্জনীয় অভিজ্ঞতাগুলোকে প্রত্যক্ষ ভাবে আহরণ করতে পারেনা। শিক্ষক সেগুলোর একজন মাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরিবেশক বলে সাক্ষাৎভাবে জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন তার পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষক তার সামনে দাঁড়িয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলো আড়াল করে রাখেন। শিক্ষার্থী কেবল শিক্ষকের মাধ্যমে সেগুলোর সাথে পরোক্ষভাবে পরিচিত হতে পারে। এখানে শিক্ষক যেন সে অভিজ্ঞতাগুলোর নির্যাস বা রস আহরণ করে তাদেরকে পরিবেশণ করেন। সে জ্ঞান লাভে শিক্ষার্থী সন্তুষ্ট থাকে। ফলে তার জ্ঞান থাকে পরোক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ এবং অসম্পূর্ণ।

আধুনিক শিক্ষাঃ কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ও শিক্ষকের কাজ বিপরীত ধর্ম নয়। উপরের প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে এখানে স্থান দখল করেছে শিশুকেন্দ্রিকতা। শিক্ষার্থী তার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও চিন্তাধারা শিক্ষকের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে গ্রহণ করে না। তার পরিবর্তে বাস্তব অভিজ্ঞতায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থী নিজেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজের শক্তিমত সংগতি বিধানের চেষ্টা করে।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর পাশে থেকে বাস্তব পরিবেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তার জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো অর্জনে সহায়তা করেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী কর্মকেন্দ্রিক-ভাবে জীবন সমস্যা সমাধানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শিক্ষক তাকে সহায়তা করেন

এবং প্রয়োজনে নির্দেশ ও সুপরামর্শ দেন মাত্র।

গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার মত শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিজ্ঞতার মাঝে দাঁড়িয়ে থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তাকে বঞ্চিত করে না। উভয়ের আচরণে বিরোধ না থাকায় নতুন ব্যবস্থায় তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই হয়ে উঠে সৌহার্দ ও বন্ধুত্বপূর্ণ।

তবে আধুনিক শিক্ষক শিক্ষার্থীর জ্ঞানদাতা, চক্ষু-উন্মেষক কোন উন্নত স্তরের অপরিচিত অতিমানব নন। তিনি শিক্ষার্থীর একাধারে সহায়ক, সহকর্মী, সচিব এবং হিতৈষী বন্ধু। গৌরবের কোন অবাস্তব জ্যোতির্মণ্ডল তাকে ঘিরে থাকে না। তিনি শিক্ষার্থীর চাইতে অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সাধারণ মানুষ বই নয়। তাঁর অসীম সহানুভূতি শিশুর বিকাশের প্রক্রিয়াকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যায় মাত্র।

অত্যাধুনিক কিছু পদ্ধতির সাথে পরিচিত হলে আমরা তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারব। বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা অনেক পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত হয়েছি! এখন শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিককালে প্রবর্তিত কতগুলো পদ্ধতির কথা-জানব।

১। *বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতি* (***Analytic and synthetic Method***) :— কোন বস্তু সম্বন্ধে শিশুর ধারণা থাকে অস্পষ্ট। তা সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে সে বিষয় বা বস্তুটি বিশ্লেষণ করে তার বিভিন্ন অংশের সাথে পারস্পরিক সম্বন্ধের বিবরণ দান প্রয়োজন। তার ফলে অংশগুলো সম্বন্ধে ভাল ধারণা জন্মালেও সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নাও হতে পারে। কাজেই বিভিন্ন অংশের সাথে সমগ্র বস্তুটির কি ধরণের সম্পর্ক তা নিরূপণ করা প্রয়োজন এবং আরও প্রয়োজন অংশগুলো একত্র করলে বস্তুটি কি আকার ধারণ করবে তা ভালভাবে জানা। তা করতে পারলে বস্তুটি সম্পর্কে শিশুর ধারণা অধিকতর সুস্পষ্ট এবং সঠিক হবে। আমরা এ ব্যাপারে একটি গাছের উদাহরণ বেছে নিতে পারি। গাছ সম্পর্কে শিশুকে জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে গাছের বিশ্লেষণ করে তার কাণ্ড, ডাল, পাতা, মূল ইত্যাদি সম্বন্ধে ভালভাবে জানতে দিতে হবে। অতপর

তাদের পরস্পরের সাথে কি সম্পর্ক তা অবহিত করিয়ে সমগ্র বৃক্ষটি সম্পর্কে জ্ঞানদান করা উচিত। বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে জ্ঞানদান করলে বৃক্ষটি সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞান পরিপূর্ণ হবে।

২। *আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি* (***Inductive and Deductive Method***) শিক্ষাদানের অন্যতম ভাল পদ্ধতি হিসেবে আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে। পর পর কতগুলো উদাহরণ পরীক্ষা করে কোন সিদ্ধান্তে পৌছালে এবং কোন সাধারণ প্রতিজ্ঞা থেকে সূত্র গঠন করলে যথাক্রমে আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি বলে।

আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি ঃ শিক্ষক এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে দিয়ে আবিষ্কার করান। শিক্ষার্থীরা কোন বিষয়ে নিজে অনুসন্ধান ও পরীক্ষার দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যেমন—শিক্ষার্থীদের বাগানের কাজ করতে দেয়া হলে আগাছার সাথে একটি অন্য গাছ দেখতে পেল। গাছটি কি এবং কোথা থেকে আসল তা তারা অনুসন্ধান করতে লাগল। অদূরে জঙ্গলে ঠিক সে গাছের মত গাছ দেখতে পেল। মিলায়ে দেখল যে উভয় গাছে তফাৎ নেই। বড় গাছ দেখে বুঝল উহা লজ্জাবতী গাছের চারা। এখানে শিক্ষার্থীগণ নিজেরা অনুসন্ধান করে, উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে নূতন জিনিস জানে এবং সিদ্ধান্তে পৌছে।

আলোচনা পদ্ধতি ঃ এতে শিক্ষার্থীদেরকে কোন সমস্যা দিয়ে সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে বলা হয়। সকলে আলোচনায় অংশ নেয় বলে শিক্ষার্থীর কাজ বেশী থাকে। শিক্ষার্থীরা তাদের শব্দ সম্পদ, ভাব ও ভাষা প্রকাশের ক্ষমতা, ভাবের আদান-প্রদান ও সহযোগিতা শিক্ষা লাভ করে। তাতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে আগ্রহ অনুযায়ী বলার স্বাধীনতা দেবেন, বক্তব্য পরিস্কার বলার প্রেরণা দেবেন, নূতন কথা বলার সুযোগ দান করে নূতন উপযুক্ত শব্দ চয়নে সাহায্য করবেন এবং আলোচ্য বিষয় ঠিক করে দেবেন।

সংঘ পদ্ধতি ঃ একের অধিক শিক্ষার্থী একটি বিষয়ের বিভিন্ন দিক আলোকপাত ও আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়ার অত্যাধুনিক দলভিত্তিক শিক্ষাদানকে সংঘ পদ্ধতি বলা।

হয়। শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক সহায়তায় কোন সমস্যা আলোচনার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এতে শিক্ষার্থীগণ দেহমনে সক্রিয়া হয়ে উঠে। শিক্ষক এখানে তাঁর উচ্চাসন হতে নেমে শিশুদেরকে সাহায্য করেন।

এ পদ্ধতির বিভিন্ন রূপ হলঃ

১। ***সেমিনার বা আলোচনা চক্র :*** এ পদ্ধতিতে কোন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় শ্রেণীকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করা যায়। তাতে দলনেতা, লিপিকার এবং তথ্য বিশেষজ্ঞ থাকেন। তথ্যজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় আলোচনার দিক নির্দেশনা নিয়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আলোচনার লিপিকার সিদ্ধান্ত লিখে রাখবে। সকল আলোচনায় দল গুলো তাদের বক্তব্য সবার সামনে পড়বে এবং সকলের আলোচনার সার সংক্ষেপ হবে।

২। ***কর্মশালা (work shop) :*** কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কাজ করার উদ্দেশ্যে কতিপয় অভিজ্ঞ, পারদর্শী ও উদ্যমশীল শিক্ষার্থীদের পরিচালনার দায়িত্ব নেন কিছু অভিজ্ঞ ব্যক্তি। মিলিত ভাবে হাতে কলমে কাজ করে সিদ্ধান্ত ও কর্মবিবরণী প্রকাশ করে শিক্ষার্থীগণ তথ্যের চাইতে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে বেশী।

৩। ***প্যানেল ডিসকাসন :*** এতে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য কিছু সংখ্যক নির্ধারিত ব্যক্তি থাকেন। এক জনের সভাপতিত্বে বিষয়টিকে কয়েক ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়। তাতে বিষয়টি নির্দিষ্ট ও সামগ্রিক ভাবে সকলের সামনে উপস্থাপিত হয়। সকলের বক্তৃতার সার সংক্ষেপ দেন সভাপতি।

৪। ***প্রজেক্ট বা প্রকল্প :*** বিদ্যালয়ের প্রজেক্ট দলীয় বা সংঘ পদ্ধতিতে পরিচালনা করা যেতে পারে। তাতে দল থাকে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা কয়েকটি লক্ষের দিকে সুসংবদ্ধভাবে দলকে পরিচালিত করা হয়। এতে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কাজের অভিজ্ঞতা বেশী থাকে। কাজের শেষে মূল্যায়ন করা হয়।

৫। ***শিক্ষা শিবির :*** এতে কোন শিক্ষামূলক অভিপ্রায় নিয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ের তথ্য যেখানে পাওয়া যায় সেখানে শিবির স্থাপন করা হয়। কয়েক দিন থেকে শিবির শেষে মূল্যায়ন করা হয়। বর্তমানে ইহা দ্রুত প্রসার লাভ করছে। এতে মানুষের মানসিক জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তা বিদূরিত হয় এবং শিক্ষার্থীর মনে উদ্যম জাগরিত হয়। তাতে সকলের সাথে মিলে মিশে কাজ করার ফলে কাজের দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় বেশী। সময় বেশী লাগলেও সুপরিচালিত হলে এতে অধিকতর ভাল ফল পাওয়া সম্ভব হয়।

৬। ***কার্য সম্পাদন পদ্ধতি (Project Method) :*** স্বাভাবিক পরিবেশে কোন কার্য-সমস্যা সমাধানের আকারে শিক্ষাদান পদ্ধতিকে প্রজেক্ট মেথড বলে। কোন কাজের সমস্যা শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত করে স্বচেষ্টার দ্বারা সমাধান করতে বলা হয়। উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জেনে সমাধানের উপায় আবিষ্কার করতে ব্রতী হয়। তালিকার আকারে কতগুলো কার্য সমস্যা এক এক বিষয় পাঠের জন্য তৈরী করা হয় আর সে সকল কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা এক এক বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে। প্রজেক্ট কোন বৃত্তিমূলক এবং কার্যমূলক হতে পারে।

১। ***বৃত্তিমূলক কাজ :*** এতে শিক্ষার্থীদের বাস্তবভাবে কাজ করতে হয় না। সমস্যা সমাধানের কল্পিত কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণ করলেই সমস্যা সমাধান হয়। যেমন—শিক্ষার্থীদেরকে ঢাকা থেকে দিনাজপুর যাবার সমস্যা দেয়া হল। তার জন্য তারা, বাস, রেলওয়ে, ফেরী পারাপারের সময় ও পথ জেনে ঢাকা থেকে দিনাজপুর যাবার কল্পিত ভ্রমণ কাহিনী লিখলেই কাজ শেষ হয়।

২। ***কর্মভিত্তিক সমস্যা সমাধান :*** এতে শিক্ষার্থীরা বাস্তবভাবে কাজ করে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখে। যেমন—দিক নির্ণয়, গ্রাম, বাজার ও বিদ্যালয়ের নক্সা তৈরী ইত্যাদি। এ পদ্ধতিতে চারটি স্তরে কাজ শেষ করতে হবে :—কাজের ইউনিট ঠিক করা, পরিকল্পনা করা, কাজ সম্পন্ন করা ও বিচার করা।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

শিক্ষকের ইঙ্গিতে বা সাহায্যে ইউনিট স্থির ও পরিকল্পনা করে কাজে অগ্রসর হবে শিশু কর্মীরা।

এ পদ্ধতির উপকারিতা : হাতে কলমে কাজ, অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ, বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, স্বচেষ্টায় শিক্ষা ও বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের সমন্বয় সাধনের ফলে শ্রেণী-শিক্ষার একঘেয়েমী দূর করে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিশুদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ হয় বলে এর গুরুত্ব অনেক।

উপরে উল্লেখিত পদ্ধতি ছাড়াও শিক্ষাকে আধুনিক ক্ষেত্রে পরিবহণ করার পথে বলিষ্ঠ অবদান রেখেছে কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতি, মন্তেসরী পদ্ধতি, ডাল্টন প্লান, ইউনেটকা পদ্ধতি ইত্যাদি।

তাই এখন পুরাতন জরাজীর্ণ ও অবাস্তব মতবাদ বা গতানুগতিক শিক্ষাধারা পরিত্যক্ত হয়ে প্রগতিশীল ধারায় আধুনিক শিক্ষা নূতনরূপ নিয়ে আখ্যায়িত হয়েছে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা রূপে যার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ।

১। *স্বাধীনতা :* কঠোর নিয়ম নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে প্রগতিশীল বিদ্যালয়ের শিশু আজ ইচ্ছা ও আগ্রহ অনুযায়ী কাজ, চলাফেরা, দল গঠন, পাঠ্যবস্তু নির্ধারণ করে। তদুপরি সেখানে তারা পোষ্ট অফিস, সংবাদপত্র, সমবায় ব্যাংক ইত্যাদিও করে থাকে। আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। প্রয়োজন নূতন কর্মধারা স্থষ্টির।

২। *সক্রিয়তা (Activity)* জন ডিউইর মতে সক্রিয়তা ছাড়া প্রকৃত জ্ঞান বা শিক্ষা লাভ সম্ভব নয়। তাই আধুনিক শিক্ষার মূলমন্ত্র হলো কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করে শিক্ষালাভ করা। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে নিছক বিদ্যা অর্জনই শিক্ষা নয়। জ্ঞান হল পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধানের একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ। শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পরি-বেশের সাথে শিশুর সংগতি বিধানের জন্য যে সব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় তাই হল কার্যকর জ্ঞান।

৩। *অভিজ্ঞতা ভিত্তিকতা* : যে সমাজে শিশুর বাস সে সমাজের বিশেষ অভিজ্ঞতাগুলো হবে শিশুর পাঠ্যক্রমের প্রধান বিষয়। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হ'ল শিশুকে সমাজের উপযোগী করা বা সামাজিককরণ। তাই বিদ্যালয়কে বলা হয় সমাজের প্রতিচ্ছবি। বিদ্যালয়ের পরিবেশকে পূর্ণভাবে সমাজধর্মী করে শিশুকে বাস্তব-জীবনের বিশেষ বিশেষ অংগের সাথে পরিচিত করায়ে পেশাভিত্তিক ও হাতে কলমে কাজের উপর জোর দিতে হবে।

৪। *অন্তর্জাত শৃঙ্খলা* : এটিই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার অংগ। শৃঙ্খলা সেখানে বহির্জাত হবে না। শাসন, ভীতি, নিন্দা, প্রশংসা, পুরস্কার ইত্যাদির মত কৃত্রিম পন্থার কোন প্রয়োজন নেই। শিশুর আচরণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে শৃঙ্খলা।

৫। *সৃজনশীলতা* (*Creativity*) একে প্রধান স্থান দেয়া হয়ে থাকে বর্তমান শিক্ষায়। তাই অভ্যন্তরীন সৃজনীস্পৃহা ব্যক্ত ও বিকশিত করার জন্য আয়োজন করতে হবে। মাটির, কাগজের, কাঠের, পাট খড়ি ও বাঁশের বিভিন্ন জিনিস তৈরী করায়ে তাদের সৃজনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৬। *ব্যক্তি সত্তার পূর্ণ বিকাশ* : প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল মানসিক উন্নতির প্রতি নজর দেয়া হত। তার পরিবর্তে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর শারীরিক, প্রক্ষোভমূলক, সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি দিকের সুসম বিকাশের প্রতি নজর দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ মানব (***wholeman***) রূপে গড়ে তুলতে প্রচেষ্টা চালান হয়।

৭। *মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত* শিশুকেন্দ্রিক সুচিন্তিত দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ তথ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে পরিকল্পিত বলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামর্থ অনুযায়ী পূর্ণ বিকাশের সুযোগ রয়েছে অনেক। তদুপরি শিখণ, পরিণমন (***maturation***), মনে রাখা (***Retnteion***), ভুলে যাওয়া, প্রবৃত্তি (***instinct***), প্রক্ষোভ (***Emotion***),

প্রভৃতি বিবিধ প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রাপ্ত মনোবিজ্ঞানীর মতের সাহায্যে সংগঠিত হয় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি।

৮। উন্নত শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে শিশুর আগ্রহ, সামর্থ্য, প্রয়োজন ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়া ও শিশুর প্রতি নজর রেখে রচিত হয় কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার নীতি এবং পদ্ধতি।

৯। ***শিক্ষক/শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হল :*** শিক্ষার একটি প্রধান শর্ত। শিক্ষক এখন শিক্ষাদান কর্মের সর্বময় কর্তৃত্বের আসন থেকে অপসারিত হয়ে শিক্ষার্থীর বন্ধু, হিতৈষী, সহায়ক ও পথ প্রদর্শকের স্থান নিয়েছেন।

১০। আগ্রহ, প্রয়োজন ও সামর্থ ভিত্তিক শিক্ষাদান আধুনিক পদ্ধতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। পূর্বে শিক্ষা দেয়া হত বয়স্কদের প্রয়োজনে এখন শিক্ষা দেরা হয় শিশুর প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী।

১১। ***সহযোগিতার মনোভাব*** বর্তমান আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট। হিংসা, বিদ্বেষমূলক প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির মানসে কর্মভিত্তিক প্রচেষ্টা চালানো হয় আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে।

১২। ***বিদ্যালয় পরিবার সম্পর্ক*** হয় ঘনিষ্ট। এতে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে প্রগতিশীল বিদ্যালয় সমূহের কোন বিশেষ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদের মতামত নেয়া হয়।

১৩। ***শিক্ষা জীবনকে অভেদীকরণ*** (***Identification Education with life***) শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করে পূর্বে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের জীবনের জন্য প্রস্তুতি বলে মনে করা হত। বর্তমানে শিশুকে শিশু বিবেচনা করে তাদের অভিজ্ঞতার প্রয়োজনকে বয়স্কদের থেকে আলাদাভাবে দেখা হয়। তাই শিক্ষার্থী তার শিক্ষাকে জীবন ধারার সাথে অভিন্ন বলে মনে করে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

আধুনিক যুগের শিক্ষা ধারায় শিক্ষার্থীকে নূতন মর্যাদার স্থান দিয়েছে, দিয়েছে নূতন অধিকার ও অভিজ্ঞতা অর্জনের অবাধ স্বাধীনতা। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কর্মকেন্দ্রিক বা শিশুকেন্দ্রিকভাবে যে সব বৈশিষ্ট্যাবলীর মাধ্যমে তার শিক্ষা অর্জন করবে তা আমরা উপরের আলোচনা থেকে জানতে পেরেছি। তার সাথে সাথে আমাদের জানতে হবে আধুনিক শিক্ষক কি কাজ করবেন। কি কি উপায়ে পরিবেশ পরিচিতি এবং অন্যান্য বিষয়াদি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে শিক্ষার্থীদেরকে সাহায্য করবেন।

আধুনিক শিক্ষায় শিশুর স্থান পুরোভাগে। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে শিশু শিক্ষালাভ করবে। পরোক্ষভাবে লব্ধ অভিজ্ঞতায় শিশু নির্জিব ও নিষ্ক্রিয় থাকে বলে অভিজ্ঞতা পরিবেশনায় শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক কম। শিক্ষার্থী-নিজেই অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন করে। তাই শিক্ষকের কাজের পরিমাণ কমেছে বটে কিন্তু গুরুত্ব কমেনি। কাজের প্রকৃতি বিচার ও নির্বাচন কাজে শিক্ষকের দায়িত্ব পূর্বের চাইতে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে যেমন তিনি তাঁর আহরিত তথ্যের ভাণ্ডারটি শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দিতেন আর শিক্ষার্থী উহা গলাদগরণ করতে পারলেই তার দায়িত্ব শেষ হত। এখন তার পরিবর্তে আহরিত জ্ঞান যাতে শিক্ষার্থী বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে তার গুরুদায়িত্ব বর্তায় শিক্ষকের উপর। যেমন সামাজিকতা বা ভদ্রতা শিক্ষাদান করতে গিয়ে পূর্বে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিলেই চলত কিন্তু আধুনিককালে শিক্ষার্থীরা যাতে ভদ্রতা বা সামাজিকতা শিক্ষা করে তার আচরণে প্রকাশ করতে পারে তার শিক্ষা দিতে হবে। কাজেই আধুনিক শিক্ষকের দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক। তাঁর কাজ এখন হয়েছে অধিকতর ব্যাপক ও বহুমুখী। তার দায়িত্ব হল রাষ্ট্র পরিশাসনে সামর্থ ও দক্ষ নাগরিকরূপে গড়ে তুলতে গণতন্ত্রের শিক্ষার্থীদেরকে প্রশিক্ষণদান। গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের আদর্শ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন করে গণতান্ত্রিক কার্য পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ও দায়িত্বশীল সুনাগরিক গঠনের মহান দায়িত্ব বর্তায় আধুনিক শিক্ষকের উপর। তাঁর উপর নির্ভর করে গণতন্ত্রমুখী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ ব্যবস্থা।

কাজেই আমরা নিম্নলিখিতভাবে আধুনিক শিক্ষকের কার্যাবলী সুবিন্যস্ত করতে পারি।

১। ***বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভে সহায়তা :*** আধুনিক শিক্ষক শিক্ষার্থীকে জ্ঞানার্জনে সহায়তাকারী। বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী যাতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কৌশল আহরণ করতে

পারে শিক্ষক তার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা সম্পাদন করবেন।

২। *শিক্ষার পরিকল্পনা রচনাকারী* হিসেবে তিনি পাঠ্যক্রমকে এমনভাবে বিন্যস্ত ও নিয়ন্ত্রিত করেন যাতে শিক্ষার্থী অতি সহজে সুষ্ঠু নাগরিক জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

৩। *শিক্ষার্থীর ব্যক্তি সত্তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ* সাধন কল্পে জ্ঞানবৃদ্ধি ছাড়াও অনুভূতি-মূলক ও সমাজ গত দিকগুলোও যাতে সঠিক পথে বিকশিত হতে পারে তার আয়োজনের দায়িত্ব আধুনিক শিক্ষকের। আধুনিক শিক্ষার গণ্ডী প্রসারিত হওয়ার সংগে সংগে বিদ্যালয়ে সমাজ ধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি দ্বারা শিক্ষার্থীর সামাজিক চেতনা পরিপুষ্ট করা এবং বন্ধু প্রীতি, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি গ্রহণের বিকাশ সাধন প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের ভিতরে এবং বাহিরের পরিবেশে পেশাভিত্তিক ও অন্যান্য কাজের অভিজ্ঞতা দ্বারা এবং সহপাঠ্যক্রমিক কাজের দ্বারা শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে বিকশিত করার দায়িত্ব শিক্ষকের।

৪। *জনসংযোগের* মাধ্যমে বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীর উন্নতি বিধান করা আধুনিক শিক্ষকদের একটা প্রধান দায়িত্ব। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজের সাথে সংযোগ ব্যবস্থা করবেন তিনি।

৫। *শিক্ষক অভিভাবক সংযোগ স্থাপন* শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নতির পথে বাধাবিপত্তি দূরীকরণের একটি আবশ্যকীয় উপায়। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় ত্যাগ কমানোর জন্য তা খুবই কার্যকর হতে পারে। বিদ্যালয়ের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে শিক্ষকের গতিবিধি আজ পাঠাগার, খেলার মাঠ, যাদুঘর পেরিয়ে শিক্ষার্থীর বাড়ী পর্যন্ত বিস্তৃত। শিক্ষক শিক্ষার্থীর পিতা-মাতা, ভাই-বোনের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নতি অবনতি এবং সুবিধাদির প্রতি নজর দিতে হবে।

৬। *গণতন্ত্রের শিক্ষার* দায়িত্বও শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। আগামী দিনের সুনাগরিক হিসেবে প্রস্তুতির ব্যবস্থা করতে হবে শিক্ষককেই। আধুনিক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক

কার্যাবলীর সাথে বাস্তবভাবে পরিচিত করাবেন এবং অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দেবেন।

৭। ***জীবন দর্শন সংগঠনের*** সহায়ক হিসেবে কাজ করতে হবে আধুনিক শিক্ষককে। শিক্ষক/শিক্ষার্থীর দূরত্ব বর্তমান শিক্ষায় অবাস্তব বলে উভয়ের মধ্যে মনের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে বেশী। তাই শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন যাতে যুক্তিভিত্তিক, পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যময় হয় তার জন্য ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার আলোচনা এবং বাস্তব ও পেশাভিত্তিক কাজের দ্বারা শিক্ষার্থীর গঠনোন্মোখ ভাবধারায় একটি সুসংবদ্ধ রূপ দেয়ার দায়িত্ব শিক্ষকের।

৮। সঠিক পরিচালনা এবং পরামর্শদান ক্ষেত্রেও শিক্ষার প্রতি আধুনিক শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক। শিক্ষার্থীর উন্নত অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা অর্জনের সুমন্ত্রনাদান এবং সঠিক পরিচালনার দায়িত্ব তারই। এভাবে তিনি শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার পরিসর সুনিয়ন্ত্রিত করে সমগ্র জীবন প্রচেষ্টাবোধ সঠিক পথে পরিচালিত এবং সুষ্ঠু পরিণতিতে সহায়তা করবেন।

৯। প্রশাসনিক কাজ বা পরিশাসন ঘটিত কার্যাবলীর অনেক দায়িত্ব যেমন—পাঠ্যক্রম নির্ধারণ, যাচাই, শ্রেণীর কাজ বন্টন, দৈনন্দিন অনুসরণীয় কর্মসূচী প্রণয়ন, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা বৈচিত্রের নিয়ন্ত্রণ, অনুশীলনী ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড সংরক্ষণ এবং অভিভাবকদেরকে অবহিত করার দায়িত্বও আধুনিক শিক্ষকের।

১। বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতি আলোচনা করুন।
২। সংঘ পদ্ধতি কি ? কয়েকটি সংঘ পদ্ধতির পরিচয় দিন।
৩। আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৪। প্রজেক্ট মেথড কাকে বলে। উহা কত প্রকার উদাহণরসহ পরিচয় দিন।
৫। আধুনিক শিক্ষকের কার্যাদির বর্ণনা দিন।

উদ্দেশ্য ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানে পাঠ-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা, প্রস্তুতকরণ ও প্রয়োগের উপর ধারণা দান

মুনসুরা বেগম,
সহকারী বিশেষজ্ঞ

১। পাঠ-পরিকল্পনা কি ?

যে কোন কাজ করবার পূর্বে কাজটি সুসম্পন্ন করতে হলে তার একটি পূর্ব-পরিকল্পনা অত্যাবশ্যক। এতে শ্রম ও সময়ের অপচয় হয় না। শিক্ষাকাজে শিক্ষককে পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে হলে তাঁকে শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয় তা, মানসিকই হোক বা লিখিতই হোক। শ্রেণীকক্ষে, পাঠদানের পূর্বে-শিক্ষককে নির্ধারিত বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হয়। নতুবা শিক্ষক যতই বিদ্যান হন না কেন সফল শিক্ষাদানে তিনি ব্যর্থ হতে বাধ্য। শিক্ষক কোন শ্রেণীতে কি বা কতটুকু পাঠদান করবেন শিক্ষার্থীরা তাদের বয়স' জ্ঞান ও রুচি অনুযায়ী তা, গ্রহণ করতে পারবে কিনা পূর্বেই শিক্ষক সেই বিষয়ে পূর্বপ্রস্তুতি সহকারে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হবেন। অতীতে কতটুকু পাঠদান করা হয়েছে তা বর্তমান পাঠের সংগে সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক স্বীয় অভিজ্ঞতাও অনুভূতির আলোকে' শ্রেণীতে পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক নির্বাচিত বিষয়ের মনোবিজ্ঞান সম্মত প্রশ্ন বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে যে পরিকল্পনা লিখিত আকারে প্রণয়ন করেন তার সমন্বয়কেই পাঠ পরিকল্পনা বলা হয়। এতে শিক্ষক ইহাও চিন্তা করবেন যে, শিশুকে কি কি প্রদীপন দেখাতে হবে, কিভাবে প্রশ্ন করলে বিষয়বস্তুটি শিক্ষার্থীর নিকট আরো পরিস্কার হবে, শিক্ষণীয় বিষয়টি শিক্ষার্থী কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে সহজেই বুঝতে পারবে এবং যা বোঝাবেন তা হৃদয়গ্রাহী হবে। শিক্ষকের এই প্রস্তুতির মধ্যে থাকবে একটি ধারাবাহিকতা। সুষ্ঠুরূপে দৈনন্দিন শ্রেণী শিক্ষা পরিচালনার জন্য এই প্রস্তুতি বা পরিকল্পনা এরই লিখিত রূপকে বলা হয় পাঠ-পরিকল্পনা।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

২। *পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানে পাঠ-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা :*

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানে পাঠ-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করার পূর্বে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) কি সে সম্বন্ধে আমাদের ধারনা থাকা দরকার। মানুষের সংগে তার পরিবেশের সম্পর্কই পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)। মানুষ সামাজিক জীব। জীবন সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে গেলে সমাজের ইতিবৃত্ত, নিয়ম-কানুন এবং জনসাধারণের জীবন-যাপন পদ্ধতি, প্রকৃতি ও জলবায়ুর প্রভাব মানুষকে জেনে নিতে হবে। একমাত্র সমাজ পাঠে (পরিবেশ পরিচিতি) এই সমস্ত বিষয়ে ওয়াকেফহাল হওয়া যায়। সুতরাং পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) হচ্ছে-ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরনীতির সামগ্রিক বিষয়।

সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই বিষয়টি শিক্ষাদানে পাঠ-পরিকল্পনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সব শিশুরা আসে তদের বয়স ৬ থেকে ১০ বৎসর। সাধারণত: এই বয়সের শিশুরা কর্মচঞ্চল হয়। এই কর্মচঞ্চল শিশুদেরকে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানে আকৃষ্ট করতে হলে এমন ভাবে পাঠ-পরিকল্পনা করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারে।

১। *শিক্ষার্থীর সক্রিয় ভূমিকার জন্য পাঠটীকার প্রয়োজন :*

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের জন্য পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষা দেবার নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রয়েছে। সেই পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি যখন কোন একটি বিষয় শিক্ষা দেবেন তখন তাঁকে এমনভাবে পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে যাতে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে দিনের পাঠ শেষ করতে পারেন। পাঠ-পরিকল্পনাকালে তিনি মনে রাখবেন, যাদের তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন সেই শিক্ষার্থীদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে পাঠ সম্পর্কে তাদের উৎসাহী করে তুলতে হবে, তা না হলে সে দিনের পড়া তাদের মনে কোন রেখাপাত করবে না। আজকের দিনে শিক্ষার অর্থ এই নয় যে শিক্ষক বলবে, শিক্ষার্থী শোনে যাবে। শিক্ষা একটি দ্বি-মুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে এমনভাবে পাঠ-পরিচালনা করবেন

যাতে তারাও সমভাবে পাঠে অংশ গ্রহণ করতে পারে। পাঠে শিক্ষক সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করবেন। কারণ শিক্ষা রঙ্গমঞ্চের নায়ক শিশু। তাদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করার কৌশল জানা না থাকলে তাদের পাঠে উৎসাহী করা সম্ভব হবে না। শিক্ষণীয় বিষয় যদি নিরস হয় তবু তাকে যথা সম্ভব আনন্দ-মধুর করে তুলবার চেষ্টা পাঠ-পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে করতে হবে। পাঠ-পরিকল্পনার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু মন দিয়ে শুনবে তা নয় সেই সাথে চোখ দিয়ে দেখে বিষয়টি যাতে আরও ভালভাবে বুঝতে পারে, দরকার হলে সেই জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। পাঠ-পরিকল্পনার সময় তাদের ভাবতে হবে বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে তুলতে বর্ণনার সাথে কি কি শিক্ষা সহায়ক উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করা যায়। পড়াবার সময় শিক্ষার্থীর একাধিব ইন্দ্রিয় যাতে সক্রিয় হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক / শিক্ষার্থীগণকে পাঠ-পরিকল্পনাকালে আরও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে শিক্ষকের অযথা পাণ্ডিত্য যেন তার মধ্যে প্রকাশ না পায়। যে শ্রেণীর পাঠ-পরিকল্পনা রচনা করা হবে সেই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বয়স, বুদ্ধি, পূর্বজ্ঞান প্রভৃতি বিচার করে তাদের উপযোগী পাঠটীকা রচনা করবেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের কতটুকু শেখান যেতে পারে বা কতটুকু তারা বুঝতে পারে সে সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা না থাকলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পূর্ব-পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি থাকলে এমন কোন বিষয় অবতারণা করবেন না যা ছেলে-মেয়েদের কাছে কঠিন বলে মনে হতে পারে।

২। *পাঠ-পরিকল্পনা না থাকলে পাঠদান লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে* :

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ যদি পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠটীকা রচনা না করে শ্রেণীতে যান তা'হলে তাঁর সামনে পাঠের কোন স্থির লক্ষ্য থাকবে না। তিনি কোন্ দিকে নিয়ে যাবেন, তাঁর বক্তব্যের লক্ষ্য কি, এ সম্বন্ধে ধারণা করতে না পারলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীপাঠ অনুসরণ করতে পারবে না। পূর্ব-পরিকল্পনার অভাবে পাঠ লক্ষ্যচ্যুত হয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবশিত হবে। সুতরাং পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষককে তার প্রতিদিনের কর্মসূচীর একটি পরিস্কার নির্দেশ দান করে। শিক্ষক কাজের ধারাবাহিকতা বজায় - রাখতে সমর্থ হন। শিক্ষার্থীরাও অধিকতর মনোযোগ ও মননশীলতার সাথে পাঠ গ্রহণ করতে পারে।

৩। শ্রেণী শিক্ষাকে ত্রুটিমুক্ত করতে পাঠটীকার প্রয়োজন :

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে। সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করবার জন্য পাঠ-পরিকল্পনার প্রয়োজন। কোন বিষয়ে কিভাবে শিক্ষা দেয়া হবে তা পূর্ব-পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়। ফলে শ্রেণী শিক্ষার অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি অপসারণ করা যায়।

৪। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানে পাঠ-পরিকল্পনায় শিক্ষকের সুবিধা :

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষককে শ্রেণী পরিচালনা ও শিক্ষাদান কার্য সমাধা করতে অনেক সাহায্য করে। শিক্ষক তাঁর কাজের একটি পরিস্কার ধারণা পান, নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী কাজ করতে পারেন, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানতে বা বুঝতে পারেন এবং ইহা শিক্ষার অন্যান্য আনুসঙ্গিক উপকরণ সংগ্রহ করতে সাহায্য করে। পূর্ব থেকে পাঠ পরিকল্পনা থাকার ফলে পাঠদানে শিক্ষকের আত্মপ্রত্যয় বাড়ে এবং পরিপূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পাঠ-দান করতে সমর্থ হন।

কোন শিক্ষকই নিজকে বিশ্বকোষ বলে ভাবতে পারেন না। তিনি যতজ্ঞানী ও বিদ্যানই হন না কেন এবং পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়ের উপর তার ধায়ণা নাও থাকতে পারে। পাঠ-পরি-কল্পনা করে পাঠদান করলে শিক্ষকের ব্যক্তিগত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো শোধরায়ে নিতে পারেন।

পাঠটীকা শিক্ষককে উত্তম প্রশ্ন করার ব্যাপারে সাহায্য করে। যে শিক্ষক যত উত্তম প্রশ্ন করতে পারেন তিনি তত সফলকাম শিক্ষক। পূর্বেই পাঠ্যটীকা প্রস্তুত করলে নির্বাচিত বিষয়ের উপর বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন বের করা সহজ হয়। পাঠ-পরিকল্পনা ব্যতীত শ্রেণীকক্ষে এত স্বল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক প্রশ্ন প্রস্তুত করা সম্ভব নয়।

৫। শিক্ষকের প্রস্তুতির জন্য পাঠ-পরিকল্পনার প্রয়োজন :

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠ সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ধারণা নিয়ে শিক্ষক যখন একটি পাঠ-

পরিকল্পনা রচনা করেন তখন তিনি পূর্বেই স্থির করে পাঠকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে কি কি শিক্ষা উপকরণ প্রয়োজন, কোন কোন বিষয় উপস্থাপন সম্ভব তা ঠিক করে নিতে পারেন। শিক্ষার মত একটা জটিল কাজকে সুসম্পন্ন করতে হলে শিক্ষককে অবশ্যই প্রস্তুত হয়ে শ্রেণীতে যেতে হবে। শিক্ষকের প্রস্তুতির বাস্তব রূপায়ন হয় পাঠ-পরিকল্পনার মাধ্যমে।

প্রশ্ন :—১)	পাঠ- পরিকল্পনা বলতে কি বুঝেন ?
২)	পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানে পাঠ-পরিকল্পনার ৩টি প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করুন।

৩। *পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠ-পরিকল্পনা প্রস্তুত করণ :*

বিষয়বস্তু শিক্ষকের সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীনে থাকলেই সর্বদা সার্থক পাঠটীকা রচনা করা সম্ভব নয়। পাঠটীকা তৈরী করার পূর্বে প্রথমেই চিন্তা করতে হবে পাঠদানের বিষয়বস্তু কি হবে। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে যিনি যে ক্লাসে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পড়াবেন বৎসরের প্রথমেই তিনি সেই ক্লাসের সারা বৎসরের পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়বস্তু একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন। তালিকা প্রস্তুত করবার সময় স্কুলের ঐ বৎসরের ছুটির তালিকার দিকে অবশ্যই নজর রাখবেন। বিভিন্ন ছুটির দিন বাদ দিয়ে স্কুল চলাকালীন সারা বৎসরের পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানের জন্য মোট কতদিন পাওয়া যেতে পারে তা হিসাব করবেন। প্রতিটি বিষয়াংশের উপর কতটি পাঠ-টীকা তৈরী করা হবে তাও হিসাব করে বের করবেন। বিষয়াংশের আকার অনুযায়ী পাঠটীকার সংখ্যা ঠিক করতে হবে। অতঃপর তারিখ. মাসের নাম, বিষয়াংশ, বিষয়াংশের জন্য পাঠটীকার সংখ্যা ইত্যাদি লিখে রাখবেন।

পাঠ-পরিকল্পনার দু'টি দিক আছে বা দু'রকমভাবে পাঠ-পরিকল্পনা তৈরী করা যেতে পারে। একটা হ'ল দীর্ঘ মেয়াদী এবং অন্যটি হল স্বল্প মেয়াদী। আমরা দীর্ঘমেয়াদী পাঠ-পরিকল্পনা বলতে বুঝব বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা। আর স্বল্পমেয়াদী পাঠ-পরিকল্পনা বলতে বুঝব দৈনিক-

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

পাঠ-পরিকল্পনা। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়টির ১ম ও ২য় শ্রেণীতে কোন পাঠ্যপুস্তক নেই। কিন্তু তৃতীয়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক আছে। এখন ১ম হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য দৈনিক পাঠ-পরিকল্পনা করতে হবে। কিন্তু ১ম ও ২য় শ্রেণীর যেহেতু পাঠ্যপুস্তক নেই সেই কারণে এ শ্রেণীগুলোর জন্য একটি করে বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা করতে পারলে ভাল হয়। বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা থাকলে পাঠটীকা তৈরীর সময় বিষয়বস্তুর জন্য বিশেষ চিন্তা করতে হয় না।

বিখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ হার্বাটের মতে পাঠ-পরিকল্পনার পাঁচটি সোপান থাকা প্রয়োজন। যথা ঃ

ক। প্রস্তুতিকরণ বা সূচনা,
খ। উপস্থাপন,
গ। সাদৃশ্যকরণ বা তুলনা,
ঘ। সিদ্ধান্ত বা সূত্র গঠন,
ঙ। প্রয়োগ বা অনুশীলন মূল্যায়ন।

ক। প্রস্তুতিকরণ বা সূচনা ঃ

প্রস্তুতি পর্বে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে কয়েকটি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন শ্রেণীকক্ষে ঢুকে শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা প্রদান, শ্রেণীবিন্যাস করা, বাড়ীর কাজ আদায় করা, পূর্ব-জ্ঞান পরীক্ষা ও অদ্যকার পাঠের মানসিক প্রস্তুতি গঠণের জন্য বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং কৌশলে পাঠ ঘোষণা করা ইত্যাদি। পূর্ব দিনের পাঠের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আজকের পাঠে কি পড়ানো হবে তার প্রস্তুতি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলতে পারলে প্রস্তুতির সোপান শেষ হবে।

খ। উপস্থাপন :

পাঠ শুরু হলে শিক্ষক ধীরে ধীরে বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করবেন। পাঠের সুবিধার জন্য পাঠকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। শিক্ষক ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি পর্ব বা অংশ শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত করবেন। বিষয়বস্তুভেদে উপস্থাপনের রীতি-পদ্ধতি ভিন্নরূপ হবে। প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠ উপস্থাপন করতে হবে। উপস্থাপন পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলো ব্যবহার করতে হবে। এই ক্ষেত্রে শিক্ষাদান পদ্ধতি হবে কর্মকেন্দ্রিক। উপস্থাপনই হচ্ছে পাঠটীকার সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়। এই পর্যায়ে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হবে। শিক্ষক সহানুভূতির সাথে উপস্থাপন পর্যায়ে পাঠদান করবেন। এ পর্যায়ে শিক্ষকের পাঠদান ও বিষয়বস্তুর পরিবেশন নৈপুণ্যের উপর পাঠদানের সামগ্রিক সাফল্য নির্ভর করছে।

গ। সাদৃশ্যকরণ বা তুলনা :

পূর্বজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধানই সাদৃশ্য স্থাপন বা সংযোজন। এই সোপানে পূর্বজ্ঞানের সাথে নূতন জ্ঞানের সংযোজন করার চেষ্টা করা হয়। প্রাথমিক স্তরে এই সোপান ব্যবহৃত হয় না। কচি-কোমল শিশুদের পক্ষে কোন কিছু তুলনামূলকভাবে বিচার করে গ্রহণ করা কঠিন। দক্ষ-শিক্ষক সংযোজনের কাজ উপস্থাপন পর্যায়ে যথাযথভাবে নিষ্পন্ন করতে পারেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ভূগোলে এর প্রয়োগ আছে।

ঘ। সিদ্ধান্ত বা সূত্র গঠণ :

অধিত বিষয় হতে কোন সূত্রে পৌছানো এই সোপানের লক্ষ্য। সকল বিষয়ে ও সব সময় শিক্ষণীয় বিষয়কে সূত্রাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। বিশেষত: ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আলোচনায় সূত্রের প্রয়োগ কমই দৃষ্ট হয়।

ঙ) প্রয়োগ বা অনুশীলনী মূল্যায়ন :

অদ্যকার পাঠে যা কিছু বুঝানো হল বা অধীত হল এই স্তরে তার মূল্যায়ন হয়। তাই লক্ষ

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

জ্ঞান পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে কতগুলো প্রশ্ন করা হয়। ধারাবাহিক প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠদানের সফলতা বা ব্যর্থতা যাচাই করাই এই সোপানের লক্ষ্য।

এই সোপানে পঠিতব্য বিষয়ের সার কথা সাজিয়ে গুছিয়ে বলা হয় এবং বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সারাংশ আদায়ের চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ অধীত পাঠে শিক্ষার্থীদের দখল কতটুকু হলো তা যাচাই করা হয়। পুনরালোচনা না হলে সমগ্র পাঠটি এলোমেলো থেকে যায়। শিক্ষকও আত্মসমালোচনার সুযোগ পাননা।

আজকাল হার্বার্টের পঞ্চ সোপানকে সংক্ষিপ্ত করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষণীয় বিষয় ইত্যাদির দিকে নজর রেখে পাঠদান করার জন্য প্রস্তুতি, উপস্থাপন ও প্রয়োগ বা মূল্যায়ন এই তিনটি সোপান সম্বলিত পাঠটীকা রচনা করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অবশ্য পাঠটীকায় শ্রেণী উপযোগী কোন বিষয় কতটুকু ও কি পদ্ধতিতে পাঠদান করবেন তা জানা থাকতে হবে। তাই সাধারণভাবে নিচের বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার ঃ

১। পাঠটীকা সংক্ষিপ্ত অথচ শ্রেণী উপযোগী হওয়া প্রয়োজন।
২। পাঠদান কৌশল এবং এতে একটা ধারাবাহিকতা থাকা প্রয়োজন।
৩। পাঠের একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ঠিক করে নেয়া দরকার।
৪। সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন তথ্যের উল্লেখ থাকা দরকার।
৫। প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ সাজিয়ে লেখা।
৬। পাঠদান বিষয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা।
৭। সুচিন্তিত প্রশ্নাবলীর উল্লেখ থাকা।
৮। শ্রেণীকক্ষে ইহা ব্যবহারের উপযোগী হওয়া।
৯। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও অভিরুচির প্রতি নজর রাখা।
১০। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাজের আলাদা ভাগ থাকা।

প্রশ্ন ঃ—১।	পাঠ-পরিকল্পনার প্রধান তিনটি সোপানের কথা উল্লেখ করুন।
২।	শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানকালে কোন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার ?

৪। *পাঠটীকা ব্যবহারে সাবধানতা ঃ*

১। শিক্ষক নিজের পাঠটীকা নিজেই রচনা করবেন। অন্য শিক্ষকের পাঠটীকা ভাল হলেও তা' ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ পাঠটীকার মধ্য দিয়ে শিক্ষকের নিজস্ব চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়। একজনের সংগে অন্যজনের চিন্তাধারার কখনো খাপ খায় না।

২। শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠদানের সময়ও পাঠ-পরিল্পনার দিকে তাকাবেন না কিংবা পাঠটীকায় লিখিত বিষয়বস্তু হুবহু মুখস্ত বলে যাবেন না। পাঠটীকা শুধু শিক্ষকের পূর্ব-প্রস্তুতির জন্য। পাঠদানকালে শিক্ষক পাঠটীকার শুধু কাঠামো অনুসরণ করবেন, প্রয়োজনবোধে তিনি পাঠটীকার বহির্ভূত বিষয় পাঠের মধ্যে আনয়ন করতে পারেন কিংবা পাঠটীকার লিখা হতে কোন কিছু বাদও দিতে পারেন।

৩। যেদিন পাঠদান করা হবে কমপক্ষে তার পূর্বের দিনেই পাঠটীকা তৈরী করা উচিত। তাড়াহুড়া করে পাঠটীকা তৈরী করলে তা কিছুতেই ত্রুটিমুক্ত হবেনা। আবার পাঠটীকা ভাল না হলে পাঠদান ভাল হবে বলে আশা করা যায় না।

৪। পাঠটীকা তৈরী হলে শিক্ষক ২/৩ বার পাঠটীকা ভালভাবে পড়বেন। পাঠটীকা বার বার ভালভাবে পাঠ করলে পাঠের বিষয়বস্তু সহজে শিক্ষকের আয়ত্ব হয়ে যাবে।

৫। পাঠটীকাগুলো শিক্ষক যত্নসহকারে রাখবেন। প্রতিটি পাঠটীকার ক্রমিক নম্বর দেওয়া থাকলে ভাল হয়। পরবর্তী পাঠটীকা তৈরী করার সময় শিক্ষক তার পূর্ববর্তী পাঠটীকা একবার পাঠ করবেন।

৫। পাঠ-পরিকল্পনা প্রস্তুতি ছক ঃ

বিদ্যালয় ··· ··· ··· বিষয়...পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)

শ্রেণী········ শাখা ········· সাধারণ পাঠ—(পাঠের বিষয়বস্তুর সামগ্রিক নাম)

শিক্ষার্থীর সংখ্যা········· ····· বিশেষ পাঠ—(নির্দিষ্ট পাঠের শিক্ষণীয় বিষয় বা

উপস্থিত সংখ্যা ················· বিষয়ের অংশ বিশেষ।)

বয়সের গড় ·························· সময়···············

শিক্ষক ··············· তারিখ···············

ক্রমিক সংখ্যা··········

উদ্দেশ্য : প্রত্যক্ষ :	(শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য।)
পরোক্ষ :	(ছাত্র-ছাত্রীদের সত্তার বিকাশ সম্বন্ধীয়।)

উপকরণ : (পাঠদানের সাহায্যদানকারী পুস্তক, বস্তু প্রদীপন।)

সোপান	বিষয়	শিক্ষকের কাজ বা পদ্ধ	শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য সাড়া	মন্তব্য

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

প্রস্তুতি	ক : শ্রেণী বিন্যাস খ : মানসিক পরিবেশ গঠন ও পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা গ: পাঠ ঘোষণা	কাজের বিবরণ ও প্রশ্ন	সম্ভাব্য সাড়া	মন্তব্য
উপস্থাপন	পাঠের বিবরণ সংক্ষেপ	শিক্ষাদান পদ্ধতির বর্ণনা ও পাঠানুসরণের জন্য প্রশ্ন:	সম্ভাব্য সাড়া	
প্রয়োগ	ক : পুনরালোচনা খ : পরীক্ষামূলক প্রশ্ন গ : ব্যবহারিক কাজ।	পদ্ধতি ও প্রশ্ন	সম্ভাব্য সাড়া	

প্রশ্ন : ১ : শ্রেণীতে পাঠ-পরিকল্পনা ব্যবহারে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে ?

২ : উপরোল্লেখিত ছক অনুযায়ী প্রাথমিক স্কুলের যে কোন শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতির (সমাজ) উপর একটি পাঠ-পরিকল্পনা করুন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক,
সি-ইন-এড পরীক্ষা বোর্ড।

ভূমিকা : শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার সঠিক ও কার্যকরী পরিমাপণ ও মূল্যায়ন শিক্ষাক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন ও পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি শিক্ষার সঠিক মান নিরূপণের জন্য প্রতিটি বিষয় পাঠে প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠ্য ব্যবস্থায় মূল্যায়ন সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে ইপ্সিত ফললাভে সমর্থ না হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে সঠিক পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির অভাব। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যক্রম, পাঠ্যতালিকা ও পাঠ্যপুস্তকের সুসামঞ্জস্য নীতিমালা থাকতে হবে। পাঠ্যব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সেগুলো রূপায়িত হতে হবে। এ পথে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক, ছাত্র ও উপকরণের মধ্যে সমন্বয় ধর্মী ব্যবস্থা থাকবে। এগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় বিধান হলে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে জ্ঞান শক্তির ব্যক্তিত্ব নিয়ে জাতীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। সে উৎপাদনশীল, কার্যক্ষম ও শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে সমাজ ও দেশ গড়ার কাজ করবে। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে দেবার মত যে কর্মকুশলতা শিক্ষার মধ্যে নিহিত আছে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থায় তা নির্ধারিত হবে।

উদ্দেশ্য : অতএব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যাবলী সাধিত হতে হবে।

১। শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপণ।
২। শিক্ষার্থীর সৃজনী প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার বিচার বিশ্লেষণ।
৩। শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশে সাহায্য করন।
৪। জাতীয় আদর্শ, কৃষ্টি ও মূল্যবোধের অগ্রগতির মান নিরূপণ।

৫। ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য বিধান।

৬। শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে কর্মীর হাতিয়ার রূপে চিহ্নিত করণ।

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি, সমস্যা ও ত্রুটি : আমাদের বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে উপরোক্ত বিষয়ের অভাব দেখা যায়। আমাদের বিদ্যালয়সমূহে যে সকল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাতে সাধারণতঃ রচনামূলক প্রশ্নাবলী দেয়া হয়ে থাকে। এ সব প্রশ্ন অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থক, বিভ্রান্তিকর এবং অনির্দিষ্ট হওয়া ছাড়াও প্রায়ই কতগুলো তথ্য, ঘটনা ইত্যাদি যা শিক্ষার্থী না বুঝেই মুখস্থ করে থাকে, স্মৃতি থেকে তার পুনঃ উদগীরণ চায়।

পাঠ্যসূচীর সাথে কিছুটা সংগতি থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্নপত্রে, পাঠ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর পর্যাপ্ত প্রতিফলন থাকে না। শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে ও এই সকল প্রশ্নপত্রের সংগতি নাই বললেও চলে। উদাহরণস্বরূপ যে কোন একটি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের মোট ২০টি অধ্যায়ের মধ্যে ৮টি থেকে প্রশ্ন করা হ'ল এবং তন্মধ্যে পরীক্ষার্থীদের ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হ'ল। তদুপরি পাশের জন্য (৩৩% নম্বর পাওয়ার জন্য) শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে মাত্র দু'টি প্রশ্নের উত্তর দিলেই যথেষ্ট হয়। এর অর্থ এই যে, যে কোন অবস্থাতেই একজন শিক্ষার্থী তার পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিষবস্তুর ৫০%—৬০% বাদ দিয়ে ও অনায়াসে পরীক্ষায় পাশ করে যেতে পারে।

আমাদের পরীক্ষা এমন যে একজন পরীক্ষার্থীর একটি উত্তর পত্র একই সময়ে বিভিন্ন পরীক্ষক যাচাই করলে নম্বরের বিপুল পার্থক্য দেখা যায়। এমন কি উত্তর পত্র একই পরীক্ষক বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা করলে বিভিন্ন নম্বর দিয়ে থাকেন। এতে বুঝা যায় যে প্রশ্নগুলোর উত্তর আদৌ সুনির্দিষ্ট নয় এবং নম্বর প্রধান পরীক্ষকের খেয়াল খুশী এবং ব্যাক্তিগত অভিমতের উপর নির্ভরশীল। এই সমস্ত সীমাবদ্ধতার দরুন বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীগনের প্রকৃত সফলতার সঠিক প্ররিমাপণ প্রায় অসম্ভব।

এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ চারিত্রিক গুণাবলীর উৎকর্ষতা, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি পরিমাপনের কোন সুযোগ নাই। তাই এ সকল শিক্ষা ব্যবস্থা সনদ মুখী।

প্রচলিত পরীক্ষার মাধ্যমে যে সব গুনাবলী যাচাইয়ের চেষ্টা করা হয় সে গুলো হল :

(ক) স্মৃতির থেকে উদ্ধার করা, (খ) নিজের ভাষায় ভাল ভাবে লিখতে পারা, (গ) ব্যবহার করতে পারা, তাই পূর্বে উল্লেখিত ত্রুটি ছাড়াও এ পরীক্ষার সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপ :

(ক) অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তথ্য সংক্রান্ত স্মৃতিশক্তি যাচাই করা হয় বলে শিক্ষার্থী না বুঝেই মুখস্ত করে।

(খ) শিক্ষার্থী ধরে নেয় কোন বিষয় সম্পর্কে শিখতে হলে, তথ্য, সূত্র ও সংগা মুখস্ত করাই একমাত্র সঠিক উপায়।

(গ) ভাল স্মৃতিশক্তি থাকলে বিষয়টি না বুঝে বা এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকলেও শুধু মুখস্ত করেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

(ঘ) শিক্ষকের শিক্ষাদান কাজ সংকীর্ণ পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ।

এ প্রসংগে কয়েকটি উন্নত দেশের পরীক্ষা পদ্ধতি ও তার উদ্দেশ্যাবলী নিচে আলোচনা করা হ'ল।

সোভিয়েত স্কুলে পরীক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্যবলী :

সোভিয়েত দেশে পরীক্ষা গতানুগতিক উদ্দেশ্য সাধন ছাড়া আরও কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করে থাকে। সে গুলো নিচে লিপিবদ্ধ করা হ'ল।

১) পরীক্ষার মাধ্যমে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্বশীল মনোভাব গড়ে তোলা হয় এবং সেই সংগে তারা সুসংগঠিতভাবে জ্ঞানকে পরিবেশন বা উপস্থাপন করতে শিক্ষা লাভ করে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষার্থীদের শ্রেণীর শেষে সকল বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় না।

২) পরীক্ষাকে সোভিয়েত শিক্ষার্থীরা তাদের মাতাপিতা, শিক্ষক ও সহপাঠী ছাড়াও দেশ ও সমাজের প্রতি তাদের একটি দায়িত্ব বলে মনে করে। এ জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীই যত্ন ও মনযোগ সহকারে পড়াশুনা করে থাকে।

৩) পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষকগণের শিক্ষাদান পদ্ধতির কার্যকারিতাও অনেকটা বুঝা যায়। পরীক্ষা কমিশনের দ্বারা মুল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষকগণকে তাদের কাজের সাফল্য সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন রাখে। পরীক্ষা কমিশনের সংগে থেকে শিক্ষক তাঁর নিজের পদ্ধতি মূল্যায়ন করারও সুযোগ পান।

৪) সোভিয়েত স্কুলে পরীক্ষার প্রস্তুতির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। শিক্ষণীয় প্রত্যেকটি বিষয় যাতে গভীরভাবে শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করে ও শিক্ষা লাভ করে সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। হঠাৎ কোন প্রশ্ন দিয়ে শিক্ষার্থীদের অবাক করে দেয়ার চাইতে তারা যেন পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করে যে উদ্দেশ্যে পরীক্ষার ৪ বা ৫ মাস পূর্বেই সমস্ত প্রশ্নমালা শিক্ষার্থীদের দিয়ে দেয়া হয়। তারা সেই প্রশ্নমালা অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো অবশ্য পরীক্ষার সময়ই দেয়া হয়।

৫) শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি ও অধীত জ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষা করার জন্য লিখিত ও মৌখিক উভয় প্রকার পরীক্ষাই গৃহীত হয়। শ্রেণীর শেষে মাতৃভাষা, গণিত, বিজ্ঞান এবং একটি বিদেশী ভাষার পরীক্ষা হয়। এ সকল বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের সময় পরীক্ষা কমিশন উপর বা নিচের যে কোন স্তর থেকে প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের বিস্তার ও গভীরতা যাচাই করে থাকেন।

৬) সোভিয়েত স্কুলে বুদ্ধি ও পরীক্ষার উপর তেমন জোর দেয়া হয় না বরং কি ভাবে শিক্ষার্থীদের মানসিক বৃত্তিগুলো বিকাশ লাভ করে সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। যৌক্তিকতার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো যেন শিক্ষার্থীগণ আয়ত্ত করতে পারে সে দিকে সবিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়। সংশ্লেষণ পদ্ধতি, সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য লক্ষ্য করা, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়, কোন অবস্থা বা ঘটনা

হতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লক্ষ্য করা, যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করা, প্রমাণ করতে শেখা এবং অশুদ্ধ প্রমাণ নাকচ করতে শেখা ইত্যাদি বিষয় জ্ঞানদানের প্রতি সাধারণ ভাবে প্রত্যেক শিক্ষকই মনোযোগী হন। মোট কথা সোভিয়েত শিক্ষায় তথ্য সংগ্রহ ও মুখস্থ করা অপেক্ষা মানসিক শক্তি অর্জনের প্রতি বেশী জোর দেয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্র (*U. S. A.*)

যুক্তরাষ্ট্রে স্কুলের পরীক্ষাগুলো সম্পূর্ণ স্কুলের নিয়মাধীন। কেবল মাত্র নিউইয়র্ক ষ্টেটে একটি সাধারণ পরীক্ষা গৃহীত হয়। একে "রিজেন্ট একজামিনেশন" বলা হয়। শিক্ষার মান রক্ষা করা হয় প্রধানতঃ শিক্ষকদের পেশাগত উন্নতি এবং স্কুলের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে।

অতীতে যুক্তরাষ্ট্রে রচনা মূলক প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হ'ত এবং পরীক্ষা গ্রহন ও তার ফলাফল বের করতে অনেক সময় লাগত। ১৯৫২ সালে জাপানের সংগে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে যতশীঘ্র সম্ভব কলেজে ভর্তি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাড়াতাড়ি কলেজে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য তখন এস, এ, টি, (*S, A, T,*) বা স্কলাষ্টিক এ্যাপটিচুড টেষ্ট এবং কতগুলো এ্যাচিভমেণ্ট টেষ্ট চালু করা হয়েছিল। এসব পরীক্ষায় প্রধানতঃ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়েছিল। পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালা বহুল ব্যবহার ও প্রচার হয়।

যুক্তরাজ্য (*U. K.*)

যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষায় রচনা মূলক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালা চালু রয়েছে। আদর্শায়িত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার ব্যবহার সেখানে ছিল না বলেই চলে। নানা ধারার জি, সি, ই (জেনারেল সার্টিফিকেট অব এডুকেশন) এবং সি, এস, ই (সার্টিফিকেট অব-সেকেণ্ডারী এডুকেশন) চালু থাকার ফলে আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার তীব্র ভাবে অনুভূত হয়।

যুক্ত রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষা পদ্ধতির সমস্যা গুলোর সমাধানকল্পে নানা গবেষণা চালায়। এর ফলে পরীক্ষা ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারা প্রয়োগ করে প্রশ্ন মালায় উন্নতি সাধন

করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ সকল গবেষণার ফলে কোন কোন বোর্ড তাদের পুরাতন পদ্ধতি বাদ দিয়ে নতুন নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালা চালু করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রশ্ন মালার নানা সুবিধা ছাড়া আরও একটি আশা ব্যঞ্জক ফল দেখা যাচ্ছে। তা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ ধরনের পরীক্ষার জন-প্রিয়তা। এতে উৎসাহিত হয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইংরেজী, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ও এ ধরনের প্রশ্নমালা ব্যবহারের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

উপসংহার **:** পরীক্ষা পদ্ধতি এবং তাদের সমস্যাবলী সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে পরীক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ ও প্রয়োজন রয়েছে। গবেষণার ফলাফল যদিও সকল সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়নি, তথাপি এতে সমাধানের সূত্র দিয়েছে এবং পরীক্ষার ফলাফল অনুধাবন করতে সাহায্য করেছে। বিভিন্ন বোর্ড ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ হয়েছেন এবং তারা এজন্য বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও সংখ্যা তত্ত্ববিদদের নিয়োগ করেছেন।

উপরোক্ত উন্নত দেশের পরীক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে যে আলোচনা উপরে সন্নিবেশিত হ'ল তাতে দেখা যায় যে, তাদের পরীক্ষা পদ্ধতি আপাত দৃষ্টিতে বেশ কিছুটা বিভিন্ন হলেও প্রত্যেকটা দেশের উন্নয়নের গতি অনেকটা একই খাতে প্রবাহিত। এ সকল দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য দিক নিচে ব্যাখ্যা করা হ'ল :

ব্যক্তি নিরপেক্ষতা (১) সকল উন্নত দেশেই পরীক্ষার নম্বর প্রদানকে ব্যক্তি নিরপেক্ষ করবার প্রচেষ্টা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রে নৈর্বক্তিক প্রশ্নমালার বহুল ব্যবহার হচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (২) প্রতিটি উন্নত দেশই সহযোগিতা উপলব্ধি করছে যে সার্বজনীন শিক্ষার যুগে কোন কেন্দ্রীয় সংস্থার পক্ষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সঠিক মূল্যায়ন অসম্ভব। এ জন্য প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া স্বল্প সময়ে লিখিত পরীক্ষা শিক্ষার্থীর শিক্ষার সমগ্র মূল্যায়ন করতে অপরাগ। তার আন্তরিকতা, তার কাজের পদ্ধতি, তার আচরণ, তার সন্তুষ্টি ও দৃষ্টিভংগী লিখিত পরীক্ষায় যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে না।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজেরাই সমাপনী সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে। নিউইয়র্ক ষ্টেটে প্রশ্নমালা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রচিত হলেও পরীক্ষা গ্রহণ ও নম্বর প্রদান স্কুল শিক্ষকগণই করে থাকেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকদের সদস্য করে পরীক্ষা বোর্ড গঠণ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে তারাই পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন।

সুইডেনের প্রতিটি স্কুলে সমাপনী পরীক্ষা শিক্ষকগণের দ্বারা গৃহীত হয় এবং তারাই নম্বর প্রদান করে থাকেন।

বৃটেনে বহিঃ পরীক্ষা চালু থাকলেও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাও ধীরে ধীরে গৃহীত হচ্ছে। আশা করা যায় অদুর ভবিষ্যতে বহিঃ পরীক্ষক আরও সীমিত হয়ে আসবে।

গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার (৩) বহুলাংশে অনুমানের উপর পাশ, ফেল, উত্তম বা খারাপ স্থির না করে গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহু দেশেই অপরীক্ষিত রচনামূলক প্রশ্নমালা ব্যবহার না করে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালা ব্যবহার করছে বা করবার প্রয়াস পাচ্ছে। এ প্রসংগে যুক্তরাষ্ট্রে ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার কৃতিত্বের পরীক্ষা এর রিজেন্ট পরীক্ষা উল্লেখ করা যেতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালা ও নম্বর প্রদান পদ্ধতি, সুইডেনের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালা গঠণ ও ব্যবহারের প্রয়াস, বৃটেনের আধুনিক গবেষণা আমাদের একই পথের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

গতিশীল ও গবেষণাভিত্তিক পরীক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা (১) সাধারণভাবে বলতে গেলে উন্নত দেশগুলো স্থবির পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবনে ব্যাপৃত। এটা প্রনিধানযোগ্য যে আলোচ্য দেশ-গুলোতে পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রশ্ন শৈলী উন্নয়নের জন্য নানা প্রকারের গবেষণা চলছে।

কোন দেশেই পরীক্ষা ও মূল্যায়নকে একটি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পর্যবসিত করে নাই। প্রতিটি দেশেই উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের এ ব্যাপারে গবেষণার জন্য নিয়োগ করা হয়।

আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি ও মূল্যায়ন :

আমাদের দেশের পরীক্ষা পদ্ধতির নানা ধরনের ত্রুটি গুলো সর্বজন স্বীকৃত। ত্রুটিগুলো নিম্নরূপ :

১। নম্বর দেয়ার বিধি ব্যক্তি সাপেক্ষ হেতু সঠিক মূল্যায়নের অভাব।

২। কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের পরিমাপ করা হয় না।

৩। জ্ঞানের উপলব্ধির উপর জোর না দিয়ে পুঁথি সর্বস্ব মুখস্থ বিদ্যার উপর জোর দেয়া হয়।

৪। অত্যন্ত সীমিত নমুনার উপর পরীক্ষা গৃহীত হয় এবং, শিক্ষার্থীর সারা বছরের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না।

৫। শিক্ষা জ্ঞান কর্মকেন্দ্রিক না হয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রিক হয়ে দাড়ায়।

৬) প্রশ্ন মালা রচনায় ও নম্বর প্রদানে আধুনিক জ্ঞান ও গবেষনার কোন ব্যবহার হয় না।

৭) পরীক্ষা গ্রহণ ও পরীক্ষার ফল প্রকাশ অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ।

৮) বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অভিভাবকদের জড়িত করার কোন প্রচেষ্টা নাই।

৯। পরীক্ষার বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা এবং ব্যবহারোপযোগিতা খুব কম।

রচনামূলক প্রশ্নে যে পরীক্ষা গৃহীত হয় তার বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা এবং ব্যবহারোপ-যোগিতা খুব কম বলে এর তীব্র সমালোচনা করা হয়ে থাকে, কিন্তু এ ধরনের সমালোচনা খুব নিরপেক্ষ মন নিয়ে করা হয় না। এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে আমরা রচনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষা লাভ করেছি এবং আমাদের সমাজের যতটুকু উন্নতি হয়ে থাক না কেন, তাও এ পদ্ধতিতে শিক্ষিত লোক দ্বারাই হয়েছে। অতএব আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি যে একবারেই অকেজো তা বলা যায় না।

কারণ রচনামূলক পরীক্ষা সঠিক জ্ঞান, উপযুক্ত নিষ্ঠা এবং যত্নের সাথে পরিচালিত করলে অনেক বেশী সুফল দান করতে পারে।

রচনামূলক পরীক্ষার উন্নতি সাধনের ব্যাপারে দু'টি বিষয়ের উপর আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যথা কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের রচনামূলক প্রশ্ন ব্যবহার করতে হবে এবং কিরূপে তা ব্যবহার করলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে রচনামূলক পরীক্ষা কেবল সেই সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ করুন, যে সকল ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা অনুপযোগী।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হ'ল :

১) রচনামূলক প্রশ্নের উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা, যাতে কোন রূপ ভুল বোঝার অবকাশ না থাকে।

২) প্রশ্নোত্তরের ধারার ভিত্তি নির্দেশ করে দেয়া, যাতে বিভিন্ন পরীক্ষার্থী বিভিন্ন ধারায় প্রশ্নোত্তর না লিখে।

৩) রচনামূলক পরীক্ষায় কোন ঃ ঃ নর্বাচনের সুযোগ দিবে না, যাতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী একই মানে পরীক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়।

৪) প্রশ্ন মালার প্রতিটি প্রশ্নের গুরুত্ব যেন মোটামুটি সমমানের হয়, যাতে প্রতি প্রশ্নের উত্তর লিখতে প্রায় একই সময় লাগে।

রচনামূলক প্রশ্নমালার মূল্যায়ন করতে নিম্নলিখিত নির্দেশগুলো সহায়তা করতে পারে :

১) পরীক্ষার খাতা পড়ে উহাকে মোটামুটি ৫টি ভাগে ভাগ করে ফেলুন-খুব ভাল, ভাল, মধ্যম, খারাপ, এবং খুব খারাপ।

২) কোন প্রশ্নের উত্তরের ব্যাপারে সন্দেহ হলে বই দেখুন।

৩) যে সকল প্রশ্নে অধিক সংখ্যক তথ্য বর্তমান সেগুলোর তালিকা তৈরী করুন।

৪) নম্বর দেয়া শেষ হলে পুনরায় তুলনামূলক ভাবে খাতাটা বিচার করে দেখুন।

৫) প্রকাশ ভংগী বা বর্ণনার চাতুর্যে মুগ্ধ না হয়ে বিষয় বস্তুর জ্ঞান বা প্রয়োগের উপরে ভিত্তি করে নম্বর দিন।

৬) গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য একই খাতা একটি পরীক্ষক কের দেখা উচিত।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ব্যবহার উপযোগী প্রশ্নমালা ও পরীক্ষা :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি তাঁদের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত সুপারিশ এ বলেছেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের ফলশ্রুতি স্বরূপ শিক্ষার্থীর সার্বিক অগ্রগতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভই পরীক্ষা ও মূল্যায়নের আসল লক্ষ্য।

এই সাধারণ লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে পরীক্ষা ও মূল্যায়নের বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ হতে পারে।

ক) শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পরিমাপ করা—

—শিক্ষার্থী কতটুকু জানে ?

—শিক্ষার্থী কি করতে পারে ?

—শিক্ষার্থীর মধ্যে ভবিষ্যত সম্ভাবনা কি আছে ?

খ) শিক্ষার্থী যাচাই করা—উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য ,

— চাকুরীতে নিয়োগের জন্য ।

গ) শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সকল গুণাবলীর বিকাশ সাধন আশা করা হয়, সেগুলো

—যাচাই করা,

—তথ্য ও অভিজ্ঞতা স্মরন করতে পারা,

—মৌখিক বা লিখিতভাবে নিজের ভাষায় নিজের বক্তব্য ভালভাবে ব্যক্ত করতে পারা,

—উপকরন ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারা,

(বিজ্ঞান, গনিত)

—তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করে তা সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারা,

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

—নূতন পরিস্থিতিতে পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারা।

—কোন সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারন করতে পারা।

—পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কোন ধারনা বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা, বর্ণনা ও মূল্যায়ন করতে পারা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালা আমাদের বিদ্যালয় সমূহে প্রাথমিক স্তরে ব্যবহার করা যেতে পারে।

— | —

প্রাথমিক পর্যায়ে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব

এ. কে, আবদুল মান্নান
বিশেষজ্ঞ

পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাদান সফল ও কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত বিভিন্ন লোকের কাজ দর্শন ও পরিবেশ পরিদর্শন খুবই প্রয়োজনীয়। কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে তা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। পরিবেশে অনেক কিছু আছে যা আপাত দৃষ্টিতে চোখে ধরা পড়ে না, কিন্তু দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে দেখতে গেলে অনেক কিছুই দৃষ্টিগোচর হয়। উদ্দেশ্য নিয়ে না দেখলে যে সব জিনিস দেখা যায় শিশু তার সম্যক বিশ্লেষণ করতে পারে না, মূল ও সূত্র তার কাছে অজ্ঞাত থাকে। অথচ জিনিসটি দেখার পর তার কিছু অংশ বোধগম্য হয় আর বাকী অংশ প্রয়োজনানুসারে "করা" ও "আলোচনার" মধ্য দিয়ে শিশুর পক্ষে আয়ত্ব করার সম্ভাবনা থেকে যায়।

গ্রাম ও বিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ কিভাবে বিদ্যালয়ের শিশুদেরকে নানা রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সহায়তা করে এবং কিভাবে পর্যবেক্ষণজনিত বাস্তব জ্ঞান শিশু শিক্ষার অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে আমরা তা নিয়ে আলোচনা করব। তবে মনে রাখতে হবে যে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ শিখন-শেখানো সমগ্র কর্মকাণ্ডের অংশমাত্র। এর উপর সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করলে সমগ্র কার্যক্রমের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ কথা সত্য যে বর্তমানে কোন বিদ্যালয়েই এ ধরনের মুক্তাঙ্গণে গিয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাস্তবভিত্তিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়া হয় না। এ অবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক। বার্ষিক কার্যক্রমে অবশ্যই পরিদর্শন-পর্যবেক্ষণের স্থান থাকতে হবে। এ বিষয়ে তত্ত্বাবধায়কদের সজাগ হওয়া আবশ্যক।

পরিদর্শন কেন ? : পরিদর্শনে যাবার আগে পরিকল্পনা গ্রহণ, স্থান নির্ধারণ ও উদ্দেশ্য ঠিক করে শিক্ষার্থীদেরকে কিছু প্রশ্ন দেয়া যেতে পারে। শিশুরা সে সবের উত্তর খুঁজে বের করবে। তাতে শিশুদের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পাবে এবং নূতন ও অজানাকে জানার

জন্য জাগ্রত হবে অদম্যনীয় উৎসাহের অনির্বান শিখা। আর সে শিখার ঔজ্জ্বল্যে প্রজ্জলিত হবে ভবিষ্যতের অজানা পথরেখা। জ্ঞানের পথে তাদের এই জানার আগ্রহ তাদেরকে দেবে অপার আনন্দ, ভুলিয়ে দেবে শ্রান্তি ও ক্লান্তি, মেতে যাবে তারা জ্ঞানের খেলায়।

একটু স্পর্শ করা, একটু অনুভব করা, একটু হাতিয়ে দেখা, একটু কৌশল করে কোন প্রাকৃতিক বস্তুকে নিজের আয়ত্বে আনতে শিশুরা যে কি আনন্দ পায় তা ভেবে দেখুন। চলুন, কল্পনায় আমরা ছোট শিশু হয়ে প্রজাপতির পেছনে দৌড়াই। দেখবেন প্রজাপতি ছোঁয়ার শিহরণ, ধরার আনন্দ, সুঁতো বেঁধে ঘুড়ির মত উড়ানোর আনন্দ এবং অনভিজ্ঞ এনাটমিষ্ট হয়ে দেহ ব্যবচ্ছেদের আনন্দ কি। তার সাথে কিছু প্রশ্ন জুড়ে দিয়ে আমরা কি আজকের আধুনিক শিশুর খেলাচ্ছলে জানার আগ্রহকে বৃদ্ধি করে পরিপূর্ণ জ্ঞানানুসন্ধানের বাস্তব পথে পরিচালিত করতে পারি না? নিশ্চয় পারি। তার জন্য প্রয়োজন কিছু কৌশল, কিছু পরিকল্পনা আর ঠিক করতে হবে কি কি দেখবে।

শিশুর পরিবেশ সম্বন্ধে শিক্ষা আরম্ভ হবে তার গৃহ বা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে। বিদ্যালয়ের চার পাশের মাটি-গাছ-গাছরা, শিল্প-কারখানা, বাজার, নিকটতম নদ-নদী, বন, পাহাড়-পর্বত হতে শিক্ষা আরম্ভ করে ক্রমে ক্রমে বিস্তৃততর ক্ষেত্রকে আনতে হবে তার আওতাধীন। মাটির উঁচু-নীচুতা, রং, বৃষ্টির পানি কোন্ দিকে প্রবাহিত হয় এবং কেন, সেখানে কি ফসল হয় এবং কেন, আশে-পাশে কোন জাতি বা ধর্মের লোক বাস করে, তাদের জীবন ধারণ প্রণালী কি, হাট-বাজারে কি কি পাওয়া যায়, স্থানীয় রেল-পথ, রাস্তা, নদীর সাহায্যে কোথায় এবং কি ধরনের যানবাহনের সাহায্যে যাওয়া যায়। শিক্ষার্থীগণ সে সব দেখে শিখবে এবং ফিরে এসে প্রশ্নের উত্তর দেবে। পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক পরিবেশের জ্ঞানকে ভিত্তি করে তার পরবর্তী শ্রেণীতে পাঠদান চলবে। যে সব জায়গায় পাহাড়, নদ-নদী আছে তার চার্ট তৈরী করবে।

পর্যবেক্ষণের সাহায্যে শিক্ষা : শিশুরা দৈনন্দিন আবহাওয়া, ঘর-বাড়ী, স্থানীয় লোকের পেশা পর্যবেক্ষণ করবে এবং সে সম্বন্ধে শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দেবে। সূর্যের উদয় দেখে দিক নির্ণয় করবে, দিনের বিভিন্ন ভাগে ছায়া মেপে সময় নিরূপণ করবে, নদীর জোয়ার-ভাটা পর্যবেক্ষণ করবে। ফিরে এসে নমুনা, চার্ট ইত্যাদি তৈরী করবে।

বিদ্যালয় ও গ্রাম : বিদ্যালয়ের ও গ্রামের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বর্তমান সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার বা সমাজের শিক্ষার কেন্দ্রে পরিনত করতে যাচ্ছেন। গ্রামের শিশুরাই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে এবং এই বিদ্যালয় থেকে তারা ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হয়ে, হয় উন্নত শিক্ষার পথে চলবে না-হয় এখানেই শিক্ষার সমাপ্তি ঘটিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। শুধু পুস্তকভিত্তিক এবং কার্য সম্বলিত শিক্ষায় শিশুর দেহ ও মন উপযুক্তভাবে সংগঠিত করতে পারবে না। তার সাথে প্রয়োজন সে পরিবেশের বিভিন্ন জিনিস এবং সমাজের বিভিন্ন পেশা ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কর্ম-প্রত্যক্ষ দর্শন ও প্রকৃতির বিবিধ বস্তু প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করা। শিশুর প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশে রয়েছে অনেক সমস্যা। এসবের সাথেও তাদের পরিচয় প্রয়োজন যাতে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের দিকে শিশুর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং পরবর্তী জীবনে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।

পর্যবেক্ষনে শিক্ষকের দায়িত্ব : প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণের দ্বারা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষককে কুশলী হতে হবে। শিক্ষকের মনে রাখতে হবে যে তিনি শিশুর মতই একজন আবিস্কারকের ভূমিকা নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি সব কিছু শিক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে শিশুর দৃষ্টি কোন থেকে দেখবেন। এটাই পর্যবেক্ষণের প্রথম কথা। তবে প্রয়োজনে তিনি শিশুমনের উর্দ্ধে উঠে সমস্যামূলক বিষয়গুলো শিশুদের জন্য সহজবোধ্য করে দেবেন এবং সে সম্পর্কীয় বস্তু বা বিষয়ের কারণ ও প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে ভালভাবে আলোচনা করবেন। অনেক শিক্ষক তাঁদের দায়িত্ব পুরোপুরি সম্পন্ন করেন না। এ ব্যাপারে সে ধরনের মনোভাব পরিহার করতে হবে। সঠিক অভিজ্ঞতায় শিশুদেরকে সাহায্য না করলে তাদের জ্ঞান থাকবে ভাসা ভাসা এবং তাতে কুশলী নির্দেশের অভাব সুচিত হবে।

পর্যবেক্ষণের কৌশল : শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে পর্যবেক্ষণের যেন একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকে এবং পর্যবেক্ষণ শেষে শ্রেণীকক্ষে ফিরে পর্যবেক্ষণে যে বস্তু, যে পেশা দেখা হল অথবা যে কাজে হাতে কলমে অংশ নেয়া হল সে সম্বন্ধে প্রতিটি শিশু যেন কিছু শেখে।

পর্যবেক্ষণে যাবার পূর্বে শিশুদেরকে কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা পরীক্ষা করা যেতে পারে। সে সবের উত্তর শিশুরা শিখে আসবে অথবা লিখে আনবে।

পর্যবেক্ষণের সময় : পর্যবেক্ষণের বা দর্শনের জন্য শীত এবং বসন্তকালে যাওয়া ভাল। কারণ তখন আবহাওয়া ভাল থাকে। তা না হলে পরিভ্রমণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন বা আবিষ্কারের মূল লক্ষ্যই ব্যর্থ হবে। জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্তই উপযুক্ত সময়। বিদ্যালয়ের কর্মসূচী ও এই কয় মাসের সময়-পত্রিকায় শিশু অভিযাত্রী দলের পরিবেশ পরিভ্রমণ, আবিষ্কার ও পেশা ভিত্তিক কাজ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখায় যায়। আবহাওয়ার বিপর্যয়ের কারণে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ থাকতে পারে। তখন নদীর পাড় ভাঙ্গন ও গতি পরিবর্তন, বন্যার ও কাল বৈশাখীর তাণ্ডব লীলা প্রভৃতি পরিদর্শন প্রয়োজন আছে। এ ধরনের ঘটনা নিকটে ঘটলে অবশ্যই শিশুদের দেখাতে হবে।

পরিকল্পনা ও প্রশ্ন : পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ এবং আবিষ্কারের কাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন হওয়া উচিত। তৃতীয় মানের শিশুরা যে কাজ সহজে পারবে প্রথম মানের শিশুদের পক্ষে তা করা সহজ হবে না। যে জিনিস শিশুরা পর্যবেক্ষণ করবে তার বৈশিষ্ট্য ও গুনাগুণ শিশুদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। পর্যবেক্ষণে যাবার পূর্বে তার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নিতে হবে। শিশুদের জন্য প্রশ্ন ও অনুসন্ধানের বিভিন্ন দিক লিখে দিতে হবে। প্রশ্নগুলো বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী হতে হবে। প্রশ্ন পত্রের বাইরে দেখার কোন বেড়াজাল থাকা কোন ক্রমেই উচিত নয়। শিশুরা যা দেখতে চায়, দেখে আনন্দ পায়; তাই দেখবে।

তবে তাদের জন্য যে প্রশ্ন রচনা করা হয়েছে তার প্রতি নজর দিতে হবে বেশী।

পর্যবেক্ষনের সময় ব্যবহারের জন্য রচিত প্রশ্নে অনেক বিষয়ের ইঙ্গিত থাকবে। শিশুরা গ্রামের গাছ-পালা, বন, পুকুর, বিল, খাল, মাঠ, শস্যক্ষেত, হাট-বাজার, মসজিদ; মাদ্রাসা, মঠ-মন্দির, পশু-পাখী, কুটির শিল্প, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী ও কৃষকের কাজ, ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস, সি ও অফিস, ক্লাব, লাইব্রেরী, পুরান দালান কোঠা, ভাল ঘর-বাড়ী এসব

দেখবে। সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাই এসব দেখবে তবে শ্রেণী অনুযায়ী বিষয়ের বিশ্লেষণ ভিন্নতর হবে, আলোচনা হবে বিভিন্ন। সকলেই 'কি' ও 'কেন' জানবে। গ্রামের শিশুদের কাছে গ্রামের এবং শহরের শিশুদের কাছে শহরের অনেক কিছুই পূর্ব থেকে জানা থাকলেও সকলে মিলে জানার আনন্দ ও তাৎপর্য অনেক। প্রোগ্রাম করে কোন কিছু জানতে গেলে আমরাও অনেক কিছু খুটিনাটি লক্ষ্য করি। শিশুদের উৎসাহ এবং অনুসন্ধিৎসা আমাদের চাইতে অনেক বেশী বলে তারা জানবে অনেক মনোযোগের সাথে, জানবে অন্তর্নিহিত সত্য এবং শিক্ষার গতি ও ভাবধারা হবে সাবলীল ও অর্থবহ।

জানা জিনিস পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা : শিশুরা তাদের পরিবেশে প্রাপ্ত অনেক জিনিসই বার বার দেখে থাকে-যেমন আম, কাঠাল, লিচু, কুল, পেয়ারা, মাছ ধরার জাল ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিদিন পরিবেশের অনেক কিছু দেখলেও অনেক কিছু মনে রাখতে পারে না। যেমন মাছের জাল। তারা হয়ত একটি দু'টি ছোট জাল দেখেছে। কুনি জাল দেখে থাকলেও তার লম্বা দড়ি, শিসাও হয়ত দেখেছে। কিন্তু কোনটা 'কি' ও 'কেন' তা যখন পর্যবেক্ষণের পর জেনে নিবে তখন তার আগ্রহ বাড়বে এবং জানবে জাকিজাল, কইয়া জাল এবং মাছ ধরার অন্যান্য সব যন্ত্র ও তাদের ব্যবহার-যেমন কোঁচ, চাই, পল, খলুই ইত্যাদি। আবার যখন বট-গাছ দেখতে যাবে তখন তাতেও আনন্দ বাড়বে। তার বৃহৎ আকৃতি, ডাল থেকে মাটিতে শিকড় প্রবেশ, গাছের গুড়িতে গুহার বা গর্তের মত স্থান প্রভৃতি দেখে আনন্দ ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে। অনেক গাছ আছে যার সাথে শিশুদের বছরে মাত্র একবার পরিচয় হয় যেমন কুল গাছ, পেয়ারা গাছ ইত্যাদি। তারা হয়ত তাদের নিত্য দেখা গাছের পাতার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা দিতে পারবে না-যেমন আম, কাঠাল।

নমুনা সংগ্রহ ও বাস্তব জ্ঞানার্জন : বাস্তব বস্তুর সম্মুখীন হয়ে জ্ঞানার্জন বিশেষ প্রয়োজন। কাজেই পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করার সময় তারা বিভিন্ন রকম পাতা, মাটি ইত্যাদি সংগ্রহ করবে এবং ফিরে বিদ্যালয়ে এসে তা বিশ্লেষণ করবে। ফসলের নমুনা জোগাড় করবে, কোন মাসে কোন ফসল হয় এবং কোন-মাটি কোন ফসলের উপযোগী তাও তারা প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারবে। কোন কিছু বার বার দেখলেও উপযুক্ত দৃষ্টি ভঙ্গীর অভাবে সে সম্বন্ধে

অনেক কিছু অজানা থেকে যায়। যেমন গাভীর দুধ কিভাবে দোহন করা হয়, কিভাবে হাল চাষ করা হয়, কামার, কুমারের কাজ কিভাবে করা হয় ইত্যাদি অনেক কিছু তারা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভাল ভাবে জানতে পারবে, ঠিক তেমনি নানা প্রকার পাখী, পোকা-মাকড় সম্বন্ধে তাদের অনেক কিছু জানার থাকে। আবার হাট বাজার পরিদর্শন করে তারা অনেক কিছু জানবে এবং জ্ঞান অর্জন করবে। বিভিন্ন জিনিসের সমাবেশ, দোকান, মাল রাখার পদ্ধতি, দর্জির কাজ, তরকারী, মাছ, কাপড় ইত্যাদির পৃথক পৃথক দোকানের প্রয়োজনীয়তা, কোন জিনিস কারা কেনে, চাউল, তরকারী মাছের বাজারে ভীড় কেন, দোকানদার কি প্রকার পাল্লা-বাটখারা ব্যবহার করে এবং সে এলাকায় কি জিনিসের অভাব। যে জিনিসের উৎপাদন কম সে জিনিস কোথা থেকে কি দিয়ে আসে যেমন-গরুর গাড়ী, রেল ও বাস-পথ ইত্যাদি। বাজার এবং গ্রামে কি কি জিনিসের অভাব এবং গ্রামের সমস্যা কি সে সম্বন্ধে তাদের কিছু ধারণা হবে। পরবর্তীতে সে সম্বন্ধে তারা সজাগ থাকবে এবং সমাজের অন্যান্যের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে আগ্রহী হবে। এভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ বইয়ের পাতা থেকে জ্ঞানার্জনের চাইতে অনেক ভাল।

সমাজের সাথে পরিচিতি: পর্যবেক্ষণ শিক্ষার্থীদেরকে সমাজের সাথে একাত্ম করে তুলবে। নিজ নিজ গ্রামের সঠিক চিত্র তাদের নখ দর্পনে থাকবে এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে। অনেকে হয়ত মনে করবে যে নিজস্ব গ্রামের পরিবেশে এমন কি আছে যা শিক্ষার্থীরা শিখতে পারে। তার উত্তরে আমরা বলতে চাই যে শিশুরা যদি নিজের গ্রাম সম্বন্ধে ভাল জানে তা হলে তাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামের সমাজ সম্বন্ধে সহজে অবহিত হতে পারবে। গ্রামের অগ্রগতি হবে এবং সে সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কেবল বইয়ে নিবদ্ধ রাখা ঠিক হবেনা, গ্রামের মঙ্গল ও কল্যাণ তাদের জীবনের এবং শিক্ষার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমাজের উন্নতি এবং মঙ্গল ছোট বড় সকলেরই কাম্য। কাজেই এভাবে শিশুদের সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। মসজিদ, মন্দির, পুরান দালান ইত্যাদিও যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ। এ সবের অতীত ইতিহাস ও তথ্য সন্ধান করা যায়। এমন ভাবে মুক্তাঙ্গনে তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষক ইচ্ছা করলে সেখানেই সে দিনের শ্রেণীর কাজ শেষ করতে পারেন অথবা পরের দিন সে সব

বিষয়ে আবার আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের উত্তর আদায় করতে অথবা সে বিষয়ে পুরো ক্লাস নিতে পারেন।

উপরে পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে অনেক পর্যালোচনা হল। তা ছাড়াও অনেক বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা চিন্তা করতে পারেন। এ ভাবে শিশুরা পর্যবেক্ষণ করবে, অনুসন্ধান করবে, পেশা-ভিত্তিক কাজ দেখবে এবং বিভিন্ন অজানা জিনিস জানবে বা আবিষ্কার করবে। এ সব ব্যাপারে প্রথমে প্রশ্নপত্র তৈরীর কথা পূর্বেই বলেছি। তা ছাড়াও একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী ছাড়া এ কাজে যাওয়া বা ঘন ঘন যাওয়া মোটেই সমীচীন নয়।

শিশুদের সংগৃহীত জিনিস সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব বিদ্যালয়ে তালাবদ্ধ করার মত সুবিধা আছে সেখানে কোন অসুবিধা হবে না বিদ্যালয়ের কর্ণারে সে সব সাজিয়ে রাখতে পারে। তা না হলে শিক্ষক-শিক্ষিকা এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা নিবেন যাতে শিশুদের সংগৃহীত জিনিস সঠিকভাবে সংরক্ষিত হতে পারে। শিক্ষক এ সব জিনিস সংগ্রহ করে আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের পাত্র যোগার করবেন। রাস্তা মাপার জন্য বাঁশের লম্বা কাঠি, কাঁচি, দা, দরকার হতে পারে। শিক্ষকরা তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

প্রয়োজনে কোন্ কোন্ গাছের পাতা সংরক্ষণের জন্য সম্ভব হলে ব্লটিং পেপার যোগার করলে ভাল হবে। ব্লটিং পেপারে চাপ দিয়ে কয়েক দিন রাখলে পাতা সোজা ও সুন্দর হবে। পরে সেগুলো খাতায় এঁটে নিতে পারে। গাছের ফুলও ঐভাবে রক্ষা করা যায়। পাখীর ডিম ইত্যাদি ভিন্নভাবে নাম লিখে রাখতে পারে। বেঙ্গাচী, ছোট ছোট মাছ ইত্যাদি টিনের কৌটায় রাখা যায়। পানি বদলে দিলে এ সব কিছুদিন জীবিত থাকবে। ভিবিন্ন প্রকার মাটি, বীজের নমুনা, ফসলের নমুনা, ব্যবহৃত দোয়াত, অকেজো টিনের পাত্র ইত্যাদিও রাখা যায়।

দলভিত্তিক পর্যবেক্ষণ : পর্যবেক্ষণে যাবার পূর্বে শিক্ষার্থীদেরকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করতে হবে। প্রয়োজনে দলের নাম দেয়া যেতে পারে। তাতে শিক্ষার্থীদের আনন্দ বাড়বে। দলের নেতা অন্যান্যদের সহায়তায় ছোট খাট রিপোর্ট লিখে শিক্ষকের নিকট দাখিল

করবে। শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে বিদ্যালয়ে ফিরে বা মুক্তাঙ্গণে যে আলোচনা করবে তার সারাংশ শিক্ষক ক্লাসে বলে দিবেন। এ সব পর্যবেক্ষণের পর কোন একটি ইউনিট নিয়ে প্রজেক্ট তৈরী করা যেতে পারে। বিভিন্ন দলের ছাত্র/ছাত্রীরা প্রজেক্টে যোগদান করবে। সকল দল মিলে একটি সুন্দর প্রজেক্ট গড়ে তুলবে। ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা অধিক হলে দুই তিনটি প্রজেক্ট করা যেতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রজেক্টে অংশ গ্রহণকারীদেরকে নিয়ে পরে আলোচনা করবেন।

অনেকে হয়ত প্রশ্ন তোলবেন পর্যবেক্ষণের দ্বারা বিষয় শিক্ষা কতটুকু সফল হবে। পর্যবেক্ষণ ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মধারা দেখেই হয়ত এ আপত্তি উঠতে পারে। তার জবাবে আমরা বলতে পারি ১ম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বেলায় শিশুদের জন্য যা সহজ এবং যে সব জিনিস দেখে তারা আগ্রহ বোধ করে সে সবের উপর ভিত্তি করেই এ ক্ষেত্রে কাজ অগ্রসর হবে। উচ্চতর শ্রেণীর জন্য কিছু কঠিন কাজ বাছাই করা হবে। কাজের উপযোগী বিষয়বস্তু তাদের পাঠ্য বইয়ে থাকতে হবে, এমন কোন কথা হতে পারে না। পাঠ্য বইয়ে না থাকলেও তাতে শিশুদের পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক কাজ করান যায়। পরিবেশের বস্তুনিচয়কে সঠিকভাবে জানা এবং সে সব সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে শিশুর জ্ঞান বৃদ্ধি করে তাকে সুষ্ঠু ও উন্নত জীবন যাপনের সন্ধান দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। তা হতে হবে সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে। কারণ বাস্তবভিত্তিক শিক্ষাই হবে প্রকৃত শিক্ষা ও জীবন গঠনে পন্থা।

পর্যবেক্ষনের সাহায্যে জ্ঞানানুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমরা যে শুধু পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষা দেব তাই নয়। শিক্ষা হবে সমন্বিতভাবে। বাংলা, গণিত, বিজ্ঞান সবই তার আওতায় আসবে। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকই তাতে যোগদান করবেন। এমনকি কোন গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণের বেলায় আমরা স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ডেকে আনতে পারি। তাতে বিদ্যালয় ও সমাজের দূরত্ব কমে যাবে। অভিভাবকগণকেও এভাবে জড়িত করতে পারি। বছরে কমপক্ষে একটি ছুটি দিন এমন হতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে পরিদর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বছরের সঠিক সময় পরিদর্শনের দিন তারিখ নির্ধারণ করে শিশুদের মানসিক ও অন্যান্য প্রস্তুতির জন্য পূর্ব থেকে তাদের জানাম

দরকার। বাৎসরিক কর্মসূচীতে পরিদর্শনের তারিখ ঠিক থাকা ভাল। প্রজেক্ট হিসেবে পরিদর্শনের একটি উদাহরণ দেয়া হল।

প্রজেক্টের নমুনা

ভূমিকা : তৃতীয়/চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণীর কয়েকজন শিক্ষার্থী চিড়িয়াখানা দেখতে গেল। একবার কেবল এক শ্রেণী থাকা ভাল।

ইউনিট স্থির করা : চিড়িয়াখানা দেখে শিশুরা খুবই প্রীত হয়ে তাদের শ্রেণীতে তা তৈরীর জন্য উৎসাহী হয়ে উঠল। শিক্ষক তা অনুমোদন করলেন। শিশুরা কাজে ব্রতী হল।

পরিকল্পনা : শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থী মিলে আলোচনায় বসল। তাদের কেউ বলল নিজেরাই মুখোশ পরে জন্তু সাজবে, অন্যেরা বলল মাটি দিয়ে জন্তু তৈরী করবে। আবার অন্যদল বলল জীবজন্তুর ছবির বই জোগার করে ছবি আঁকবে এবং ছবি কেটে সাজাবে। কেউ কেউ বলল সকলে মিলে চিড়িয়াখানা দেখবে। সর্বশেষ মতে সম্মত হয়ে চিড়িয়াখানা দেখতে গেল শিশুরা।

দল গঠন : সকলে মিলে দল গঠন করতে আরম্ভ করে বিবেচনা করল কাজ অনুযায়ী চারটি দল হতে পারে। শিক্ষকের ইংগিতে দলের নামে ও কাজ নিম্নরূপ ঠিক হল :

১। *ফুলকুঁড়ি :* এদলের কাজ হল চিড়িয়াখানার বই ও ছবি সংগ্রহ করা এবং মাটির নমুনা তৈরী করার জন্য বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের ছবি দেখিয়ে সাহায্য করা।

২। *সংগ্রহ সেনা :* মাটি এবং নমুনা তৈরীর সকল উপকরণ সংগ্রহ করবে বলে স্থির হল।

৩। *সূর্য সেনা :* জন্তু জানোয়ারের নমুনা তৈরী করবে।

৪। *সবুজ সেনা :* চিড়িয়াখানা সাজাবার দায়িত্বে থাকবে।

ফুলকুঁড়ি দল বিভিন্ন রকমের বই জোগাড় করে ছবি এঁকে এবং অকেজো বই থেকে ছবি সংগ্রহ

করে সে সব সাদা খাতায় সাজিয়ে রাখল। ছবির নীচে পশু-পাখীর পরিচয় লিখে দিয়ে এবং ছবি গুলো সূর্যসেনাদেরকে দেখিয়ে সব কিছু তৈরী করতে সাহায্য করল। দলের লিপিকার প্রতিদিনের কাজগুলো লিখে রাখল।

সংগ্রহ সেনা তাদের সংগ্রহ করার দায়িত্ব পালনের জন্য কি কি সংগ্রহ করবে তা লিখে রাখল। সব জিনিস জোগাড় করে সূর্যসেনার হাতে পৌঁছে দিল এবং কখন পানি, মাটি ইত্যাদি লাগে তার দিকে নজর রাখল।

ঠিক তেমনি সূর্যসেনা নমুনা তৈরীর কাজে ব্যস্ত থাকল। অন্যাদিকে কোথায় চিড়িয়াখানা হবে কিভাবে তা সাজাবে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে সবুজ সেনা।

সলক দল তাদের নিজ নিজ কাজের হিসাব লিখে রাখল।

অতপর চিড়িয়াখানা খোলার ব্যবস্থা, দর্শকদের বসার এবং দেখার সুযোগ সুবিধা নিয়ে চার দল মিলে চিন্তাভাবনা করল। বিভিন্ন দল তাদের রিপোর্ট পাঠ করল। সবুজ-সে চিড়িয়া খানা ভালভাবে সাজিয়ে রাখল।

আলোচনা ও বিচার: সকলে মিলে চিড়িয়াখানা দেখে শিক্ষকের সভাপতিত্বে আলোচনায় স্থির করল বিদ্যালয়ের সবাইকে চিড়িয়া খানা দেখায়ে দর্শকদের সমালোচনা ও বিচার বিবেচনা জানতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়োজনে সাহায্য করবেন এবং উন্নততর কর্ম সৃষ্টির সুযোগ করে দেবেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদেরকে যে যে বিষয় শিক্ষা দিতে পারবেন তা নিম্নরূপে সমন্বিত পদ্ধতিতে হবে:

১। ***পরিবেশ:*** নিজ পরিবেশ এবং দূর-পরিবেশের জন্তু-জানোয়ারকে জানা, কোন্ জলবায়ুতে কোন্ জন্তু বাস করে সে সম্পর্কে জানা।

২। ***ভাষাজ্ঞান:*** জীব জন্তু বিষয়ক বই পড়াও লেখার সাহায্যে ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি।

৩। ***কর্মকেন্দ্রিকতা :*** মাটি ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে যেমন—পাট খড়ি, বাঁশ, নেকড়া, তূলা, কাগজ ইত্যাদি দিয়ে নমূনা তৈরী।

৪। ***গণিত :*** নানা স্থান থেকে জন্তু-জানোয়ার আনা, তৈরী করা জানোয়ারের সংখ্যা লেখা ইত্যাদি।

৫। ***চিত্রাঙ্কন :*** বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের ছবি আঁকা।

৬। ***সঙ্গীত :*** পশু-পাখী সম্বন্ধে গান, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি।

৭। পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ এবং পর্যটকের অভিজ্ঞতা অর্জন।

প্রশ্ন :

যাদুঘর সম্পর্কে একটি প্রজেক্ট ইউনিট চিন্তা করুন।

—।—

পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান তত্ত্বাবধায়নে পি, টি, আই উপদেষ্টাদের ভূমিকা

আনার কলি হোসেন
লেকচারার

শিশুর কৌতুহলের অন্ত নেই। তার পরিবেশকে জানার আগ্রহেরও কোন শেষ নেই। পরিবেশের দু'টি দিক আছে। একটি সামাজিক এবং অপরটি প্রাকৃতিক। পরিবেশকে জানতে হলে সমাজকে যেমন জানতে হয়, বুঝতে হয় তেমনি জানতে হয় ও বুঝতে হয় প্রকৃতিকে। জানার ও বুঝার প্রয়োজনে পড়তে হয় সমাজ এবং বিজ্ঞান। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিশুরা উভয়কে জেনেছে একত্রে, একক বিষয় হিসেবে। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়টির উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীর কৌতুহল, অনুসন্ধিৎসা, জানবার আকাঙ্খা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার আগ্রহ, সৃজনী প্রতিভা ও কর্মতৎপরতার উপযুক্ত লালন ও বিকাশ। শিক্ষার্থীর নিকট পরিবেশের যে বস্তু পরিচিত রয়েছে, যে সব ঘটনা ঘটছে এবং প্রকৃতিতে যে সমস্ত পরিবর্তন হচ্ছে (আবহাওয়া, ঝড়-বৃষ্টি, মেঘ-রোদ, তাপ ও আলোর খেলা ঋতুচক্রের সাথে সাথে গাছ-পালা, ফল-ফুল ও ফসলের পরিবর্তন, লতা-পাতা, গাছ এবং পশু-পাখীর জন্ম বৃদ্ধি ইত্যাদি।) সেগুলোর বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম বা গুণ এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সতর্কতার সংগে পর্যবেক্ষণ করা এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ঘটনা ও ঘটনার সংগে সংশ্লিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা করা এবং এদের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক আবিষ্কার করা হলো পরিবেশ পরিচিতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

পরিবেশ পরিচিতির মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীকে তার "পরিবেশ" সরাসরি পর্যবেক্ষণ এবং কিছুটা হাতে কলমে কাজ করাতে অভ্যস্ত করাতে চাই। ব্যবহারিক বা হাতে কলমে কাজগুলো হবে পারিবারিক কাজকর্মে বা উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ সম্বন্ধীয়। সে এ ধরণের পর্যবেক্ষণের কলাকৌশল বা দক্ষতা আয়ত্ব করবে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের 'শিখন' কাজকে সহায়তা করার জন্য শিক্ষক যেমন যথাযথ পদ্ধতিতে সাজ-সরঞ্জাম ও সহায়ক উপকরণ

ব্যবহার করবেন তেমনি তিনি বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে অনুবন্ধ, অনুসঙ্গ রচনা করেও সমন্বয় সাধন করবেন। শিখন প্রক্রিয়াকে শিক্ষার্থীর জন্য অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করবেন যেন শিখন স্থায়িত্ব লাভ করে এবং এক বিষয় হতে অন্য বিষয়ে স্থানান্তরিত হতে পারে। পাঠ-পরিকল্পার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষক যেন বছরের প্রথমেই শ্রেণীভিত্তিক পাঠ্যসূচীর পরিসর ও গভীরতা বিবেচনা করে একটি নিয়মবদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সচেতনভাবে শিক্ষাদান কার্যে অগ্রসর হন। গভীর চিন্তা-প্রসূত ও সচেতনভাবে তৈরী বিস্তারিত পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষকের কার্যকে সহজতর করে। তাঁর এবং শিক্ষার্থীর সময় ও শ্রমের মধ্যে মিতব্যয়িতা আসে এবং শিখন ও শিখানোর উদ্দেশ্যসাধনে সহায়ক হয়ে থাকে।

পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান তত্ত্বাবধায়নে পি, টি, আই এর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) উপদেষ্টার নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলো বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী স্কুল বিষয়গুলো সঠিক ভাবে বন্টন করা হয়েছে কিনা, দৈনিক ও বাৎসরিক পাঠ-পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে তৈরী করা এবং তার সার্থক প্রয়োগবিধি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টের প্রথম খণ্ডের শেষে যে সাপ্তাহিক সময় বন্টন তালিকা সংযোজিত হয়েছে তাতে পরিবেশ পরিচিতির জন্য ১ম ও ২য় শ্রেণীতে সপ্তাহে ৫ টি পিরিয়ড বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য ৩০ মিনিট, সুতরাং প্রতিটি দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা ৩০ মিনিটের জন্য তৈরী করা হবে। ৩০ মিনিটের মধ্যে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে বা তার বাইরে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কি করবেন এবং শিশুদের দিয়ে কি করাবেন তাঁকে আগে থেকেই সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থির করতে হবে।

পাঠ পরিকল্পনা তৈরী করার সময় বিশেষ পাঠটির উদ্দেশ্য, পাঠটি শুরু করার কলাকৌশল, পাঠচলাকালে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের কি কি কাজে নিয়োজিত করবেন, কি কি পদ্ধতি তিনি পাঠ উপস্থাপনে ব্যবহার করবেন, কি কি উপকরণ পাঠের সহায়ক হবে এবং কিভাবে এ পাঠে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হবে সে সম্বন্ধে শিক্ষক চিন্তা ভাবনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সমূহ সংক্ষেপে লিখে নিবেন। বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

(প্রথম খণ্ড) ১ম ও ২য় শ্রেণীর পাঠদানের জন্য যথাযথ ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা এবং ৩য়, ৪র্থ, ৫ম শ্রেণীর উদ্দেশ্য সঠিক ভাবে কার্যকরী হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানে শিক্ষক নির্দেশিকার উপযুক্ত ব্যবহার।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণীতে মানচিত্রের যথাযথ ব্যবহার ও ছাত্রদের দিয়ে মানচিত্রের স্থান নির্দেশ করা ও মানচিত্র অংকন।

পরীক্ষণ বিদ্যালয় পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষক পরিবেশে প্রাপ্ত শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করছেন কিনা সে সম্বন্ধে পি, টি, আই এর সমাজ উপদেষ্টা বিশেষভাবে পরামর্শ দেবেন। তিনি পাঠ-সংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার ও প্রয়োগ করে পরিবেশ পরিচিতির (সমাজ) শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন করা এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান সমস্যা চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের সহায়তা করবেন।

শিক্ষাদান সফল করার জন্য পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষককে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ সম্বন্ধে অবহিত করে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদান প্রচেষ্টাকে উন্নত করার মানসে হাতে কলমে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা উচিত। পরিবেশ ও পেশাভিত্তিক কাজ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সঠিক ভাবে পরিচালনা করে। কর্মকেন্দ্রিক উপায়ে শিক্ষাদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রহনীয় পদক্ষেপ আলোচনা করা এবং পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান কলাকৌশল সম্বন্ধে আবহিত করে শিক্ষার সার্বিক মান উন্নীত করার লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া বাঞ্ছনীয়।

শিশু কর্মের মাধ্যমে শিশুদেরকে শিক্ষাদান নিশ্চিত করা।

সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে শিক্ষাক্রমে যে নূতন ধ্যান ধারণা সন্নিবেশিত হয়ে থাকে তার সংগে পরিচিতি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পি, টি, আই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ অত্যাবশ্যক। এই প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা পি, টি, আই সুপার উপদেষ্টাগণ নিজ নিজ পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে স্বল্প সময়ের জন্য স্বল্প পি, টি,

আই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় তত্ত্বাবধায়নে নতুন দৃষ্টি ভংগী সম্প্রসারিত করা এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে বাস্তবমুখী ও জীবন-ভিত্তিক করে তোলার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হল জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, পারস্প সহযোগিতা প্রভৃতি অর্জন। এ'সব রকমের উদ্দেশ্যই শিক্ষক কতদূর পূরণ করেছেন মূল্যায় মাধ্যমে তা প্রতিভাত হবে। জ্ঞান বিষয়ক উদ্দেশ্য মূল্যায়নের জন্য বিষয়বস্তুর উপর সহ প্রশ্ন করা যায় কিন্তু দক্ষতা, মূল্যবোধ, পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সম্বন্ধে মূল্য করার জন্য পাঠ্যপুস্তক বা বিষয়ের প্রয়োজন খুব কম। এ উদ্দেশ্যগুলো মূল্যায়ন ক কর্মকেন্দ্রিক ও বাস্তাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের জন্য বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রয়োজ এসব পরিস্থিতে শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণ, পর্যবেক্ষণ লক্ষ্য করে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা মূল্যা ইত্যাদি বিষয়ে মূল্যায়ন করা ও বিশেষ প্রয়োজন।

অনুশীলনী

পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদান তত্ত্বাবধায়নে পি, টি, উপদেষ্টাবৃন্দের ভূমিকা উল্লেখ করুন।

—।—

শ্রেণী পাঠদানে মনোবৈজ্ঞানিক পরিবেশের গুরুত্ব

মোঃ মমতাজুল হক
সহকারী বিশেষজ্ঞ

শ্রেণী পাঠদান একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। সাধারণতঃ পাঠদানের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে থাকে এর অনুকূল পরিবেশের উপর। শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার দিকে লক্ষ্য রেখে যে শিক্ষক যত বেশী উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন শিক্ষকতার কাজে তিনি তত বেশী সফলকাম হবেন। কাজেই শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিখন পরিবেশ সম্পর্কে শ্রেণী শিক্ষকের সম্যক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

শিখন কি ? :

শিক্ষার্থীর বুদ্ধিগত, আবেগগত ও মনোবৈজ্ঞানিক কার্যাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অন্তঃস্থ প্রক্রিয়াকে বলা হয় শিখন। মনোবৈজ্ঞানিকভাবে শিখন হচ্ছে শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটানোর এবং কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর প্রচেষ্টার একটি প্রক্রিয়া। শিখন বলতে বুঝায় শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন সংগঠিত হওয়া। কোন শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন ঘটলেই আমরা বলতে পারি তার শিখন হয়েছে। এই পরিবর্তন হতে পারে কোন নতুন জ্ঞান, ধারণা বা সত্য আহরণ। কোন নতুন দক্ষতার বা দক্ষতাসমূহের বিকাশের সাথে অথবা পূর্বে অর্জিত কোন দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের সাথে এই পরিবর্তন সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। শিক্ষার্থীর মনোভাব ও মূল্যবোধের পরিবর্তনকেও আমরা শিখন বলতে পারি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিখনের ফল বা শিখনের লক্ষ্য হতে পারে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভংগী, এ সবগুলোই।

শিখন ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে এবং যে জগতে তিনি বাস করেন তার পরিবর্তন আনে। ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন ঘটার সাথে সাথে একই রকম আরও শিক্ষা তিনি লাভ করেন, অর্থাৎ—তার মধ্যে একই প্রকার শিখন ঘটে। মানুষ শিখতে শিখে। শিক্ষাদান উপকরণের উপস্থাপন, শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতা ও তার বুদ্ধিগত সামর্থের উপর নির্ভর করে।

শিক্ষার্থী বলতে কি বুঝায় ? :

শিক্ষার্থী হলেন সে ব্যক্তি যার কিছু অভাববোধ রয়েছে, তিনি কিছু চান। তিনি তাঁর কিছু চাহিদা সনাক্ত করেছেন। এ চাহিদাগুলো তিনি মেটাতে চান। এ চাহিদা মেটানোর জন্য তিনি কিছু কার্য সম্পাদন করেন। তিনি তাঁর আকাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য কিছু সক্রিয় প্রচেষ্টা নেন। সক্রিয় প্রচেষ্টা বা সংগ্রামের এ প্রক্রিয়া তাঁর আচরণগত পরিবর্তন তথা তাঁর জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাবের পরিবর্তন আনে। ফলে তিনি শিক্ষার্থী হিসেবে পরিগণিত হন।

- *নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন :*

১। শ্রেণী পাঠদানের সময় শিক্ষককে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে ?
২। শিখন কি ? উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সংজ্ঞা নিরূপণ করুন।
৩। শিক্ষার্থী বলতে আপনি কি বুঝে থাকেন ?

শ্রেণীকক্ষে সকল শিক্ষাদান নির্ভর করে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির উপর। মূলতঃ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে গড়ে উঠে শিক্ষাদানের অনুকূল পরিবেশ। শিক্ষাদানের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে নিচের বিশেষ দিকগুলোর দিকে নজর দিতে হবে।

(১) *শিক্ষার পরিবেশ হতে হবে মনোরম :*

শিক্ষার্থী যেখানে শিক্ষা লাভ করবে, সেখানকার পরিবেশ হতে হবে শিখনের উপযোগী, ঝামেলা বিহীন ও মনোরম। বিশৃঙ্খল ও ঝামেলাপূর্ণ পরিবেশে শিখন কাজ আশানুরূপ হয় না। তাই শিক্ষককে শিশু ও শিখনের বৈশিষ্ট্যের দিকে খেয়াল রেখে শ্রেণীর বাহ্যিক পরিবেশকে নির্ঝঞ্ঝাট রাখতে হবে।

(২) *শ্রেণী পাঠে শিশু মনের বিচিত্র কৌতুহল চরিতার্থ করবার সুযোগ থাকতে হবে :*

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা অত্যন্ত কৌতুহল প্রবণ। পরিবেশের সব কিছুই তার কাছে নতুন বলে মনে হয়। তাই শিশুর প্রশ্নের অন্ত থাকে না। সব কিছুই সে প্রশ্ন করে জানতে চায়। তার ঔৎসুক্য শুধু প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। কোন কোন সময় সে হাতে কলমে কাজ করতে চায় এবং কোন কোন সময় বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে তার কৌতুহ দমন করতে আগ্রহী হয়। শিশু মনের এ বিশেষ বৈশিষ্টের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষককে শ্রেণী পাঠদানের সময় শিশুদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করবার ও হাতে কলমে কাজ করবার সুযোগ দিতে হবে। অন্যথায় শ্রেণীপাঠদান হবে অনাকর্ষণীয়।

(৩) *শ্রেণী পাঠদানের সময় শিশুদের স্বাধীন মতবাদ ব্যক্ত করবার সুযোগ থাকতে হবে :*

শৈশবেই শিশুর স্বাধীনতার ভাব জাগ্রত হতে শুরু করে এবং তার নিজের সম্বন্ধে ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। এ সময় শিশুকে ভাল কাজে প্রশংসা করলে বা উৎসাহ দিলে তার আত্ম বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়ে উঠে এবং সে ভবিষ্যতে আত্ম নির্ভরশীল ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কিন্তু যদি তাকে নিন্দা বা শাসন করা হয়, তবে সে হয়ে উঠে দুর্বল ও আত্ম বিশ্বাসহীন। তাই শ্রেণী পাঠনায় শিশুর কাজের শেষে তাকে বিভিন্ন উপায়ে পুরস্কৃত করা শিক্ষকের অপরিহার্য কর্তব্য বলে গণ্য করতে হবে।

(৪) *শ্রেণী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণ :*

যে কোন শ্রেণী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহনের নিশ্চয়তা থাকতে হবে। যে শ্রেণীতে শিশুর অংশ গ্রহন সীমিত সে শ্রেণী নির্জিব। এ রকম পরিবেশে শিখন তরান্বিত হয় না বরং শিক্ষার প্রতি শিশুর বিতৃষ্ণা জন্মিবে।

(৫) শ্রেণী পাঠনায় শিশুর পুরাতন অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার সুযোগ থাকতে হবে :

শিক্ষার্থী যদি নতুন কিছু শিখতে পুরানো অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার সুযোগ পায়, তাহলে শিশুর আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে বিধায় ত্বরান্বিত হবে।

(৬) ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিখন কার্য পরিচালনা করতে হবে :

শ্রেণীতে যে সব শিশু রয়েছে তারা বয়সের দিক দিয়ে প্রায় সমান হলেও সামর্থ্য, রুচি, অভিজ্ঞতা বা মেধাশক্তির দিক দিয়ে সমান নয়। কোন কোন শিশু শিক্ষক বলার সাথে সাথেই বুঝতে সক্ষম হয় আবার কোন কোন শিশু একাধিক বার শুনবার পরও ভাল করে আয়ত্ব করতে পারে না। শিশুদের মেধার তারতম্যের ফলে এরূপ হয়ে থাকে। এ বিষয়ে শিক্ষককে গভীরভাবে সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষককে বুঝতে হবে যে তার শিশুরা সমান মেধার অধিকারী নয়। এ সকল শিশুদের মেধাভিত্তিক দল গঠন করে শ্রেণী শিক্ষা পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায় শ্রেণীতে সকল শিশু সমানভাবে উপকৃত হবে না।

শিশুদের বুদ্ধাঙ্ক বের করে মেধাভিত্তিক দল গঠন করবার উপায় :

মানসিক বয়স

প্রকৃত বয়স × ১০০ = বুদ্ধ্যাঙ্ক

বুদ্ধ্যাঙ্ক	পর্যায়
২০-২৫	জড়ধী
২৬-৫০	মন্দধী
৫১-৭০	মৌনধী
৮০-১০০	স্বাভাবিক
১০০-১২০	প্রতিভাবান

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

(৭) শিখন কার্য শিশুর আগ্রহভিত্তিক হতে হবে :

শ্রেণী পাঠদান নির্ভর করে সাধারণতঃ শিশুর আগ্রহের উপর। শ্রেণী পাঠনায় শিশুর আগ্রহ যত বেশী হবে শিখন কার্য ততই তরান্বিত হবে। এ জন্য শিক্ষককে শিশুদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে শিখন কার্য পরিচালনা করতে হবে।

(৮) শ্রেণীকক্ষে পারিবারিক আবেগময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে :

শিশু দিনের অধিকাংশ সময় মা, বাবা, ভাই বোনের সান্নিধ্যে এক আনন্দ ঘন পরিবেশে থাকে। স্বভাবতই শিশু শ্রেণী কক্ষে ঐরকম পরিবেশ কামনা করে থাকে। কাজেই শিক্ষককে শ্রেণী পাঠদানের সময় আদর সোহাগের মধ্য দিয়ে শিশুর খুবই কাছাকাছি যেতে হবে। যাতে শিশু বিশ্বাস করতে পারে যে শিক্ষক তার মা বাবার মত একজন আপন।

(৯) পরিবারের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত শিশুদের প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতে হবে :

অনেক শিশুই এমন সব সংসার হতে আসে যেখানে তাদের পিতামাতারা তাদেরকে ভালবাসে না বা কোন মূল্য দেয় না। পিতামাতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান অনেক প্রকারের হতে পারে; যেমন সন্তানের প্রতি অবহেলা করা, সন্তানের প্রাপ্য জিনিস তাকে না দেওয়া; শিশুকে শাস্তি দেওয়া ও সকলের সামনে তাকে অপমান করা। যে সকল শিশুকে তাদের পিতামাতা এভাবে প্রত্যাখ্যান করে তারা ক্লাসে বহু রকমের অসুস্থ মনোবৃত্তি প্রকাশ করে। দৃষ্টি আকর্ষণের আচরণ এদের অন্যতম। এরকম শিশু খুবই অস্থির ও চঞ্চল। তারা শ্রেণীর শিক্ষকের আদেশ অমান্য করে দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে অতৃপ্ত চাহিদা মিটাতে চায় যা থেকে সে বাড়ীতে বঞ্চিত হয়েছে। এ রকম পরিস্থিতিতে শিশুরা যতক্ষণ স্কুলে থাকে ততক্ষণ তারা যাতে সাদরে গৃহীত হয় এবং সহানুভূতিশীল আচরণ প্রাপ্ত হয় সে দিকে শিক্ষকের যত্নবান হতে হবে।

(১০) পরিবারের অতিরক্ষিত শিশুদের প্রতি বিশেষভাবে যত্নশীল হতে হবে :-

শিশুরা যেমন পিতামাতার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে তেমনি আবার অত্যধিক প্রশ্রয় পেতেও পারে। এরূপ ক্ষেত্রে পিতামাতা তাদের শিশুর প্রত্যেকটি খেয়াল খুশী ও আবদার পূর্ণ করে থাকেন। যে সব ছেলেমেয়ে অতিরিক্ত আদরে লালিত পালিত হয় তাদের মধ্যে স্বার্থপরতা, আক্রমনাত্মক মনোভাব, দায়িত্বহীনতাও অন্যান্য আনুষঙ্গিক আচরণ দেয়া যায়। সে সাধারণতঃ বেয়াদব, উশৃঙ্খল এবং শ্রেণী বিধানের প্রতি অমনযোগী হয়ে থাকে। অন্যান্য শিশুদের প্রতি তার ব্যবহার রীতিমত আদেশমূলক, প্রভুত্বসূচক ও স্বার্থপরায়ন হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রেণী শৃঙ্খল বজায় রাখতে এবং শ্রেণী শিক্ষাকে স্বার্থকভাবে এগিয়ে নিতে শিক্ষককে বিচক্ষনতার পরিচয় দিতে হবে। শিক্ষককে খুবই সহনশীল হয়ে শিশুর সহনশীলতা বাড়াতে হবে। শিক্ষক বিভিন্ন রকম হালকা দলীয় কাজের মাধ্যমে শিশুর সহনশীলতা বাড়াতে পারেন। তার অবাঞ্ছিত অভ্যাসগুলোকে তাড়াতে গিয়ে যেন ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে সে বিষয়ে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। তার প্রতি সহানুভূতিশীল কিন্তু কঠিন ও বাস্তব ব্যবহারই তার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

উপসংহার :

শ্রেণীকক্ষে অনেক শিক্ষক নিজেদের অজ্ঞাতসারেই অনেক গুরুতর ভুল করে থাকেন যা তাদের ছাত্রদের মানসিক উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ : একজন ছাত্রের সময়গত বয়স ১০ বছর এবং তার মানসিক বয়স ৭ বছর ছিল। এ শিক্ষার্থীকে একদিন শিক্ষক এমন পাঠসংক্রান্ত কাজ দিলেন যা কেবল মাত্র তার সমবয়সী স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্রদের পক্ষেই সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল। এ পরিস্থিতিতে এরূপ অতিরিক্ত চাপযুক্ত কাজের উত্তরে শিশু অবাধ্যতা প্রদর্শন করল। কাজেই শিক্ষককে প্রতিটি শিশুর জন্য উপযোগী দল গঠন করে কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করলে শ্রেণী পাঠদান সহজ ও সাবলীল গতিতে চলবে।

নিচের প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিন :

১ : শ্রেণীকক্ষে পারিবারিক আবেগময় পরিবেশের ব্যাখ্যা দিন ।

২ : পরিবারের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ও অতি রক্ষিত শিশুদের প্রতি শ্রেণীকক্ষে আপনি কিরূপ আচরণ করবেন ?

৩ : শ্রেণী পাঠদানে মেধাভিত্তিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন ।

সামাজিক শান্তি, আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও সমঝোতা বৃদ্ধি এবং সংরক্ষণে পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষার ভূমিকা

এ. কে. আবদুল মান্নান
- বিশেষজ্ঞ

পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষার দ্বারা সুনাগরিকত্বের গুণের বিকাশ যে সহজতর তা আমরা পূর্বেই অনুধাবন করতে পেরেছি। সুনাগরিকত্বের অন্যতম প্রধান শর্ত হল সামাজিক সম্প্রীতির জন্য কাজ করা। পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষায় আমরা জানি পরিবেশের জীবকে, সমাজকে, সমাজের বস্তুনিচয়কে এবং তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ককে। সম্পর্কের বিকাশে জন্মে সম্প্রীতি আসে সমাজ সচেতনতা, সৃষ্টি হয় সমঝোতার ভাব। সামাজিক পরিবেশ সুন্দর ও সুষ্ঠু হয় ক্রমে ক্রমে, প্রতিষ্ঠিত হয় সামাজিক শান্তি।

গণমন ও শিক্ষা :

প্রতিটি মানুষের মনে যেমন ব্যক্তিমনের লীলা আছে তেমনি সম্মিলিত এবং সংঘবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য রয়েছে গণমনের লীলা। সমাজে বাস করে কিভাবে গণমনের অংশীদার হওয়া যায় তার জন্য যে শিক্ষা তাই হ'ল শিক্ষার ব্যাপকতর অর্থ।

মাইমেসিস :

গণমন ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে। তার ফলে যে ব্যাপক অনুকরণ হয় তার নাম দেয়া হয়েছে "মাইমেসিস" (*Mimesis*)। মাইমেসিস পরস্পরের চিন্তা ও কাজের অনুকরণ। কোন জনসংখ্যা ও সমাজের মানুষ অনুভূতিতে চিন্তায় এবং কাজে অন্য সকল ব্যক্তির অনুকরণ করে। এভাবে অনুভূতির অনুকরণকে বলে সংবেদনশীলতা বা সহানুভূতি, বুদ্ধি বা চিন্তার অনুকরণকে বলা হয় অভিভাবন (**Suggestion**) আর কাজের অনুকরণকে বলা হয় সাধারণ অনুকরণ (***Initation***)। এভাবে অনুকরণের দ্বারা বৃদ্ধি পায় সামাজিক সম্প্রীতি ও সমঝোতা এবং গোড়া পত্তন হয় আন্তর্জাতিক ভাবধারার।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালবাসা, দুঃখী, দরিদ্র এবং অনগ্রসর দেশগুলোকে বন্ধুর মত প্রীতি এবং প্রত্যয়ের সাথে হাত ধরে এগিয়ে আনা কোনদিন পুঁথির পাতা ছেড়ে মানুষের অভ্যাসের মধ্যে দানা বাঁধেনি। অনেক শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির মধ্যে মানুষ তাই যুদ্ধের মত কদর্য কার্যকে সযত্নে লালন করছে। সভ্যতার এই প্রাচীন শত্রুকে বিসর্জন দিতে হবে। আজ যুদ্ধ করতে হবে অশিক্ষা এবং অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে। মানুষের দুই পরম শত্রু যুদ্ধ এবং দরিদ্রতাকে পরাভূত করতে হবে। আর তাই সামাজিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমঝোতা এবং সম্প্রীতির প্রয়াস শিক্ষার একটি বিশেষ শর্ত এবং বিশ্ব-শান্তির মূলমন্ত্র।

জাতীয়তাবোধ :-

জাতির জন্মলগ্ন থেকেই ব্যক্তিমনে স্বাদেশিকতা এবং জাতীয়তাবাদের বীজ উপ্ত হয়। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস সন্ধান করলে তার নিহিত সত্য উদ্ভাসিত হবে। সে দিন থেকে মানুষ তার প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে ভালবাসতে শিখল, ভালবাসতে লাগল দেশকে। আর জাতীয়বোধই হল প্রত্যেকটি জাতির সংগঠন ও সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র। জাতিকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করা, সমৃদ্ধ ও উন্নত করা এবং জাতির ঐক্য সংরক্ষণেরও প্রধান হাতিয়ার জাতীয়তাবোধ। অতি প্রাচীন কাল থেকেই কাব্যে-সাহিত্যে হয়েছে তার প্রশংসা, আর সকল দেশেই মানুষের কাজ ও গুণাবলীর মধ্যে ইহাকে দিয়েছে শীর্ষস্থান। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনের নিরীখে তার মূল্য পতন ঘটেছে অনেক। আজ সে জাতীয়তাবোধের অসম্পূর্ণতা এবং সংকীর্ণতা আমাদের কাছে স্পষ্ট। আর জাতীয়তাবোধকে দাবিয়ে আধুনিক চিন্তাধারায় দেখা দিয়েছে আন্তর্জাতিকতার সমুজ্জ্বল রূপ। স্বদেশের সংকীর্ণ সীমা ছিন্ন করে প্রসারিত হচ্ছে আন্তর্জাতিকতা। পরিবেশকে জানা, পরিবেশকে সুন্দর করে গড়ার প্রচেষ্টার দ্বারা আন্তর্জাতিকতার পথে রাখা হচ্ছে অশেষ অবদান। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে তা নিয়ত লালন ও বর্ধন করা সম্ভব।

আন্তর্জাতিকতার বিকাশ :-

বিজ্ঞানের অবদানের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান কমার পূর্বে তাদের সকল আগ্রহ

ও অনুভূতি গড়ে উঠত নিজের দেশ ও প্রতিবেশী মানুষকে নিয়ে। কিন্তু ভৌগলিক দূরত্ব সংকোচনের ফলে সাংস্কৃতি মূলক দূরত্বও কমে আসল ক্রমে ক্রমে এবং নিজের দেশের সীমানা পেরিয়ে ভালবাসার গণ্ডি বিস্তৃত হল দেশ থেকে দেশান্তরে আর রূপ নিল আন্তর্জাতিকতার। এভাবে জ্ঞানের প্রসারও জাতীয়তার শক্তি বিস্তৃত করে আন্তর্জাতিকতায় রূপ দিয়েছে।

যুদ্ধভীতি ও আন্তর্জাতিকতা ঃ

যুদ্ধভীতি আন্তর্জাতিকতা বিকাশের আর একটি বড় শক্তি। দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমঝোতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং বন্ধু সুলভ মনোভাব শক্তিশালী হয়েছে এবং সুদৃঢ় করেছে আন্তর্জাতিকতা বোধকে। তদুপরি বর্তমান শতাব্দীর আনবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা এবং পারসিং মিসাইল প্রভৃতি সর্ব বিধ্বংসী অস্ত্রের সৃষ্টিতে আন্তর্জাতিকতার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে আরও বেশী। পূর্বের যুদ্ধে সামান্য সম্পত্তি এবং মানুষ ক্ষয়ের পরিবর্তে বর্তমান যুদ্ধে ভয়াবহতা অনেক গুণ বেশী। এই যুদ্ধভীতি স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে আন্তর্জাতিক সমঝোতা বৃদ্ধি করছে। এ কথা সত্য যে কোন রাজনৈতিক কলাকৌশল, অস্ত্র-সস্ত্রের উন্নতি এবং কূটনৈতিক পন্থা মানুষকে যুদ্ধের এই সার্বজনীন বিলুপ্তির পথ থেকে রেহাই দিতে পারবে না। মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে একটি মাত্র বস্তুর উপর যার দ্বারা মানুষ রক্ষা পেতে পারে আর তা হল আন্তর্জাতিকতা বোধকে সুদৃঢ় করণ। এই পথে সঠিক সহায়তা দান করতে পারে, শিক্ষাদানের কলা-কৌশলের এবং নিয়ম-নীতির সামান্য পরিবর্তন এবং সঠিক উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ দ্বারা। আর তাই বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এসোসিয়েটেড স্কুল নামে বিভিন্ন বিদ্যালয় স্থাপন করে এই আন্তর্জাতিকতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

আন্তর্জাতিকতার পথে শিশুমন সংগঠন ঃ

আন্তর্জাতিকতাবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিশুর মনকে প্রথমে সংগঠিত করতে হবে। রাতা-রাতি শিশুমনে এ ধারণা গঠন সম্ভব হবে না। তাদের প্রস্তুতির পথে ভ্রাতৃত্ববোধ, উদারতা এবং মানুষ হিসেবে যে সকলেই সমান এই ধারণা জাগাতে হবে। আমাদের শিক্ষাকে সে

উদ্দেশ্যে পুনর্গঠন প্রয়োজন আছে। যে কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সে দেশের সংস্কৃতি ও পরিবেশ প্রাধান্য পেলেও অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা উচিত হবে না।

সাহিত্য, পরিবেশ পরিচিতি ইত্যাদি পঠন-পাঠনে আন্তর্জাতিক মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। ইতিহাস শিক্ষায় বিভিন্ন দেশের সামরিক এবং রাজনৈতিক উত্থান পতনের উপর জোর না দিয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর জোর দেয়া উচিত। পৌর-বিজ্ঞানের দ্বারা কেবল নিজের দেশের নাগরিক সৃষ্টি না করে মানবজাতির সেবায় নিয়োগের মনোভাব সম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করতে হবে।

পাঠ্যক্রম :

আন্তর্জাতিকতাবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমাদের শিক্ষাক্রমেও কিছু রদবদল হতে পারে। তাতে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতিফলন প্রয়োজন আছে।

১। পৃথিবী বা সমগ্র বিশ্বই জীবকুলের বাসস্থান।

২। মানুষে মানুষে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি।

৩। বিভিন্ন দেশের জীবন যাত্রার পার্থক্য অনুধাবন।

৪। সমগ্র বিশ্বই যে সৌন্দর্য ও শান্তির প্রতীক তা বুঝান।

৫। উন্নত জীবন যাপনের জন্য পরস্পর নির্ভরশীলতা।

৬। ভৌগলিক বিভিন্নতা যে জাতিতে জাতিতে পার্থক্যের কারণ তা অনুধাবণ।

৭। ধর্মীয় পার্থক্য থাকলেও সকল মানুষ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপযোগী।

৮। বিশ্বস্বার্থ চিন্তা জাগরণের মানসে সকল প্রভেদ ও আত্মস্বার্থ ত্যাগ। প্রাথমিক স্তরে এসব ব্যাপারে ঔৎসুক্যবোধ জাগিয়ে তোলা হবে। পরবর্তী শিক্ষা পর্যায়ে তা আরও সুসংহত এবং বৃহত্তর প্রচেষ্টায় রূপ নেবে।

শিক্ষকের করণীয় দায়িত্ব :

শিক্ষাক্ষেত্রে এবং শিশুর মানসিক প্রবৃত্তি ও আশা আকাঙ্খা বিকাশ ও সংগঠনের ব্যাপারে, শিক্ষকের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শিক্ষাযজ্ঞের প্রকৃত হোতা। কাজেই আন্তর্জাতিকতা জাগ্রত করণের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর দৃষ্টিভংগী হতে হবে উদার ও সংস্কারমুক্ত। আন্তর্জাতিকতার মূলনীতিতে তাঁকে বিশ্বাসী হতে হবে। তিনি নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে সব কিছু পরিবেশন করবেন। কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বের দৃষ্টিভংগীই তাঁর থাকা উচিত নয়। পরিবেশ পরিদর্শণ এবং পর্যবেক্ষণের সময় তিনি প্রাকৃতিক সংহতির দিকে জোর দেবেন। গুরুত্ব দেবেন নব নব সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে যার দ্বারা সমাজের সার্বিক মঙ্গল সাধিত হতে পারে। তাতে পরিবেশে বসবাসকারী ধনী-দরিদ্ররা সবার প্রতি সমান ব্যবহার করতে শিক্ষার্থী উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

আন্তর্জাতিকতাবোধ সৃষ্টিতে বিশ্ব সংস্থা :

বিশ্ব সংস্থার শিশু তহবিল ইউনেস্কো, ইউনিসেফ প্রভৃতির সাথে শিক্ষার্থীদের সঠিক পরিচয় ঘটানো প্রয়োজন। তাছাড়া এসব সংস্থা তাদের আদর্শ আরও পরিব্যাপ্ত এবং সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে এবং নৈতিক ও বৌদ্ধিক সমঝোতা আনার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি সৃষ্টির জন্য পাঠ্যক্রমের কিছু পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন হতে পারে। তবে বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন প্রভৃতি দৃশ্য ও শ্রাব্য সহায়ক উপকরণের সাহায্যে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া আধুনিকীকরণ করতে হবে। শিশু চলচ্চিত্র উৎসব' যুব উৎসব, শিশুদের শুভেচ্ছা সফর ও বিভিন্ন জাতীয় উৎসবের দিন বিভিন্ন ভাষার গান ইত্যাদি প্রচার প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশের কিছু কিছু ছেলে-মেয়ে প্রত্যেক দেশেই আছে। এসব উৎসবের দিন তাদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠান করা এবং তা, টি, ভি রেডিওর মাধ্যমে প্রচার ও যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রচারের মাধ্যমে সবাইকে শান্তির প্রতি আগ্রহী করা প্রয়োজন। পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকায় ইহা পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে।

আন্তর্জাতিকতা শিক্ষা সূচী :

মানুষের মনে আন্তর্জাতিকতা সৃষ্টি করতে হলে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। নিচে তার কিছু উল্লেখ করা হল।

১। জাতিগত অখণ্ডতার শিক্ষা :

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় যেমন, পরিবেশ পরিচিতি, বাংলা, ইত্যাদি শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা বোধ বৃদ্ধি করতে হবে। আচার অনুষ্ঠানের দিক দিয়ে জাতিতে জাতিতে প্রভেদ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জাতিই একটি মানব গোষ্টির অংশ বিশেষ। এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে। তাছাড়াও নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, বিবর্তনতত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান মানব জাতির মৌলিক অখণ্ডতা সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান এবং তথ্য শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দিতে পারে।

২। গণতান্ত্রিক শিক্ষা :

প্রকৃত পক্ষে আন্তর্জাতিকতা নির্ভর করে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপর। এই ব্যবস্থায় সামাজিক বৈষম্য ও অবিচারের পরিবর্তে দেখা দেয় সামাজিক সহযোগিতা মানুষের কর্মে এবং চিন্তায়। মানুষের ব্যর্থতাবোধ থাকে কম আক্রমন ধর্মী এবং বিদ্বেষ পূর্ণ মনোভাবের অভাব সমাজকে করে সুন্দর, তাই আন্তর্জাতিকতা বৃদ্ধির সহায়ক হ'তে পারে গণতান্ত্রিক সমাজ।

৩। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার শিক্ষা :

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সমঝোতা সৃষ্টি ছাড়াও বিভিন্ন জাতির মধ্যে গড়ে তুলতে হবে সহযোগিতা ও প্রীতির সম্পর্ক। শিক্ষা, কৃষ্টি, বিশ্বাস, আদর্শ প্রভৃতির দিক দিয়ে জাতিতে জাতিতে যে প্রভেদ বর্তমান আছে তা আলাপ আলোচনা, শিক্ষক/শিক্ষার্থী বিনিময়, শিক্ষামূলক ভ্রমন প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে কৃষ্টিমূলক প্রভেদকে কমিয়ে আনতে হবে। চেষ্টা করতে হবে উন্নত এবং অনুন্নত জাতির মধ্যে প্রভেদ দূর করতে।

৪। *সামাজিক শিক্ষা :*

সামাজিক শিক্ষা আন্তর্জাতিকতা সৃষ্টির পথে অবদান রাখতে পারে। কাজেই আমাদের উচিত পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার দ্বারা নাগরিকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে সচেতন করা।

দ্বিতীয়তঃ স্বদেশ প্রেমের সংকীর্ণ আদর্শ যে প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচায়ক নয় তা প্রতিভাত করতে হবে শিক্ষার্থীদের কাছে। কেবল মাত্র নিজের দেশের মানুষের সুখ, দুঃখ আশা, আকাঙ্খায় আন্দোলিত না হয়ে সকল জাতি এবং সকল মানুষকে দেখতে হবে সমান চোখে।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা :

আন্তর্জাতিকতাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে পারে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা। উঁচু-নীচু, উন্নত অনুন্নত ইত্যাদি প্রভেদ ঘুচিয়ে সবাইকে সম পর্যায়ে বিবেচনার শিক্ষা দিতে হবে বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে।

৬। *যৌথ দায়িত্বের শিক্ষা :*

আন্তর্জাতিকতার প্রসার নির্ভর করে সমগ্র জাতির সমবেত প্রচেষ্টার উপর। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের মনোভাব গড়ে তুলতে হবে বিভিন্ন জাতির মধ্যে। ব্যাপক সমষ্টিগত পরিকল্পনা ছাড়া আন্তর্জাতিকতা সৃষ্টিতে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। আর তাই সে ক্ষেত্রে জাতিসংঘের মত সর্ব মাননীয় প্রতিষ্ঠানের সহায়তা প্রয়োজন।

: *নতুন ইতিহাস সূচনা :*

আন্তর্জাতিকতাকে মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবেশ পরিচিতি থেকে পরবর্তী পর্যায়ে ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে পরিসংস্কৃত ইতিহাস রচনা করে শিক্ষা দিতে

পারে। একক জাতির ইতিহাসের পরিবর্তে বিভিন্ন জাতির ইতিহাসকে স্থান দিয়ে নতুন ইতিহাস রচনার প্রয়োজন আছে।

৮। আন্তর্জাতিকতা শিক্ষা বিদ্যালয় :

আন্তর্জাতিকতার শিক্ষা যেমন হবে সুদূঢ় প্রসারী তেমনি তার ভিত্তি হবে ব্যাপকতম। বিদ্যালয় পর্য্যায় থেকে আন্তর্জাতিকতার শিক্ষার পাঠ্যসূচী শুরু করতে হবে। সুপরিকল্পিত শিক্ষাসূচী ব্যতীত এবং বিদ্যালয়ের মাধ্যম ছাড়া আন্তর্জাতিকতা সৃষ্টি সম্ভব নয়। আর তাই নিচের ব্যবস্থা গুলো প্রয়োজন :

১। শিক্ষার মাধ্যমে সাম্য মৈত্রীর ধারণা সৃষ্টির এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও একতার মনোভাব জাগরণ।

২। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, সহযোগিতা, সহনশীলতা, বন্ধুত্ব প্রভৃতি প্রগতিশীল গুণের বিকাশ।

৩। সহযোগিতামূলক আচরণ এবং কার্যাবলী সম্পর্কে শিক্ষাদান। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে প্রাধান্য না দিয়ে দলীয় প্রাধান্যকে স্থান দেয়া প্রয়োজন। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে রেষারেষি, হিংসা ও বিদ্বেষ দূর করে প্রীতি ও একতার ভাবসৃষ্টি সম্ভব হবে।

৪। ধর্ম, সামাজিক সংগঠন এবং কৃষ্টিমূলক বৈশিষ্ঠের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষার্থীরা একই বিদ্যালয়ে সমবেত হয়। তাদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি এবং ঐক্যবোধ জাগরণ প্রয়োজন। ধর্মমূলক, সমাজমূলক এবং কৃষ্টিগত প্রভেদ দূর করণার্থে বিদ্যালয়ের সাহায্য অপরিহার্য্য। পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনে গুরুত্ব দানের ফলে এ সব বৈশিষ্ট্যের বিকাশ সহজতর হবে।

৫। সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ শিক্ষার্থীদের মনে বিদেশীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে। অতএব শিক্ষাকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে বিদেশী জাতির প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ দূর করে বিশ্ব-জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির জন্য শিক্ষাকে কাজে লাগানো যায়। এ

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানপদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

উদ্দেশ্য সমাজ, পরিবেশ পরিচিতি, ইতিহাস ইত্যাদি নতুন ভাবে সংকলন প্রয়োজন।

৬। বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে তথ্য ও সংবাদ, তাদের সমাজ বিবরণ, আচরন ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান লাভের দ্বারা জাতিতে জাতিতে শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের পাঠকে সে উদ্দেশ্যে সংগঠিত করা প্রয়োজন।

৭। কতগুলো বিশেষ মনোভাবের উপর নির্ভর করে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি। বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সে সব গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে পবিবেশের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের দ্বারা শিশুর মধ্যে বিশেষ বিশেষ মনোভাবের সৃষ্টি করা সম্ভব। সে লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের কাজ করে যেতে হবে।

৮। বিদেশীদের প্রতি সহযোগিতা ও সম্প্রীতিমূলক মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিদেশীদেরকে বিদ্যালয়ে এনে শিক্ষার্থীদের সাথে পরিচয় ঘটানো ভাল। তাছাড়া ছাত্র ও শিক্ষক বিনিময়, আন্তর্জাতিক সম্মেলন, কলমী বন্ধু, ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ ও বিনিময়ের দ্বারা শিক্ষার্থীদের সম্প্রীতির মনোভাব বৃদ্ধি করা সহজ।

৯। জাতিসংঘের শাখা প্রশাখার সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটাতে হবে। এইসব প্রতিষ্ঠানের কোন প্রতিনিধি এনে তাদের সাথে শিক্ষার্থীদেরকে পরিচয় করাতে হবে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস পালনের দ্বারা এ ধরনের জ্ঞান বৃদ্ধি করা সহজ। প্রতি বিদ্যালয়ে এসব পালনের সঠিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১০। যে কোন আন্তর্জাতিক দিবস যেমন মে ডে, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা দিবস ইত্যাদি পালন করতে হবে। এসব দিবসে ছোট ছোট দেয়াল পত্রিকার মাধ্যমে শান্তি, সম্প্রীতির পক্ষে কিছু কথা শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ে তুলে ধরবেন।

১১। সামাজিক সম্প্রীতি উন্নয়নের জন্য সামাজিক যোগাযোগ বিশেষ প্রয়োজন। বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান, পরীক্ষার ফল ঘোষণা, বৃক্ষ রোপন সপ্তাহ পালন ইত্যাদি দিনগুলোতে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিকে আমন্ত্রন জানানো প্রয়োজন।

১২। বিদ্যালয়ের সাথে অন্যান্য বিদ্যালয়ের যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য খেলাধুলা সহ-পাঠ্যক্রমিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতি উপজেলা এবং বৃহত্তর পর্যায়ের প্রতিযোগিতা থাকা উচিত। তা হলে শিশুদের মধ্যে পরস্পর ভাব বিনিময় সহজ হবে এবং সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির মাধ্যমে আন্তর্জাতিকতা মূলক ভাবধারায় বীজ অঙ্কুরিত হবে।

দলীয় / ব্যক্তিগত কাজ :

১। মাইগ্রোসস কি ? পরিবেশ সুন্দর করণ কিভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির সহায়ক হতে পারে ?

২। যুদ্ধভীতি কিভাবে আন্তর্জাতিক শান্তির সহায়ক হতে পারে ?

৩। আন্তর্জাতিকতা বোধ সৃষ্টির জন্য শিশু মনকে কিভাবে সংগঠন করা যায় এবং তার জন্য পাঠ্যক্রমে কি কি পরিবর্তন প্রয়োজন ?

৪। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কি কি উপায়ে আন্তর্জাতিকতা ও সামাজিক সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়া যায় ?

প্রাথমিক পর্যায়ে খেলাচ্ছলে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

কে, আবদুল মান্নান
বিশেষজ্ঞ

আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদান শিশু শিক্ষার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। নিরস এবং গতানুগতিক শিক্ষায় শিশুদের আগ্রহ এবং উদ্যোগ থাকে নামমাত্র। এ ধরণের শিক্ষা শিশু-মনে দাগ কাটতে পারে না এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধন করে তাতে সাফল্য আনতে ব্যর্থ হয়। শিশু দুঃখ বলে কিছু জানে না। আনন্দই তার জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে রাখে। আনন্দের মধ্য দিয়ে সে জানতে ও বুঝতে শেখে তার পরিবেশকে এবং মা-বাপ, ভাই-বোন আত্মীয় স্বজনকে। কাজেই আনন্দের মধ্য দিয়েই শিশুর শিক্ষার আয়োজন করতে হবে।

শিশুদের আনন্দের অপর নাম খেলা। খেলা শিশুদের প্রাণ, খেলা তাদের নিত্য সাথী। প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালনার মাধ্যমে শিশু আঁকড়িয়ে ধরে খেলাকে। কোন কিছু করতে, খেতে এবং ধরতে শেখে খেলার মাধ্যমে। শিশু বাস করে কল্পনার জগতে। এ জগতের কাজই খেলা। অর্থাৎ শিশুর একমাত্র কাজ হল খেলা। সে কল্পনার মধ্য দিয়ে খেলে এবং খেলাতেই রূপায়িত করে তার কল্পনা।

খেলার প্রতি শিশুর আগ্রহ স্বতঃস্ফূর্ত :

খেলাতেই তার পরিতৃপ্তি। বয়স্কদের কাছে খেলা মূল্যহীন ও সময়ের অপচয় বৈ নয়। কারণ তাদের সম্বন্ধ বাস্তব জগতের সাথে। সেখানে কল্পনার স্থান নেই। আর শিশুর কাছে কল্পনাই সত্য। কফ্‌কা (*KOFFKA*) বলেন, শিশু তার খেলাকে খুব গুরুত্বের সাথেই গ্রহণ করে। আমরা খেলাকে আন্তরিকতা ও কাজের বিপরীত মনে করতে পারিনে।

শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃত্তির বিকাশ ও খেলা :

শিশু-জীবনে খেলার প্রয়োজন খুব বেশী। শিশুর দৈহিক এবং মানসিক বৃত্তিগুলোর দিক থেকেও খেলার মূল্য অপরিসীম। তার অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে খেলার দ্বারা দেহের বৃদ্ধি ঘটে সহজে। খেলার মধ্যে শিশু বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে নূতন পরিবেশের মধ্য দিয়ে সঠিক পথ খুঁজে নেয় বা শিক্ষালাভ করে। নিত্য নতুন অবস্থার সাথে মানিয়ে নিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টার ফলে মানসিক বৃত্তিগুলোর বিকাশ সম্ভব হয়। শিশুর আবেগ সমষ্টি সংহতিপূর্ণ ও স্থিতিশীল হয় খেলার মধ্যে প্রাপ্ত আনন্দ ও তৃপ্তিলাভের ফলে।

প্রবৃত্তির চরিতার্থতা :

এভাবে খেলার মাধ্যমে তার প্রবৃত্তিগুলো চরিতার্থ হয়। সঙ্গীদের সাথে মিশে খেলার ফলে সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তার শিক্ষালাভ ঘটে। খেলার মাধ্যমে সে বৃহত্তর সমাজের সাথে অভিযোজনের উপযুক্ততা লাভ করে এবং তার দলগত জীবন যাপনে পরিপূর্ণতা আসে। সে আপন স্বার্থের সাথে দলের স্বার্থ চিন্তা করতে সমর্থ হয় এবং বৃহত্তর সমাজের উপযোগী করে নিজকে গড়ে তুলতে পারে। তার দলগত জীবন থেকেই লাভ করে সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা।

সামগ্রিক বিকাশ :

শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য খেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার দৈহিক এবং মানসিক বৃদ্ধিলাভ ঘটে এর মধ্য দিয়ে, পুষ্ট হয় সামাজিকতা বোধ এবং লাভ করে নৈতিক জীবনের ধারণা। শিশুর মনোজগতে আবেগের যে ঝড় উঠে তা শান্ত এবং সংহত হয় খেলার মধ্য দিয়েই। তাই খেলার সুযোগ না ঘটলে তার মনোজগত বিপর্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক। তখন সে আশ্রয় নেয় দিবা স্বপ্ন ও অলীক কল্পনার।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

খেলার সংজ্ঞা :

খেলা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে ইহা "আনন্দ, স্বাধীনতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা সহযোগে নিষ্পন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যবিহীন সৃজনশীল কাজ।" খেলার বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা যায় (

১। একটি সহজাত প্রবৃত্তি সঞ্জাত ক্রিয়া (***Instinctive activity***)

২। খেলা একটি সৃজনশীল ক্রিয়া।

৩। খেলাতে শিশু নিজকে সম্পূর্ণ নিমগ্ন করে দেয় এবং তাতে তার মনোযোগ সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাৎক্ষণিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

৪। খেলা কেবল খেলার জন্য, তার পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

৫। খেলা শিশুর স্বয়ং ক্রিয়া এবং তাতে আত্মবিকাশ ঘটে অবাধে এবং ক্লান্তিহীনভাবে।

৬। খেলার মাধ্যমে শিশু মনে সহযোগিতা, বন্ধুপ্রীতি এবং নেতৃত্ব ইত্যাদি গুণের বিকাশ সহজ হয়।

৭। খেলার মধ্যে রয়েছে স্বতঃ-উৎসারিত আনন্দের উপাদান।

কাজ ও খেলা :

কাজ, বিশেষ করে বিরক্তি পূর্ণ কাজ (***Drudgery***) বা একঘেয়েমির সাথে খেলার বৈসাদৃশ্য অনেক। কাজকে চালিত করে তার পেছনের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। কাজের সমাপ্তি দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং তৃপ্তিলাভ ঘটে। এ তৃপ্তি কেবল উদ্দেশ্য সম্পাদিত হওয়ার কাজের জন্য নয় উদ্দেশ্য লাভের জন্য। শিশুদের আনন্দ নিহিত আছে খেলায়, তার পিছনে উদ্দেশ্য থাকে না যদি না তা বিদ্যালয়ের আঙ্গিকে শিক্ষাদানের জন্য পরিচালিত হয়ে থাকে। বাধ্য হয়ে মানুষ যে কাজ করে এবং যা থেকে সত্বর রেহাই পেতে চায় তাই হল একঘেয়েমি তাতে কোন আনন্দ থাকেনা। অন্যথায় খেলায় শিশুর আগ্রহ অপরিসীম ও অশেষ। খেলার মাধ্যমে যে কাজ এবং যে শিক্ষা দেয়া হয় তাকে সে গ্রহণ করে আনন্দ ও তৃপ্তির সাথে। প্রকৃতিগতভাবে খেলা বহিরারোপিত নয়, তা হয় শিশুর স্বতঃপ্রণোদিত প্রচেষ্টায়।

খেলার পথে শিক্ষা :

"কুঁড়ি থেকে ফুল ফোঠার মতই খেলার মধ্য দিয়ে আনন্দে শিশু নিজকে বিকশিত করে, কারণ ঐ বয়সের সকল কাজের মূলে রয়েছে আনন্দ।" শিশুর শিক্ষায় সবচাইতে বড় কথা হল শিশু। তাই তার শিক্ষা হবে আত্ম প্রকাশের আনন্দে ভরা কাজ, যার অন্য নাম খেলা। কর্মকেন্দ্রিক শিশু শিক্ষায় কাজ এবং খেলা হবে সমার্থক। আনন্দহীন কর্ম অর্থাৎ যে কাজ খেলা নয় শিশু শিক্ষায় আজ তার স্থান নগন্য এবং মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে মূল্যহীন। শিশুর কাজই খেলা এবং খেলাই তার জীবন।

যেহেতু শিক্ষা হবে শিশুকেন্দ্রিক, যেখানে শিশুর প্রাধান্য এবং গুরুত্ব খুব বেশী, তাই শিশুকে পরিচালিত করতে হবে খেলার পথে। খেলায় শিশু পায় অবাধ স্বাধীনতা এবং সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে আত্ম প্রতিষ্ঠার পথও আত্ম প্রসারের পুরোপুরি আনন্দ। শিশুর সহজাত সংস্কার গুলো খেলার মধ্য দিয়ে সঠিক ভাবে প্রবাহিত হয়ে উৎকর্ষতা লাভ করে এবং কাজের মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়ে তৃপ্তি লাভ ঘটে। সনাতনী শিক্ষায় ব্যর্থতার মূলে যে সত্য নিহিত তা হ'ল তারা খেলার মধ্যে শিশুমনের চাপল্য ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়নি, যার ফলে খেলার মধ্যে সহজাত সংস্কারগুলোর উদ্যমের প্রাচুর্য্য তাদের চোখের সামনে অপচয় লাভ করেছে। শিশুর প্রচুর সম্ভাবনাময় সে উদ্যমকে তারা শিক্ষার কাজে খাটাতে ব্যর্থ হয়েছে।

শিশুর আত্ম প্রতিষ্ঠার খেলাও শিক্ষা :

শিশুদের খেলা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে তাতে রয়েছে রূপের প্রাচুর্য। প্রতিটি খেলা সুক্ষকারুকার্যে ভরপুর। খেলার সময়ে পুরোনো খেলার গায়ে নিত্য নতুন রং চড়াতে শিশুরা অভ্যস্ত। তাতেই খেলার মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাদের সৃজনশীলতা। কাজ যেমন সহজ কঠিন উভয়ই হতে পারে তেমনি খেলাও হতে পারে সহজ ও কঠিন। অনেক খেলায় প্রয়োজন হয় বেশ চিন্তা ও বুদ্ধির প্রয়োগ। তথাপি খেলা হওয়াতেই তাতে তারা ক্লান্তি বোধ করেনা বা বিরক্ত হয় না, বরং প্রচুর আনন্দ লাভ করে। প্রতিটি খেলায়ই

শিশুর কোন না কোন সহজাত সংস্কারের ক্রিয়ায় সংগঠিত হয়। ফলে তারা পরিশ্রান্তি ও বিরক্তি অনুভব না করে পরম তৃপ্তি লাভে পায় অপার আনন্দ। আর খেলার মধ্যে সবচাইতে বেশী তৃপ্তি লাভ করে তাদের আত্ম প্রতিষ্ঠার (*Self-assertion*) সংস্কার। তাই শ্রমসাধ্য শিক্ষাকেও খেলার আকারে শিশুর সামনে তুলে ধরলে শিক্ষা হতে পারে অতীব আনন্দের সাথে এবং সহজতর ভাবে।

আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিগুলোর ভিত্তি

আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিগুলোর তিত্তিই হল খেলাচ্ছলে শিক্ষাদান করা। এদের মধ্যে আমরা নাম করতে পারি মন্তেসরী পদ্ধতি, প্রকল্প (*Project*) পদ্ধতি কিণ্ডারগার্টেন, ডাল্টন প্লান, হিউরিষ্টিক পদ্ধতি, বয়স্কাউট, গার্ল গাইড ইত্যাদি। এর প্রতিটিই গড়ে উঠেছে খেলাচ্ছলে শিক্ষার উপর ভিত্তি করে। এগুলোর মধ্যে আমরা উদাহরণ স্বরূপ মন্তেসরি পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাব তাতে (*dindoctic apperatus*) নিয়ে অবাধ স্বাধীনতার সাথে খেলা করতে দেয়া হয়। শিশুরা অতীব আনন্দ ও তৃপ্তি সহকারে খেলা করতে করতে, পড়তে লিখতে ও গুণতে শেখে। তেমনি কিণ্ডার গার্টেন ও ফ্রয়েবলের উদ্ভাবিত (***gift*** ও *occupation*) নিয়ে খেলা করতে করতেই শিশুরা শিক্ষালাভ করে থাকে।

আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষাদানকে খেলার মাধ্যমে আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক করে তুলতে পারি। পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা শিশুদেরকে দলে বিভক্ত করে পরিবেশে প্রাপ্ত সহজ লভ্য উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষাকে খেলাশ্রয়ী এবং আনন্দদায়ক করতে পারি। আমাদের গতানুগতিক শিক্ষার ধারা এ পথের প্রধান বাধা। শিক্ষা এখনও আমাদের শিশুদের কাছে একটা নিরানন্দময় ও ভীতিপ্রদ জিনিসই রয়ে গেছে। যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় এক দুরারোগ্য ব্যাধির মত পাখা বিস্তার করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রসরতার পথে নানা বাধার সৃষ্টি করে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে ব্যাহত ও পর্যুদস্ত করছে।

সাধারণভাবে নিচের উপায়ে বিদ্যালয়ে খেলার প্রেরণাকে কাজে লাগানো যেতে পারে :-

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও উদ্ভাবনা।

১। বিদ্যালয়ের খেলাধুলা ও সে সম্পর্কীয় কার্যকলাপ
২। প্রকল্প ও অন্যান্য কাজের অনুষ্ঠান, যাতে খেলাই হল মূলবস্তু এবং যে সকল কাজে কাজ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।
৩। নানা ধরনের সৃষ্টি ধর্মী কাজ-মাটির দ্বারা যানবাহন, নমুনা ইত্যাদি তৈরীতে দলীয় প্রতিযোগিতা।
৪। সহপাঠক্রমিক কাজ ও অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষার বিষয়বস্তু তুলে ধরা।
৫। ছবি অংকন ও মানচিত্রের খেলা। যেমন—মানচিত্রে রেল বা নদী পথে ভ্রমন ইত্যাদি। খেলার পথে শিক্ষার উপযোগিতা কি এবং তার দ্বারা যে শিক্ষা লাভ ঘটে তা কতদূর প্রসারী হতে পারে তা নিচের বিবেচনা থেকে প্রতিভাত হতে পারে

১। খেলা ও খেলার ছলে কাজে শিশুর মৌলিক দক্ষতা অর্জন ও বিকাশ সম্ভব।
২। খেলা ও খেলার ছলে কাজে শিশুর বুদ্ধি বৃত্তি বিকাশ ও উৎকর্ষলাভ করে।
৩। খেলায় শিশুর দৈহিক বিকাশ ও বৃদ্ধি সঠিকভাবে হয়।
৪। খেলা ও খেলার ছলে কাজের মাধ্যমে শিশুর প্রক্ষোভ সংহত করা এবং সমাজের সাথে সামঞ্জস্য বিধান সহজতর হয়। খেলাতে শিশু সামাজিক জীবন যাপনের অনেক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
৫। খেলা ও খেলার ছলে কাজে শিশুদের উদ্যম গ্রহণের সুযোগ দেয়া এবং তারা তাদের প্রচেষ্টার সমাপ্তিতে অপার আনন্দ ও তৃপ্তি লাভের সুযোগ পায়। এমনি খেলা ও কাজের দ্বারা তাদের আত্ম বিকাশ সহজতর হয় বলে এর গুরুত্ব খুবই বেশী।
৬। খেলার ছলে তাদের অপার আনন্দ ও তৃপ্তি ঘটে এবং জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সারে শিক্ষা লাভ সহজতর হয়।
৭। খেলাচ্ছলে কাজে শিশুদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

কাজেই সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি শিশুর জন্য খেলার আনন্দের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া যায় তবে শিক্ষা হয় শিশুর কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং আনন্দময়। এটাই শিশুর খেলার পথে শিক্ষার মূল কথা।

খেলা সম্পর্কে বিরেচণ তত্ত্ব (*cathertic theory of play*) :

শিশু-খেলা সম্বন্ধে অনেক মনোবৈজ্ঞানিক মতবাদ আছে। তার মধ্যে বিরেচণ তত্ত্ব অন্য। ষ্টেনলী হল এর অতীতের পুনরাবৃত্তিবাদ (*Theory of Recapitulation or Atavisn*) কে ভিত্তি করে রস (*Ross*) খেলা সম্পর্কে তার বিরেচন মতবাদ গড়ে তুলেছেন। ষ্টেনলী হলের পুনরাবৃত্তিবাদে বলা হয়েছে যে আদিম অবস্থা থেকে মানুষ যে সব অবস্থার মধ্য দিয়ে এসে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে, শিশু তার খেলার মাধ্যমে সে সব স্তরেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়। মানুষের আদিম সহজাত প্রবৃত্তিগুলো বর্তমানে মুক্তিলাভ করতে পারে না বলে খেলায় সেগুলো অভিব্যক্ত হয়। এটাই বিরেচনবাদের ভিত্তি। ফ্রয়েদপন্থী মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে খেলা শিশুর কাছে বিরেচন (*cathertic*)। শিশুর মনেও কিছু অবাঞ্ছিত বৃত্তি আছে—যেমন আক্রমণের ইচ্ছা দেখা দেয়। খেলার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ ও তৃপ্তিলাভ করে থাকে। গুরুজনের প্রদত্ত শাস্তি বা কটুবাক্যের জন্য সে তার ছোটদের প্রতি বা অন্য কোথাও ক্ষোভ প্রকাশ করে ক্রোধ উপশম করে। খেলার ছলে শিকার দ্বারা তা মুক্ত হয় এবং ক্ষোভ বিদুরিত হয়। ফ্রয়েদের মতে এই অবদমিত কামনা বাসনার মূলে রয়েছে কাম (*Libido*)। এই অবদমিত ইচ্ছা নিবৃত্তি পায় খেলার মধ্য দিয়ে। তাই বলা যায় খেলা হল এই অবদমিত আকাঙ্খার বিরেচন স্বরূপ। অবদমিত আকাঙ্খা তৃপ্তি পায় খেলার মধ্য দিয়ে।

তবে অবদমিত আকাঙ্খার যুক্তি গ্রহণ যোগ্য নয়। মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডোগাল এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেল তা একেবারে অচল বলে ঘোষণা করেছেন। তবে রাসেল বলেছেন যে খেলার মধ্য দিয়ে শিশু আত্মপ্রসার লাভ করে এবং আত্মপ্রসারের দ্বারা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে আকাঙ্খার তৃপ্তি ঘটায়।

খেলার ছলে পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষার কিছু নমুনা :

১। মাটি, ব্যবহৃত কাগজ, পানি, গাছের পাতা ইত্যাদি দিয়ে যানবাহন, পরিবেশের জীব ও জড় পদার্থের নমুনা তৈরী।

২। দলে বিভক্ত হয়ে পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও পাতা, বীজ, ফলফুলের নমুনা সংগ্রহের খেলা।

৩। অভিনয়, বিতর্ক, যাত্রা ও অন্যান্য সহ-পাঠ ক্রমিক কাজের মাধ্যমে প্রতিযোগিতার খেলা।

৪। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, জাতীয় ও অন্যান্য উৎসব পালন, বৃক্ষরোপণ, বাগানের কাজে প্রতিযোগিতার খেলা।

৫। বনভোজন, খেলাচ্ছলে রান্নাবান্নার খেলার মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণের সাথে পরিচিতি

৬। জাতীয় সংগীত ও সমবেত সংগীত ইত্যাদি।

৭। ম্যাপের খেলা, ম্যাজিক বক্স, ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ, পুতুল নাচ, পোষ্টাফিস, দোকানঘর, বাজার, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর ইত্যাদি তৈরীর খেলা।

প্রশ্ন :

১। খেলার দৈহিক ও মানসিক উপকারিতার বিবরণ দিন।

২। খেলার প্রকৃত পরিচয় দিয়ে, খেলার সাথে শিক্ষার ব্যাখা দিন।

৩। খেলা কিভাবে সৃজনশীল হতে পারে? প্রাথমিক স্তরে খেলার ছলে শিক্ষার কি কি ব্যবস্থা করা যায়?

৪। কি কি উপায়ে খেলাকে কাজে লাগান যায়?

৫। কাজ ও খেলায় সম্পর্ক কি? আত্ম প্রতিষ্ঠার খেলা কি বুঝিয়ে দিন।

— ! —

বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক অসুবিধা ও পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানের অন্তরায় সমূহ এবং তা দূরীকরণের উপায়

আয়েশা আক্তার খাতুন
বিশেষজ্ঞ

আমাদের আজকের শিশুরাই আগামী দিনের নাগরিক ও দেশের ভবিষ্যত কর্ণধার। এদেরকে দেশের উপযুক্ত নাগরিক ও নেতৃত্বদানকারী হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্ত স্বরূপ। এ শিক্ষা যত উন্নত ও উপযোগী হবে পরবর্তী শিক্ষা তত উন্নত হবে। তাই প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্যই প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মনোন্নয়ন করতে শিক্ষাক্রম বাস্তবধর্মী ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি দেশের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলন করে এ স্তরের শিশুর সার্বিক বিকাশ কল্পে কতগুলি উদ্দেশ্য স্থির করে বিষয়সূচী নির্বাচন করেছেন। উদ্দেশ্যগুলি হচ্ছে :—

ক) ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতা ও গুণাবলীর সৃজনশীল বিকাশের মাধ্যমে তার দৈহিক, মানসিক নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন।

খ) শিক্ষার্থীদের মনে দেশের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত ও জাতীয় মূল্যবোধের সৃষ্টি করা এবং ন্যায়বোধ, কর্তব্যজ্ঞান, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ এবং দেশের স্বার্থের সংগে একাত্মতাবোধের জাগরণ।

গ) মানুষে মানুষে মৈত্রী, সৌহার্দ ও প্রীতি, মানবাধিকার এবং পারস্পরিক সমঝোতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি করা।

ঘ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে দেশের সামাজিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য দক্ষ ও সৃজনশীল জনশক্তি প্রস্তুত করা।

ঙ) কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে শ্রমের মর্যাদাবোধ সৃষ্টি এবং জাতীয় উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সম্পর্কে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

ব্যক্তিকে তার মেধা ও প্রবণতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট পেশার জন্য প্রস্তুত এবং দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করা।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি এ উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করেছেন। পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টি নতুনভাবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে সংযোজন করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলোর প্রায় সব কয়টির প্রতিফলন এ বিষয়টিতে আছে। শিশু জন্মের পর থেকে যে পরিবেশে আছে, যে সামাজিক পরিমণ্ডলে ধীরে ধীরে সে বেড়ে উঠছে সে সম্বন্ধে জানার কৌতূহল স্বতঃস্ফূর্ত। পরিবেশে যা কিছু দেখে তাই তাদের মনকে আকর্ষণ করে। সবকিছুই তারা নাড়াচাড়া করে দেখতে চায়। সমাজের সকল স্তরের লোকজন ও তাদের পেশা সম্বন্ধে জানতে চায়। একইভাবে সামাজিক পরিবেশের মত প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তাদের মনকে নাড়া দেয়। এ বয়সের স্বাভাবিক কৌতূহল, সৃজনশীল মনোবৃত্তি ও কর্মস্পৃহা পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাদানের অনুকূল।

প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষাই বাস্তব ভিত্তিক ও জীবন ভিত্তিক করাও বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর লক্ষ্য। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়টি এ লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করতে পারে। শিক্ষা জীবনভিত্তিক ও বাস্তবভিত্তিক হলে স্বাভাবিকভাবেই যেমন সকল কাজ বাস্তবে করার ফলে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত কর্মস্পৃহার নিবৃত্তি হয় তেমনই শ্রমের প্রতি এবং বিভিন্ন শ্রমে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারে। তা ছাড়া হাতে কলমে কাজ করার ফলে তাদেরকে ***"minimum package of Learning"*** বা জীবনের প্রয়োজনে অর্থকরী কাজও কিছু শিখিয়ে দেয়া যায়। একইভাবে শিশুর মনে সামাজিক মূল্যবোধ, ন্যায়বোধ, কর্তব্যজ্ঞান সৃষ্টি এবং প্রবণতা অনুসারে পেশা নির্বাচনে সহায়তাও করা যায়। শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী ও জীবনভিত্তিক করার জন্য পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করে সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত হবার সুযোগ দেয়া যায় পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়টির কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান ।

এখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে উদ্দেশ্যে এবং যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়টি পাঠ্য সূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলো কতটুকু সুযোগ সুবিধা দিতে পারে। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়টিকে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পড়াতে হলে কেবলমাত্র শ্রেণীকক্ষে বই থেকে পড়িয়ে শোনালেই হবেনা। এজন্য প্রয়োজন কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ আর কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে বিদ্যালয়ে নানাবিধ সম্পদ ও সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার। অথচ আমাদের দেশের মত দরিদ্রদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক অসুবিধা বিদ্যমান। দীর্ঘদিনের অবহেলা আর ঔদাসীন্যে বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা খুবই করুণ এবং বিদ্যালয়ের সম্পদও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে এসেছে। বিদ্যালয়গুলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের প্রয়োজনে সমাজ দ্বারা সৃষ্ট এবং সমাজের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত, অথচ নানা অবস্থার প্রেক্ষিতে বর্তমানে সমাজের সংগে এই সব প্রতিষ্ঠান-গুলোর সংযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে। সে জন্যও প্রাতিষ্ঠানিক অসুবিধাগুলো আরো প্রকট বলে মনে হয়।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠের জন্য যে বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক অসুবিধাটি বিদ্যালয়ে বিরাজমান তা হলো শ্রেণীকক্ষের অসুবিধা। কেননা পরিবেশ পরিচিতি পাঠদানের জন্য শ্রেণী-কক্ষ এমন হওয়া দরকার যেন শিক্ষক শ্রেণীতে প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরী ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে পারেন। দলভিত্তিক কাজ করতেও শ্রেণীর সবার কাছে সহজভাবে যেয়ে সাহায্য-দানের জন্যও শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত জায়গা প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষের এ সুবিধা শিক্ষককে শ্রেণী-পাঠনায় নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। সমাজ পাঠ পড়াতে প্রয়োজনীয় সম্পদ যদি সংরক্ষণ করা যায় তবে প্রতিদিনের পাঠে কর্মতৎপর পদ্ধতি অনুসন্ধানের যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হয়।

অথচ বাস্তবে আমরা বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ গুলোর যে অবস্থা দেখি তা শিক্ষার্থী অনুপাতে পরিবেশ পরিচিতি পাঠের অনুকূল নয়। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় গৃহ বলে একটি থাকলেও আলাদা কোন শ্রেণীকক্ষ নেই। সুতরাং এ পরিবেশে পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে কোন বিষয়ই পড়ানোই বেশ অসুবিধাজনক। এ ক্ষেত্রে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদান যে

খুবই অসুবিধাজনক হবে তাতে সন্দেহ নেই। শ্রেণীকক্ষ থাকলেও প্রায় বিদ্যালয়েই শ্রেণীকক্ষগুলো শিক্ষার্থীর অনুপাতে যথেষ্ট বড় নয় যাতে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি সার্থকভাবে শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করা যায়। তা ছাড়া শ্রেণীকক্ষগুলোর প্রায়ই দরজা-জানালা না থাকায় পরিবেশ পরিচিতি পাঠের প্রয়োজনীয় সম্পদ বা উপকরণ সংরক্ষণ করা যায় না। সম্পদ বা উপকরণ সংরক্ষণ না করতে পারলে প্রতিনিয়ত শিক্ষকের পক্ষে সম্পদ সংগ্রহ অনেক সময় অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। তা ছাড়া শিশুদের পক্ষে আগের কাজের সংগে সংগতি রাখাও সম্ভবপর হয় না। শিশুদের সৃজনী কাজ সংরক্ষণ করে শিশুদের মনে এ প্রবৃত্তির উপযুক্ত লালন ও এজন্য ব্যাহত হয়। তা ছাড়া প্রায়ই নতুন নতুন শিক্ষোপকরণ তৈরী করতে অনেক সময়ের অপব্যবহার হয়।

বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক অসুবিধার মধ্যে একটি প্রধান অসুবিধা হলো বিদ্যালয়ের সাহায্যকারী বইয়ের অভাব। প্রতিটি বিদ্যালয়েই সব বিষয় পড়াতে সাহায্যকারী বইয়ের প্রয়োজন। বিশেষ করে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠে শিক্ষকের প্রস্তুতির জন্য সাহায্যকারী বইয়ের একান্ত দরকার। প্রত্যেটি শিশুদক্ষভাবে শ্রেণীকক্ষে উপস্থানের জন্য কেবল পাঠ্যপুস্তকই শিক্ষকের প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট নয়। শিশুদের এ বিষয়ে অপরিসীম কৌতূহল আর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা লালনের প্রবৃত্তির জন্য বইয়ের প্রয়োজন। বই পড়ে শিশুদের নিজের পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট ও সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে। অথচ আমাদের দেশে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়েই কোন প্রকার লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার নাই। শ্রেণী অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক ও কোন বিদ্যালয়েই নাই। এ অবস্থায় শিক্ষকগণ শ্রেণী শিক্ষাদানে নিজেদের যথেষ্ট প্রস্তুত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠে আর একটি অসুবিধা হলো শিক্ষোপকরণের অভাব। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানে যে সকল সাহায্যকারী শিক্ষোপকরণ এবং সম্পদ প্রয়োজন তাও আমাদের কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেই বললেই চলে। শ্রেণীকক্ষে যেন তেন প্রকারের ব্ল্যাকবোর্ড থাকলেও পরিবেশ পরিচিতি পাঠে প্রধান সহায্যকারী শিক্ষোপকরণ মানচিত্র ও গ্লোব অনেক বিদ্যালয়েই নেই। অতি সহজ শিক্ষোপকরণ, চার্ট বা মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

নেই। শিক্ষক শ্রেণী পাঠনায় প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ তৈরী করবেন এমন সম্পদ ও প্রায় ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে নেই। শিক্ষোপকরণের অপ্রতুলতার জন্য এই বিষয়টি পড়াতে শিক্ষক যথোপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষাকে বাস্তব ভিত্তিক করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন। তাছাড়া সম্পদ কিনে ব্যবহার করবেন এমন অর্থ সাহায্যও বিদ্যালয়ের নেই। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়টি প্রাথমিক স্তরের বয়সী শিশুদের মানসিক ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এজন্য বিষয়টির পাঠদান যথেষ্ট দক্ষ এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের দ্বারাই সম্ভব। অথচ প্রাতিষ্ঠানিক বহু অসুবিধার সংগে এ বিষয়টি সার্থকভাবে পড়ানোর শিক্ষকের অভাব ও পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানে একটি প্রধান অন্তরায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যদিও অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় যেহেতু তাদের কাজের কোন ফলো আপ প্রোগ্রাম পি, টি, আই বা অন্যান্য কোন কেন্দ্র থেকে হয় না তাই তারা গতানুগতিক ভাবে শ্রেণীকক্ষে কোন রকমের বইয়ের কথাগুলোই উপস্থাপন করে তাদের দায় শেষ করেন। তা ছাড়াও বিষয়টি পড়াতে যে জ্ঞান এবং আন্তরিকতা প্রয়োজন তা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। শিশুদের পড়াতে অত বেশী জানার বা অত বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না বলেই অনেকের ধারণা। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানের যে বিশেষ উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারণ করে এ বিষয়টি পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার বাস্তবায়ন হয় না। এ বয়সের শিশুদের জানবার আকাঙ্খা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার আগ্রহ, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও কর্মপ্রেরণার প্রতি আন্তরিকতার অভাব শিক্ষকদের বিষয়ট পাঠদানে সফলতা অর্জনে বাধা স্বরূপ। শিশুদের প্রতিই শুধু নয় বিষয়টির প্রতিও যত্নশীল এবং বাস্তবভিত্তিক করার কৌশল না জানার ফলে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়টি কেতাবী শিক্ষায় সীমাবদ্ধ হয়েছে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হয়েও আমাদের বিদ্যালয়গুলো সামাজিক সহযোগিতার অভাবে নানাবিধ সবস্যায় জর্জরিত। বিদ্যালয়ে কোন প্রকার ব্যবহারিক কাজ করে তা সংরক্ষণ করা যায় না। বিদ্যালয়ের মাঠে বাগান করা হলেও স্থানীয় জনগনের অসহযোগিতার ফলে তা রক্ষনাবেক্ষণ করা যায় না। স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতার অভাবে বিদ্যালয়ের প্রাপ্ত সম্পদও বিনষ্ট হয়।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান ।

বাংলাদেশের মত দরিদ্র এবং সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে প্রাতিষ্ঠানিক অসুবিধাগুলো বিদ্যমান রেখেই আমাদেরকে এর সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হতে হবে। এ ব্যাপারে বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ছাড়া শিক্ষাকর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের সহযোগিতা অপরিহার্য। প্রাতিষ্ঠানিক অসুবিধাগুলো দূরীকরণে সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কিছু বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করে এসব অসুবিধাগুলো কাটিয়ে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

শ্রেণীকক্ষের অসুবিধা যদিও আপাতদৃষ্টিতে একটি প্রকট সমস্যা বলে মনে হয় তবুও এটিকে একটি প্রধান সমস্যা বলে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। পরিবেশ পরিচিতি পাঠদান শ্রেণীকক্ষের ভেতরে যতগুলো হবে শ্রেণীকক্ষের বাইরেও ততগুলোই হতে পারে। শ্রেণীর কাজে পাঠদানের সময় শিক্ষক শিশুদেরকেও শ্রেণীর কাজে নানাভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন। তাহলে শিশুরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শ্রেণীর পাঠদানে মনোযোগী হবে এবং শিক্ষক ও শিশুদের পাঠের অগ্রগতি লক্ষ্য করতে এবং প্রয়োজন-বোধে ব্যক্তিগত সাহায্য সহযোগিতা করতে পারবেন। যদি শিশুদের সহায়তায় প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ তৈরী করতে হয় তাহলে শিশুদের শ্রেণীর ভেতরে স্থান না হলে বিভক্তির জন্য আলাদা আলাদা দলে ভাগ না করে যেভাবে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীতে বসে সে ভাবেই সারি অনুযায়ী কাজ দেয়া যায়। তাছাড়া যত বেশী সম্ভব শিশুদের নিয়ে ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করে শ্রেণীর কাজে অগ্রসর হওয়া যায়। অনেক সময় দলের কাজগুলো একত্র করে শ্রেণীতে জায়গা না হলে তা যে কোন এক জায়গায় রেখে সংরক্ষণ করা যায়। পরিবেশ পরিচিতি পাঠদান কর্মকেন্দ্রিক ও জীবনভিত্তিক করতে হলে যেমন বাস্তব কাজ তেমনই প্রচুর সম্পদের প্রয়োজন। আমাদের বিদ্যাগুলোতে সম্পদ যদিও সীমিত তবুও এই সীমিত সম্পদের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় পরিবেশে যে সব সাধারণ সম্পদ আছে তার ব্যবহার করে সম্পদের অপ্রতুলতা সমস্যা সমাধান সম্ভব। বিদ্যালয়ের আসে-পাশে সাধারণ সম্পদ হিসেবে গাছ-পালা, নদী, পুকুর, খাল, ক্ষেত-খামার ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানপদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

বিদ্যালয়ে মাটির অভাব নেই। মাটির ব্যবহার বহুভাবে করা যায়। বিদ্যালয়ের মাটি ব্যবহারিক কাজের জন্য প্রায় সব রকমে ব্যবহার সম্ভব। তা ছাড়া অদরকারী ও ফেলে দেওয়া দ্রব্যাদি যেমন—কাঠের টুকরা, বাঁশের অংশ, পুরান-কাপড়, ব্যবহৃত কাগজ সবই পরিবেশ পরিচিতি পাঠে সম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। শিক্ষক যদি বৎসরের শুরুতেই বার্ষিক কার্যক্রম প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও তার জন্য সাধারণ কি কি সম্পদের প্রয়োজন হতে পারে তা নির্ধারণ করে রাখেন তবে এ সমস্যাটি প্রধান বলে প্রতীয়মান হবে না। শিক্ষকের আগেই ধারণা করা থাকলে অতি সহজেই তিনি নানা ধরণের ছবি সংগ্রহ করতে পারবেন। বিভিন্ন টাইম লাইন, চার্ট তৈরী করাতে পারবেন। অতি সহজ উপায়ে মানচিত্র ও গ্লোব করাতে পারবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও তাদের পেশা সম্বন্ধে জ্ঞানদানের জন্য শ্রেণীর বাইরে সম্ভাব্য এ সমস্ত জায়গায় নিয়ে শিশুদেরকে পর্যবেক্ষণ দ্বারা এ সম্বন্ধে চার্ট মডেল ইত্যাদি তৈরী করতে বলা যায়।

বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক অসুবিধা দূরীকরণে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়গুলো সমাজের উন্নয়নে এবং সমাজের প্রয়োজনে সৃষ্ট। সুতরাং সামাজিক সহযোগিতা ব্যতীত বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের সম্পদ বৃদ্ধি এবং তা রক্ষণাবেক্ষনের কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয়। অথচ বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সমাজ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরকারী করণের পর থেকে স্থানীয় জনসাধারণ বিদ্যালয়ের প্রতি তাদের দায়দায়িত্ব একেবারে নেই বলেই মনে করেন। বিদ্যালয় থেকে অথবা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এ ব্যাপারে বিশেষ কোন প্রচেষ্টা ও করা হয় না। অথচ বিদ্যালয়ের সম্পদের উৎস সৃষ্টি, সম্পদ বৃদ্ধি এবং সম্পদ রক্ষণাবেক্ষনে সব ধরণের সহযোগিতা স্থানীয় জনসাধারণই করতে পারেন। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের উদ্যোগী হতে হবে। শিক্ষা-কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে সহায়তা করবেন। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা বিভিন্ন কাজে স্থানীয় লোকদের আমন্ত্রণ জানানো যায় এবং বিদ্যালয়ের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে স্থানীয় সহযোগিতায় সমাধানের উপায় উদ্ভাবণ করা যায়। তাছাড়া শিক্ষক অভিভাবক সমিতি গঠন করেও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করা যায়। তাহলে বিদ্যালয়ের অনেক সমস্যারই সমাধান সম্ভব।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)-এর শিক্ষক ব্যক্তিগত আগ্রহ ও ইচ্ছা অনুযায়ী বাছাই করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক যাদের প্রশিক্ষণ আছে প্রয়োজনবোধে তাঁদের সকলকে-সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া যেতে পারে। ফলো-আপ না হলে কেবলমাত্র প্রশিক্ষণ দিয়েই ভাল শিক্ষক অথবা শিক্ষকের কর্মপ্রেরণা সজীব রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। অবশ্য বর্তমানে এ, টি, ই, ও, গণ এ কাজে নিয়োজিত থাকবেন। পি, টি, আই, গুলোতে স্থানীয় ও নিকটবর্তী এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নে সহায়তা করার জন্য দায়িত্ব দেয়া যায়। এর ফলে প্রশিক্ষণ বাস্তবে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা এবং শিক্ষক বিষয়টি পড়াতে আগ্রহী কিনা তা জানা যায়। প্রয়োজন-বোধে দক্ষতা, কৌশল ও আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়তা করা যায়। বর্তমানের ক্লাষ্টার ট্রেনিং পরি-কল্পনা এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সফল বাস্তবায়নের উপর জাতির উন্নতি অনেকটা নির্ভরশীল। শিক্ষা-ক্রম ও পাঠ্যসূচী, বিদ্যালয় গৃহ, পাঠ্যপুস্তক ও ছাত্র শিক্ষার অংগ হলেও যোগ্য শিক্ষকই হলেন চাবিকাঠি। আধুনিক কর্মকেন্দ্রিক কৌশল প্রয়োগ করে পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাদানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারেন।

সামগ্রিকভাবে আমরা বলতে পারি প্রাথমিক শিক্ষায় যাঁরা নিয়োজিত আছেন তাঁদের বাস্তব পদক্ষেপ ও প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের প্রতিকূল পরিবেশকেও অনুকূল করে নেয়া যায় এবং শিক্ষার্থীদের তাঁদের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন এবং জাতীয় জীবনে সুষ্ঠু নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে জাতির আশা-আকাঙ্খা পূরণ করা যায়। কৃষি নির্ভর বাংলা-দেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়া দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ কাজে সহায়তার জন্য প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়ের সার্থক পাঠদানে অনুকূল পরিবেশ তৈরী এবং সামাজিক উন্নয়নের পথ সুগম করবে।

ব্যবহারিক কাজ :

আপনাদের দেখা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক যে সকল অসুবিধা লক্ষ্য করেছেন তা দূরীকরণের সম্ভাব্য উপায় সম্বন্ধে লিখুন।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানে প্রচলিত পদ্ধতি সমূহের পর্যালোচনা

রোকেয়া বেগম
সহকারী বিশেষজ্ঞ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রাথমিক স্তরের পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানে প্রচলিত পদ্ধতি সমূহ পর্যালোচনায় নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য :

১। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) কি ?
২। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার উদ্দেশ্য।
৩। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদান পদ্ধতি সমূহ।
৪। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠে প্রচলিত পদ্ধতি পর্যালোচনা।
৫। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি।

১। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) কি ?

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৪৮ সন হতে প্রাথমিক স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে সমাজ বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এ দুটোকে সমন্বিত করে "পরিবেশ পরিচিতি" বিষয়টি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিশুর কাছে তার পরিবেশটি একটি অখণ্ড সত্তার মত। এ ব্যতীত শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের নীতিমালা, শিশুর বয়স, সামর্থ, মানসিকতা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বিষয় দুটিকে সমন্বিত করে একটি করা হয়েছে। "পরিবেশ পরিচিতি" বিষয়টির মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিশুরা পরিবেশের সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপাদানের সংগে পরিচিতি হবার সুযোগ পায়। শিশুরা এ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে পরিবেশের সামাজিক উপাদান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি সমন্বিত বিষয় হিসেবে পরিবেশ পরিচিতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তৃতীয়,

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে ঐ বিষয়টি দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে : যথাক্রমে (১) পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ), (২) পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান) তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) এর বিষয়বস্তু পৌরনীতি, ইতিহাস, ভূগোল ও অর্থনীতি বিষয়ের উপাদান সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টির জন্য কোন পাঠ্য পুস্তক নেই কিন্তু তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) ও পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান) এ দুটি বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক পাঠ্যপুস্তক আছে। তা'ছাড়া শিশুরা পর্যবেক্ষণের সংগে সংগে ব্যবহারিক কাজেও হাত দিবে এবং পারিপার্শ্বিকতা ও অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে নিজেদের জীবনে তা অনুশীলন করতে সক্ষম হবে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়টির পাঠ্যপুস্তকানুযায়ী শ্রেণীতে পাঠদান করা হয়।

অনুশীলনী :

১। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বলতে কি বুঝেন ?

২। *পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষার উদ্দেশ্য :*

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রথম প্রতিটি শ্রেণীর পাঠের উদ্দেশ্যসমূহ জানা প্রয়োজন। কেননা উদ্দেশ্য বিহীন প্যঠদানে কোন পদ্ধতিই সম্পূর্ণ কার্যকরী হতে পারে না। নিচে ৩য়, ৪র্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠের উদ্দেশ্যাবলী উল্লেখিত হল :—

তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) :

উদ্দেশ্যাবলী :

ক) শিক্ষার্থীদের নিজস্ব এবং নিজ এলাকার পারবার সম্পর্কে ধারণা লাভ। আত্মীয়

স্বজন, প্রতিবেশী, মেহমান ও অন্যান্যদের সংগে সম্পর্ক। তাঁদের প্রতি আচরণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া, সমাজ ও সামাজিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। সমষ্টিগত জীবন যাপনের নিয়ম-কানুন শেখার মাধ্যমে মানসিক উৎকর্ষ সাধন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ লাভ।

খ) শিক্ষার্থীদের নিজ পরিবেশের বিভিন্ন পেশাজীবি লোক সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ও তাদের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। উক্ত পরিবেশের খাদ্য, পোষাক, বাসস্থান, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানা।

গ) প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষার্থীর নিজ অঞ্চল/পাড়া/মহল্লা ও গ্রাম সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা লাভ এবং পর্যবেক্ষণ ও দৃষ্টান্তমূলক তথ্যভিত্তিক জ্ঞান অর্জন এবং উক্ত এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের সংগে পরিচিতি লাভ।

ঘ) পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের জীবন ধারা ও কার্যাবলীর সাথে পরিচিতি লাভ।

ঙ) বর্তমান মানব পরিবেশের সংগে অতীতের মানব পরিবেশের পার্থক্য অনুধাবন। প্রাণী ও প্রকৃতি জগতের উপর মানুষের কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

চতুর্থ শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)।

উদ্দেশ্যাবলী :

ক) সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতিতে মানুষের বিভিন্ন কার্যাবলীর সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

খ) পরিবেশের পরিবর্তনে মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে সে সম্বন্ধে জানা।

গ) প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষার্থীদের নিজ অঞ্চল অপেক্ষা বৃহত্তর অঞ্চল সম্বন্ধে ধারণা অর্জন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সংগে পরিচিতি

লাভ। উক্ত অঞ্চলের পর্যবেক্ষণ ও দৃষ্টান্তমূলক তথ্যাভিত্তিক জ্ঞান লাভ।

ঘ) বিভিন্ন আঞ্চলিক জীবন ধারা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় এবং বিশেষ অঞ্চলের যেমন— চাকমা, গারো ইত্যাদি উপজাতির জীবন ধারা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

ঙ) দেশীয় ঐতিহাসিক নিদর্শন ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়ে নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) :

উদ্দেশ্যাবলী :

(ক) স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে 'বাংলাদেশ-এর' জাতীয় পতাকা, প্রতীক ও জাতীয় সংগীত, অধিবাসী, প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানা এবং নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ও সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা।

(খ) প্রাচীন কাল হতে আধুনিক কালে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বিবর্তন, উত্তরণ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্বন্ধে জানা। জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ এবং জাতীয় আদর্শ ও চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

(গ) বাংলাদেশের অবস্থান ও ভৌগলিক পরিচয় (যেমন—প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনসংখ্যা ইত্যাদি) সম্বন্ধে জানা।

ঘ) বিশ্ব মানব সমাজ ও জাতিসংঘ সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হওয়া এবং তাদের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক জানা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীতে জাতিসংঘের ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) যে কোন পদ্ধতিতে পাঠদানে শিক্ষকের অবশ্যই উপরোক্ত শ্রেণী অনুযায়ী পাঠদানের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে প্রথমেই পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে হবে।

অনুশীলনী

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর প, প, (সমাজ) পাঠের ২টি করে উদ্দেশ্য লিখুন।

৩। *পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদান পদ্ধতি :*

১। বর্ণনা/বক্তৃতা পদ্ধতি
২। আলোচনা পদ্ধতি
৩। গল্প বলা পদ্ধতি
৪। নাটকী করণ পদ্ধতি
৫। আঞ্চলিক পদ্ধতি
৬। তুলনামূলক পদ্ধতি
৭। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
৮। প্রজেক্ট পদ্ধতি
৯। ইউনিট পদ্ধতি
১০। কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি।

কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি কোন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। একটি পাঠ-পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণীতে পাঠদান ক্ষেত্রে একের অধিক শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

তৃতীয় হতে পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানের যে সকল উদ্দেশ্যাবলী পুর্বে উল্লেখিত হয়েছে সে অনুযায়ী শ্রেণীতে পাঠদান শিক্ষকের শুধুমাত্র একটি পদ্ধতির ব্যবহার বাঞ্ছনীয় মনে হয় না। যেমন দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয়টির ষষ্ঠ অধ্যায় "আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবহন" পাঠদান-শিক্ষক শুধুমাত্র বক্তৃতা পদ্ধতি বা বর্ণনামূলক পদ্ধতিতেই পাঠ টি ফলপ্রসূ করতে পারবেননা। পাঠটির সহজ, সরল, আকর্ষণীয় ও যথাযথরূপে ফলপ্রসূ করতে শিক্ষকের-আলোচনা, বর্ণনা, পর্যবেক্ষণ, তুলনা, প্রশ্নোত্তর ও কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদান সমূহ কি কি ?

৪। *পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠে প্রচলিত পদ্ধতি পর্যালোচনা :*

প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানে বর্তমানে যে সমস্ত পদ্ধতি

চালু রয়েছে তন্মধ্যে বর্ণনামূলক পদ্ধতিই মূলতঃ প্রধান। এ ছাড়া পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিও কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষক শ্রেণীতে প্রয়োগ করে থাকেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানকালে শিক্ষক মূলতঃ পাঠ্যপুস্তক পাঠ করে পুস্তকে লিখিত বিষয়বস্তুর বর্ণনা দিয়ে থাকেন এবং মাঝে মাঝে উপকরণ প্রদর্শন করে থাকেন। পুস্তক পাঠ করে পাঠের বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে প্রতি শীর্ষের শেষে ছোট ছোট প্রশ্ন করে অধিকতর বিষয় বস্তুর মর্মগ্রহণ করা যায়। কোন কোন শিক্ষক বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে পাঠের বিষয় বস্তুকে শীর্ষানুযায়ী ভাগ করেন না, এমন কি পাঠের প্রতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য শিশুদের প্রতিটি শীর্ষ আলোচনায় শিশুদের ছোট ছোট প্রশ্নও করেন না। শিক্ষক শিশুদের পুস্তকে লিখিত বিষয়বস্তুর সরব পাঠ করতে বলেন এবং পঠিত বিষয়বস্তুর বর্ণনা দেন।

বর্ণনা শেষে পুনরালোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনোযোগও পূর্ণ করা হয় না। বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে যথাযথ বর্ণনা, উপকরণ প্রদর্শন ও ব্যবহার, ব্ল্যাক বোর্ড ব্যবহার এবং ছোট খাটো মূল বিষয় বোর্ডে লেখায় পাঠ অত্যন্ত সজীব, প্রাণবন্ত, চিত্তাকর্ষক, আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে পাঠদানকালে পুস্তক পাঠ করে পাঠ আলোচনার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুদের পুস্তকে লিখিত বিষয়বস্তুটুকু নীরবে পাঠ করতে দেয়া হয়। বর্ণনা শেষে প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠ পুনরালোচনা করা হয় না।

পাঠের বিষয়স্তুর মাঝে বিশেষ সন, তারিখ, বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম, স্থানের নাম অর্থাৎ মূল বিষয় পাঠ আলোচনাকালে বোর্ডে লেখা প্রয়োজন। এমন কি পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বোর্ডও ব্যবহার করা হয় না।

বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে মূল্যায়নের ব্যবস্থার সংগে সংগেই হলে পাঠদান অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠ বর্ণনার সংগে সংগে পাঠ মূল্যায়ন করা হয় না।

শিক্ষকগণ অন্য যে কোন পদ্ধতি বা শিক্ষা উপকরণ অপেক্ষা পাঠ্য পুস্তক ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকেন। পাঠ্য পুস্তকের সকল তথ্য সম্বন্ধে শিশুদের অবগত করানোই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ আমাদের পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠ শিক্ষক গণ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শিশুদের মুখস্থ করার-নির্দেশ দেন। শিশুরা অধিকাংশ সময়ে পাঠ্য বিষয় বস্তুর অর্থ না বুঝেই মুখস্থ করে। ফলে কিছুদিন পরেই তারা মুখস্থ করা বিষয়বস্তুগুলো ভুলে যায়।

প্রতিটি বিষয়ের ন্যায় পরিবেশ-পরিচিতি (সমাজ) বিষয়ের বাৎসরিক পরিকল্পনা; প্রতিদিনের পাঠ-পরিকল্পনা গঠন ও শিক্ষা উপকরণ শ্রেণীতে যথাযথ রূপ প্রয়োগ করা হয় না। সধারণতঃ শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শিশুদের মুখস্থ করার নির্দেশ দেয়া হয়। শিশুদের আলোচনা ও হাতে কলমে কাজ করার কোন ব্যবস্থাই অনুসরণ করা হয় না। ফলে পাঠের বিষয়বস্তুর প্রতি শিশুরা মনোযোগী এবং দীর্ঘক্ষণ পাঠ স্মরণে রাখতে পারে না। শুধু তাই নয়, এই বিষয়টি অনেক শিশুর কাছে একটি নিরস বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি : সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষাদানের একটি ফলপ্রসূ পদ্ধতি। প্রকৃতি রহস্যময়ী ও বিচিত্র ধরণের। শিশুরা তাদের পরিবেশের মধ্যে যা কিছু দেখে, তাই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নীরিক্ষা করে জানতে চায়। এটা শিশুদের ধর্ম। শিশুরা দেখে গ্রামের, এক স্থান উঁচু, অপর স্থান নীচু ও জলাশয়। কোন কোন মসজিদের বেশ নাম যেমন—তারা মসজিদ, আদিনা মসজিদ ইত্যাদি। শিশুরা এ সব জানতে, চিন্তা করতে ও বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করতে চায়। শিশুদের এ আগ্রহ ও অনুরাগই পরবর্তী জীবনে সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষাদানে সহায়তা করে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানীয়ভাবে পাঠের সংগে সম্পর্কযুক্ত কোন ক্ষেত্রে শিশুদের পর্যবেক্ষণ করানো হয় না, ফলে শিশুদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা যাচাই করাও হয় না। শুধু মাত্র কোন কোন পাঠ সম্পর্কিক ছবি, মানচিত্র বা মডেল শ্রেণীতে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে প্রদর্শন করা হয়। শিক্ষা উপকরণগুলো সম্পর্কে শিশুদের ছোট ছোট প্রশ্ন এবং মানচিত্রে শিশুদের পাঠ সংশ্লিষ্ট স্থান দেখাতে দেয়া হলে শিশুদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা কতটক তা মল্যায়ন করা যায়।

পাঠদানের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা পুস্তক রয়েছে সেটিও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ব্যবহার করেন না। শিক্ষক নির্দেশিকা পুস্তকটিতে (৪৯—৮০ পৃষ্ঠা) পাঠদানের জন্য পাঠটীকা, পাঠদান পদ্ধতি ও উপকরণের উল্লেখ আছে। (পৃষ্ঠা নং ১৩৩—১৪৬) জাতীয় ক্যারিকুলাম কমিটির রিপোর্টে পুস্তকটির তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠে ব্যবহৃত শিক্ষোপকরণ মূল্যায়ন ও শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাজ উল্লেখিত আছে।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি পর্যালোচনা করুন।

৫। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ

১। প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক শ্রেণীতে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। যেমন—বর্ণনামূলক পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, নাটকীকরণ পদ্ধতি তুলনামূলক পদ্ধতি, দলগত ও ব্যক্তিগত আলোচনা মূলক পদ্ধতি, ভ্রমণ, ইউনিট পদ্ধতি, কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি ইত্যাদি।

২। পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পাঠদানে শিক্ষকের প্রথমে বিষয়টির উপর একটি বাৎসরিক কার্যক্রম গঠন করা দরকার। বাৎসরিক কার্যক্রম অনুযায়ী শ্রেণীতে প্রতি দিনের পাঠের পাঠ পরিকল্পনা গঠন ও পাঠ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ এবং শ্রেণীতে পাঠদান কার্য ফলপ্রসূ করার জন্য পাঠদান পদ্ধতি নির্ধারণ করা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

৩। যে কোন একটি অধ্যায় যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, তৃতীয় শ্রেণীর সপ্তম অধ্যায়টি পাঠদানের জন্য "পরিবেশ ভেদে মানুষের জীবনধারা ও কার্যাবলী" পাঠে প্রথমেই শিক্ষকের পাঠের একক বা ইউনিট নির্ধারণ করতে হবে। যেমন সপ্তম অধ্যায়টি "পরিবেশ ভেদে মানুষের জীবন ধারা ও কার্যবলী" এই বিরাট প্রসংগকে একক হিসেবে গ্রহণ করে সংগতি ও সামঞ্জস্য অনুপাতে (ক) সমভূমি (খ) নদী (গ) বনভূমি (ঘ) পাহাড় ৪টি প্রধান প্রধান ভাগে ভাগ করে পাঠদানই একক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। এই একক নিরূপনের পর পাঠ পরিকল্পনা গঠন করা প্রয়োজন।

৪। পাঠ পরিকল্পনা গঠনে শিক্ষকের পাঠের বিষয়বস্তু শীর্ষানুযায়ী ভাগ করে পাঠ সংশ্লিষ্ট শিক্ষোপকরণ ব্যবহার এবং শ্রেণীতে শিশুদের অংশ গ্রহণের জন্য পদ্ধতিও নির্ধারণ করা দরকার।

৫। সপ্তম অধ্যায়টি পাঠদানে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার, বর্ণনা, আলোচনা, স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ অথবা পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি ও মডেল পর্যবেক্ষণ, অভিনয় ও কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। কেননা শ্রেণীতে কোন একটি পদ্ধতিতে শ্রেণীর পাঠের বিষয়বস্তু ফলপ্রসূরূপে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

৬। পুস্তক পাঠ করে এবং শিশুদের দিয়ে পুস্তকের পাঠ্যাংশটুকু পাঠ করায়ে, পাঠের বিষয়বস্তু অর্থ না বুঝে মুখস্থ করানোর ফলে শিশুরা বিষয়বস্তু স্মরণ রাখতে পারে না।

শিক্ষক অন্যভাবেও পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করার কৌশল শিশুদের শিক্ষা দিতে পারেন। তিনি বই এর বিষয়বস্তু মুখস্থ করার প্রতি শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে কিভাবে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুকে সমালোচনা, বিশ্লেষণ, তুলনা, আলোচনা ও সংক্ষেপ করণ করতে পারবে—এই সকল দক্ষতা শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে পারেন।

৭। শ্রেণীকক্ষে শুধু মাত্র পাঠ আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের মনযোগ ও আগ্রহ বেশীক্ষণ ধরে রাখা যায় না। সে জন্য শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানে শিশুকে বিভিন্ন কর্মতৎপরতায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ রাখতে হবে। কাজের মধ্য দিয়ে শিশু শিক্ষা লাভ করলে পাঠটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে এবং শিশুর মনোযোগ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। শিশুদের দলীয় ও ব্যক্তিগতভাবে অংশ গ্রহণ করে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। যেমন— 'পরিবেশ ভেদে মানুষের জীবনধারা ও কার্যাবলী' ৪টি ভাগে সমভূমি পাঠটিতে শিশুদের সমভূমির ছবি অংকন, বিভিন্ন ছোট ছোট গাছপালা ও পাতা সংগ্রহ, পশু-পাখির পালক সংগ্রহ, বীজ সংগ্রহ ও শ্রেণীতে সনাক্তকরণ। মাটি দিয়ে বিভিন্ন পাখী, পশু, ফল, নৌকা ইত্যাদি প্রস্তুত করতে দেয়া।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

৮। তবে শ্রেণীতে যে পরিবেশের যে কোন শিক্ষক যে কোন পদ্ধতিতে পাঠদান করেন না কেন সর্বদা শ্রেণীর শিশুদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। শ্রেণীতে মেধা, তীক্ষ্ণ মেধা ও সাধারণ মেধা সম্পন্ন শিশুদের পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠদান করা সত্বেও সমানভাবে শিশুরা পাঠ গ্রহণ করতে পারেনা। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং অমনোযোগী শিশুদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, হাতে কলমে কাজ ও দলীয় কাজের দায়িত্ব ভার দেয়া হলে শিশুরা ক্রমে ক্রমে মনোযোগী ও পাঠের প্রতি আগ্রহী হবে। কর্মতৎপর পদ্ধতিতে শিশুদের এরূপ কাজের দায়িত্ব ভার দেয়া যায়।

৯। পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠদানে শিশুদের মানচিত্রে স্থান দেখান এবং মানচিত্র অংকন প্রনালী শিশুদের দলীয়ভাবে নয় ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনা ও হাতে-কলমে শ্রেণীতে কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা দরকার।

১০। পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পাঠদান পদ্ধতি, পাঠ পরিকল্পনা, উপকরণ, মূল্যায়ন ও শিক্ষক/শিক্ষার্থীর কাজে পরিবেশ পরিচিতি সমাজ) শিক্ষকের (নির্দেশিকা পৃষ্ঠা নং ৪৯—৮০ ও জাতীয় কারিকুলাম কমিটির রিপোর্ট পৃষ্ঠা নং— ১৩৩-১৪৬) পাঠ করা অবশ্যই কর্তব্য।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানকে সফল করার জন্য সহ-পাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা

এ, কে, আবদুল মান্নান
বিশেষজ্ঞ

সহপ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনের পরিপূর্ণ সংগঠন ও বিকাশের একটি বিশিষ্ট দিক। সহ-পাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ড সংগঠন ও কার্যকর প্রয়োগ পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাকে অধিকতর সাফল্য মণ্ডিত করতে পারে। শিক্ষার্থীর জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এ ধরণের কাজের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনেক।

যুথ বদ্ধতার মনোভাব ও পরিপূর্ণ বিকাশ :

কিশোর বয়সে বা তার পূর্বে শিশুর মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। যুথবদ্ধতা-সংস্কার তাদের মধ্যে ক্রমেই দানা বেঁধে উঠে। দলগতভাবে আত্মপ্রকাশ করার প্রবৃত্তি প্রকট হতে থাকে প্রাক্-কিশোর থেকেই। তখন থেকেই তারা দলনেতার নির্দেশে কাজ করতে পছন্দ করতে আরম্ভ করে। তাদের এই সংঘচেতনা যাতে সমাজের এবং ব্যক্তির জন্য কল্যাণকরভাবে প্রয়োগ করা যায় তার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাদেরকে এমন কাজে নিয়োজিত করা প্রয়োজন যা তাদের শক্তির বহিঃপ্রকাশ রূপে প্রতিভাত হয় এবং সমাজের জন্যও কল্যাণকর হয়। বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে সংঘবদ্ধ হয়ে সভা-সমিতি ও মুক্তাঙ্গণে পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বক্তৃতার আসর, গল্পের আসর, সংবাদ প্রবাহ, বিচিত্রা, দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ, নিজেদের আঁকা ছবি এবং তৈরী উপকণের প্রদর্শনী, পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠ্যাংশের কোন অংশের নাট্যাভিনয়, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা, ভ্রমণ, বনভোজন, ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করে তার বিষয়বস্তু নিয়ে বিতর্কানুষ্ঠান, প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশ এবং নিত্য নব মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রচেষ্টা খুবই প্রয়োজন। তার ফলে শিক্ষার্থীর মনে অপার্থিব আনন্দ সৃষ্টির সাথে পরিবেশ সংক্রান্ত শিক্ষাকে সহজ ও কার্যকর আলোড়ণ সৃষ্টি করতে পারে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

জীবনভিত্তিক অভিজ্ঞতা :

পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তব ভিত্তিক শিক্ষার ব্যাপারে সঙ্গবদ্ধ প্রচেষ্টা বিশেষ প্রয়োজন। সামাজিক কাজের জন্য বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে এক বিস্তৃত ক্ষেত্র। সেখানে শিশু বাস্তবক্ষেত্রে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে তা তার পরবর্তী জীবনের জন্য বিরাট পাথেয় হয়ে থাকবে। বিদ্যালয়ের কাজের অনেক সামাজিক দিক রয়েছে। খাল কাটা, রাস্তা ঘাট মেরামত ও তৈরী, ক্লাবের জন্য কাজ করা, কোন অনুষ্ঠান সংগঠন করার মাধ্যমে শিশু অনেক কিছু শিক্ষালাভ করতে পারে।

দলীয় কাজের প্রাধান্য :

সঙ্গবদ্ধভাবে কোন কাজ করার ফলে দলের সবার মধ্যে সমঝোতা ও সম্প্রীতি গড়ে উঠে। আর দেখা দেয় একের জন্য অপরের ত্যাগ স্বীকারের মনোবৃত্তি। খেলাধূলা, বিতর্ক, অভিনয় প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে গড়ে উঠে ব্যক্তিগত চিন্তার পরিবর্তে দলবদ্ধ চিন্তার প্রবৃত্তি। ফলে তারা নিজের কাজের চেয়ে দলের কাজ এবং দলীয় স্বার্থকে বড় করে দেখতে শিখে। শিশু এভাবে ব্যক্তি স্বার্থের উর্দ্ধে দলীয় স্বার্থকে স্থান দেবার শিক্ষালাভ করে।

মানসিক স্বাস্থ্য :

শিশুদের প্রবৃত্তির অবদমন এবং প্রশ্নোত্তর জনিত সমস্যার সমাধানের সহায়ক হিসেবে সহপাঠক্রমিক কর্মকাণ্ড খুবই কার্যকর। কাজেই শিশুর মানসিক প্রখরতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত হতে থাকে। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী শিশুর বয়ঃসন্ধিক্ষণে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে সহায়ক হয়। শিশু-কৌতূহল এবং অপরাধ বোধ ও অন্যান্য চেতনা তাদের মধ্যে যে সমাজবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলে সহপাঠক্রমিক কাজে কর্মব্যস্ততার জন্য তা অবদমিত করা সহজ হয়। শিশুর চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশের অনুকূলে কাজ করে যায় সহপাঠক্রমিক কার্যাদি।

গণতান্ত্রিক চেতনা :

সমাজ ও জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য গণতান্ত্রিক চেতনা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই গণতান্ত্রিক চেতনা বিকাশের পথে কাজ করে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাদি। এর দ্বারা শিক্ষার্থীদের মনে গড়ে ওঠে সামাজিক সৌজন্যবোধ, শিষ্টাচার, ব্যবহার, কর্তব্য পরায়নতা, সহানুভূতিশীলতা প্রভৃতি মূল্যবান চারিত্রিক গুণ। এসব কাজের দ্বারা শিশুর গণতান্ত্রিক চেতনা, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ও যৌথ প্রচেষ্টার মনোভাব গড়ে উঠে। বর্তমানে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এসব খুবই প্রয়োজন।

নৈতিক শিক্ষা ও চারিত্রিক গুণ বিকাশ :

সহপাঠ্যক্রমিক কাজের দ্বারা শিক্ষার্থীর নৈতিক জীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে পারে। সমাজের সকলের মঙ্গল চিন্তা ও হিতাহিত জ্ঞান বিকাশ সহজতর হয়। দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার ফলে শিশুরা নিয়ম-কানুন মেনে চলতে এবং সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। এই সামাজিক নীতিবোধ তার চরিত্রকে করে সুগঠিত। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাদি দ্বারা শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করতে পারে। খেলাধূলা, বিতর্ক, আলোচনা, অভিনয় শিক্ষার্থীদের মনে শৃঙ্খলাবোধ ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে। ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের অভাবে বিভিন্ন ভাবে শিক্ষাদান কলুষিত হচ্ছে। অনেক সময় তারা রাজনীতির ক্রীড়নক হয়ে উঠে। সহপাঠ্যক্রমিক কাজ দ্বারা শিক্ষার্থীর কর্মব্যস্ততার ফলে এ ধরণের কাজে অংশ নেবার অবসর কম পাবে।

পাঠ্যক্রমিক সহ কার্যাবলী অনুশীলনীর দ্বারা শিক্ষার্থীদের মন আনন্দে ভরপুর থাকে ফলে তাদের স্বাস্থ্য ও ভাল থাকে।

পরিবেশ পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য হল সুনাগরিক সৃষ্টির জন্য সমাজের কল্যাণকর গুণের বিকাশের সহায়তা করা। সমাজের বিভিন্ন কর্ম সংগঠনের জন্য প্রয়োজন নেতৃত্ব। সহপাঠ্যক্রমিক

কার্যাদি সংগঠনের দ্বারা এক দিকে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশ সাধন এবং অন্য দিকে নেতৃত্বকে মেনে চলার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

পাঠ্যান্তর্গত বিষয়াদির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাদি। ফলে পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষার ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করতে পারে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাদি। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত রুচি এবং ইচ্ছানুযায়ী কাজের একটা সুযোগ দান করে সহপাঠ্য ক্রমিক কাজ। সকলের চাহিদা এবং রুচি একই রূপ নয়। তাদের শক্তিও একরূপ নয়। কাজেই তাদের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সহপাঠ্যক্রমিক কাজের প্রয়োজন আছে। কেউ পছন্দ করে অংকনকে, কেউ খেলা, কেউ বক্তৃতা ইত্যাদি। ব্যক্তিগত পার্থক্য বিকাশের সুযোগ পেয়ে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ রুচি ও আগ্রহ অনুযায়ী কাজ বেছে নিয়ে নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার সুযোগ পায়। ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার সুযোগ পেলে কাজকে আর তারা কাজ মনে করে না, গ্রহণ করে আনন্দের উৎসরূপে।

শিক্ষার্থীদের অবসর বিনোদনের একটি প্রকৃষ্ট উপায় হল সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাদি। সামাজিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বুঝা যাবে অবসর বিনোদনের শিক্ষা বিদ্যালয় ত্যাগের পরবর্তী জীবনে খুবই মুল্যবান। বিজ্ঞানের বিবিধ আবিষ্কারের ফলে আজ অতি অল্প সময়ে বিভিন্ন জিনিস উৎপাদন করা যায়। ফলে অবসরও বৃদ্ধি পেয়েছে বেশী। এখানকার যন্ত্র-যুগের মানুষ যেন যন্ত্রের একটা অংগ। সেখানে অনেক ক্ষেত্রে তার কর্মশক্তি এবং সৃজনী শক্তি প্রয়োগের সুযোগ থাকে না। নীরস কাজের মধ্যে অবসরকে কার্যকর ও আনন্দের মধ্য দিয়ে কাটানোর সুযোগ সৃষ্টি করে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাদি।

বৃহত্তর সমাজের সংস্পর্শে এসে বাস্তবতার নিরীখে জীবনকে গড়ে তোলার সুযোগ দেয় সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাদি। শিক্ষার গতানুগতিকতার মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি করতে হলে শিক্ষার্থীকে শ্রেণীকক্ষের বদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্তি দিতে হবে। মুক্তাংগণে পরিবেশ পরিদর্শন এবং তা নিয়ে কিছু আলোচনা, সমাজ জীবনের ভাল ও মন্দ দিক নিয়ে বিতর্ক জীবনভিত্তিক কার্যা-

দির মূল্যায়ন প্রভৃতির দ্বারা সমাজের বৃহত্তর জীবনকে অধিকতর সুন্দর এবং সুসংবদ্ধভাকে জানা সম্ভব। ফলে বাস্তব সমাজ জীবনের সাথে পরিচয় ঘটে ঘনিষ্টভাবে।

সমাজ সংযোগ ঃ

আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির প্রতি শিক্ষকদের অনীহা লক্ষ্যনীয়। সহপাঠ্যক্রমিক কাজের দ্বারা বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করে অপচয় কমানো সম্ভব। সমাজের সাথে মেলামেশার দ্বারা সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধি পেতে পারে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রতি সমাজের ব্যক্তিগত আগ্রহ খুবই কমে গিয়েছে। বিদ্যালয় সরকারী সম্পদ এবং সরকার এর সবকিছু করবে এই মনোভাব সমাজকে বিব্রত করে রাখছে প্রতি নিয়ত। সহপাঠ্যক্রমিক কাজে অভিভাবকদেরকে সময় সময় বিদ্যালয়ে ডেকে আনা প্রয়োজন। ভাল অভিনয়, ভাল বিতর্ক সংগঠন করে তাদেরকে ডাকা যায়। তাতে বিদ্যালয় ও সমাজেব মধ্যে সংযোগবৃদ্ধি পাবে।

সহপাঠ্যক্রমিক কাজ সংগঠন :

তাছাড়াও বিদ্যালয়গুলোকে বর্তমানে কম্যুউনিটি ট্রেনিং সেণ্টার রূপে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। সহপাঠ্যক্রমিক কাজ সংগঠনের দ্বারা তাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নেয়া যায়। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রের সংগ, পাঠাগার সংগঠন এবং ছোট খাট দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে। তাতে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন দিক ও কাজের সংগঠনের বিবরণ থাকবে আর থাকবে শিক্ষার্থী-দের সৃজনশীল কাজের নমুনা। তাতে প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্র অংশ গ্রহণ করতে পারে।

বিদ্যালয় থেকে যে সব সহপাঠ্যক্রমিক কাজের আয়োজন করা যেতে পারে তার কতকগুলো নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

১। সাহিত্য বিষয়ক কাজকর্ম—বিতর্ক, আবৃত্তি, দেয়াল পত্রিকা এবং সাহিত্য সভা যাতে প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প পাঠ ও বলা, সংবাদ প্রবাহ ইত্যাদি থাকবে।

২। শারীরিক ক্রিয়াকর্ম—খেলাধূলা, অন্য বিদ্যালয়ের সাথে প্রতিযোগিতা, শ্রেণীভিত্তিক প্রতিযোগিতা।

৩। পরিবেশকে উন্নত রাখার কাজ—বিদ্যালয়ের আংগিনা পরিস্কার রাখার জন্য পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপন, বাগানের কাজ ইত্যাদি।

৪। পরিদর্শনমূলক কাজ—শিশুদের বাড়ীতে তাদের নিজস্ব বাগান দেখার জন্য, বড় ও ছোট পরিবারের সুবিধাদি দেখার জন্য এবং ঘরবাড়ীর নমুনা দেখার জন্য, গ্রামের প্রবীণতম ব্যক্তির জীবনের অভিজ্ঞতা ও গল্প শোনার জন্য, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতীর কাজ দেখার জন্য, পুরানো ঘরবাড়ী, মন্দির মসজিদ, গীর্জা দেখার জন্য গমন ও ফিরে এসে বর্ণনা, আলোচনা, চার্ট তৈরী, পুল, কালবার্ট, রাস্তা দর্শন ইত্যাদি।

৫। উপকরণ সংগ্রহমূলক কাজ—বিভিন্ন ফসল ও বৃক্ষের নমুনা সংগ্রহ, মাটির জিনিসের নমুনা সংগ্রহ ইত্যাদি।

৬। সমাজ সেবামূলক কাজ—রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণ।

৭। সাংস্কৃতিক কাজকর্ম—অভিনয়, গান, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি।

৮। পৌর সেবা শিখন কার্যাবলী—সমবায় ভিত্তিক কাজ যেমন—সমবায় দোকানে খাতা, কলম, পেন্সিল ছোট খাট জিনিস রেখে তাদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তুলে সমবায়ের প্রতি আগ্রহশীল করতে হবে।

৯। *শিশু-মিউজিয়াম সংগঠন :*

শিশুদের তৈরী উপকরণ সংরক্ষণের জন্য বিদ্যালয়ের কর্ণারে শিশু-মিউজিয়ামের ব্যবস্থা নিবেন পরিবেশ পরিচিতি এবং অন্যান্য বিষয় শিক্ষক। তাতে শিশুদের অনুসন্ধিৎসা এবং বিষয়ের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

শিশু-মিউজিয়ামের সাথে থাকবে পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ক বিভিন্ন লেখা। সমাজ সেবকের জীবনী, পত্র-পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন ছবি।

'অনুরাগকেন্দ্রিক শ্রেণী-শিক্ষাদানের গুরুত্ব'

মুহম্মদ মমতাজুল হক
সহকারী বিশেষজ্ঞ

এ প্রবন্ধটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত তথ্যগুলো সম্পর্কে অবহিত হবেন :

(১) শিশুর অনুরাগ ও মনোভাব ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।
(২) শ্রেণী-পাঠনায় অনুরাগের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।
(৩) শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
(৪) কর্মতৎপরতামূলক পদ্ধতি ও যৌথ শিক্ষাদান পদ্ধতি শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন।

শ্রেণীতে শিশুর ব্যাপক অংশ গ্রহণের উপর নির্ভর করে শিক্ষাদান কার্যের সফলতা। শ্রেণীর যে সব ক্রিয়া-কর্ম শিশুর আগ্রহ ভিত্তিক ও শিশুমনের উপযোগী হয় সাধারণতঃ সে সব ক্রিয়া-কর্মে শিশুদের অংশ গ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত হয়। অন্যদিকে যে সব কার্যাবলী শিশুমনের আগ্রহ ও বৈশিষ্ট্যের দিকে খেয়াল না রেখে পরিচালিত হয় সে সব কাজে শিশুদের অংশ গ্রহণ কদাচিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষণ কার্য ত্বরান্বিত হয় না। উপরন্তু এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষা ও শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিশুর বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠে। শ্রেণী শিক্ষাকে গতিশীল ও ত্বরান্বিত করতে হলে শিশুমনের আগ্রহ ও মনোভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করা অত্যাবশ্যক।

আগ্রহ ও মনোভাব বলতে আমরা কি বুঝে থাকি ?

আগ্রহ বা অনুরাগ এক ধরণের মনোভাব যা ব্যক্তিকে এক বিশেষ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অধিকতর কাজে প্রবৃত্ত করে। আগ্রহ ও মনোভাব উভয়ই কোন বিষয়ের প্রতিক্রিয়ার প্রস্তুতির বিকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন—একজন শিশু অভিজ্ঞতার ফলে বা কোন ব্যক্তির আচরণকে অনুকরণ করার ফলে স্কুলকে বা স্কুলের কোন পাঠ্য বিষয়কে ঘৃণা করতে শিখতে পারে। এভাবে সে স্কুলের বই এবং স্কুলের কার্যাবলীকে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি

অর্জন করে। শিশুদের আগ্রহ ও মনোভাব তাদের প্রয়োজনবোধ হতে উদ্ভূত হয়। শিশু অনুমোদন, প্রাধান্য, নিরাপত্তা ও স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন অনুভব করে। যে কাজে এরূপ চাহিদার তৃপ্তি ঘটায় তার প্রতি শিশুর আগ্রহ জন্মে।

যে সব কাজে শিশুদের প্রয়োজনবোধের তৃপ্তি আনে শ্রেণীকক্ষে সে সব কাজের ব্যবস্থা করা শ্রেণী শিক্ষকের প্রধান কাজ বলে পরিগণিত হবে। তা হলে এ রূপ কার্যাবলী শিশুদের আগ্রহের বিষয় হয়ে পড়ে এবং তার ফলে শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের কাজের প্রতি তাদের অনুকূল মনোভাব গড়ে উঠে।

শিশু শিখনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, বিদ্যালয় ও শ্রেণী শিক্ষকের প্রতি শিশুর অনুকূল মনোভাব। শিক্ষকের প্রতি শিশুর অনুকূল মনোভাব থাকলেও শ্রেণীর কাজকে পছন্দ করলে তার কৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। শিশুর কৃতকার্য হওয়ার অনুভূতি তাকে অধিকতর কার্যকরীভাবে শিক্ষণে প্রবৃত্ত করে। অপর পক্ষে বিদ্যালয় ও শিক্ষকের প্রতি শিশুর বিরূপ মনোভাব থাকলে তাকে শিখানোর সকল প্রচেষ্টার সে বিরোধিতা করে। শ্রেণীর কার্যাবলী ও শিক্ষকের প্রতি শিশুর অনুকূল/বিরূপ মনোভাব থাকলে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু তার কাছে প্রীতিকর /অপ্রীতিকর হয়ে উঠে। গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, প্রীতিকর বিষয়ের স্মৃতি অপ্রীতিকর বিষয়ের স্মৃতি অপেক্ষা শিশুমনে অধিকতর স্থায়ী হয়। তা ছাড়া কোন ব্যক্তির শিক্ষণ তার নিজ সম্বন্ধে মনোভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

১) শ্রেণী শিক্ষাকে গতিশীল ও ত্বরান্বিত করার জন্য কোন্ বিশেষ দিকের প্রতি শিক্ষকের নজর দেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?
২) সংক্ষেপে অনুরাগের ব্যাখ্যা দিন।
৩) কোন অবস্থায় পঠনীয় বিষয় শিশুর কাছে অপ্রীতিকর/প্রীতিকর হয়ে উঠে?

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

শ্রেণী শিক্ষাকে সফল করে তোলার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই শিশুর অনুরাগের উপর ভিত্তি করে শ্রেণী শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে শ্রেণীর সকল শিশু সকল বিষয়ের প্রতি সমানভাবে অনুকূল আগ্রহ প্রকাশ করে না। কোন কোন বিষয়ের প্রতি শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগ্রহ প্রকাশ করে আবার কোন কোন বিষয়ের প্রতি তারা তেমন আগ্রহ দেখায় না। এরূপ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি বিশেষ ভাবে নজর দিলে শিক্ষক শিশুদের আগ্রহ কৃত্রিম ভাবে সৃষ্টি করতে পারেন।

১। *শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক :*

শিশুর অনুরাগ সৃষ্টির ব্যাপারে শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শ্রেণীতে শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক নিবিড় হলে শিক্ষক প্রদত্ত যাবতীয় কাজ শিশুর কাছে প্রীতিকর বলে মনে করে। সুতরাং তিনি যে বিষয় সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন শিশুরা তা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে। অন্যদিকে শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক যদি নিবিড় না হয় তাহলে শিক্ষক প্রদত্ত কাজ তার কাছে অপ্রীতিকর বলে মনে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রেণী শিক্ষাদান কার্য ত্বরান্বিত হয় না। এ জন্য প্রতিটি শিক্ষকের উচিত শিশুদের সাথে মিলে মিশে আদর সোহাগের মাধ্যমে একটি ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলা।

২। *শিক্ষাদানের বিভিন্ন কৌশল,*

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে পঠন ও বক্তৃতার ভিত্তিতে শিক্ষণ কার্য পরিচালিত হত। যদিও এ পদ্ধতিগুলো আজও আমাদের দেশে বহুলাংশে ব্যবহৃত হচ্ছে তবুও এগুলো সমাধানকারী বই, শ্রবন ও দর্শন সংক্রান্ত সাহায্য, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাদান, দলীয় পদ্ধতি ও সহজলভ্য উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। এ পদ্ধতিতে শ্রেণী শিক্ষাদান পরিচালনা করলে শিশুদেরকে বিষয়ের প্রতি অনুরাগী করে তুলতে পারা যাবে।

৩। *পঠণীয় বিষয়সমূহকে দৈনন্দিন জীবনের সংগে সম্বন্ধযুক্ত করে দেওয়া :*

শিশুরা দেখে, শুনে এবং পড়ে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে এবং তারা জীবন

প্রণালীর অনেক কিছু আয়ত্ব করে থাকে। শ্রেণীতে উপস্থাপিত বিষয়সমূহ সুকৌশলে তাদের জীবনের সমস্যাসমূহের সাথে একই সূত্রে গ্রথীত করতে হবে। তাহলে পঠণীয় বিষয়ের সাথে শিশুরা একাত্মতা প্রকাশ করবে এবং বিষয়ের প্রতি শিশুরা আগ্রহী হয়ে উঠবে।

৪। শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিশুদের সম্পৃক্ততা ঃ

আধুনিক শিক্ষাবিদদের ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি হচ্ছে এই যে স্কুলের ও শ্রেণীর অভিজ্ঞতাগুলোকে যতবেশী বিভিন্ন প্রকারে সম্ভব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দান করতে হবে। এ ছাড়া শ্রেণীর সকল শিশুর মনোযোগ ও আগ্রহের ভিত্তিতে পাঠ উপস্থাপন করা হয়, তখন কিভাবে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষণ উন্নততর হয় তা শিক্ষাদান যন্ত্র নিয়ে গবেষণায় এক আনুসঙ্গিক আবিষ্কার থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। আলোচ্য পরীক্ষণে শিক্ষাদান যন্ত্রের সাহায্যে স্পেন দেশীয় ভাষা শিক্ষণরত ৯ম শ্রেণীর ছাত্রদের সম্পাদনের সংগে নিয়মিত ক্লাশে শিক্ষণরত একদল এবং কার্যক্রমিক টেক্স্ট বই এর সাহায্যে শিক্ষণরত অন্যদলের সম্পাদনের তুলনা করা হয়। পরীক্ষায় শেষোক্ত দল প্রথম দল অপেক্ষা অধিক পারদর্শিতা দেখিয়েছিল। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে শেষোক্ত দল বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত ছিল বলে কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ বেশী ছিল।

৫। যৌথ পদ্ধতির ব্যবহার ঃ

শিক্ষার কতগুলো প্রধান লক্ষ্যবস্তুর উন্নতিবিধানে ও শিশুর আগ্রহ বাড়ানোর জন্য শ্রেণী কক্ষের দলকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদরা পরীক্ষা নীরিক্ষা করে যাচ্ছেন। মৌলিক লক্ষ্যবস্তুর উদাহরণ হচ্ছে সমালোচনামূলক ও সংগঠনমূলক চিন্তা করার ক্ষমতা, আত্মশৃঙ্খলার বিকাশ, অপরের সংগে সহযোগিতাপূর্ণ ও কার্যকরীভাবে কাজ করার ক্ষমতা এবং নিজের এবং অন্যের জন্য দায়িত্ব গ্রহণের আগ্রহ। এ লক্ষ্যগুলো অর্জনের উদ্দেশ্যে ছাত্রদেরকে প্ররোচিত করতে শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতির আপেক্ষিক অক্ষমতা বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাবিদদের উদ্বিগ্ন করে তোলে এবং তাঁরা শিক্ষাদানের পরীক্ষণমূলক কার্যক্রম

উদ্ভাবন করেন। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা ব্যক্তি ছাত্র ও দলগত কার্যক্রমের উপর গবেষণা পরিচালনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ব্যক্তির চাইতে দলগত শিক্ষাদান-পদ্ধতি শিশুদের আগ্রহ বৃদ্ধিতে অধিক সহায়ক। সুতরাং আমরা শ্রেণীকক্ষে যৌথ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুদের বিষয়ের প্রতি আগ্রহান্বিত করে তুলতে পারি।

শ্রেণী শিক্ষক হিসেবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে শ্রেণীতে উপস্থাপিত সমস্যার সমাধান শিক্ষক নিজে বলে না দিয়ে বরং দলের সামনে প্রশ্ন উত্থাপন করবেন। উদাহরণ স্বরূপ শিক্ষক বলতে পারেন—কেউ কি রহিমের এ প্রশ্নটির উত্তর বলে দিতে পার? শিক্ষক এসব আলোচনায় নিজেকে সরাসরি জড়িত না করে প্রশ্নের লক্ষ্যস্থল থেকে নিজেকে এড়াতে পারেন। এ রূপ করার একটা উপায় হচ্ছে তিনি নিজে দলের সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখার কাজ নিতে পারেন। এর ফলস্বরূপ শিশুরা মনে করবে যে তাদের অবদানগুলো শিক্ষক কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এতে শিশুরা আরও অধিকতর উৎসাহ ও কাজ করার অনুপ্রেরণা পাবে।

কর্মতৎপরতামূলক শিক্ষাদান পদ্ধতি :

শিশুর আগ্রহের উপর ভিত্তি করে শ্রেণী-শিক্ষাকে তরান্বিত করার জন্য এ পদ্ধতি অত্যন্ত ফলপ্রসূ করে চিহ্নিত হয়েছে। কর্মতৎপরতামূলক পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শ্রেণী কক্ষের সময় এবং শিক্ষণীয় বিষয় নির্ধারণে নমনীয়তা। এমনকি বসার ব্যবস্থাও পরিবর্তন করা হয়। ক্রিয়াতৎপরতা কার্যক্রমের কতগুলো পদ্ধতি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো দল পরিকল্পনা, ছাত্র-শিক্ষক পরিকল্পনা, যৌথ আলোচনা ইত্যাদি। ১৯৮২-৮৩ শিক্ষাবর্ষে মৌলিক শিক্ষা একাডেমীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ বিভাগ হতে এ পদ্ধতির উপর একটি গবেষণা পরিচালিত করা হয়। ময়মনসিংহ শহরের আশে পাশের ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর প্রায় ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর উপর এ অভীক্ষা চালানো হয়। এ পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ক্রিয়াতৎপরতামূলক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণকারী ছেলে-মেয়েরা ঐতিহ্যগত শিক্ষক-কেন্দ্রিক ছেলে-মেয়েদের অপেক্ষা ভাল ফল করেছিল এবং পূর্বোক্ত দলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে

কাজের আগ্রহ অধিক পরিলক্ষিত হয়েছে। কাজেই শ্রেণী-শিক্ষাকে সফল করে তুলবার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এ পদ্ধতির আস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন :

১) শ্রেণী-শিক্ষাকে শিশুদের দৈনন্দিন জীবনের সংগে কিভাবে সম্পৃক্ত করবেন ? আলোচনা করুন।

২) শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিশুদের কিভাবে জড়িত করা যায় ? উদাহরণ দিন।

৩) যৌথ পদ্ধতির শিক্ষাদানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন। আপনি কিভাবে আপনার শ্রেণীকক্ষে এ পদ্ধতি ব্যবহার করবেন ?

৪) কর্মতৎপরতামূলক শিক্ষা বলতে আপনি কি বুঝেন ? এ পদ্ধতি ব্যবহারের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

—।—

পাঠে অনগ্রসর শিশু সমস্যা ও পরিবেশ পরিচিতি পঠন পাঠন

আ. ন. ম. ফরিদুল ইসলাম
সহকারী বিশেষজ্ঞ

জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নয়নের পথে শিক্ষা একটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত, প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে এ শর্তটিকে সত্যিকার অর্থে অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নেয়ার পথে প্রথম পদক্ষেপ। নানাবিধ কারণে এ দেশের আপামর জনসাধারনের ছেলে মেয়ের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা এমন কি মাধ্যমিক শিক্ষালাভও সম্ভব হয়ে উঠে না। প্রাথমিক শিক্ষাই তাদের একমাত্র সম্বল। তবে এ প্রাথমিক শিক্ষা পেশাগত প্রশিক্ষণ, কাজের সংস্থান ও নীতিবোধ সম্পন্ন সুন্দর জীবন যাপনে সহায়ক হওয়া প্রয়োজন। স্বভাবতই ধনী-দরিদ্র, মেধাবী, নিম্নমেধাবী, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করা সমভাবে প্রযোজ্য।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা তাদের নিষ্পাপ, কোমল মন নিয়ে লেখাপড়া শিখে বড় হবার আশায় বিদ্যালয়ে প্রথম পাঠ শিখতে আসে। সুতরাং শিশুদের শিক্ষা পরিবেশ যাতে সুস্থ, সহজ ও পবিত্র থাকে এবং তারা যেন আগ্রহ ও আনন্দের সাথে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় এদিকে শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের খেয়াল রাখা খুবই জরুরী। বিদ্যালয়ে আসার আগে শিশুরা বিভিন্ন পরিবেশে গড়ে উঠে, তাদের পারিবারিক পটভূমি অনুযায়ী তারা বিভিন্ন মেজাজ ও মেধা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে ফলে বিদ্যালয়ের শ্রেণীগুলোতে অসংখ্য মন ও মানসিকতা পূর্ণ শিশু তাদের শিক্ষকের জন্য নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। অতএব এ সব ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কে সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন করে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে দেশের জন্য সুনাগরিক করে গড়ে তোলাই হল শিক্ষকের মূল দায়িত্ব।

শ্রেণীতে উচ্চমেধার শিশু মোটামুটি ২৫% ভাগ, নিম্নমেধার ২৫% ভাগ ও মধ্যম মেধার ৫০% ভাগ থাকে। শিক্ষক স্বভাবতই মধ্যম মেধার শিশুদের প্রতি খেয়াল রেখেই পাঠদান কার্য পরিচালনা করে থাকেন। তবে উচ্চমেধা বা নিম্নমেধা বিশিষ্ট শিশুদের প্রতি যদি তিনি আদৌ খেয়াল না রাখেন তাহলে তারা শ্রেণী পাঠনায় নিরুৎসাহ বোধ করবে এবং

ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের প্রতি তাদের আকর্ষন নষ্ট হতে থাকবে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে পাঠে অনগ্রসর শিশুদের বিদ্যালয় ত্যাগ করতে দেখা যায়। শিক্ষকের শ্রেণী ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ও অনাকর্ষণীয় পাঠদান পদ্ধতিই শিশুদের পাঠে অনগ্রসরতার একমাত্র কারণ নয়। এর জন্য নানাবিধ কারণ থাকতে পারে। তন্মধ্যে পুষ্টির অভাব একটি। অপুষ্টি জনিত কারণে শিশুদের স্বাভাবিক বর্দ্ধন ব্যাহত হয় ও মেধার স্ফুরণে ব্যাঘাত ঘটে।

বিশেষজ্ঞদের হিসাব মতে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রতি ২জনে একজন শিশু জীবনের কোন না কোন সময় সাধারণ অপুষ্টিতে ভুগছে এবং প্রতি ৪জনে একজন শিশু আমিষ ক্যালরীর অভাব জনিত অপুষ্টিতে ভুগছে। এদের অধিকাংশই অকালে মৃত্যুবরণ করে। যারা বেঁচে যায় তারাও শারীরিক ও মানসিক শক্তি হারিয়ে নির্জীব ও কর্মবিমুখ হয়ে বেঁচে থাকে। সাধারণ অপুষ্টি ও আমিষ ক্যালরী জাতীয় অপুষ্টি ছেলে মেয়েদের মেধা ও লেখা পড়ার ক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে বিদ্যালয় ত্যাগের সংখ্যাও বেড়ে যায়। যে সব ছেলেমেয়েরা গুরুতর ভাবে অপুষ্টিতে ভোগে তাদের মধ্যে অনেকেরই মস্তিস্ক এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় যে তারা সারাজীবনের জন্য লেখাপড়া করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

শ্রেণী শিক্ষক শ্রেণীর সব শিশুর প্রতি খেয়াল রাখবেন। আমেরিকার এক শ্রেণী শিক্ষক লক্ষ্য করলেন যে তার শ্রেণীর মধ্যে জন নামক একটি শিশু প্রশ্ন করলে আগের মত ***response*** করছে না। কয়েক দিন পর শিশুর সাড়া প্রবনতা আর একটু হ্রাস পেল। তিনি বিষয়টি অভিভাবককে জানালেন ও ডাক্তারের পরামর্শ নিলেন। পরে দেখা গেল শিশুটির গলা কিছুটা ফুলছে। ডাক্তার বললেন গলদেশে যে থাইরয়েড গ্লাণ্ড ছিল এটার কাজ প্রতিনিয়ত থাইরকিসনরস নিঃসরণ করা, যা শিশুর বর্দ্ধন ও মেধার স্ফুরণে সাহায্য করে। এ রস তৈরী করতে আয়োডিনের প্রয়োজন পড়ে, যা খাদ্য থেকে গ্রহণ করতে হয়। খাদ্যে আয়োডিনের অভাব হলে শরীরে আয়োডিনের অভাব দেখা দেয় তখন থাইরয়েড গ্লাণ্ড শরীরের অন্য কোথায়ও আয়োডিন আছে কিনা তা জানা ও সংগ্রহের

জন্য আকারে বড় হয় এটাই গলগণ্ড (*Goitone*)। ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক শিশুটিকে আয়োডিন সমৃদ্ধ খাবার সরবরাহ করা হল। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তার সাড়া প্রবনতা আগের অবস্থায় ফিরে এল।

শিক্ষক ও অভিভাবক শিশুদের অপুষ্টিজনিত পরিস্থিতির কারণে শিশুর পাঠে পিছিয়ে পড়ার ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করতে পারে।

১৯৫৩ সালে ১০১২৪ জন পাঠশালার শিশু একটি বিশেষ দিনে কে কি খেয়ে পাঠশালায় এসেছে এর উপর একটি সমীক্ষা নেয়া হয়। নিম্নে তথ্যাদি শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হল :

ভাত	মাছ	তরকারী	ডাল	দুধ	গোশত	গুর	আলু
৯৮.৭৫%	৬৯.৬%	৫০.৮৫%	২৭.২%	১৯.৪%	১৫.৭%	৭.৭%	৭.৩%
ফল	ডিম	চিনি	মিষ্টি	ঘি	মাখন	ছানা	
৬.৭%	৪.৩%	৪.৩%	২.৩%	১.৬%	০.৭%	০.৫%	

এতে দেখা যায় শতকরা ১.২৫ জন ছেলে মেয়ে না খেয়ে স্কুলে আসতে বাধ্য হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে তাদের ঘরে খাদ্যের অভাবে রান্নাই হয়নি।

গত ৭-৯-৮৩ তারিখে সানকী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ময়মনসিংহে, একটি পুষ্টি সমীক্ষা নেওয়া হয়। এতে ১ম শ্রেণীর ৩২ জন বালক বালিকা এবং ২য় শ্রেণীর ৪৪ জন বালক ও ৪৭ জন বালিকা অংশ গ্রহণ করে। শিশুদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে কে কি খেয়ে বিদ্যালয়ে এসেছে এ প্রশ্নের জবাবে জানা গেল, ১ম শ্রেণীর ৩২ জন শিশুর মধ্যে ১০ জন রুটি খেয়ে এসেছে; ১২ জন ভাত খেয়ে এসেছে, ২ জন তরকারী খেয়েছে, ১ জন চা বিস্কুট খেয়ে এসেছে। আর ৬ জন না খেয়েই স্কুলে এসেছে। না খেয়ে আসা ৬ জনের কাছ থেকে জানা গেল তাদের মা ভাত রান্না করছিলেন, রান্না শেষ না হতেই চলে এসেছে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ৪৪ জন বালকের মধ্যে ২১ জন ভাত, ১৫ জন রুটি ১০ জন মাছ, ৩ জন ডাল, ২ জন তরকারী; ১ জন গুড়, ৩ জন মাংস, ১ জন চা, ১ জন শেমাই, ১ জন তালের ২ জন ডালপুরী খেয়ে স্কুলে এসেছে এবং ৫ জন না খেয়ে স্কুলে এসেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ৪৭ জন বালিকার ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল এদের মধ্যে ৩৫ জন ভাত, ১৬ জন রুটি, ৯ জন মাংস, ৭ জন মাছ, ৫ জন ডাল, ৪ জন তরকারী, ৩ জন চা, ২ জন ডিম, ২ জন বিস্কুট, ২ জন মুড়ি, ১ জন দুধ, ১ জন চিনি, ১ জন কলা, ১ জন পোয়া পিঠা, ১ জন শেমাই ও ১২ জন না খেয়ে বিদ্যালয়ে এসেছে।

নিম্নে তথ্যটি শতকরা হারে প্রকাশ করা গেল :

ভাত	মাছ	ডাল	দুধ	ডিম	রুটি	তরকারী	গুড়
৫৫.২%	১৩.৯৫%	৫.৬%	১.০%	২.০%	৩৪.১%	৬.৫	১.০%
চিনি	মাংস	বিস্কুট	কলা	চা	পোয়াপিঠা	তালের পিঠা	
১.০%	৯.৭%	২.৪%	১.০%	৪%	২.০%	১.০%	
শেমাই	ডালপুরী	মুড়ি	না খেয়ে এসেছে।				
১.০%	২.০%	২.০%	১৮.৬%				

১৯৫০ সালে ও বর্তমান পুষ্টি সমীক্ষাকে পাশাপাশি তুলনা করলে দেখা যায় বিদ্যালয়ে না খেয়ে আসা শিশুদের সংখ্যা বর্তমানে একটু বেশী। তবে আগে যেখানে শতকরা ৯৮.৭৫ জন ভাত খেয়ে এবং ০০% রুটি খেয়ে বিদ্যালয়ে আসত বর্তমানে সেখানে ৫৫.২% ভাত ও ৩৪.১% রুটি খেয়ে আসছে। তাছাড়া কিছু কিছু নূতন খাবার নির্বাচনও লক্ষ্য করা গেল। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুনই হোক আর পুষ্টি সচেতনতার জন্যই হোক শিশুদের মধ্যে খাদ্যাভ্যাসের যে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে এটা অনেকটা আশার কথা। তা ছাড়া খাদ্যাভ্যাসের এ পরিবর্তন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনিষ্টিটিউটের ১৯৭৫—৭৬ সালের তুলনায় ৬১% ভাগ বেড়েছে।

খাদ্যের সাথে মেধার যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। বিখ্যাত দার্শনিক শিলে বলেন "যে দুধ দেখে নাই সে অজ্ঞান, যে খেয়েছে সে জ্ঞানী আর যে দুধ খেয়ে হৃষ্ট পুষ্ট হয়েছে সে হ'ল বিজ্ঞানী"।

বিদ্যালয়ের আইনকানুন ও শৃংখলা রক্ষা ঃ

কথায় বলে, 'আপনি চাষী উত্তম ক্ষেতি' অর্থাৎ যে কোন পরিচালনার ব্যাপারে পরিচালক নিজে কাজটি সম্পর্কে জানেন বোঝেন ও হাতে কলমে করতে সক্ষম জানলেই অন্যান্য কর্মীদের কাজ বুঝতে ও সাহায্য করে কাজের লক্ষ্যকে হাসিল করতে পারেন।

বিদ্যালয় পরিচালনায় আইন কানুন ও নিয়ম শৃংখলা বজায় রাখা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আইনকানুন ও নিয়ম শৃংখলা পালন করার প্রথম ও প্রধান উদাহরণ হবেন প্রধান শিক্ষক, দ্বিতীয়ত অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। তাঁরা যদি নিজেদের কাজে, কথায় ও আচরণে বিদ্যালয়ের নিয়ম কানুন শৃংখলার সংগে মেনে চলেন, তাদের অনুসরণে অন্যান্য কর্মী ও ছাত্রছাত্রীরাও নিয়ম শৃংখলা অবশ্যই মেনে চলবে। তাঁরা সমাজ জীবনে শিষ্টাচার ও নিয়মানুবর্তিতার মর্যাদা বুঝবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচি-কোমল শিশুরা স্বভাবতই অনুকরণ-প্রিয়। সুশিক্ষকদের সুন্দর গুণাবলী তারা অনুকরণ করে নিজেদের জীবন গড় তুলতে আগ্রহী হয়। শিক্ষকরা শিশুদের নিয়ম পালনে সাহায্য করবেন। যদি বা বিশেষ কোন ছাত্র বা ছাত্রীর কোন আচরণ কিছুটা অসুন্দর মনে হয়, সেই ছাত্র বা ছাত্রীকে 'এটি তোমার দোষ' বলে বা তাকে কঠিন শাস্তি না দিয়ে সহানুভূতির সংগে নানা মহৎ ব্যক্তির জীবনী, গল্প কাহিনী বলে তাদের মনে সদাচারের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ জাগাতে হবে।

বিদ্যালয়ের প্রভাতী অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক, কর্মীবৃন্দ ও সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানের প্রাথমিক কাজের পর প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে তাদের চরিত্র গঠনের উপযোগী দু' একটি কথা বা মহৎ লোকের জীবনের

ঘটনা বলবেন। শ্রেণী শিক্ষকরা তাদের শ্রেণীর ছাত্র বা ছাত্রীরা কোন ভালো কাজের পরিচয় পেলে প্রভাতী অনুষ্ঠানেই সেই ছাত্র বা ছাত্রীকে সকল-এর সামনে ডেকে এনে তার সুকাজের স্বীকৃতি দেবেন। এতে অন্য ছাত্রছাত্রীরা নিয়ম শৃংখলা মেনে চলতে উৎসাহ পাবে।

যে নিয়ম বা আইনকানুন পালন করা কঠিন, তেমন নিয়মকানুন কোন কারণেই চালু করা উচিত নয়।

বাড়ীর কাজ করে না আসলে বা শ্রেণীর পড়া শিখে না আসলে শিশুদের কাজ না করার ও পড়া না শিখে আসার কারণ জানতে হবে। ছাত্রছাত্রীর পড়া শেখায় ভুল বা ত্রুটি পেলেই তাদের গালমন্দ, ব্যাংগ-বিদ্রুপ বা শাস্তি দেবেন না। শাস্তি দেবেন, অথচ শাস্তির কারণ ছাত্ররা জানবেনা, এমন শিক্ষকতা যেন কেউ না করেন। শিক্ষকের সমতা থাকবে; তিনি নির্মম হবেন না। তিনি বিবেচক এবং শিশুর একান্ত আপন জন হবেন।

ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক শাস্তি দেওয়া ঠিক নয়। তাদের ভালো কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং অভিভাবককে শিক্ষার্থীর সুন্দর ও প্রশংসিত কাজের কথা অবহিত করে অভিভাবকের কাছ থেকেও শিক্ষার্থীকে স্বীকৃতি দেবার সুযোগ করে দিতে হবে। তেমনি ছাত্রের অন্যায় কাজের কারণ খোজার জন্য অভিভাবকের সাহায্য নিয়ে তাঁর সংগে সহযোগিতা করেই ছাত্রকে সংশোধন করার উপায় বের করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরীক্ষার নিয়ম শিক্ষার্থীরা যেন মেনে চলে, এ সম্পর্কে শ্রেণী শিক্ষকরা তাদের সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবেন। নকল করবে না এ কথা না বলে অন্যের খাতা দেখবার বা নকল করবার প্রবনতা যাতে তাদের মধ্যে গড়ে না ওঠে, সে সম্পর্কে অভিভাবকের সহযোগিতায় শিক্ষকেরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।

"শিক্ষার্থী"——————"শিক্ষক"——————"অভিভাবক"—————— এই তিনটি গোষ্ঠী যে একই লক্ষ্যে চলবার জন্যই সকলে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করছেন, এই বিশ্বাস সকলের মনে সর্বদা সজাগ থাকলেই নিয়ম শৃংখলা পালন সহজ হবে। অথচ এ জন্যই

চাই পারস্পরিক আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা, চাই সহজ ও মুক্ত মন।

শিশুদের বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষন সৃষ্টির জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো নেয়া যায়:

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাদের চাকুরিতে নিযুক্তির সময় তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা, শিক্ষকতা পেশার প্রতি আগ্রহ, তাদের শিক্ষাদানের বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞানের পরিমাপ, শিশুদের প্রতি মমতা ও সহানুভূতি এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের মন-মেজাজ যাচাই করে দেখা ভালো।

সময় তালিকা তৈরীর সময় শিক্ষকদের বিষয় জ্ঞান, শিক্ষাদানের দক্ষতা, মন-মেজাজ এবং প্রবনতা ও শিশুদের প্রতি তাঁদের আচার আচরণ ইত্যাদি বিচার বিবেচনায় রাখতে হবে। অর্থাৎ যে শিক্ষক প্রথম শ্রেণীর শিশুদের পাঠদানে উৎসাহী ও তৎপর তাঁকে সেই শ্রেণীর শিক্ষক নিয়োগ করলেই ভালো হতে পারে।

শিক্ষক শিক্ষিকাদের বাসস্থান ও চাকুরীর নিরাপত্তা বিধানের আশ্বাস দেয়া প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ে নানা কারণে প্রচুর ছুটি ভোগ করার সুযোগ থাকে। এ জন্য শিক্ষকরা অনিবার্য কারণ ছাড়া ছুটি নেবেন না। এমন কর্তব্যনিষ্ঠ মনোভাব, সমাজের স্বার্থেই তাঁদের মনে যেন জাগ্রত থাকে।

শিক্ষক শিক্ষিকাদের ওপর ন্যস্ত শ্রেণী শিক্ষাদান, সহপাঠক্রমিক শিক্ষা, নিয়ম শৃংখলা রক্ষা, পরীক্ষা নেয়া ইত্যাদির মাসিক মুল্যায়ন ও মুক্ত আলোচনা বৈঠক করা চাই।

অনুশীলনী

১। আপনি নিজে বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত হওয়াকে আপনার নৈতিক কর্তব্য বলে

স্বীকার করেন কি? কেন? অনিবার্য কারণে কোন দিন অনুপস্থিত থাকলে আপনার উপর ন্যস্ত কর্তব্য বিশেষ করে শ্রেণী শিক্ষাদানের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা কি ভাবে নেয়া যেতে পারে?

ছাত্র ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিত করণের উপায়ঃ

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তির সময় অভিভাবকের সংগে সাক্ষাৎ/আলাপ করে শিক্ষার্থী সম্পর্কে জানা ও বিদ্যালয় পরিবেশ জানানো।

শিক্ষার্থীদের গৃহ পরিবেশ এবং পারিবারিক সমস্যা সম্পর্কে যতদুর সম্ভব অবহিত হয়ে শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়া।

শিক্ষার্থীদের বাড়ীর কাজ ও অনুশীলনী এমন ভাবে দেয়া উচিত যাতে তারা সহজেই তা সম্পন্ন করতে পারে।

পাঠে অমনোযোগী, ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষক বিশেষ যত্ন নেবেন, যাতে জ্ঞানার্জন তাদের কাছে ভয়ের কারণ না হয়।

পড়া শিখে না আসার বা অনুশীলনী না করার প্রকৃত কারণ না জেনে শিক্ষার্থীকে কঠিন শাস্তি দেয়া অনুচিত।

শিক্ষকের পাঠদান যত আনন্দময় পরিবেশে এবং ছাত্রদের সহযোগিতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে উপস্থিত হবে শিক্ষার্থীদের পক্ষে পাঠগ্রহণ তত সহজ হবে। পাঠগ্রহণে মনোযোগ আসবে। প্রতিটি পাঠের পর শিক্ষক বন্ধুসুলভ সহানুভূতিপূর্ণ মুক্ত মন নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসার কোন কিছু আছে কিনা জানবেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাব দিবেন।

পাঠে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ব্যাংগ বিদ্রুপ বা কটু মন্তব্য করে তাদের মনে হীনমন্যতার সৃষ্টি করা শিক্ষকের পক্ষে সমীচীন নয়। হীনমন্যতা তার অনুপস্থিতির কারণ হবে ও ক্রমে শিক্ষার্থীর অন্য যে কোন সুপ্ত গুণেরও অপমৃত্যু ঘটতে পারে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির কারণ জানবার জন্য শ্রেণী-শিক্ষক অভি-ভাবকদের সংগে যোগাযোগ করবেন এবং প্রয়োজনবোধে উপস্থিত নিশ্চিত করণের উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পাঠে অনগ্রসর শিশুদের পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য শিক্ষকগণ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করতে পারেন। শিক্ষকরা দলীয় কাজে সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিক প্রাথমিক বিদ্যা-লয়ের পড়ুয়াদের এখন উপদেশ, নির্দেশ, শাসন ও সোহাগের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে তৎপর হবেন, যাতে প্রধান শিক্ষকসহ সকলেই একই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য মনে প্রাণে এই কথাটি উচ্চারণ করতে পারেন—"সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিধায় শিক্ষকরা সমাজের নানা স্তর থেকে আগত ছাত্রদের প্রত্যেককে শুধু শ্রেণীগত ভাবেই জানবেন, এমন নয়। শ্রেণী শিক্ষক তাঁর শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্রের গৃহ পরিবেশ, চাহিদা, প্রবনতা, দুর্বলতা, স্বাস্থ্য, পড়ার অগ্রগতি এবং সমস্যা সম্পর্কে জানবেন। যে কোন সমস্যা দেখা দিলে ছাত্র-ছাত্রীর কল্যাণের জন্য যেন শ্রেণী শিক্ষক ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকের সংগে যোগাযোগ করতে পারেন।

বিদ্যালয়ের সময়সূচী অনুসারে শিক্ষাদান ও অন্যান্য কাজ নিষ্পন্ন করা :

বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশ সুস্থ ও সুষ্ঠু রাখবার প্রয়োজনে এবং শৃংখলা বজায় রাখতে বিদ্যালয়ের সময়সূচী অনুসারে শিক্ষক অবশ্য শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হয়ে পাঠদান করবেন। সময়-সূচী অনুসারে শিক্ষাদানে ত্রুটি বা গাফিলতি থাকলে শিক্ষার সব আয়োজনই ব্যর্থ হবে। তা ছাড়া, শিক্ষকদের উপর ন্যস্ত শিক্ষা সম্পর্কীয় আনুষংগিক কাজ যাতে পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা মতে যথা সময়ে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে সকল শিক্ষক ও কর্মীরা সচেতন ও সক্রিয় হবেন। প্রধান শিক্ষক নিজে তাঁর শিক্ষাদান ও ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে একনিষ্ঠ এবং প্রত্যয়শীল হলে অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মীরাও নিজ কর্তব্য সম্পাদনে অবশ্যই মনোযোগী হবেন। প্রধান শিক্ষক, শিক্ষকবৃন্দ ও অন্যান্য শিক্ষক কর্মীরাও মাসিক বৈঠকে মিলিত হয়ে বিদ্যালয়ের

কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করলে প্রত্যেকেই আত্ম মূল্যায়নের অবকাশ পাবেন। আত্ম মূল্যায়নের মাধ্যমেই তাঁরা নিজেদের উপর ন্যস্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের মান ও মাত্রা উপলব্ধি করে পরবর্তী পর্যায়ে যথাযথ কর্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হবেন।

বিদ্যালয়ে পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে কাজ করা :

যে কোন বিদ্যালয়ের পরিবেশ এক নজর দেখলেই বলা যেতে পারে, বিদ্যালয় পরিচালনার মান কোন্ পর্যায়ে আছে। অর্থাৎ বিদ্যালয় পরিচালনার উপর স্বাস্থ্যকর; সুন্দর পরিবেশ রচিত হতে পারে। পরিবেশ বলতে আমরা শুধু বিদ্যালয়ের সুন্দর গৃহ, পুষ্প শোভিত বাগান, সবুজ খেলার মাঠ বা স্বচ্ছ দীঘিই বুঝি না। শিক্ষকদের শ্রেণী শৃংখলা বিধান, শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণের পরিবেশ, সময়সূচী মোতাবেক কার্য সম্পাদন, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ, স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জলের ব্যবস্থা, পাঠাগারে পঠন ও খেলাধূলার নিয়মিত শৃংখলা ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তাও বুঝায়। এ জন্য বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার নিমিত্ত শিক্ষক, অন্যান্য কর্মী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমনভাবে কাজ ভাগ করে দিতে হবে যাতে শিক্ষকরা তাঁদের দায়িত্ব পালনে স্বেচ্ছায় ব্রতী হন। শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজ করে শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং অন্যান্য কর্মীরাও স্ব স্ব কর্তব্য পালন করে সামাজিক এই প্রতিষ্ঠানটিকে সমাজের একটি উজ্জ্বল, সুন্দর আদর্শ রূপ চিহ্নিত করে গৌরব বোধ করতে পারেন।

বিদ্যালয়ের সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলী :

পাঠে অনগ্রসর শিশুকে বেশী করে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীতে অংশ গ্রহনের সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তি চরিত্রের সার্বিক বিকাশ। শিক্ষার্থীর আচার আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধনাই শিক্ষার ফল। এ জনাই পাঠ্যসূচীতে লিপিবদ্ধ শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সংগে সংগে শিক্ষার্থীকে কর্মমুখী, বাস্তব জীবনে প্রয়োগশীল শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সহপাঠক্রমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর যেমন সাহিত্য, শিক্ষা ,সংগীত প্রভৃতি

সংস্কার চর্চায় মনের প্রসার ঘটবে ও ভবিষ্যত জীবনে মন চর্চা তার নেশাও হতে পারে। তেমনি প্রাত্যহিক জীবনের ছোট খাটো কাজ হাতে কলমে করে অভিজ্ঞতা লাভ করবে, যাতে স্বনির্ভর হবার শিক্ষা সে পায়। তা ছাড়া, বিদ্যালয়ে বাগান করা, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও পুকুর পরিষ্কার রাখা। বিজ্ঞানের যাদুঘর তৈরী করতে স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ করা, নিজেদের রচনা দিয়ে কোন পত্রিকা তৈরী করা, বৃক্ষরোপন ইত্যাদিও সহপাঠ্যক্রমিক কাজের অংশ। বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নানা রকম সমাজ সেবামূলক কাজ যেমন নিরক্ষরকে শিক্ষাদান, দুঃস্থের সেবা করা, পাড়ার বন জঙ্গল সাফ করা, বিশেষ দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা, সামাজিক উৎসবের আয়োজন করা, তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিদের সংগে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্বদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া ইত্যাদি।

শিক্ষাদানে অনুরাগ সৃষ্টি, খেলার মাধ্যমে, উপকরণ ব্যবহারে, দলভিত্তিক কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও কর্মতৎপর পদ্ধতিতে শিশুর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সর্বাধিক ব্যবহার করে পাঠে অনগ্রসর শিশুর পাঠ তথা বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা সম্ভব।

অনুশীলনী :

১। আপনার প্রতিষ্ঠানের সহ-পাঠক্রমিক কাজের বর্ণনা দিন।

২। কিভাবে আপনি পাঠে অনগ্রসর শিশুকে পাঠ তথা বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেন?

— | —

তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পুস্তকটির পর্যালোচনা

রোকেয়া বেগম
সহকারী বিশেষজ্ঞ

পুস্তক পর্যালোচনা :

১। প্রচ্ছদ

২। আকার, মুদ্রণ ও কাগজের ব্যবহার

৩। সূচীপত্র

৪। ক) বিষয়বস্তু : জাতীয় কারিকুলাম ভিত্তিক

খ) পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, বাস্তব জীবন ভিত্তিক ও জাতি গঠনে সহায়ক

৫। শিশু মনোবিজ্ঞানের নীতি ভিত্তিক

৬। চিত্র ও মানচিত্র সংযোজন

৭। ভাষার ব্যবহার

৮। অনুশীলনী

৯। সহজলভ্য শিক্ষোপকরণ

১০। পুস্তকের নামকরণ

১১। পুস্তকের মূল্য

তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পুস্তকটি পর্যালোচনাকালে উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী কতটুকু সাধন ও কিরূপে সাধন করা হয়েছে তদপ্রতি যথাসাধ্য লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

১। প্রচ্ছদ

তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পুস্তকটি পৌরনীতি, ভূগোল, ইতিহাস মূলতঃ এ তিনটি বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে রচিত। পুস্তকটির প্রচ্ছদটি মোটা কাগজে রংগীন ছবি থাকায়

শিশুদের পুস্তকটির প্রতি মন সহজেই আকৃষ্ট হয়েছে। তবে পুস্তকটির প্রচ্ছদটিতে উপরের প্রথম ছবিতে একটি ট্রাফিক পুলিশ ও জনগণ পথে চলছে এরূপ ছবি সংযোজন করা দরকার। তৃতীয় ছবিটিতে পাহাড়ী এলাকার আদিম মানুষ পশু শিকার করছে—এ ছবিটি সংযোজন করা হলে শিশুদের প্রথম ছবিটিতে—পৌরনীতি, দ্বিতীয়টিতে—ভূগোল ও তৃতীয়টিতে—ইতিহাস এ তিনটি বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে ছবিটি সংযোজিত করা যায়।

২। আকার, মুদ্রণ ও কাগজের ব্যবহার

কারিকুলাম কমিটির রিপোর্ট অনুসরণে তৃতীয় শ্রেণীর পুস্তকটির আকার ৮½″ × ৬½″। পুস্তকটির আয়তন শ্রেণী উপযোগী হয়েছে। পুস্তক আকারে বড় বলে শিশুরা স্বভাবতই বড় আকারের পুস্তকের জন্য গর্ব অনুভব করে থাকে। কারিকুলাম কমিটির রিপোর্ট অনুসরণে পুস্তকটি ৫১ পৃষ্ঠার হয়েছে।

পুস্তকটির ছাপা হরফগুলো একটু বড় হওয়ায় শিশুদের পক্ষে পাঠ করা সহজ হয়েছে। কেননা তৃতীয় শ্রেণীর শিশুদের পক্ষে ছোট হরফ পাঠ করা একটু কঠিন। অনুশীলনীর ছাপা হরফগুলো একটু ছোট। তবে কারিকুলাম কমিটির রিপোর্টে ১৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে পুস্তকের পাঠ্য অংশ ও অনুশীলনী অংশ একই হরফ (১২ পয়েন্ট পাইকা) হওয়া দরকার ছিল।

পুস্তকটি যে কাগজে ছাপানো হয়েছে তা প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য উপযোগী নয়। কেননা প্রাথমিক স্তরের শিশুরা বড়দের ন্যায় ততটা যত্ন সহকারে পুস্তক ব্যবহার করতে পারে না। নিউজপ্রিন্ট কাগজে পুস্তকটি ছাপানো হওয়ার দরুণ কয়েক মাস পুস্তকটি শিশুরা পাঠ করার পর পুস্তকের পাতা ছিড়ে যায় ফলে পুস্তকটি নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে শিশুদের জন্য পুস্তকটি কর্ণফুলি সাদা কাগজে ছাপানো প্রয়োজন।

সূচীপত্র

তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পুস্তকটিতে ৩টি বিষয়বস্তুর সমন্বয় রয়েছে।

যথাক্রমে পৌরনীতি, ভূগোল ও ইতিহাস। সূচীপত্রে ৮টি অধ্যায় আছে এর মাঝে প্রথম হতে চতুর্থ অধ্যায় পৌরনীতি, পঞ্চম হতে সপ্তম অধ্যায় ভূগোল ও অষ্টম অধ্যায় ইতিহাসের বিষয়বস্তু। তবে পৌরনীতি, ভূগোল ও ইতিহাসের বিষয়বস্তু পৃথক পৃথক হওয়ায় শিশুদের পক্ষে পৌরনীতি, ভূগোল ও ইতিহাসের অংশ নির্ধারণ করা সহজ হয়েছে।

৪। ক) *বিষয়বস্তু জাতীয় কারিকুলাম ভিত্তিক :*

পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের যে সমস্ত নীতি রয়েছে সে সমস্ত নীতিগুলোর উপর ভিত্তি করেই পুস্তকটি রচিত হয়েছে। পুস্তকটি জাতীয় কারিকুলাম কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী (১) সামাজিক পরিবেশ (ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিবেশী, সমাজ), (২) শিক্ষার্থীর নিজ পরিবেশ, (৩) অঞ্চল ও আঞ্চলিক পরিবেশ, (৪) পরিবেশ ভেদে মানুষের জীবন ধারা ও কার্যাবলী, (৫) মানব পরিবেশ (বর্তমান ও অতীত) ও উল্লেখিত বিষয়াদি নিয়েই পুস্তকটি রচিত হয়েছে।

কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী পুস্তকটির প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রয়োজন মত ছবি ও চিত্র থাকতে হবে। পুস্তকটিতে অবশ্য প্রয়োজন অনুসারে প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ের ছবি ও চিত্র দেয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায় শেষে কিছু নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন হাঁ/না, সত্য/মিথ্যা, শুদ্ধ/অশুদ্ধ উত্তর অনুশীলনীতে থাকার উল্লেখ আছে। পুস্তকটির অনুশীলনীতে হাঁ/না সত্য/মিথ্যা উত্তরের প্রশ্ন দেয়া দরকার। তবে পুস্তকটিতে শূন্যস্থান পূরণ, অল্প কথায় উত্তর, সঠিক শব্দ বসাও, সঠিক উত্তর বাছাই অনুশীলনী দেয়া হয়েছে।

৪। খ) *পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বাস্তব জীবনভিত্তিক ও জাতি গঠণের সহায়ক :*

পুস্তকটির বিষয়বস্তু বাস্তব জীবনভিত্তিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ অনুযায়ী লিখিত হয়েছে, যেমন—(১) পরিবার, পারিবারিক পরিবেশ, (২) গৃহের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পাঠ্যাংশের শেষাংশে বাড়ীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ফুলের বাগান করা ও বড়দের সংগে ছোট-দের বাগানের কাজে বাড়ীতে সাহায্য করার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

তৃতীয় অধ্যায় : বিদ্যালয় পরিবেশ পাঠে শিশুদের বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর মেনে চলা ও শিক্ষকের আদেশ, উপদেশ, নির্দেশানুযায়ী কাজ করা ও প্রতিদিনের পাঠ শিখে আসা এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আসা দরকার—এটা সংক্ষিপ্তকারে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে শিশুদের বাগান করার কথা উল্লেখ আছে। ফলে শিশুরা বাস্তবে নিজ গৃহেও বাগান করতে অভ্যস্ত হবে।

চতুর্থ অধ্যায় : সামাজিক পরিবেশ পাঠটিতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষের কাজ ও কাজের গুরুত্ব উল্লেখ হওয়ায় বাস্তব জীবনে প্রতিটি পেশাজীবি লোকের গুরুত্ব রয়েছে তদসম্পর্কে শিশুরা ধারণা লাভ করছে এবং এক পেশার লোক অপর পেশাজীবির উপর নির্ভরশীলতা বুঝার ফলে সমাজের প্রতিটি পেশার লোককে শ্রদ্ধা করতে ও বাস্তব জীবনে কি কাজে লাগছে এ সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছে। ১৫ পৃষ্ঠায় শিশুদের সমাজের প্রতি কর্তব্যের কথা যেমন-নিজের শরীর ভাল রাখা, ঠিকমত লেখাপড়া করা, ছুটির দিনে নিজ এলাকার রাস্তা-ঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, রাস্তায় কোন কিছু পড়ে থাকলে তা উঠিয়ে ফেলা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করায় শিশুদের মাঝে দায়িত্ব বোধ ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত এবং বাস্তব জীবনে চলার পথে এ কাজ শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়ক হবে।

পঞ্চম অধ্যায় : অঞ্চল ও আঞ্চলিক পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, পাড়া, মহল্লা, গ্রাম ও ইউনিয়নের জনগণের পরিবেশ, পেশা, কর্ম, খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ী, যাতায়াত, হাটবাজার, ধর্মীয় উপসানালয়, খেলাধুলা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচিত হওয়ার দরুন শিশুরা নিজ পরিবেশ সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভে সক্ষম হচ্ছে। শুধু তাই নয় বাস্তব জীবনে কোনটির কি গুরুত্ব এবং কোনটি আমাদের জাতি গঠনে সহায়ক তদ প্রতিও শিশুদের পরিস্কার ধারণা লাভ হচ্ছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা পাঠে জল, স্থল, ও আকাশ-তিনটি পথ সম্পর্কে আলোচনা ও ছবি দেয়া হয়েছে। তবে জল পথ আলোচনার স্থানে জল পথের যানবাহনের ছবি, স্থল পথ আলোচনার স্থলে স্থল পথের যানবাহনের ছবি ও আকাশ পথ আলোচনার স্থলে আকাশ পথে চলাচল করে এমন যানবাহনের ছবি থাকা দরকার। বাংলাদেশের প্রতিটি

নাগরিকের এ সমস্ত যানবাহন সম্পদ রক্ষা করা উচিত। কেন না এ সমস্ত যানবাহন আমাদের জাতীয় সম্পদ। হরতাল বা গণ্ডগোল করে উহা নষ্ট করা হলে জাতীয় ক্ষতি হয়। এ ধরনের বক্তব্য পাঠে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। যোগাযোগ ব্যবস্থায় ২৯ পৃষ্ঠায় টেলিফোনের ছবির নীচে টেলিফোন লিখে দেয়া দরকার ছিল, কেন না একই পৃষ্ঠায় যোগাযোগ ব্যবস্থার অপর দু'টি ছবির নীচে নাম লিখে দেয়া হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়: পরিবেশ ভেদে মানুষের জীবনধারা ও কার্যাবলী—এ অধ্যায়ে সমভূমি, নদী, বনভূমি ও পাহাড়ীয়া এলাকার মানুষের জীবনধারা, পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচিত হওয়ায় শিশুরা বাস্তব জীবনে বাংলাদেশের ৪টি প্রধান এলাকার পরিবেশ ও মানুষের বাস্তব জীবনযাত্রা প্রণালী ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভে সক্ষম হবে। ফলে পরবর্তী পর্যায়ে শিশুদের বাস্তব জীবনযাত্রায় এটি খুবই সহায়ক হবে।

অষ্টম অধ্যায়: বিভিন্ন যুগের মানুষ অধ্যায়টি ইতিহাসের বিষয়বস্তু। প্রাচীন যুগ, আগুনের আবিষ্কার ও ব্যবহার, পশু-পাখী পালন, কৃষি উৎপাদন, গাছ-পালা রোপন, উর্বর সমতলভূমি ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন, নূতন নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও ব্যবহার, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার সম্পর্কে আলোচিত হওয়ায় আদিম যুগ থেকে কিরূপে বর্তমান সভ্যতা ধীরে ধীরে আসল সে সম্পর্কে ধারণা লাভ হবে। এ অধ্যায়টিতে বাংলাদেশের জন্মবৃত্তান্ত অতি সংক্ষিপ্তভাবে সংযোজন প্রয়োজন।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে পুস্তকটি আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, চারিত্রিক মূল্যবোধ, সমাজ, দেশ ও জাতীয় কৃষ্টির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। তবে পুস্তকটিতে পৌরনীতি ও ভূগোলের তুলনায় ইতিহাসের অংশ তুলনামূলকভাবে কম।

৫। শিশু মনোবিজ্ঞানের নীতি ভিত্তিক:

পুস্তকটি শিশু মনোবিজ্ঞানের নীতি ভিত্তিক হয়েছে। শিশুরা নিজ পরিবারের, বাবা, মা, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজনদের কাছে লালিত পালিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে পাড়া প্রতিবেশী,

সমাজ, গ্রাম, ইউনিয়নের সংগে ধীরে ধীরে পরিচিত হয়। পুস্তকটিতে জানা থেকে ধীরে ধীরে অজানার পথে, নিকট থেকে দূরের সংগে শিশুদের পরিচয় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

শিশুদের মনোযোগ আকৃষ্ট করনের জন্য পাঠ্য পুস্তকটির প্রচ্ছদ উজ্জ্বল রংগীন ছবি দেখা এবং বিভিন্ন পাঠের সংগে সম্পর্কযুক্ত ছবি ও আছে। ফলে শিশুদের পাঠ্য পুস্তকটির প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে ও পাঠসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে ধারণা লাভে সহায়ক হয়েছে। তবে শিশুদের মনোযোগ আরো বেশী আকৃষ্ট হত যদি পুস্তকের ছবিগুলো রঙ্গীন হত।

পাঠের বিষয় বস্তুর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য অনুশীলনীতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ও ছোট ছোট স্বল্প কথায় প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। ঐ বয়সের শিশুদের কর্মই ধর্ম- এ নীতি অনুসারে শিশুদের হাতে কলমে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে কাজের জন্য প্রতিটি অধ্যায় শেষে কোন কাজ রাখা হয় নাই। কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী শিশুদের শ্রেণীকক্ষে হাতে কলমে কাজ করার জন্য অনুশীলনী রাখা প্রয়োজন।

৬। চিত্র/মানচিত্র সংযোজন.

পুস্তকটির ৮টি অধ্যায়ের মাঝে ৭টি অধ্যায়েই পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি দেয়া হয়েছে। ফলে শিশুদের পুস্তকের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। পুস্তকের ছবিগুলো আরো স্পষ্ট ও পরিস্কার হওয়া দরকার প্রথম অধ্যায়ে পরিবার ও পারিবারিক পরিবেশ—পাঠটিতে পাঠ সংশ্লিষ্ট কোন ছবি নেই। পাঠটিতে একক পরিবার—বাবা, মা, ভাই-বোন, যৌথ পরিবার—বাবা, মা, ভাই-বোন ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন—এরূপ দু'টি পৃথক পৃথক ছবি সংযোজন করা দরকার। কেননা পাঠটিতে ছবি দু'টি সংযোজনে শিশুদের নিকট একক পরিবার ও যৌথ পরিবার সম্পর্কে ধারণা পারিস্কার হবে। অষ্টম অধ্যায়ে ৪৮ পৃষ্ঠায় নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আবিস্কার ও ব্যবহার পাঠে কলের লাঙ্গল বা ট্রাক্টর, জলসেচ, ধানমাড়াই ও স্প্রে করার মেশিনের ছবি সংযোজন করা দরকার। বাস্তবে অনেক শিশু এ সমস্ত যন্ত্র বাস্তবে দেখে নাই ফলে

শিশুদের এ সমস্ত যন্ত্রগুলো সম্পর্কে কোন প্রকার পরিস্কার ধারণা প্রদান করা কঠিন। সে জন্য এ অধ্যায়ে পাঠ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের ছবিগুলো সংযোজন করা দরকার। ফলে শিশুদের যন্ত্রগুলো সম্পর্কে কিছুটা পরিস্কার ধারণা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় ২৮ পৃষ্ঠায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোহর, ঈশ্বরদী, কক্সবাজার ইত্যাদি স্থান ম্যাপে দেখানোর জন্য পুস্তকটিতে এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের একটি যাতায়াত ব্যবস্থার মানচিত্র সংযোজন প্রয়োজন। তাহ'লে শিশুরা বিভিন্ন জেলাগুলো কোথায় কোনটি সে সম্পর্কে ধারণা লাভে সক্ষম হবে।

৭। ভাষার ব্যবহার

কারিকুলাম কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী পুস্তকটি চলতি ভাষায় রচিত হবে। পুস্তকটি অবশ্য চলতি ভাষায়ই রচিত হয়েছে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকমণ্ডলীদের চলতি ভাষায় পাঠদান করা উচিত। বিদ্যালয়ে শিশুদের শ্রেণীকক্ষে নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষা বলার অভ্যাস ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করতে হবে। পুস্তকটিতে নতুন ও পুরাতন উভয় প্রকার বানান করা হয়েছে যেমন—নতুন বানান—বাড়ী, কলসী, তৈরী ইত্যাদি। পুরাতন—বানান—পশু, সংগে, বনে-জংগলে ইত্যাদি। যে কোন এক ধরণের বানান সম্পূর্ণ পুস্তকটিতে ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

৮। অনুশীলনী

পুস্তকটিতে প্রথম হতে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত প্রতিটি অনুশীলনীতে একই ধরনের প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাঝে সঠিক উত্তর বাছাই, শূন্যস্থান পূরণ ও অল্প কথায় উত্তর দাও ছাড়াও যেমন সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ, শুদ্ধ উত্তরের নীচে দাগ ও ভুল উত্তর কেটে প্রশ্ন আকারে ও প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত রচনা লেখার কাজে প্রশ্ন করার ফলে শিশুদের ভাষা বিকাশে সহায়ক হবে।

কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিশুদের শ্রেণীতে কর্মতৎপর রাখার জন্য প্রতি অধ্যায় শেষে হাতে কলমের কাজের জন্য কিছু অনুশীলনী থাকা দরকার। যেমন প্রথম অধ্যায়ে শিশুদের

মাটি দিয়ে থালা-বাটি, পিঠা, পুতুল ইত্যাদি বানাতে এবং অংকন করতে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন ফলের, পশু-পাখি ও ঘর-বাড়ীর ছবি অংকন করতে দেয়া যায়। মাটি দিয়ে বিভিন্ন ফল বানাতেও দেয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে—মাটি দিয়ে থালা, বাটি, হাড়ি-পাতিল, দা, বটি ইত্যাদি বানাতে দেয়া যায় এবং এগুলোর ছবিও অংকন করতে বলা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়ে—গ্রামের দৃশ্য, বিভিন্ন পোষাকের ছবি অংকন করতে দেয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে—কলাগাছের খোলস দিয়ে জাহাজ, কাগজ দিয়ে নৌকা বানাতে ও পানিতে ভাসাতে দেয়া, বিভিন্ন যানবাহনের ছবি অংকন ও ছবি সংগ্রহ করতে দেয়া যায়।

সপ্তম অধ্যায়ে—সমভূমি, নদী, পাহাড়ি ও বনভূমি এলাকার ছবি অংকন করতে দেয়া যায়।

অষ্টম অধ্যায়ে—আদিম মানুষের তৈরী পাথরের হাতিয়ার, মাটি দিয়ে শিশুদের বানাতে দেয়া যায়। ছবিগুলো অংকন করতেও দেয়া যায়। কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে প্রতিটি অধ্যায়ে হাতে কলমে কাজের অনুশীলন সংযোজন করা হলে শিশুরা পাঠের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হবে এবং শ্রেণী কর্মতৎপর থাকবে। কেন না শিশুরা এ বয়সে হাতে কলমে কাজ করতে খুবই আগ্রহী। শিশুরা সমাজ পাঠের সংগে সমন্বিত পাঠে অংকন ও হাতের কাজ সম্পর্কেও বাস্তব ধারণা লাভ করবে।

৯। সহজলভ্য শিক্ষা উপকরণ :

প্রথম অধ্যায়ে একক ও যৌথ পরিবারের চার্ট। দ্বিতীয় অধ্যায়—পাঠ সংশ্লিষ্ট বাস্তব বস্তু, ছবি, মডেল ও বাস্তব ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ। চতুর্থ অধ্যায়-মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডার ছবি, মডেল, পরিবেশ অনুযায়ী বাস্তব ক্ষেত্র পর্যবেক্ষক। পঞ্চম অধ্যায়—গ্রামের একটি দৃশ্যের ছবি, পরিবেশ অনুযায়ী বাস্তবে পর্যবেক্ষণ। ষষ্ঠ অধ্যায়—স্থল পথ, জল পথ ও আকাশ পথে চালিত বিভিন্ন যানবাহনের ছবি, মডেল, বাস্তব পর্যবেক্ষণ। সপ্তম অধ্যায়—সমভূমি, নদী, পাহাড়ীয়া ও বনভূমি এলাকার ছবি/পরিবেশ অনুযায়ী বাস্তব ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ। অষ্টম অধ্যায়—

আদিম মানুষের ছবি/পশু শিকারের ছবি/হাতিয়ারের ছবি বা মডেল। পাঠদানকালে উপরোক্ত পাঠ সংশ্লিষ্ট সহজলভ্য শিক্ষোপকরণ শ্রেণীতে ব্যবহার করা যায়।

১০। পুস্তকের নামকরণ

তৃতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পুস্তকটির নামকরণ যথাযথই হয়েছে। কেননা আমাদের সমাজের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের, ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ও পৌরনীতির বিষয়বস্তু নিয়ে পুস্তকটি রচিত হয়েছে।

অনুশীলনী

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ পুস্তক দু'টি পর্যালোচনা করুন।
—(প্রতি পাঁচ জনে একটি পুস্তক পর্যালোচনা করুন)

অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান

এ. কে আবদুল মান্নান
বিশেষজ্ঞ

মানুষ মাত্রেই অনুকরণ প্রিয়। শিশু তার চারিপাশে এবং পরিবেশে বসবাসকারী বাবা-মা থেকে আরম্ভ করে সকলের কার্যকানুন, কথোপকথন, চলন-ফিরণ, অনুকরণ করে এবং অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। মা, বাপ, ভাই-বোন স্নেহে তাঁরা যে ভাবে কথা বলেন এবং অঙ্গভঙ্গী করেন অভিনয়ের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে নিবিড় আনন্দ পায়। শিশুর এই প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বা অন্যান্য অনেক বিষয় শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করে তোলা যায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে অভিনয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অভিনয়ে শিশু পায় আনন্দ, বৃদ্ধি পায় কর্মস্পৃহা এবং বিদ্যালয় বা শিক্ষার প্রতি বৃদ্ধি পায় আকর্ষণ। অভিনয় শিশুর সহজাত প্রকৃতি। আমাদের গ্রামে-গঞ্জে, পথের দ্বারে এবং গৃহ কোনে শিশুদের অভিনয় দৃশ্য নিত্য, নৈমিত্তিক ব্যাপার। শিশুরা বড়দের জীবনের বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলে অভিনয়ের মাধ্যমে। বর-কনে, মা-বাপ এবং শিক্ষক-ছাত্র সেজে তারা বিভিন্ন অংগ ভংগী, কথোপকথন ও অভিনয়ের মাধ্যমে বাবা, ভাই-বোন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভাষা, বাচন ভঙ্গী ও জীবনের বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলে খেলাচ্ছলে। শিক্ষাক্ষেত্রে তা অনুসরণ করে আমরা শিশুর ভাষাকে সমৃদ্ধ ও জ্ঞানকে প্রসারিত করতে পারি। অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষা হল জীবন্ত ও কর্মতৎপর শিক্ষা। মনীষী রুশোর মতে "যে বিষয়ে শিশুরা নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখতে পারে না, তেমন বিষয়ই তারা শিখবে না।" অভিনয় আনে জীবন ভিত্তিক অভিজ্ঞতা, শিক্ষাকে করে প্রাণবন্ত। অভিনয় দূর করে শিক্ষাঙ্গণের একঘেয়েমি। ফলে শিশুর শিক্ষাকর্মে আসে বৈচিত্র এবং শিক্ষা হয় সহজ ও সরল। শিশুর মধ্যে থাকে অফুরন্ত আগ্রহ ও আনন্দ স্পৃহা। কাজেই অভিনয়ে তা পরিতৃপ্ত করে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদানপদ্ধতি ওতত্ত্বাবধান।

শিশুদের দেহ এবং মন প্রাচুর্যে ভরপুর। এ সব তারা প্রকাশ করতে চায় এবং কাজে পরিণত করতে চায়। যে কোন কাজ করার সময় এবং অভিনয়ের সময় তারা কত আগ্রহের সাথে, কত মনোযোগের সাথে কাজ করে তা দেখলে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। কোন বিষয় অভিনয়ে তাদেরকে লাগান হলে দেখা যাবে তারা কি পরিশ্রম করে—পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরী, সেট তৈরী, স্টেজ বাঁধা, দর্শকদের জন্য বসার আসন সাজান এবং কিছু ছবি একে, কাগজ কেটে, গাছের পাতার গেট সাজায়ে তারা কত অফুরন্ত আনন্দ উপভোগ করে। তাতে দেখা যায় তাদের শক্তির প্রকাশ ও প্রয়োগ। সংলাপ করে তারা কি পরিমাণ মানসিক শক্তি প্রকাশ করে, আত্ম প্রত্যয় অনুভব করে এবং অংগ ভংগীর দ্বারা অভিনয়ের বস্তু ও বিষয়কে কতটুকুন প্রাণবন্ত করে তোলে।

অভিনয়ের দ্বারা পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) কে কিভাবে প্রকাশ করা যায় ?

আমরা জানি অভিনয় একটি কলা। পক্ষান্তরে পরিবেশ পরিচিতির বিষয়াদি হলো বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। অতএব অভিনয়ের দ্বারা এর অন্তর্গত বিষয়বস্তু যখন আমরা রূপ দান করব তখন দেখতে হবে অভিনয়ের দ্বারা বাস্তবতা কতটুকুন ব্যাহত হচ্ছে না হচ্ছে। অবশ্য সেখানে কল্পনা শক্তিরও ব্যবহার থাকবে। অভিনয়ের জন্য রূপায়িত বিভিন্ন অংশে কাল্পনিক অনেক কিছু থাকতে পারে। তবে বাস্তবকে বাদ দিয়ে হওয়া উচিত হবে না। বাস্তবের সাথে অবশ্যই তার সংগতি থাকতে হবে। বাস্তবকেই বর্দ্ধিত এবং সম্প্রসারিত করতে হবে। যেমন—সমাজের কোন ব্যক্তির বা ইতিহাসের কোন ব্যক্তির জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে অথবা পেশায় নিয়োজিত কোন লোকের কাজ ও পেশা সম্পর্কে কোন কাল্পনিক সংলাপ রচনা করতে হলে তাদের কাজ ও জীবনকে কেন্দ্র করেই তা করতে হবে।

সংলাপ রচনা :

শ্রেণীতেই সংলাপ রচনা করা ভাল। সমস্ত শিক্ষার্থী তাতে অংশ নেবে। শিক্ষক ভুলত্রুটি সংশোধন করে দেবেন। দুইজন ছাত্র-ছাত্রী তা লিখে নেবে।

অতএব যারা অভিনয় করবে তাদেরকে বাছাই করতে হবে। এক এক চরিত্রের জন্য অনেকে প্রতিযোগিতা করবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই বিচারক দল থাকবে। তাঁরা কোন চরিত্রে কে অভিনয় করবে তা নির্ধারণ করবে। চরিত্র বাছাই শেষ হলে শ্রেণীকক্ষেই মহড়া হবে। যে সব শিক্ষার্থী অভিনয়ে অংশ নেবার জন্য নির্বাচিত হতে পারেনি তাদেরকে কাজ ভাগ করে দিতে হবে। একদল স্টেজের মালমশল্লা সংগ্রহ করবে, অন্যদল স্টেজ সাজাবে, আরেক দল বসার ব্যবস্থা করবে, অন্য দল দাওয়াত দেবে, আর এক দল অভিনয়ের বিচার করতে পারে এবং কি করলে আরও সুন্দর অভিনয় হয় তা বিবেচনা করতে পারে।

গুণাবলী অর্জন :

অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনেতার দ্বারা যার চরিত্র অভিনয় করান হয় অভিনেতা তার গুণাবলী অর্জন করতে প্রয়াসী হয়। এমনকি অন্যেরা তার মধ্য দিয়ে প্রকৃত চরিত্রের গুণ দেখতে পায়। শরৎচন্দ্রের কথায় 'যিনি রামের চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি একটি ছেলেকে দড়ি ধরতে বলায় ছেলেটির বুক গর্বে ফুলে উঠে। শিশুরা যখন অভিনয় দেখে তখন রঙ্গ মঞ্চের অভিনেতা তাদের কাছে আসল এবং আদর্শ ব্যক্তি বলে মনে হয়। তারা অভিনেতার ভাষায় কথা বলে এবং নিজেরা অভিনয় অনুকরণ করে। যে সব শিশু অভিনয় কালীন ভাষা ও আলাপ শোনে তারা অভিনয়ের প্রকাশিত নীতি এবং জীবনাদর্শ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করে। এমনকি অভিনয়কারীর বাচন ভঙ্গীর উপর গুরুত্ব দেয়, সহজে শেখে এবং পররর্তীকালে পরস্পর সে ধরণের ভাব বিনিময় করে। তার দ্বারা তাদের ভাষাজ্ঞান সমৃদ্ধ হয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির গুণাবলী ও আদর্শ অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়।

আমরা এখন দেখব ভাষা শিক্ষার সহায়ক হিসেবে অভিনয়কে প্রয়োগ করতে হলে কি করা উচিত :

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

ক : বিবেচ্য বিষয় :

১। সঠিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ।

২। শিক্ষার্থীদের বয়স, পরিবেশ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও আগ্রহ বিবেচনা।

৩। তাদের বয়সবৃদ্ধি অনুযায়ী সহজ বোধ্য বিষয় নির্বাচন।

৪। শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগ গত প্রয়োজন বিবেচনা।

৫। নির্দিষ্ট বিষয়ে অভিনয় করার সামর্থ্য।

৬। অভিনয়ে তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা (নিয়মিত বা অনিয়মিত) এবং দলগত কাজের প্রবণতা।

৭। সঠিক স্থান বা কক্ষ নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করা।

৮। অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়ক সামগ্রী যেমন রেকর্ড ক্যাসেট ইত্যাদির ব্যবস্থা।

৯। অভিজ্ঞতা থেকে শিশুর শেখার সামর্থ্য ও আগ্রহ।

১০। শিশুদের পারস্পরিক সম্পর্ক।

১১। শিক্ষকের পরিকল্পনা, কৌশল ও দক্ষতা।

১২। শিক্ষক/শিক্ষার্থী সম্পর্ক।

খ : করণীয় বিষয় :

১। বিষয়কে ভিত্তি করে সংলাপ রচনা।

২। সংলাপের মহড়া অনুষ্ঠান।

৩। স্টেজের স্থান নির্ধারণ ও স্টেজ বাধাই। শ্রেণীকক্ষে হলে ও কিছু সংগঠন প্রয়োজন হতে পারে।

৪। পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী বা সংগ্রহ।

বিষয় বস্তু কেমন হবে :

শিশুর অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডল থেকে নির্বাচিত বিষয়, তার পরিবেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন পেশায় লিপ্ত ব্যক্তিদের কাজ সম্বন্ধীয় কথোপকথন ও জ্ঞান অভিনয়ের বিষয়বস্তু হওয়া হাওয়া উচিত। বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্গত কিছু কিছু পাঠের নাট্যরূপ দেয়া যেতে পারে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

শিক্ষক এ ব্যাপারে একটু তৎপর হলেই আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা যায়। বিষয়-বস্তু সহজ সরল হওয়া উচিত। জটিল কোন ধারণাকে শিশুদের দ্বারা অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করান সহজ হবে না।

শিশু শিখবে :

কথোপকথন ও ভূমিকাভিনয়ের জন্য আনুষ্ঠানিকতার বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। সোজা ও সরল ভাবে যেখানে যেমন পরিস্থিতি তেমন অবস্থার মধ্যেও আমরা তা করতে পারি। আসল কথা হল শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, শিক্ষকের পাঠ-পরিকল্পনাও পরিবেশ সৃষ্টির দক্ষতা। সঠিকভাবে পরিচালিত হলে যে কোন বিষয় শেখার সহায়ক হিসেবে আমরা কথোপকথন ও অভিনয়কে প্রয়োগ করতে পারি। শিশু অনুকরণ প্রিয়, তাই নাটক এবং অভিনয় তার প্রিয়। এ সব থেকে শিশুরা শিখবে :

১। নূতন শব্দ চয়ন ও তার ব্যবহার।

২। উচ্চারণ ভঙ্গী ও কায়দা।

৩। পরিস্থিতি অনুযায়ী বাক্য প্রয়োগ।

৪। কথার পৃষ্ঠে কথা গুছিয়ে বলার পদ্ধতি।

৫। বাচন ভঙ্গীমা ও অঙ্গ ভঙ্গীর সমন্বয়।

৬। মনের ভাবের বহিপ্রকাশ কৌশল।

৭। নিজের ভাষার ভুলত্রুটি জানা ও শোধরানো।

৮। পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি।

৯। কর্তব্য জ্ঞান ও পরস্পর ভাবের আদান প্রদান পদ্ধতি।

১০। পরিবেশে বসবাসকারী লোকের পেশা ও কর্মভিত্তিক জীবন।

১১। কোন কাজ সম্পাদন পদ্ধতি আয়ত্ব করণ কৌশল।

১২। সমাজের বা ইতিহাসের কোন জীবন সম্বন্ধে অভিনয় হলে তার জীবননাদর্শ ও গুণাবলী অর্জন।

১৩ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজ করা এবং পরিস্থিতির মোকাবেলা করার কৌশল।

১৪। উপস্থিত বুদ্ধি বৃদ্ধি।

১৫। মানব জীবনের বাধা বিপত্তি জানা।

১৬। জীবনের বাস্তবতার সন্ধান লাভ করা ও ভবিষ্যত জীবনের জন্য প্রস্তুতি।

১৭। বর্তমান ও অতীত ঘটনার বাস্তব প্রতিফলনের মাধ্যমে নূতন অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারার সংগঠন।

১৮। জানার আগ্রহ বৃদ্ধি, মানবতার প্রতি সহানুভূতি ও অনুভূতিশীল করা।

১৯। অনুভূতির রূপায়ন এবং সমস্যার সাথে পরিচিতি।

২০। সৃজনশীলতা ও আগ্রহ সৃষ্টি।

২১। দলীয় কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি।

২২। সহপাঠি, শিক্ষক এবং জন সাধারণের সাথে সংযোগ বৃদ্ধি।

২৩। শিশুদের আত্ম সচেতনতা বৃদ্ধি।

২৪। শিশুর আচরণ, জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টি ভঙ্গী পরিমাপের জন্য শিক্ষকদেরকে সুযোগ দান।

২৫। জটিল সমস্যাকে তুলে ধরা।

কেমন নাটক অভিনয় করবে :

১। শিশুদের স্বাধীন চিন্তার দ্বারা তৈরী নাটক।

২। শিক্ষকের নির্দেশিত নাটক।

৩। বয়স্কদের দ্বারা তৈরী সামাজিক নাটক।

৪। পাপেট্রি ব্যবহার করে অভিনয়ের জন্য তৈরী নাটক।

৫। মূক অভিনয়।

কখন অভিনয় হবে:

১। কোন পর্যায়ের শেষে এবং বৎসরান্তে বার্ষিক নাটক।

২। কোন পাঠ চলাকালীন নাটক।

৩। কোন নূতন বিষয় পাঠদানের সময় বিষয়টির প্রতি শিশুদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান ।

কোথায় করবে :

শ্রেণীকক্ষে/বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

কোন কোন বিষয়ে :

পুস্তকের যে কোন পাঠের বিষয়, টেলিফোনে উত্তর দান, বিদ্যালয়ের সমিতির অধিবেশন, অগ্নি নির্বাপকের কাজ, দর্জি, কামার, জেলে ইত্যাদির কাজ, আদর্শ চাষাবাদ, বাংলাদেশে নতুন আগন্তুকের ধারণা, একুশে, জাতীয়তা, স্বাধীনতা ইত্যাদি দিবস সম্পর্কে, ঈদ উৎসব, আরব বা অন্য দেশে ভ্রমণ করলে কি কি অবস্থার সম্মুখীন হবে তা বিবৃত করে, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি।

একটি আত্ম-সমীক্ষা

আমি শিক্ষক হিসেবে কতটুকু সাফল্য লাভ করেছি ?

ম. সুবেদ আলী
বিশেষজ্ঞ

(প্রশ্নের ডান পাশের সংখ্যাকে বৃত্ত দ্বারা চিহ্নিত করুন)

১। আপনি কি প্রফুল্ল মনে কাজ করেন ?	১০	০	৫
২। আপনার স্বাস্থ্য কত ভাল ?	১০	০	৫
৩। ছাত্র-শিক্ষক পরিবেশে আপনি কি শিক্ষার্থীকে অতি আপন হিসেবে গ্রহণ করে পরস্পরের মধ্যে ভাল সম্পর্ক, বিশ্বাস ও সম্মান বৃদ্ধির পথ সুগম করতে সচেষ্ট থাকেন ?	১০	০	৫
৪। শিক্ষার্থীদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতে কতটুকু আগ্রহী ও সফল ?	১০	০	৫
৫। শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাদান ব্রতকে আপনি কি সত্যিকারভাবে পছন্দ করেন ?	১০	০	৫
৬। কোন কারণে উত্তেজিত হওয়ার পরও কি আপনি শান্ত ও কর্তব্যনিষ্ঠ থাকতে পারেন ?	১০	০	৫
৭। আপনার সহকর্মী, সমালোচক, ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তার সহিত সম্পর্ক কত ভাল ?	১০	০	৫
৮। শিক্ষাদান ব্যাপারে আপনি কি স্থানীয় পরিবেশ ও অধিকাংশ জনসাধারণের জীবন আলেখ্য বিবেচনা করেন ?	১০	০	৫
৯। আপনার নৈতিক চরিত্র কি নিজের পেশাগত দিক দিয়ে যথেষ্ট উন্নত ?	১০	০	৫
১০। আপনি কি স্থানীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবগুলো অনুষ্ঠানে সানন্দে অংশ গ্রহণ করে থাকেন ?			

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

১১। আপনি কি শিশু মনোবিজ্ঞান, মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পুস্তক পাঠ করেন এবং নিজের উপার্জনের আংশিক অর্থ বই পুস্তক ক্রয়ে খরচ করেন ? ১০ ০ ৫

১২। আপনি কি শ্রেণীতে পাঠদান সময়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ, আগ্রহ বৃদ্ধির সাথে শৃঙ্খলা বজায় রেখে কর্মতৎপরতা কার্যক্রম চালুর পক্ষপাতী ? ১০ ০ ৫

১৩। শিক্ষার্থীদের মাতা-পিতা ও পার্শ্ববর্তী জনসাধারণকে আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহ, মনোযোগ, সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমে কতটুকু আগ্রহী ও সফলতা অর্জন করেছেন ? ১০ ০ ৫

১৪। শ্রেণী পাঠদানকালে আপনার শিক্ষার্থীরা কতটুকু আনন্দ উপভোগ করে ? ১০ ০ ৫

১৫। আপনি শিক্ষার্থীদের বয়স, সামর্থ্য ও অনুরাগের প্রতি লক্ষ্য রেখে শ্রেণীতে পাঠদান কাজে কতটুকু অভ্যস্ত ? ১০ ০ ৫

পুনশ্চ :—ডান পাশের প্রাপ্ত নম্বর ৭৫ হলে মনে করবেন শিক্ষক হিসেবে মোটামুটি সফলকাম। তার চেয়ে কম হলে চিন্তা করতে হবে কিভাবে আরও সফলতা অর্জন করা যায়।

পাঠদান ব্যাপারে শিক্ষকের সামগ্রিক কার্যাবলী সম্পর্কে যে কোন খালি এক জায়গায় টিক (✓) চিহ্ন দিন।

	১০	৫	১	মন্তব্য
(ক) পাঠদান ব্যাখ্যা করবার কলাকৌশল				
(খ) চিত্তাকর্ষক করার জন্য শিক্ষকের গলার স্বরের উঠা নামা				
(গ) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের ঘুরাফেরা				

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

	১০	৫	১	মন্তব্য
(ঘ) শিশুর প্রতি ব্যক্তিগত সহযোগিতা				
(ঙ) শিশুর প্রতি দলগত সহযোগিতা				
(চ) শিক্ষকের সাথে শিশুর যোগাযোগ				
(ছ) পাঠ্য বিষয় ব্যাপারে শিশুর সাথে শিশুর যোগাযোগ।				
(জ) শিশুর জন্য ব্যবহারিক কাজের ব্যবস্থাপনা				
(ঝ) ব্যবহারিক কাজে শিশুর আগ্রহ				
(ঞ) ব্যবহারিক কাজে শিশুর নৈপুণ্য				
(ট) কর্মতৎপর পদ্ধতি প্রয়োগ				
(ঠ) পাঠদান সংক্রান্ত সামগ্রিক কলাকৌশল				

বিষয়— শ্রেণী—

তারিখ—

মতামত দানকারীর নাম——————————

দস্তখত—

প্রতিষ্ঠানের নাম——————————

(মোট নম্বর ৫০ হলে মনে করতে পারেন শিক্ষক হিসেবে সার্থক। তার চেয়ে কম নম্বর থাকলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে পাঠদান পদ্ধতির মান বৃদ্ধি করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষাদান

ম. সুবেদ আলী
বিশেষজ্ঞ

ভূমিকা :

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীদের বয়স ৬+বৎসর পর্যন্ত। এ স্তরের প্রারম্ভিক শিক্ষা শিশুর জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। এ বয়সের শিশুরা স্বভাবতই কৌতূহল প্রিয়, অনুসন্ধিৎসু, কল্পনা প্রবন ও সৃজনশীল। তারা চাঞ্চল্যে ভরপুর বলেই সতত কর্মতৎপর স্বাভাবিক। কৌতূহলের বশেই তারা তাদের পরিবেশকে জানতে চায়। পরিবেশে যা কিছু তাদের কাছে নতুন বলে মনে হয়, তারই একটা ব্যাখ্যা পেতে চায়। প্রথম শ্রেণী পেরিয়ে যে শিশু দ্বিতীয় শ্রেণীতে পদার্পন করলো তার বয়সের গড় অনুপাতে ৭+বৎসর শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় বা বিভাগ সম্পর্কে এ বয়সের শিশুরা সাধারণতঃ বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত নয় বলে বিষয় দু'টিকে সমন্বিতভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এটাকে পরিবেশ পরিচিতি হিসেবে নাম করণ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে পরিবেশের বিভিন্ন জিনিসের সাথে শিশুর পরিচিতি ঘটেছে এবং সে সম্পর্কে সে ভাসা ভাসা জ্ঞান লাভ করেছে। পরিবেশের জীব ও জড় পদার্থের আকার ও আকৃতি সম্পর্কে শিশুর যে ধারনা জন্মেছে সেটাকে সে রূপ দিতে চায় অংকন ও মডেল তৈরীর মাধ্যমে। এ ভাবেই তার সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

শিশু তার সামাজিক পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন পেশার লোকদের কাজ ও কাজের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে তাঁদের ও তাঁদের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারে। শিশুও হাতে কলমে কাজ করার অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে তার কর্মতৎপরতার সার্থক প্রতিফলন ঘটাতে পারে।

শিশুর জানার আকাংখা, কৌতূহল এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার আগ্রহকে সুষ্ঠু

ও সঠিক পথে পরিচালিত করা শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রধান লক্ষ্য। এ অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলকে ভিত্তি করে তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে বাড়ানোর জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চালানো দরকার। সঠিক ভাবে শিশুর পর্যবেক্ষন করা, পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা, পর্যবেক্ষণ লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গঠনের অভ্যাস ও তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভংগী গড়ে তোলা এ স্তরের শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ।

শিশুর কৌতূহল, স্বতঃস্ফূর্ততা, সৃজনী প্রতিভা ও কর্মতৎপরতার উপযুক্ত লালন ও ফলপ্রসূ বিকাশের জন্য শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষা পদ্ধতিকে অবশ্যই আকর্ষনীয়, অর্থবহ ও গতিশীল করা প্রয়োজন। শিক্ষা-উপকরণ ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের যৌথ উদ্যোগে এটা সম্ভবপর হতে পারে।

উদ্দেশ্য :

আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হয়ে শিক্ষককে কর্মতৎপরতার মাধ্যমে শিক্ষাদানে উদ্বুদ্ধ করা এবং শিক্ষাদানের কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত করা। দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের শিক্ষককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তিনি শিক্ষার্থীদেরকে কি শিক্ষা দিতে যাচ্ছেন? কেন দিচ্ছেন? এবং কিভাবে সেটা শিক্ষা দিবেন? প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় পাঠ্যসূচীর ১৩টি অধ্যায়ের ৬৭টি পাঠ। কেন প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় :—

১। পরিবেশের নূতন জিনিস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানলাভে সাহায্য করার জন্য।

২। পরিবেশকে জানার প্রতি শিশুদের উৎসাহিত করার জন্য।

৩। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভংগী গঠনে সাহায্য করার জন্য।

এখন শিক্ষক কিভাবে শিক্ষা দিবেন? তা হোল উপকরণের সাহায্যে/শিশুর সহযোগিতায় প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে ও হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে/ভ্রমণ বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। শিক্ষক মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সহজ থেকে কঠিনের দিকে ও জানা থেকে অজানার দিকে অগ্রসর হবেন।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের পাঠ্যসূচীতে ১৬টি অধ্যায়ে মোট ৬৭ (সাতষট্টি) পাঠ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যথা : ২য় শ্রেণীর পাঠ্য সূচী :

(ক) পারিবারিক পরিবেশ ।

(খ) পারিবারিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব ।

(গ) বাসগৃহ, আসবাবপত্র ।

(ঘ) হাট বাজার, মাল পরিবহন ও যাতায়াত ।

(ঙ) বিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা

(চ) স্থানীয় পরিবেশ ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট পর্যালোচনা

(ছ) বাতাস ও পানি ।

(জ) জীব ও জড় পদার্থ ।

(ঝ) পারিবাকি খাদ্য ।

(ঞ) জীবনের নিরাপত্তার ধারণা ।

(ট) স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ।

(ঠ) নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস ।

(ড) সামাজিকতা, সৌজন্য ও শৃঙ্খলাবোধ ।

ঢ) স্থানীয় সংস্কৃতি ।

(ণ) জাতীয় অনুষ্ঠান ।

(ত) স্থানীয় ইতিহাস ।

শিক্ষক অধ্যায়কে সমগ্র পাঠে ও অধ্যায়ের অন্তর্গত বিষয়কে বিশেষ পাঠ হিসাবে ভাগ করে নেবেন। প্রয়োজনে সমগ্র পাঠের অন্তর্গত একাধিক বিষয়কে একটি পাঠ বা বিশেষ একটি বিষয়কে একাধিক পাঠ হিসেবে ভাগ করতে পারেন। নমুনা স্বরূপ একটি পাঠ অনুশীলনী পাঠদানের জন্য প্রদত্ত হ'ল ।

পাঠটীকা

শ্রেণী—দ্বিতীয়

বিষয় : নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস।

বাংলাদেশে শিক্ষাদান প্রণালী পুস্তক কেন্দ্রিক রয়েছে। অথচ দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিষয়ে কোন বই পুস্তক নেই। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয় বস্তু পাঠদানের জন্য কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে শিশুরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করতে পারে এবং ব্যক্তিগত জীবনে এর প্রতিফলন ঘটাতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য শিশুরা যেন তাদের নিজ নিজ অংশ প্রত্যংগ পরিষ্কার রাখে।

উদ্দেশ্য :

১। প্রতিদিন নিয়মিত দাঁত মাজার অভ্যাস গঠন করা।
২। হাত পায়ের নখ ছোট ও পরিষ্কার রাখা।
৩। চুল খাটো ও পরিষ্কার রাখা।
৪। যেখানে সেখানে থুথু না ফেলা।
৫। খাওয়ার পূর্বে ও পরে ভাল করে হাত মুখ ধৌত করা।

উপকরণ :

স্বাস্থ্য চার্ট, নখ কাটার যন্ত্র, চিরুণী, দাঁতের মাজন, ডাষ্টবিন ইত্যাদি।

পদ্ধতি :

যে কোন ফেলে দেয়া পত্রিকার কাগজ, সাদা কাগজ অথবা সম্ভব হলে মোটা কাগজে নিম্নলিখিত চার্টখানা নিজ হাতে লিখে শ্রেণীকক্ষে টানিয়ে রাখতে হবে। শ্রেণী পাঠদান

আরম্ভ করার পূর্বে অথবা অন্ততঃ পক্ষে পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান বিষয়ে শ্রেণী পাঠদানের পূর্বে চার্টখানা একজন শিশু সরবে পাঠ করে শুনাবে। পাঠ করার সময় শ্রেণী শিক্ষক প্রত্যেক শিশুর নখ, দাঁত, চুল প্রভৃতি প্রদর্শন করতে বলবেন। যাদের দাঁত, নখ চুলের অবস্থা উন্নত মানের থাকবে তাদেরকে প্রশংসা করবেন এবং অপরকেও ভাল অভ্যাস গঠনের পরামর্শ দিবেন।

"স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ গঠণে সহায়ক চার্ট"

১। আমি আজ সকালে দাঁত মেজেছি কি ?

২। আমার হাত পায়ের নখ ছোট ও পরিস্কার আছে কি ?

৩। আমার মাথার চুল আঁচড়ানো আছে কি ?

৪। আমার পোষাক যথেষ্ট পরিমাণ পরিচ্ছন্ন আছে কি ?

৫। শ্রেণীকক্ষের মধ্যে কাগজের টুকরা ও অন্যান্য পড়ে থাকা নোংরা জিনিস গুছিয়ে নির্ধারিত স্থানে রাখার জন্য ডাষ্টবিন ব্যবহার করি কি ?

৬। ব্ল্যাক বোর্ড ব্যবহারের পর আমরা কি উহা পরিস্কার করে রাখি ?

৭। বিদ্যালয়ের গৃহ, বারান্দা, আংগিনা মাঝে মাঝে পরিস্কার রাখার জন্য ঝাড়ু দেয়া এবং ছোট গর্ত ভর্তি করা প্রভৃতি কাজ করি কি ?

৮। আমি শ্রেণীকক্ষের মধ্যে যেখানে সেখানে থুথু ফেলে থাকি কি ?

এখানে উল্লেখ করা হয়ত উচিত হবে যে, উপরে লিখিত চার্টখানা ময়মনসিংহ শহরের কাঁচিঝুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উপর গবেষণা পরিচালনা করে অতি চমৎকার সুফল পাওয়া গেছে। শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এটাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এটা বাংলাদেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌছে দেয়ার কথা চিন্তা ভাবনা করছেন। আমাদের বিশ্বাস এ চার্টখানা ঠিকভাবে প্রয়োগ করলে সুফল অবশ্যি পাওয়া যাবে।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদেরকে ৪টি বা ৫টি দলে বিভক্ত করে শিশুদের মধ্যে থেকে দলপতি নির্বাচন করবেন ও দলপতির সহায়তায় প্রত্যেক দলের শিশুদের দাঁত পরিস্কার করা, নখ কাটা,

চুল আঁচড়ানো, হাত-মুখ ধৌত করন ও যেখানে সেখানে থুথু না ফেলে ডাষ্টবিনে ফেলার অভ্যাস গঠণ করাবেন। দাঁত পরিস্কারের ক্ষেত্রে নিমটুথ পাউডার অথবা দাতন ব্যবহার করা যেতে পারে, নখ কাটার জন্য নখ কাটার যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে, চুল আঁচড়ানোর জন্য চিরুনী, শ্রেণীকক্ষে পড়ে থাকা কাগজ, বাদামের খোসা ও থুথু ডাষ্টবিনে ফেলার অভ্যাস গঠণ করতে হবে। ডাষ্টবিন হিসেবে যে কোন ধরণের বড় ঠোঙ্গা বা বিস্কুটের বাক্স ব্যবহার করা যেতে পারে।

সার্বিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব শ্রেণীর শিশুদের উপর অর্পন করা যায়। শিশু-দেরকে ৪টি দলে ভাগ করে ১ম দলকে মাসের ১ম সপ্তাহ, ২য় দলকে ২য় সপ্তাহ, ৩য় দলকে তৃতীয় সপ্তাহ এবং ৪র্থ দলকে ৪র্থ সপ্তাহের জন্য নির্বাচন করা যায় এবং শ্রেণীর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার যে দল ১ম হবে তাদেরকে বছরের শেষে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা যায়। এভাবে একটি প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে অনায়াসে শিশুদের এ সমস্ত স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ গঠন করা সম্ভব। শিক্ষক ইচ্ছা করলে পরবর্তী ক্লাসে একদিন শুধু দাঁত মাজার অভাস গঠন অন্য দিন নখ কাটা, এভাবে এক এক দিন এক একটা অভ্যাস গঠন করতে পারেন।

মূল্যায়ন :

শিক্ষক যথাযথভাবে দলের কাজ দেখে মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষক ১ম অধ্যায়ের পারিবারিক পরিবেশকে তিনটি বিশেষ পাঠ হিসাবে ভাগ করতে পারেন। যেমন: ১। নিজ বাড়ির অবস্থান বা ঠিকানা, ২। পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্যদের পেশা ও অর্থ উপার্জনের উৎস এবং ৩। নিকট প্রতিবেশীর পরিবার সম্পর্কে সাধারণ ধারণা। উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর পাঠদানের সময় শিক্ষক অবশ্যই উপকরণ ব্যবহার করবেন। তিনি উপরোক্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত চার্ট বা মডেল ব্যবহার করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে শিশুদেরকে বাস্তব জিনিসের সাথে পরিচয় ঘটানোর জন্য বস্তুটির নিকট শিশুদেরকে নিয়ে যেতে পারেন। এমনি ভাবে পরবর্তী অধ্যায়গুলোর বিভিন্ন বিষয়ের উপর পাঠদানের সময় ও যথাসম্ভব কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করবেন।

শিক্ষার্থীদের জন্য :

১। ২য় শ্রেণীর শিশুদের বয়স কত ?

২। কর্মতৎপরতা শিক্ষা বলতে আপনি কি বুঝেন ?

৩। ২য় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি শিক্ষককে কি কি বিষয়ে মনে রাখা প্রয়োজন ?

৪। স্বাস্থ্য চার্টের মাধ্যমে শিশুদের আর কি কি বিষয় শিক্ষা দেয়া যেতে পারে ?

৫। দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি পাঠ্যসূচীর এক একটি অংশ অবলম্বনে প্রয়োজনীয় উপকরণসহ প্রত্যেকে একটি করে পাঠ টীকা রচনা করুন।

কর্মতৎপর পদ্ধতিতে পাঠদান

রোকেয়া বেগম
সহকারী বিশেষজ্ঞ

শ্রেণী—দ্বিতীয়

সময়—৮০ মিনিট।

বিষয় : পরিবেশ পরিচিতি

সাধারণ পাঠ : পোষাক পরিচ্ছদ

বিশেষ পাঠ : গ্রীষ্ম ও শীতকালীন পোষাক।

পাঠের লক্ষ্য :
১। শিশুর গ্রীষ্ম ও শীতকালীন পোষাক।
২। ছেলেদের গ্রীষ্ম ও শীতকালীন পোষাক।
৩। মেয়েদের গ্রীষ্ম ও শীতকালীন পোষাক।
৪। পোষাকের উপকারিতা।
৫। পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি।
৬। সমন্বিত পাঠে মাতৃভাষার শব্দ-ভাণ্ডার বৃদ্ধি।
৭। ছবি অংকনে উৎসাহিত করণ।

উপকরণ : গ্রীষ্ম ও শীতকালীন বিভিন্ন ধরণের পোশাক/ছবি, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক দের পোষাক।

প্রস্তুতি : শিশুদের মাঝে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গঠনের জন্য সমগ্র শ্রেণীকে কয়েকটি দলে ভাগ করব ও শিশুদের দিয়ে দলের নাম রাখব।

প্রশ্ন :	সম্ভাব্য উত্তর :
১। গোসল করে তোমরা কি পর ?	১। জামা কাপড়
২। ঈদের দিনে তোমরা সুন্দর সুন্দর কি পর ?	২। জামা কাপড়
৩। শীতের দিনে তোমরা কি কাপড় পরে থাক ?	৩। গরম কাপড়

৪। গ্রীষ্ম ও শীতকালে তোমরা যে পোষাক পরে থাক তাকে আমরা কি বলতে পারি ? — গ্রীষ্ম ও শীতকালীন পোষাক।

পাঠ ঘোষণা : গ্রীষ্ম ও শীতকালীন পোষাক।

উপস্থাপন : উপকরণের সাহায্যে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠ উপস্থাপন করবেন।

১। *শিশুর পোষাক :*

১। গরমের সময় শিশুকে কি কি পোষাক পরান হয় ?

২। ছোট শিশুর জামার পিছন দিকটি কেমন ?

৩। পিছন দিক সম্পূর্ণ কাটা কেন ?

৪। শীতের দিনে শিশুকে কি কি গরম কাপড় পরান হয় ?

৫। শিশুকে কাপড় না পরালে কি হবে ?

৬। শিশুদের কোন পোষাকটির কি নাম ?

২। *ছেলেদের গ্রীষ্ম ও শীতকালীন পোষাক :*

১। তোমরা কি কি কাপড় পরে এসেছ ?

২। প্যান্ট ও শার্ট প্রধানতঃ কয় প্রকার ?

৩। পোষাকগুলোর কোনটির কি নাম বল।

৪। গরমের সময় ছেলেরা কি কি কাপড় পরে থাকে ?

৫। ছেলেদের শীতকালীন পোষাকগুলোর নাম কি কি ?

৬। কোন পোষাকটি কোন কালের এবং কোনটির নাম কি বল।

৩। মেয়েদের গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন পোষাক :

১। মেয়েদের কয়েকটি জামার নাম বল।
২। ম্যাক্সী ও মিডি জামা দুটি কিরূপ ?
৩। তোমার আম্মা কি কি পোষাক পরেন ?
৪। শীতের দিনে মেয়েরা কি কি গরম কাপড় পরে থাকে ?
৫। কোন পোষাকের কি নাম ? কোন পোষাকটি কোন কালে পরা যায় বল।
৬। কোন কোন মাসে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশী শীত ?

৪ : পোষাকের প্রয়োজন :

১। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরলে আমাদের কিরূপ দেখায় ?
২। শীতের সময় কেন গরম কাপড় পরতে হয় ?
৩। গরমের দিনে কেন গরম পোষাক পরা যায় না ?
৪। সূর্যের তাপ ও ঠাণ্ডা থেকে আমাদের শরীরকে কি রক্ষা করে থাকে ?

প্রয়োগ :

১। শিশুদের কয়েকটি পোষাকের নাম বল।
২। শিশুদের শীতকালীন পোষাকের নাম কি কি ?
৩। শিশুদের কোন পোষাকটি কোন কালের বল।
৪। ছেলেদের সার্ট ও প্যান্ট প্রধানতঃ কয় প্রকারের ?
৫। ঈদের দিনে ছেলেরা কি কি পোষাক পরে নামাজ পড়তে যায় ?
৬। ছেলে ও মেয়েদের শীতকালীন পোষাকের নাম বল।
৭। শীতের দিনে কেন গরম কাপড় পরতে হয় ?
৮। গরমের সময় শীতকালীন পোষাক পরা যায় না কেন ?
৯। আমরা কেন পোষাক পরি ?

বাস্তব পোষাক বা ছবি দেখে বল :

মুল্যায়ন :

কোন কোন পোষাক গুলো শিশুর/ছেলেদের/মেয়েদের ?

ছবি অংকন :

যে কোন একটি জামা, সার্ট, গেঞ্জি, শাড়ীর ছবি অংকন কর।

— । —

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)

গুরু মায়ের জন্য একটি নির্দেশিকা

এ. কে. আব্দুল মান্নান
বিশেষজ্ঞ

সাধারণ পাঠ : অঞ্চল ও আঞ্চলিক পরিবেশ।

বিশেষ পাঠ : পাড়া/মহল্লা

উদ্দেশ্য : পাড়া/মহল্লা সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি

: পাড়ার/মহল্লার সদস্যদের সাথে সম্পর্ক ও ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞানদান।

: অঞ্চল সম্বন্ধে ধারণা।

উপকরণ : : বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী পাড়া/মহল্লার নক্শা

: একটি পাড়া/মহল্লার ছবি (সম্ভব হলে)

: কাগজ সুই-সুতা/আলপিন, পাটখড়ি, সুতলী, হাড়িপাতিলের ভাংগা টুকরা, ছন, পাতা, পুরানো কাপড়ের টুকরা, ছোট মাটির পাত্র।

উপস্থাপন :

ক : শিক্ষকের কাজ : শিক্ষা উপকরণ সমূহ জোগার করবেন। দরকার মত ছেলে মেয়েদের সাহায্য নিবেন।

শ্রেণী সাজাবেন।

কিছু প্রশ্ন করে পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করবেন।

যেমন (ক) ছোটদের লেখা পড়ার জন্য কোথায় স্কুল মাদ্রাসা তৈরী করা হয়?

(খ) গ্রামের কোন দিকে তোমার বাড়ী?

(গ) তাকে তোমরা কি বল? উত্তর পাড়া/শহরের মহল্লা। শিক্ষক পাঠ ঘোষণা করে পড়ার নক্শা দেখবেন, কোন ছবি থাকলে দেখাবেন। পাড়া

মহল্লা সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা করবেন। অঞ্চল ও আঞ্চলিক পরিবেশ সম্বন্ধে বলবেন।

ছাত্রের কাজ : আলোচনায় অংশ নেবে/প্রশ্নের উত্তর নিজ নিজ খাতায় লিখবে। নিজ নিজ গ্রাম/শহরের পাড়া/মহল্লার বাড়ী/লোকের নামের তালিকা তৈরী করবে। শিক্ষক সাহায্য করবেন। পাড়ায় কয়টি বাড়ী তার সংখ্যা লিখবে।

পাড়া/মহল্লার অভিনয় : শিক্ষক পাঠকে আনন্দদায়ক করবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে বিভিন্ন পাড়া/মহল্লার নাম অনুযায়ী নাম করণ করবেন। যেমন চৌধুরী পাড়া, দরজী পাড়া, কুমার পাড়া, তাতী পাড়া, জেলে পাড়া, উকিল পাড়া ইত্যাদি। ছাত্র-ছাত্রীরা কাগজে নিজ নিজ পাড়ার নাম লিখবে। পাটখরিতে বেঁধে তাদের দলের নাম নির্দ্দেশ করবে। পেশা অনুযায়ী সম্ভব মত কাপড়ের টুকরা বা কাপড়, ছোট মাটির পাত্র ইত্যাদি রাখবে। পাড়ায় পড়ায় যাওয়া আসা করবে। জিনিষ পত্র আদান প্রদান করবে/মাটি বা সহজলভ্য বস্তুর জিনিষ কাঠ, শক্ত কাগজ বা চাড়ার তৈরী টাকা পয়সা দিয়ে জিনিষ পত্র আদান প্রধান করবে। আত্মীয়ের বাড়ী যাবে।

বাড়ীর কাজ : মহল্লা/পাড়ার উন্নতির জন্য কি কি করবে তা লিখে আনবে। যেমন পুকুর পরিস্কার, ঝোঁপঝাড় কাটা, ক্লাব করা ইত্যাদি।

অথবা : পাড়া/মহল্লার প্রত্যেক বাড়ীর মালিকের নাম লিখবে। সবচেয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তির নাম লিখবে।

— | —

নমুনা পাঠদান

৫ম—শ্রেণী

আঃ খাঃ আবদুল মান্নান
বিশেষজ্ঞ
ও
অনন্ত কুমার মণ্ডল
উপদেষ্টা
রায়পুরা পি, টি, আই, ঢাকা।

বিষয় : পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)।

সাধারণ পাঠ : বাংলাদেশ ও বিশ্বসমাজ।

বিশেষ পাঠ : জাতিসংঘের বিভিন্ন অংগ প্রতিষ্ঠান।

তারিখ : ....

উপকরণ : মানচিত্র, সময়রেখা, চার্ট, দল নির্দেশক কার্ড ইত্যাদি।

প্রস্তুতি : ক) কয়েকটি প্রশ্ন করে পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করব : সম্ভাব্য সাড়া।

১। তোমরা কোন্ দেশে বাস কর ? — — — বাংলাদেশে।

২। কখন তার জন্ম হয় এবং কিভাবে ? — — — ১৯৭১ সনে, যুদ্ধের মাধ্যমে।

৩। যুদ্ধ ভাল না শান্তি ভাল ? — — — — — — শান্তি ভাল।

৪। পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার জন্য যে প্রতিষ্ঠান আছে তার নাম কি ? — — — — — — — — — জাতিসংঘ।

খ) পাঠ ঘোষণা করে শিক্ষার্থীদেরকে পাঁচটি দলে বিভক্ত করব :

১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ২। যুক্তরাজ্য, ৩। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ৪। চীন এবং ৫। ফ্রান্স।

উপস্থাপন : প্রথম স্তর : মানচিত্র চার্ট ও সময়রেখার সাহায্যে মহাযুদ্ধ, জাতিসংঘের গঠন

এবং তার অংগ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করব। অতপরঃ নীরব পাঠের জন্য কিছু সময় দেব এবং দলভিত্তিক মূল্যায়ন করব।

ক) মৌখিক : ১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কখন হয়? — — — — ১৯১৪—১৯১৮।

২। শান্তি বজায় রাখার জন্য কি প্রতিষ্ঠিত হয়?— —লীগ অব ন্যাশনস্।

৩। কত সনে লীগ অব ন্যাশনস্ প্রতিষ্ঠিত হয়?—১৯২০ সালে।

৪। লীগ অব ন্যাশনস্ লোপ পায় কেন?—নানা কারণে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তাই লোপ পায়।

৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কখন আরম্ভ হয়?—১৯৩৯ সালে।

৬। উহা কখন শেষ হয়?—১৯৪৫ সালে।

৭। উহা কে আরম্ভ করে? হিটলার।

৮। ঐ যুদ্ধের সময় কোন্ শক্তিশালী বোমা ব্যবহার করা হয়?—এটম বোমা

৯। কোন্ কোন্ শহরের উপর এটম বোমা ফেলা হয়?-হিরোশিমা ও নাগাসা

১০। যুদ্ধ যাতে আর না হয় তার জন্য কি প্রতিষ্ঠিত হয়?—জাতিসংঘ।

খ) লিখিত : জাতিসংঘের অংগ প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম লিখ।

দ্বিতীয় স্তর : সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে নীরব পাঠের জন্য সময় দেব এবং প্রশ্নের সাহায্যে দলভিত্তিক মূল্যায়ন করব।

ক) মৌখিক : ১। কত খৃষ্টাব্দে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়?—১৯৪৫ সালে।

২। জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?—নিউইয়র্ক শহরে।

৩। কাদেরকে নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত?—প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি নিয়ে।

৪। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য কয়টি এবং কি কি?—৪টি, চার্ট প্রদর্শন।

৫। জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার প্রধান শর্ত কি?—স্বাধীন ও শান্তিকামী কোন রাষ্ট্র।

৬। বর্তমানে সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা কত?—১৫৮।

৭। এর বাৎসরিক অধিবেশন কখন বসে ?—সেপ্টেম্বর মাসে ।

৮। সাধারণ পরিষদে কি কি আলোচনা হয় ?—আন্তর্জাতিক সমস্যা/শান্তি, নিরাপত্তা, সহযোগিতা ও মানবাধিকার ।

৯। নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান কাজ কি ?—বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ ।

১০। নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা কত ?—১৫ ।

১১। বৃহৎ পঞ্চশক্তি বলতে কোন্ কোন্ সদস্য রাষ্ট্রকে বুঝায় ?—আমেরিকা, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, চীন ও ফ্রান্স ।

১২। বাংলাদেশ কি জাতিসংঘের সদস্য ?—সদস্য ।

১৩। ভেটো দিতে পারে কোন্ কোন্ সদস্য রাষ্ট্র ?—৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র ।

১৪। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজ করে কোন্ পরিষদ ?—অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ।

১৫। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কোন্ অধিকার রক্ষার উপর জোর দেয় ?—মানবাধিকার ।

— ! —

বার্ষিক কর্মসূচী প্রণয়নে দিক নির্দেশনা

এ, কে, আব্দুল মান্নান
বিশেষজ্ঞ

১। সারা বৎসরের ক্লাসের সংখ্যা।

পাঠের সংখ্যা ও সময়

ব্যবহারিক কাজের সংখ্যা।

পর্যবেক্ষণের সংখ্যা।

সহপাঠ্যক্রমিক ক্লাসের সংখ্যা।

২। **নম্বর বণ্টন :**

বার্ষিক···৪০, অর্ধবার্ষিক···২০,

মাসিক—২৫ (অর্ধবার্ষিকের আগে ৩টি এবং পরে দুটি মাসিক পরীক্ষা হবে)

ব্যবহারিক—(পর্যবেক্ষণ-৫, সহপাঠক্রমিক, পেশাভিত্তিক ও বাগানের কাজ-৫, উপকরণ তৈরী-৫)

৩। সারা বৎসরের ক্লাসের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ-কোন অধ্যায়ের জন্য কি কি :

ক) ক্লাসে প্রস্তুত করা পাঠদান কালে তৈরী উপকরণ (নির্দেশিত ও অনির্দেশিত ভাবে।)

খ) শিক্ষার্থীরা কি কি উপকরণের সামগ্রী জোগার করে আনবে ?

গ) শিক্ষক নিজে কি কি জোগাড় করবেন ?

ঘ) শিক্ষর্থীরা নিজেরা কি কি তৈরী করবে ? (মাটি, ব্যবহৃত কাগজ ইত্যাদি দিয়ে।)

ঙ) শিক্ষার্থীরা কি কি তালিকা, ছবি নক্সা, মানচিত্র ইত্যাদি তৈরী করবে ?

৪। সংক্ষিপ্ত পাঠ পরিকল্পনার নমুনা-

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

৫। মূল্যায়ন কিভাবে হবে ? (কি পরিমাণ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, মাসিক মূল্যায়ন কিভাবে হবে ইত্যাদি।)

সময় রেখার জন্য কিছু তথ্য :

৫৭০ খৃঃ ২৯শে আগষ্ট হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর জন্ম

৫৯৫ ঐ বিবাহ

৬০৫ কাবা সংস্কার ও কলহ, ৪ নেতার দ্বারা হাজরে আসওয়াদ (কৃষ্ণ পাথর) স্থাপন।

৬১০—ঐশী বাণী লাভ

৬১৩—প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার।

৬১৫—দশ পরিবারের আবিসিনিয়া গমন।
(হযরত আলীর নেতৃত্বে)
৮০ পরিবারের আবিসিনিয়া গমন।

৬১৯—বিবি খাদিজা ও পিতৃব্য আবুতালেবের মৃত্যু

” মিরাজে গমন।

৬২১—১২ জন মদিনাবাসীর সাক্ষাৎকার।

৬২২—মদিনায় হিজরত, প্রথমে ৭০ জন ও পরে ২ জন মহিলা।

৬২৪—মদিনার সনদ ও বদরের যুদ্ধ।

৬২৫—উহুদের যুদ্ধ।

৬২৫—খন্দকের যুদ্ধ।

৬২৮—হোদায় বিয়ার সন্ধি-খাইবার যুদ্ধ

৬২৯—মুতার যুদ্ধ উমরাহ হজ্জ (২০০০ সাহাবীসহ)

খোলাফায়ে রাশেদিন ও উমাইয়া বংশর :

৬৩২ - - হজরত আবুবকর (রাঃ)

৬৩৪ — হজরত ওমর

৬৪৪ — ” ওসমান

৬৫৬ — ” আলী

৬৬১ — ” মুয়াবিয়া

৬৮০ — ” ইয়াজিদ

৬৮৩— ২য় মুয়াবিয়া

৬৮৪— মারওয়ান — ১

৬৮৫— আঃ মালেক

৭০৫— ওয়ালিদ — ৭১২ স্পেন বিজয়

৭১৩— সোলায়মান

৭১৭— ওমর বিন আঃ আজিজ

৭৫০— আবুল আব্বাস

৭৮৬— হারুন-আল-রশিদ

৮০৯— আল আমীন

৮১৩— আল মামুন, মুতাওয়াক্কিল ৮৪১

৯৪৫ — মুঈজ-উদ-দৌলাই কর্তৃক বুয়াইয়া বংশ প্রতিষ্ঠা

১০৫৫—১১৯৪— সৈলজুক বংশ

৬৩০—মক্কা বিজয়ও, তায়েফ বিজয়, হুনায়েনের যুদ্ধ, তাবুক অভিযান এবং বিদেশে দূত প্রেরণ।

৬০০—খৃ: ২০শে জানুয়ারী-বিদায় হজ্জ।

৬৩২—খৃ: ৮ই জুন ওফাত।

১০৫৫ — তুঘ্রীল বেগ।

১০৬৩— আল্প-আর-সালান।

১০৭২— মালিক শাহ।

১২৫৬— হালাগু খানের বাগদাদ আক্রমণ।

১০৯৭— ক্রুসেড।

বাংলা-ভারত-পাকিস্তান উপ-মহাদেশ :

৩০০০—৪০০০ খৃঃ পূঃ অব্দ সিন্দু সভ্যতা।

১৫০০— " " আর্যদের আগমণ।

৫৪০— " " মহাবীরের জন্ম।

৪১৮— " " জৈন ধর্ম প্রচার।

৪৬৮— " " মৃত্যু।

৫৬৭— " " বুদ্ধ দেবের জন্ম।

৫৩২— " " ধর্ম প্রচার।

৪৮৫— " " মৃত্যু।

বৈদেশিক আক্রমণ :

: সাইরাসের (পারস্য সম্রাট) আক্রমণ (৫৫৮—৫৩০ খৃঃ পূঃ)

: সম্রাট দারাইউসের আক্রমণ খৃষ্ট পূর্ব ৫২২ থেকে ৪৮৬

: আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ ৩২৭ খৃষ্ট পূর্ব অব্দে। ৩৩১—১৮৫ মৌর্য বংশের রাজত্বকাল

: ২৭৩ অশোকের সিংহাসনে আরোহণ

: ১৮৫ খৃঃ পূঃ মৌর্য বংশের অবসান

: ৫৮ খৃঃ বিক্রমাব্দের প্রবর্তন

: ৩২০ খৃঃ প্রথম চন্দ্র গুপ্তের সিংহাসনে আরোহণ

: ৬০৬ " হর্ষবর্ধনের সিংহাসণে আরোহণ

: মোহাম্মদ বিন কাসিমের আক্রমণ ৭১২ খৃ:
: সুলতান মাহমুদের আক্রমণ ৯৯১ খৃ:
: মোহাম্মদ ঘুরী-
১১৯২ খৃঃ বাংলা ভারত উপমহাদেশ জয়।
: মোঃ বিন বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয় ১২০৬ খৃঃ
: তৈমুর লং এর ভারত আক্রমণ ১০৯৮ খৃঃ
: সম্রাট বাবর-পানি পথের যুদ্ধে বাংলা ভারত বিজয় ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ
: নাদির শাহের আক্রমণ ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে (১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় পানি পথের যুদ্ধ)

বাংলাদেশে বিভিন্ন আমলে শাসকদের রাজত্বের আরম্ভ কাল :

গোপাল—৭৫০ খৃ:
ধর্মপাল—৭৭০ খৃঃ
দেবপাল—৮১০ খৃঃ
বিজয় সেন—১০৯৫ খৃ:
লক্ষ্মণ সেন—১১৭৯ খৃঃ

ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ বিন বখতিয়ার খিলজী —১২০৬

মালিক ইযুদ্দীন মোঃ শিরান খিলজী-১২০৭
সুলতান আলাউদ্দীন আলী মর্দ্দান খিলজী-১২১০
মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন বলঘা খিলজী—১২২৯
মালিক আলাউদ্দীন খিলজী —১২৩০
মালিক সাইফুদ্দীন আইবক —১২৩২
আওর খান আইবক —১৩৩৫
মালিক ইযুদ্দীন তুশরী তোগান খান—১৩৩৬

মালিক ফখরুদ্দীন ওমর খান—	১২৪৫
মালিক জালালুদ্দীন মামুন খান—	১২৪৭
সুলতান মুঘিসুদ্দীন উযবেক—	১২৫১
মালিক ইযুদ্দীন বলবন-ই-উযবকী	১২৫৭
সুলতান তাযুদ্দীন আরসালান খান—	১২৫৯
মোঃ তাতার খান—	১২৬৫
শের খান—	১২৬৮
আমীর খান—	১২৭২
সুলতান মুগীসুদ্দীন তুঘরীল—	১২৭২

বলবণ বংশের অধীনে বাংলাদেশ :

সুলতান নাসীরুদ্দীন মাহমুদ বঘরা খান—	১২৮১
সুলতান রোকুনুদ্দীন কায়কোয়স—	১২৯১

বাংলার বার ভূঁইয়া (১৫৭৬—১৬১২)

ঈসা খাঁ—	১৫৭৫
শাহবাজ খান—	১৫৮৩

বাংলার সুবাদার :

মানসিংহ—	১৫৯৪
ইসলাম খান—	১৬০৮
শাহজাদা মোঃ সুজা—	১৬৩৯
মীরজুমলা—	১৬৬০
শায়েস্তা খান—	১৬৬৩

শাহজাদা আলীমুদ্দীন—	১৬৯৭
নবাব মুরশিদকুলি খান—	১৭১৭
নবাব সুজাউদ্দীন মোঃ খান—	১৭২৭
নবাব সরফরাজ খান—	১৭৫৩
নবাব আলীবর্দী খান—	১৭৪০—১৭৪৬
নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা—	১৭৫৬—১৭৫৭

শেষ মামলুক বংশ :

সুলতান সামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ—	১৩৩১
সুলতান গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ	১৩২২
সুলতান নাসিরুদ্দীন ইব্রাহীম—	১৩২৪

দিল্লীর সুলতান মোঃ বিন তুঘলকের অধীন ১৩১৫—১৩৫০

স্বাধীন সুলতান (পূর্ব বংগের স্বাধীন সুলতান)।

ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ- ১৩৩৬—১৩৪৯

সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ-১৩৫৭—১৩৮৯

সুলতান সিকান্দর শাহ—১৩৫৭—১৩৮৯

সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ-১৩৮৯—১৪০৯

রাজা গণেশ ও তার বংশধরগণ :

রাজা গণেশ—	১৪১৪—১৪১৮
সুলতান জালালুদ্দীন	১৪১৮—১৪৩৯
সুলতান শামসুদ্দীন আহমদ—	১৪৩১—১৪৪২

ইলিয়াস শাহী বংশের ২য় শাখা :

১ম নাসিরুদ্দীন মাহমুদ—	১৪৩২—১৪৫৯
রুকুনুদ্দীন বরবক শাহ—	১৪৫৯—১৪৭৪
জালালুদ্দীন ফতে শাহ—	১৪৮১—১৪৮৭
শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ—	১৪৭৪—১৪৮১
হাফসী শাসকগণ—	১৪৮৭—১৪৯৩

হোসাইনী রাজ বংশ :

সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসাইনশাহ—	১৪৯৩—১৫১৯
বসরত শাহ—	১৫১৯—১৫৩২
আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ	১৫৩২—১৫৩৩

পাঠান আমলে বাংলাদেশ (১৫৩৮-১৭৪০)

সুলতান গিয়াসুদ্দীন মোহাম্মদ শাহ—	১৫৫৩—১৫৫৪
সুলতান বাহাদুর ১ম—	১৫৫৬—১৫৬০
” ” জালাল শাহ ২য়-	১৫৬০—১৫৬৩
” গিয়াসুদ্দীন ৩য়—	১৫৬৩—১৫৬৪

কররাণী বংশ (১৫৬৪ - ১৫৭৬)

তাজখান কররাণী—	১৫৬৪—১৫৬৫
সোলায়মান কররাণী—	১৫৬৪—১৫৭২
দাউদ কররাণী—	১৫৭২—১৫৭৬

সুলতানী আমলে বাংলাদেশ ও পাক-ভারত উপমহাদেশ।

কুতুবুদ্দীন আইবেক—	১২০৬—১২১০
শামসুদ্দীন ইলতুতমিশ—	১২১১—১২৩৬
সুলতানা রাজিয়া—	১২৩৬—১২৪০
গিয়াসুদ্দীন বলবন—	১২৬৬—১২৮৭
আলাউদ্দীন মোঃ শাহ খিলজী—	১২৯৬—১৩১৬
মোঃ বিন তুঘলক—	১৩২৫—১৩৫১
ফিরোজ শাহ—	১৩৫১—১৩৮৮

মোঘল আমলে বাংলাদেশ ও পাক-ভারত উপমহাদেশ।

জহিরুদ্দীন মোঃ বাবর—	১৫২৬—১৫৩৩
হুমায়ুন—	১৫৩০—১৫৪০
শের শাহ—	১৫৪০—১৫৪৫
সম্রাট আকবর—	১৫৫৬—১৬০৫
সম্রাট জাহাঙ্গীর—	১৬০৫—১৬২৭
সম্রাট শাহজাহান—	১৬২৭—১৬৫৮
সম্রাট আওরঙ্গজেব—	১৬৫৭—১৭০৭

বাংলাদেশ সময় রেখা :

১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ ও ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা

১৮৩০—তিতুমীর ও ইংরেজ সংঘর্ষ

১৮৩১— ” পরাজিত

১৮৫৭—প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ

১৯৪৭—ভারত বিভাগ—পাকিস্তান, ভারত

১৯৪৮—নুরুল আমীন মন্ত্রী সভা

১৯৫২—২১শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা

১৯৫৪—ইস্কান্দার মির্জা ও কেন্দ্রীয় শাসন

১৯৫৬—আতাউর রহমানের মন্ত্রী সভা

১৯৫৮—আয়ুব খানের সামরিক শাসন

১৯৭১—স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম

১৯৭৩—সাধারণ নির্বাচন

১৯৭৫—শেখ মুজিব নিহত

১৯৮১—জিয়াউর রহমান নিহত

১৯৮২—সামরিক শাসন

১৯৮৩—নির্বাচন

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিভাগ

প্রথম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি

পদ্ধতি :

কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে প্রয়োজনে দলে বিভক্ত করে শিক্ষা দেবেন। সকল কাজ শিশুরা করবে। শিক্ষক মৌখিক প্রশ্ন করবেন এবং উত্তর আদায়ের মাধ্যমে শিশুদের অগ্রসরতা, অনগ্রসরতা বিবেচনা করবেন। এবং প্রতি পাঠে মূল্যায়ন করে শিশুদেরকে উৎসাহিত করবেন।

উপকরণ :

মাটি, ছেড়া কাগজ, বাঁশ, পাট খড়ি বিভিন্ন প্রকারের পারিবারিক ও অন্যান্য ছবি প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন। শিশুদের দ্বারা মাটি, পানি, বালু ইত্যাদি দ্বারা খেলাচ্ছলে বেশী কাজ করাবেন এবং শিক্ষোপকরণ তৈরী করবেন। তদুপরি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির নির্দেশিত কাজগুলো করাবেন।

প্রাথমিক-স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

মূল্যায়ন :

বর্ষিক ৪০, অর্ধ বার্ষিক ২০, পাঁচটি মাসিক পরীক্ষায় ২৫, ব্যবহারিক ১৫। (পর্যবেক্ষণ-৫ সহপাঠ্যক্রমিক, বাস্তবভিত্তিক ও বাগানের কাজ-৫, উপকরণ তৈরী ৫) মোট = ১৫

ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক।

নিম্নে সারা বৎসরের পাঠের সংখ্যা দেয়া হল :

অধ্যায়ের নাম	*শ্রেণীকক্ষের পিরিয়ড :*	*পুণরালোচনার পিরিয়ড :*	*পর্যবেক্ষণ*
ক পারিবারিক পরিবেশ-৬টি উপবিভাগের জন্য	৬	৩	×
খ) পারিবারিক খাদ্য-৭টি উপবিভাগের জন্য	৭	৩	×
গ। পোষাক পরিচ্ছদ-৩টি উপবিভাগের জন্য	৩	২	×
ঘ) আশ্রয়স্থান/বাসস্থান-৪টি উপবিভাগের জন্য	৪	২	×
ঙ) স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্ন ধরণের বাসগৃহ -৩টি উপবিভাগের জন্য	৩	১	×
চ) পোষা ও গৃহপালিত পশুপাখী-৩টি উপবিভাগের জন্য	৩	১	১
ছ) দিক, সময় ও দূরত্বের ধারণা-৩টি উপবিভাগের জন্য	৩	১	১
জ) বিদ্যালয়ের পরিবেশ-৪টি উপবিভাগের জন্য—	৪	১	১
ঝ) পাড়া/গ্রামের সামাজিক পরিবেশ-২টি উপবিভাগের জন্য	২	১	১
ঞ) স্থানীয় পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন লোকের পেশা-৭টি উপবিভাগের জন্য –	৭	২	২
ট) স্থানীয় যাতায়াত ব্যবস্থা-৩টি উপবিভাগের জন্য—	৩	১	১
ঠ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা ২টি			

উপবিভাগের জন্য—	২	২	×
ঙ) অবসর সময়ে চিত্তবিনোদন ও আনন্দ উৎসব-৫টি উপবিভাগের জন্য—	৫	২	২
চ) প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ-৫টি উপবিভাগের জন্য —	৫	২	৩
ণ) তাপ ও আলো-২টি উপবিভাগের জন্য—	৩	২	২
ত) আবহাওয়া ও ঋতু-৩টি উপবিভাগের জন্য—	৩	৩	১
মোট=	৬৩	২৯	১৫

শ্রেণীকক্ষের কাজ— ৬৩টি পিরিয়ড

পুণরালোচনা— ২৯টি পিরিয়ড

পর্যবেক্ষণ—
(শ্রেণীকক্ষের বাহিরে) ১৫টি ”

মাঠে বাগান ও শাকসবজি করা- ১৩টি পিরিয়ড

মোট ১২০টি পিরিয়ড।

পরিচালনায় :

১। জনাব এ, কে, আবদুল মান্নান
বিশেষজ্ঞ,

২। ” আনার কালী হোসেন
প্রভাষক,

প্রস্তুতকরণে :

১। জনাব নিত্যানন্দ সরকার।

২। " আবদুল মোত্তালিব।
৩। " চণ্ডী চরণ মজুমদার।
৪। " শফিকুল ইসলাম।
৫। " জাকির হোসেন।
৬। " মোঃ হাবিবুর রহমান।
৭। " মোঃ শামছুল ইসলাম।

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিভাগ

প্রথম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি

পদ্ধতি ঃ

কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে প্রয়োজনে দলে বিভক্ত করে শিক্ষা দেবেন। প্রয়োজনে ব্লক টিচিং এর জন্যও এ পরিকল্পনা ব্যবহার করবেন। কেবল পাঠের সংখ্যা কম বেশী হতে পারে। সকল কাজ শিশুরা করবে। শিক্ষক মৌখিক প্রশ্ন করবেন এবং উত্তর আদায়ের মাধ্যমে শিশুদের অগ্রসরতা অনগ্রসরতা বিবেচনা করবেন। প্রতি পাঠে মূল্যায়ন করে শিশুদেরকে উৎসাহিত করবেন।

উপকরণ :

মাটি, ছেঁড়া কাগজ, বাঁশ, পাট খড়ি, বিভিন্ন প্রকারের পারিবারিক ও অন্যান্য ছবি প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন। শিশুদের দ্বারা মাটি, পানি, বালু ইত্যাদি দ্বারা খেলাচ্ছলে বেশী কাজ করাবেন এবং শিক্ষোপকরণ তৈরী করবেন। তদুপরি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটির নির্দেশিত কাজগুলো করাবেন।

মূল্যায়ন :

বার্ষিক ৪০, অর্দ্ধবার্ষিক ২০, পাঁচটি মাসিক পরীক্ষা ২৫, ব্যবহারিক ১৫। (পর্যবেক্ষণ —৫ ; সহপাঠ্যক্রমিক, বাস্তবভিত্তিক ও বাগানের কাজ—৫ ; উপকরণ তৈরী—৫) মোট=১৫ ।

ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড সংরক্ষণের সুবিধার্থে একটি নমুনা সংযোজিত হয়েছে। সাংবাৎসরিক পাঠের সংখ্যা ও বিশদ পরিকল্পনা নীচে দেয়া গেল ।

অধ্যায়ের নাম	*শ্রেণীকক্ষের পিরিয়ড*	*আলোচনার পিরিয়ড*	*পর্যবেক্ষণ*
ক) পারিবারিক পরিবেশ—৬টি উপবিভাগের জন্য	৬	৩	×
খ) পারিবারিক খাদ্য—৭টি উপবিভাগের জন্য	৭	৩	×
গ) পোষাক-পরিচ্ছদ—৩টি উপবিভাগের জন্য	৩	২	×
ঘ) আশ্রয়স্থান/বাসস্থান—৪টি উপবিভাগের জন্য	৪	২	×
ঙ) স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের বাসগৃহ—৩টি উপবিভাগের জন্য	৩	১	×
চ) পোষা ও গৃহপালিত পশু-পাখী—৩টি উপবিভাগের জন্য	৩	১	১
ছ) দিক, সময় ও দূরত্বের ধারণা—৩টি উপবিভাগের জন্য	৩	১	১
জ) বিদ্যালয়ের পরিবেশ—৪টি উপবিভাগের জন্য	৪	১	১
ঝ) পাড়া/গ্রামের সামাজিক পরিবেশ—২টি উপবিভাগের জন্য	২	১	১
ঞ) স্থানীয় পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন লোকের পেশা—৭টি উপবিভাগের জন্য	৭	২	২
ট) স্থানীয় যাতায়াত ব্যবস্থা—৩টি উপবিভাগের জন্য	৩	১	১

ঠ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা—২টি উপবিভাগের জন্য	২	২	×
ড) অবসর সময়ে চিত্তবিনোদন ও আনন্দ উৎসব—৫টি উপবিভাগের জন্য	৫	২	২
ঢ) প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ-৫টি উপবিভাগের জন্য	৫	২	৩
ণ) তাপ আলো ২টি উপবিভাগের জন্য	৩	২	২
ত) আবহাওয়া ও ঋতু—৩টি উপবিভাগের জন্য	৩	৩	১
মোট=	৬৩	২৯	১৫

শ্রেণীকক্ষের কাজ—	৬৩টি পিরিয়ড
পুনরালোচনা—	২৯টি "
পর্যবেক্ষণ— (শ্রেণীকক্ষের বাহিরে)	১৫টি "
মাঠে বাগান ও শাক সব্জি করা—	১৩টি "
মোট=	১২০টি

বিভিন্ন অধ্যায় ও তা পাঠের উদ্দেশ্য :

১। প্রথম অধ্যায় :— পারিবারিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

২। দ্বিতীয় অধ্যায় :— খাদ্য ও তার উৎস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে।

৩। তৃতীয় অধ্যায় :— পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে।

৪। চতুর্থ অধ্যায় :— পরিবেশের বাসগৃহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

৫। পঞ্চম অধ্যায় :— গৃহপালিত পশুপাখী-পালন করার দক্ষতা ও প্রয়োজনীতা অনুভব করবে।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

৬। ৬ষ্ঠ অধ্যায় :— দিক, সময় ও দূরত্ব সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করবে।

৭। ৭ম অধ্যায় :— বিদ্যালয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করার মনোভাব জন্মাবে।

৮। ৮ম অধ্যায় :— সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে।

৯। নবম অধ্যায় :— বিভিন্ন পেশার লোকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মনোভাব সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে।

১০। দশম অধ্যায় :— বিভিন্ন যানবাহনে আরোহন ও অবতরণ এবং তাদের চালকদের সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করবে।

১১। একাদশ অধ্যায় :— পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার দক্ষতা অর্জন করবে।

১২। দ্বাদশ অধ্যায় :— বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজানোর কৌশল অর্জন করবে।

১৩। ত্রয়োদশ অধ্যায় :— শিশুদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কাজ করবে।

১৪। চতুর্দশ অধ্যায় :— তাপ ও আলোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে।

১৫। পঞ্চদশ অধ্যায় :— দৈনন্দিন জীবনে আবহাওয়ার প্রভাব অনুভব করার জন্য হাতে কলমে শিক্ষালাভ করবে।

কর্মসূচী রচনায় : **ক্রমিক নং**

১।	জনাব নিত্যানন্দ ঠিকাদার … … … … …	১
২।	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান … … … … … …	২
৩।	" চণ্ডীচরণ মজুমদার … … … … … …	৩
৪।	" জাকের হোসাইন … … … … … …	৫
৫।	" আব্দুল মোতালিব … … … … … —	৬
৬।	" মো শামসুল ইসলাম … … … … …	৭

নিরীক্ষায় :

১। জনাব মোঃ শামসুল ইসলাম, সহঃ সুপার, পি, টি, আই, কিশোরগঞ্জ।

২। জনাব অব্দুল মোত্তালিব, পি, টি, আই, বি, বাড়ীয়া।
৩। " মো: কায়ছার আলী, উপদেষ্টা, পি, টি, আই, মানিকগঞ্জ, ঢাকা।
৪। " এ, বি, এম, ফজলুল করিম, উপদেষ্টা, পি, টি, আই, নাটোর।

১ম শ্রেণী

সাংবাৎসরিক কর্মসূচী ঃ

১ম অধ্যায়

বিষয়বস্তু : ১। পারিবারিক পরিবেশ : (৬টি উপবিভাগের জন্য ৬টি ক্লাস।)

উপকরণের তালিকা :

শিশুর নিজ পরিবার, পরিবারের সদস্যদের নামের তালিকা, নিজ বাড়ীর অবস্থান ও ঠিকানা সম্বলিত চার্ট সংগ্রহ করবে।

ক) *শিক্ষকের কাজ :*

শিশুকে তার নিজের নাম, বয়স, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নাম, বয়স অনুযায়ী পরিবারে তাদের স্থান ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দায়িত্ব বুঝতে এবং বলতে সাহায্য করবেন।

খ) *শিশুর কাজ :*

প্রথম পর্যায়ে শিশুরা তাদের নিজ নিজ নাম, পরিবারের সদস্যদের নাম, পারস্পরিক সম্পর্কে তাদের কাজ বুঝতে এবং বর্ণনা করতে শিখবে। পরবর্তী পর্যায়ে বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী পরিবারে সদস্যদের নামের তালিকা প্রস্তুত করবে।

২য় অধ্যায়

২। *পারিবারিক খাদ্য : (৭টি উপবিভাগের জন্য ৭টি ক্লাস।)*

উপকরণের তালিকা :

বিভিন্ন প্রকার বাস্তব খাদ্য সামগ্রী, পশু-পাখীর নামের তালিকা, ছবি ও চার্ট, পাখীর উৎস হিসেবে সংরক্ষিত পুকুর টিউবওয়েলের পানির ট্যাঙ্ক ইত্যাদি।

ক) *শিশুদের সংগৃহীত উপকরণ :*

শিশুরা—বিভিন্ন প্রকার বাস্তব খাদ্য সামগ্রী নিজ নিজ বাড়ী হতে সংগ্রহ করে আনবে

খ) *শিক্ষকের গৃহীত উপকরণ :*

শিক্ষক—খাদ্য-সামগ্রীর চার্ট, পশু-পাখীর চার্ট ও ছবি সংগ্রহ ও তৈরী করবে।

গ) *শিক্ষকের কাজ :*

শিশুকে—তার নিজের ও পরিবারের বিভিন্ন প্রকার খাদ্য, খাদ্যের উৎস ও খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপকরণের সাহায্যে ধারণা দান করতে সাহায্য করবেন। খাদ্যের উৎস যথা—কৃষি ক্ষেত, তরকারী ক্ষেত, পুকুর ইত্যাদি সরজমিনে প্রত্যক্ষ করাবেন। পানের উপ-যোগী পানির উৎস হিসেবে সংরক্ষিত পুকুর, টিউবওয়েল, পানির ট্যাঙ্ক ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করাবেন।

ঘ) *নিজের কাজ :*

খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করবে, খাদ্যের উৎস সম্বন্ধে জানবে, খাদ্য গ্রহণের নির্ধারিত সময় ও তার পূর্ব প্রস্তুতি সম্বন্ধে জানবে, খাদ্য সংরক্ষণের অভ্যাস করবে এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রীর উৎস ও পানির উৎস হিসেবে সংরক্ষিত পুকুর, টিউবওয়েল ও পানির ট্যাঙ্ক সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা গ্রহণ করবে।

তৃতীয় অধ্যায় :

৩ : পোষাক পরিচ্ছদ : (৩টি উপবিভাগের জন্য ৩টি ক্লাশ)

উপকরণ :

বিভিন্ন প্রকার বাস্তব পোষাক, পোষাকের ছবি, পোষাকের নামের তালিকা, পোষাকের বিভিন্ন অংশের নামে পরিচিতি চার্ট।

ক) *শিশুদের সংগৃহীত উপকরণ :*

বিভিন্ন প্রকার পারিবারিক পোষাক।

খ) *পোষাকের সংগৃহীত উপকরণ :*

বিভিন্ন প্রকার পোষাকের চার্ট-

গ) *শিক্ষকের কাজ :*

শিশুকে তার নিজের পোষাক, প্রত্যেক পোষাক ও তার বিভিন্ন অংশের নাম, পরিবারের অন্যান্যদের পোষাকের নাম ও তার তালিকা এবং পোষাক পরিধানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানতে সাহাত্য করবেন।

ঘ) *শিশুর কাজ :*

নিজের ও পরিবারের অন্যান্যদের পোষাকের তালিকা প্রস্তুত করবে, প্রত্যেক পোষাকের বিভিন্ন অংশের নাম এবং পোষাক পরিধানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিখবে।

৪র্থ অধ্যায় :

৪। আশ্রয়স্থান/বাসস্থান উপকরণ : (৪টি উপবিভাগের জন্য ৪টি ক্লাস।)

বিভিন্ন প্রকার বাস্তব বাসগৃহ, ছবি, ফটো ও মডেল বাসগৃহ তৈরীর বিভিন্ন প্রকার

উপকরণ যেমন, বাঁশ, খড়, ছন, বেত, মাটি ইত্যাদি প্রস্তুতকারকদের নামের তালিকা।

ক) *শিশুদের সংগৃহীত উপকরণ :*

বাঁশ, খড়, ছন, বেত, ও মাটি ইত্যাদি।

খ) *শিক্ষকের সংগৃহীত উপকরণ :*

বিভিন্ন প্রকার বাসগৃহের নামের তালিকা ও চার্ট মডেল উপকরণের নামের তালিকা।

শিক্ষকের কাজ :

শিশুদেরকে বিদ্যালয়ের আশেপাশের বাস্তব বাসগৃহ, চার্ট, মডেল এবং বাসগৃহ নির্মাণের উপকরণ প্রদর্শণ, গৃহপালিত বন্য পশুপাখীর আশ্রয় স্থান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জানতে সাহায্য করবেন। বাসগৃহের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণা দেবেন।

শিশুর কাজ :

নিজের/পরিবারের বাসস্থান, বিভিন্ন ঘর ও তাদের ব্যবহার পশুপাখী, আশ্রয় স্থান ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানাবে। উপকরণের সাহায্যে বাসগৃহ তৈরী করতে শিখবে।

৫ম অধ্যায়

স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্ন রকমের বাসগৃহ : (উপবিভাগের জন্য ৩টি ক্লাস)

উপকরণ :

বিভিন্ন প্রকার বাসগৃহের নামের তালিকা, ছবি, ফটো ও মডেল। বাসগৃহ তৈরীর বিভিন্ন

প্রকার উপকরণ ও উপকরণের নামের তালিকা। প্রস্তুত কারকদের নামের তালিকা ও তাদের কর্মস্থান।

ক) *শিশুর সংগৃহীত উপকরণ :*

বাসগৃহ নির্মাণের উপকরণ যেমন বাঁশ, বেত, ছন, খড় ইত্যাদি।

খ) *শিক্ষকের সংগৃহীত উপকরণ :*

বিভিন্ন বাসগৃহের মডেল, ছবি, উপকরণের নামের তালিকা ও প্রস্তুত কারকদের তালিকা ও তাদের কর্মস্থানের ছবি।

গ) *শিক্ষকের কাজ :*

শিশুকে তার স্থানীয় পরিবেশে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকারের বাসগৃহ, বাসগৃহ প্রস্তুতের উপকরণ এবং প্রস্তুতকারকদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জানতে সাহায্য করবেন।

ঘ) *শিশুর কাজ :*

স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্ন ধরণের বাসগৃহের নাম, বাসগৃহ তৈরীর উপকরণ সামগ্রী, প্রস্তুতকারক ও তাদের কাজ সম্বন্ধে শিখবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায় :

৬। *পোষা ও গৃহপালিত পশুপাখী :* (*৩টি উপবিভাগের জন্য ৩টি ক্লাস।*)

উপকরণ

মোরগ, হাঁস, কবুতর, টিয়া, ময়না, বিড়াল, কুকুর, ছাগল, গরু, মহিষ, ঘোড়া ইত্যাদির ছবি, চার্ট ও মডেল এবং ছবি অংকনের সামগ্রী।

ক) শিশুর সংগৃহীত উপকরণ :

মাটি, ছবি অংকন সামগ্রী।

খ) শিক্ষকের সংগৃহীত উপকরণ :

বিভিন্ন বাসগৃহের নামের তালিকা সম্বলিত ছবি ও মডেল।

গ) শিক্ষকের কাজ :

শিশুরা তার পরিবারের পোষা ও গৃহপালিত পশু পাখীর নাম, স্বভাব, বাসস্থান ও খাদ্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিখতে সাহায্য করবেন।

ঘ) শিশুর কাজ :

শিশু তার পরিবারের পোষা ও গৃহপালিত পশুপাখীর নাম, স্বভাব, বাসস্থান ও খাদ্য সম্পর্কে জানবে, মাটি দিয়ে পশু পাখীর মডেল তৈরী করবে এবং রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকবে।

৭ম অধ্যায় :

দিক, সময় ও দূরত্বের ধারণা : (৩টি উপবিভাগের জন্য ৩টি ক্লাস)

উপকরণ :

শিশুর বাসস্থান, বিদ্যালয়, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, কিয়াং, খেলার মাঠ, আকাশ ও সূর্য এবং এদের অবস্থান, একটি বাংলা দেয়াল পঞ্জিকা।

ক) শিশুর সংগৃহীত উপকরণ :

দেয়াল পঞ্জিকা, মাটি ও রং-তুলি।

খ) শিক্ষকের সংগৃহীত উপকরণ :

মডেল, দিক নির্ণয় যন্ত্র ও ছবি।

গ) শিক্ষকের কাজ :

সূর্য উদয়, অস্ত ও অবস্থান অনুসারে শিক্ষক শিশুকে বিভিন্ন দিক ও সময় এবং সময় ভেদে দৈনিক কাজ ও সপ্তাহের বিভিন্ন দিনের নাম শিখতে সাহায্য করবেন, শিশুর বাসস্থান বিদ্যালয়, মসজিদ, গীর্জা, খেলার মাঠ প্রভৃতির অবস্থান ও দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভে সাহায্য করবেন।

শিশুর কাজ :

শিক্ষক/সহপাঠী/পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় স্থানীয় পরিবেশে বিভিন্ন বস্তুর অবস্থান ও দূরত্ব, নিজের ও সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন দিক এবং সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ের ধারণা লাভ করতে শিখবে, সপ্তাহের বিভিন্ন দিনের নাম শিখবে; রং তুলির সাহায্যে ছবি আঁকবে এবং মাটি দিয়ে মডেল তৈরী করবে।

৮ম অধ্যায়

বিষয়বস্তু : বিদ্যালয়ের পরিবেশ : (৪টি উপবিভাগের জন্য ৪টি ক্লাস)

উপকরণ :

শিশুর নিজ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘর, আসবাবপত্র, ছবি অংকন সামগ্রী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-মণ্ডলী, সহপাঠী ও অফিস কর্মচারীবৃন্দ।

ক) শিশুর সংগৃহীত উপকরণ :

রং তুলি, কাগজ ইত্যাদি।

খ) শিক্ষকের সংগৃহীত উপকরণ :

বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞান দান।

গ) শিক্ষকের কাজ :

শিশুর নিজ, বিদ্যালয়ে, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষ ও আসবাবপত্রের ব্যবহার, প্রধান শিক্ষক ও সহপাঠীদের পরিচয় এবং পরস্পরের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ শিখতে সাহায্য করণ।

ঘ) শিশুর কাজ :

বিদ্যালয়ের নাম, বাসস্থান, বিভিন্ন ঘর ও কক্ষ আসবাব পত্রের ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে জানবে, শিক্ষক মণ্ডলী, সহপাঠী ও অফিস কর্মচারীদের নাম শিখবে ও তাঁদের প্রতি সৌজন্যমূলক ব্যবহার করবে এবং তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে জানাবে। রংতুলি দিয়ে আসবাব পত্রের ছবি আঁকবে।

নবম অধ্যায় :

বিষয় : পাড়া/গ্রামের সামাজিক পরিবেশ (২টি উপবিভাগের জন্য ২টি ক্লাস)

উপকরণ :

পাড়া-গ্রামের বড় ফটো/ছবি, মানচিত্র ও মডেল, স্থানীয় হাট বাজার, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, কিয়াং, বিদ্যালয়, খাল, নদী ও খেলার মাঠের ছবি।

ক) শিশুর সংগৃহীত উপকরণ :

মডেল ও ছবি।

খ) শিক্ষকের সংগৃহীত উপকরণ :

ছবি, মানচিত্র ও মডেল।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

শিক্ষকের কাজ :

শিশুকে তার পাড়ার/গ্রামের সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়বস্তু, সমাজবদ্ধ জীবন পর্যবেক্ষণ ও ছবির মাধ্যমে গ্রামের/পাড়ার হাট বাজার, মসজিদ, মন্দির পরিদর্শন করাবেন। সমবেতভাবে কাজের মাধ্যমে সমাজের উন্নতি বিধান সম্বন্ধে শিখতে সাহায্য করবেন।

ঘ) ***শিশুর কাজ :***

শিশু মিলেমিশে কাজ করতে শিখবে। প্রতিবেশীদের সংগে পাড়ার ও সমাজের উন্নতিকল্পে অংশ গ্রহণ করবে।

১০ম অধ্যায়

বিষয় : স্থানীয় পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন লোকের পেশা

(৭টি উপবিভাগের জন্য ৭টি ক্লাস)

উপকরণ :

বিভিন্ন পেশার লোকের নামের তালিকা, যন্ত্রপাতি, উপকরণ, ও আসবাবপত্রের নাম ও ছবি।

ক) ***শিশুর সংগৃহীত উপকরণ :***

বিভিন্ন পেশাদারী লোকের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবে।

খ) ***শিক্ষকের সংগৃহীত উপকরণ :***

বিভিন্ন পেশার লোকদের ছবি সম্বলিত তালিকা, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতির নামের তালিকা সংগ্রহ করবেন।

গ) শিক্ষকের কাজ :

শিশুকে তার পরিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন পেশা, কর্মসংস্থান এবং তার/তাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানতে সাহায্য করবেন, নামের তালিকাসহ ছবি প্রদর্শন করবেন।

শিশুর কাজ :

শিশুরা বিভিন্ন পেশার লোকদের পেশা, যন্ত্রপাতি ও কর্মসংস্থান ছবি ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানবে।

একাদশ অধ্যায়

বিষয় : স্থানীয় যাতায়াত ব্যবস্থা : (৩টি উপবিভাগের জন্য ২টি ক্লাস।)

উপকরণ :

রেলগাড়ী, গরুর গাড়ী, সাইকেল, রিক্সা, বাস, স্কুটার, মোটর সাইকেল, ট্রাক, নৌকা, লঞ্চ, ষ্টীমার, উড়োজাহাজ, পালকী ইত্যাদি যানবাহনের ছবি।

ক) শিশুর সংগৃহীত উপকরণ :

মডেল ও কাগজ দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের যানবাহন।

খ) শিক্ষকের সংগৃহীত উপকরণ :

বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের ছবি ও মডেল।

গ) শিক্ষকের কাজ :

শিশুকে জলপথ, আকাশপথ ও স্থলপথের যাতায়াতকারী বিভিন্ন প্রকার যানবাহণের বাস্তব রূপ বা ছবি পর্যবেক্ষণ ও প্রদর্শন করাবেন।

ঘ) *শিশুর কাজ :*

শিশু স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্ন যাতায়াত ব্যবস্থা বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিষয় : পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা :

(২টি উপবিভাগের জন্য ২টি ক্লাস)

উপকরণ :

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপকরণ সামগ্রী যেমন—সোডা, সাবান, ঝাড়ু ইত্যাদির নমুনা।

ক) *শিশুর সংগৃহীত উপকরণ :*

সোডা, সাবান ও ঝাড়ু তাদের নিজ নিজ পরিহিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক ইত্যাদি।

খ) *শিশুদের সংগৃহীত উপকরণ :*

পরিস্কার ও অপরিস্কার পরিবেশ সম্বলিত ছবি।

গ) *শিক্ষকের কাজ :*

শিশুকে তার নিজের শরীর, পোষাক, বাসগৃহ, বিদ্যালয় ও পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শিখতে এবং পরিচ্ছন্নতার অনুশীলনের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সাহায্য করবেন।

ঘ) *শিশুর কাজ :*

শিশুরা নিজ নিজ পোষাক পরিচ্ছন্ন, বিদ্যালয় পরিবেশ অহরহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে অনুশীলন করবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিষয় : অবসর চিত্ত বিনোদন ও আনন্দ উৎসব

(৫টি উপবিভাগের জন্য ৫টি ক্লাস)

উপকরণ :

বাঁশী, একতারা, সেতারা, ঢোল, তবলা, রেডিও, ট্রানজিষ্টার, টেলিভিশন ইত্যাদির ছবি ও মডেল।

ক) শিশুর সংগৃহীত উপকরণ :

বাঁশী, উপকরণের মডেল তৈরীর সামগ্রী ।

খ) শিক্ষকের সংগৃহীত উপকরণ :

বাস্তব বাদ্যযন্ত্র, ছবি, মডেল ও নামের তালিকা ।

গ) শিক্ষকের কাজ :

শিশুকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র দেখিয়ে ও বাজিয়ে আনন্দ দান করবেন, বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমে শিশুদের আনন্দ দান করতে সাহায্য করবেন ।

ঘ) শিশুর কাজ:

শিশু বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের নাম শিখবে। বাজনা শুনে ও বাজিয়ে আনন্দ উপভোগ করবে এবং সময় সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসবে যোগদান করে আনন্দ উপভোগ করবে ।

চতুর্দশ অধ্যায় :

বিষয় : প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ : (৫টি উপবিভাগের জন্য ৫টি ক্লাস)

উপকরণ :

স্থানীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য, তার ছবি ও ফটো, বিভিন্ন প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং তাদের ছবি।

ক) *শিশুর সংগৃহীত উপকরণ :*

বিভিন্ন প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদের ছবি ও মডেল ইত্যাদি সংগ্রহ করবে।

শিক্ষকের সংগৃহীত উপকরণ :

পরিবেশের বিভিন্ন জীব-জড় পদার্থ সম্বলিত দৃশ্য।

গ) শিক্ষকের কাজ :

পরিবেশের বিভিন্ন দৃশ্য শিশুদের পর্যবেক্ষণ করাবেন এবং পরিবেশে জড় ও জীব পদার্থের নাম শিখতে সাহায্য করবেন এবং ইহাদের রং ও আকৃতি সম্বন্ধে ধারণা দান করবেন।

ঘ) শিশুর কাজ :

শিশুরা পরিবেশের বাস্তবরূপ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জড় ও জীব পদার্থের নাম শিখবে এবং আকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে ও ছবি আঁকবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিষয় : আলো ও তাপ : (২টি উপবিভাগের জন্য ২টি ক্লাস)

উপকরণ :

সূর্য, আলো, দিন, রাত, আগুন, চেরাগবাতি, ল্যাম্প, বিজলিবাতি, হিটার ইত্যাদি।

ক) *শিশুদের সংগৃহীত উপকরণ :*

ল্যাম্প, চেরাগ বাতি ইত্যাদি আনবে।

খ) *শিক্ষকের সংগৃহীত উপকরণ :*

বিজলী বাতি, হিটার, গ্যাসের চুল্লী, ম্যাচ বাক্স ইত্যাদি সংগ্রহ করবেন।

গ) *শিক্ষকের কাজ :*

তাপ ও আলোর উৎস হিসেবে সূর্য, দিয়াশলাই, হিটার, গ্যাসের চুল্লী, বিজলী বাতি ইত্যাদির সাহায্যে আলো ও তাপের বাস্তব ধারণা দিবেন।

ঘ) *শিশুর কাজ :*

শিশুরা তাপ ও আলোর উৎস সূর্য-ল্যাম্প, বৈদ্যুতিক বাতি, আগুন ইত্যাদি সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা লাভ করবে।

ষোড়শ অধ্যায় :

বিষয় : আবহাওয়া ও ঋতু : (৩টি উপবিভাগের জন্য ৩টি ক্লাস)

উপকরণ :

বাতাস, পাখা, কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি ধুলা ইত্যাদি।

ক) *শিশুর সংগৃহীত উপকরণ :*

পাখা সংগ্রহ করবে।

খ) *শিক্ষকের সংগৃহীত উপকরণ :*

ঋতু অনুসারে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি সংগ্রহ করবেন।

গ) *শিক্ষকের কাজ :*

আবহাওয়া, শীত, গ্রীষ্ম, ঋতু ইত্যাদি সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা দান করবেন।

ঘ) *শিশুর কাজ :*

শিশুরা দৈনন্দিন জীবন থেকে আবহাওয়া, ঋতুর বাস্তব ধারণা লাভ করবে।

পরিবেশ পরিচিতি

১ম শ্রেণী

বিষয়বস্তু : পোষাক-পরিচ্ছদ

উদ্দেশ্য :

শিশুর ও পরিবারের অন্যান্যদের পোষাক ও পোষাকের বিভিন্ন অংশের নাম, জানতে ও শিখতে সাহায্য করা।

ধারনা :

১) শিশুকে তার পোষাক ও পোষাকের বিভিন্ন অংশের নাম জানতে সাহায্য করা।

২) বড়দের পোষাক ও পোশাকের বিভিন্ন অংশের নাম জানতে সাহায্য করা।

উপকরণ :

শিশুর বাস্তব পোষাক-ফ্রকস, গেঞ্জি, জাইংগা, জামা; বড়দের বাস্তব পোষাক-গামছা, লুঙ্গি, গেঞ্জি, সার্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবী, ধুতি, শাড়ী, ব্লাউজ-ফ্রক, পেন্ট-কোট, তোয়ালে, জুতা, মোজা এবং এসবের ছবি।

প্রস্তুতি :

শ্রেণীবিন্যাস, পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে নিম্নরূপ ২টি প্রশ্নের সাহায্য নেব :

১) তোমরা কি পরিধান কর ?

২) তোমরা পায়ে কি পরিধান কর ?

উপস্থাপন :

পাঠ ঘোষণা ।

পোষাক পরিচ্ছদ

শিশুদের পোষাক দেখায়ে ভিন্ন ভিন্ন শিশুকে তারা কি পরিধান করেছে প্রশ্ন করব ।

প্রশ্ন :

১) তোমার পরনে কি ?

২। (সার্টের বিভিন্ন অংশ দেখায়ে)
এ অংশটির নাম কি ?

৩) বাস্তব পোষাক দেখায়ে শ্রেণীকক্ষের সবাইকে এক এক করে প্রশ্ন করবো পোষাকের নাম বলতে । তারা উত্তর দেবে, না পারলে আমি সাহায্য করবো ।

মূল্যায়ন :

বিভিন্ন পোশাক দেখায়ে পোশাকের ও পোশাকের বিভিন্ন অংশের নাম বলতে বলবো । শিশুরা উত্তর দেবে এবং নম্বর দানে উৎসাহিত করবো ।

পরিবেশ পরিচিতি পাঠদানের বার্ষিক কর্মসূচী, ২য় শ্রেণী

	পাঠের বিষয়বস্তু	শ্রেণী কক্ষে পাঠের সংখ্যা	পর্যবেক্ষণ	অনুশীলনী	মোট	শিশুদের কাজ	উপকরণ
ক)	*পারিবারিক পরিবেশ :*						
	১। নিজ বাড়ীর অবস্থান ও ঠিকানা।	১	—	—	১	শিশুরা ঠিকানা লিখবে।	ঘর বাড়ীর ছবি/মডেল।
	২। পিতামাতা ও অন্যান্যদের পেশা এবং অর্থ উপার্জনের উৎস।	২	১	১	৪	এক এক দল এক এক পেশার ছবি আঁকবে।	ক্ষেত, হাটবাজার, কারখানা, অফিস ইত্যাদির ছবি।
	৩। নিকটতম প্রতিবেশীর পরিবারের ধারণা।	১	১	—	২	বাড়ী/পথ ঘাটের ছবি/নক্সা।	গ্রামের ছবি।
খ)	*পারিবারিক সম্পর্ক :*						
	১। পৈত্রিক : দাদা-দাদী, চাচা-চাচী, চাচাত ভাই-বোন,	১	—	—	১	দাদা, দাদী, চাচা, চাচীদের ক্রম অনুসারে নাম বলবে ও লিখবে।	পরিবারের ছবি।
	ফুপা-ফুপু, ফুপাত ভাই-বোন।	১	—	—	১		গ্রামের ছবি।
	২। মাতৃক : নানা-নানী, মামাত ভাই-বোন,	১	—	—	১	অনুরূপ ছবি আঁকবে।	ঐ
	খালা-খালু, খালাত ভাই-বোন ইত্যাদি।	১	—	—	১	ঐ	ঐ
	৩। অন্যান্যদের সংগে বন্ধুত্ব।					ঐ	ঐ
গ)	*বাসগৃহ ও আসবাব পত্র :*						
	১। বাসগৃহের অবস্থান, আয়তন ও বিভিন্ন অবস্থা।	৪	১	১	৬	দলভিত্তিক এক একটির ছবি ও পরিমাপ লিখবে।	প্রাকৃতিক পরিবেশের ছবি।
	২। বাসগৃহে আলো বাতাস চলাচল ও তাপের ব্যবহার।	১	—	—	১	জানালা দরজা সহ ঘরের ছবি আঁকবে, আলো বাতাস চলাচল সম্বন্ধে বলবে।	আদর্শ ঘরের মডেল/ছবি।
	৩। পরিবেশ অনুযায়ী বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা।	১	১	১	৩	পুকুর নলকূপের ছবি অংকন।	ফিল্টার/নলকূপ/পুকুরের ছবি।
	৪। ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থা।	১	—	—	১	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন বলবে এবং বাড়ী ও নর্দমার ছবি আঁকবে।	সংশ্লিষ্ট ছবি।

	পাঠের বিষয়বস্তু	শ্রেণী কক্ষে পাঠের সংখ্যা	পর্যবেক্ষণ	অনুশীলনী	মোট	শিশুদের কাজ	উপকরণ
	৫। আসবাব পত্র : পিড়ি, খাড়া, টুল, চেয়ার, টেবিল, আলনা, আলমারী, সিন্দুক, বাক্স, রেডিও।	১	—	—	১	দলভিত্তিকভাবে ছবি আঁকবে এবং আসবাব পত্রের নাম বলবে ও লিখবে। মাটি দিয়ে আসবাব পত্র তৈরী করবে।	আসবাব পত্রের ছবি।
		১	—	—	১	ঐ	ঐ
		১	—	১	২	ঐ	ঐ
	৬। বিছানা : মাদুর, পাটি, চাটাই, কাঁথা, বালিশ, চাদর, মশারী, লেপ, তোষক।	১	১	১	৩	কারখানা পরিদর্শন—কিভাবে তৈরী করে, কি প্রয়োজন বলবে।	ঐ
	৭। রান্না ও খাবার আসবাব পত্র	২	—	—	২	রান্না-বান্না, খেলার অভিনয় করার জন্য মাটি, বালু, ভাংগা মাটির পাতিল, বাসন ব্যবহার করবে।	নারিকেলের মালা, চাড়া, কলার খোল, মাটি, পাতা ইত্যাদি।
ঘ)	*স্থানীয় হাট বাজার :*						
	১। হাটবাজার, দোকানদার : হাট বাজারেরর অবস্থা, ঠিকানা—	১	১	১	৩	এলাকার হাটের নাম লিখবে, কেনা বেচার দ্রব্যের কিছু নমুনা সংগ্রহ করবে এবং নাম বলবে।	হাট বাজারের ছবি।
	বিভিন্ন রকমের দোকান ও দোকানের সংখ্যা	১	১	১	৩	কি কি দোকান, সংখ্যা লিখন ও নক্সা অংকন	ঐ
	২। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা ও পণ্য সামগ্রীর ধারণা	১	১	১	৩	পণ্য সামগ্রীর নাম লিখন ও নমুনা সংগ্রহ করা	বিভিন্ন পণ্যের ছবি।
	৩। বাজারে পণ্য সামগ্রীর পরিবহণের ব্যবস্থা	১	১	১	৩	ঝুড়ি, থলে, বাক্স, নৌকার ছবি/মডেল মাটি দ্বারা তৈরী।	বাস, ট্রাক, নৌকা, ঝুড়ি, গাড়ী ও গরুর গাড়ীরছবি/মডেল।
	৪। বাজারে যাতায়াতের ব্যবস্থা ও খেয়াঘাট	১	১	১	৩	হাট বাজারের রাস্তার নক্সা অংকন	হাট বাজারের ছবি।
	৫। দৈনিক, সাপ্তাহিক হাট ও বাজারের দিন	১	১	১	৩	হাট বাজারে বেচাকেনার জিনিষের নমুনা সংগ্রহ, মাটি দিয়ে তৈরী নমুনা ছবি আঁকা	ঐ
ঙ)	*বিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারণা :*						
	১। নাম, ঠিকানা, প্রতিষ্ঠাতার নাম ও পরিচয়	১	—	—	১	নাম ঠিকানা ও প্রতিষ্ঠাতার নাম লেখতে ও নক্সা তৈরী	স্কুলের নক্সা ও প্রতিষ্ঠাতার ছবি।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

	পাঠের বিষয়বস্তু	শ্রেণী কক্ষে পাঠের সংখ্যা	পর্যবেক্ষণ	অনু-শীলনী	মোট	শিশুদের কাজ	উপকরণ
	২। বিভিন্ন শ্রেণীর নাম, বিভিন্ন শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র	১	—	—	১	শ্রেণীর নাম ও কতজন করে শ্রেণীতে ছাত্র আছে তা লেখা	শ্রেণীর ছবি
	৩। শিক্ষকের সংখ্যা ও পরিচয়	১	—	—	১	শিক্ষকদের তালিকা প্রস্তুত করণ	পদ অনুসারে শিক্ষকদের নামের তালিকা।
	৪। সহপাঠিদের সংগে সহ অবস্থান ও সমবেত ভাবে খেলাধুলা ও কাজের অভ্যাস	১	—	—	১	সহপাঠীদের নাম/ঠিকানা লেখা, মাঠ পরিষ্কার ও গৃহ পরিচ্ছন্ন রাখার অভিযান	কয়েকটি খেলা ও কাজের তালিকা।
চ)	*স্থানীয় পরিবেশ ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ*						
	১। গাছপালা, ফুল-ফল ও শস্যক্ষেত—	১	—	—	১	গাছপালা, ফুল ফলের ছবি আঁকা, নমুনা সংগ্রহ প্রশ্নোত্তর দান ও বর্ণনা	প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি।
	উক্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	—	১	—	১	পাঠের পরের দিন পর্যবেক্ষণ, নমুনা সংগ্রহ, আলোচনা ও সংরক্ষণ করণ	ঐ
	২। স্থানীয় পশুপাখী পর্যবেক্ষণ, তাদের নাম লেখা ও ছবি অংকন	১	১	—	২	মাটি দিয়ে স্থানীয় পশুপাখীর নমুনা তৈরী ও ছবি অংকন।	ঐ
	৩। সূর্য চন্দ্র ও তারকা পর্যবেক্ষণ	২	১	১	৪	২ ক্লাস পরে ২টি পর্যবেক্ষণ ও নাম ঠিকানা লিখন। অমাবস্যার ও পূর্ণিমার ছবি অংকন	জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর ছবি/গ্লোব/ অমাবস্যা ও পূর্ণিমার ছবি।
	৪। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দিক নির্ণয়	১	—	১	২	দিকের নাম লেখান	দিকচক্র, কম্পাস।
	৫। খাল, বিল, নদী নালা, পুকুর দীঘি পর্যবেক্ষণ	--	২	—	২	১ দিন খাল, নদী, বিল/১ দিন পুকুর দীঘি পর্যবেক্ষণ ও লিখন/প্রশ্নোত্তরদান	মানচিত্র/নক্সা।
	৬। বিভিন্ন পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।	—	১	—	১	সংগ্রহ করান	সংগৃহীত বস্তু সংরক্ষণ

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

	পাঠের বিষয়বস্তু	শ্রেণী কক্ষে পাঠের সংখ্যা	পর্যবেক্ষণ	অনু-শীলনী	মোট	শিশুদের কাজ	উপকরণ
ছ)	***বাতাস ও পানি :***						
	বাতাসের অস্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য শ্বাস-প্রশ্বাস ও আগুন জ্বালাতে তার ব্যবহার	১	—	—	১	খাতা, কাগজ, পাখা দিয়ে বাতাস করে দেখা। শ্বাস পর্যবেক্ষণ (গ্লাস/বাঁশের চোংগা পানিতে ডুবিয়ে পরীক্ষা)	————————
	দূষিত ও বিশুদ্ধ বায়ু এবং বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা	১	—	—	১	ঘরে ও বাহিরে নিয়ে বাতাসের গতি দেখানো	——————
জ)	***স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্ন জীব ও জড় পদার্থ :***						
	১। বাসগৃহ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশে বিদ্যমান জীব ও জড় পদার্থের নাম	১	—	—	১	গৃহপালিত পশুর বর্ণনা/ছবি বিভিন্ন পদার্থের আকার এবং ওজন পর্যবেক্ষণ	বিভিন্ন পদার্থ সংরক্ষণ
	২। জড় পদার্থের আকার, আয়তন, ওজন, রং অবস্থা (কঠিন, তরল, বায়বীয়)	১	১	—	২	আকার ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা	ঐ
	৩। এ২ই জাতীয় জীব ও জড় পদার্থের গঠন ও বৈশিষ্ট্য)	১	—	—	১	ঐ	ঐ
	৪। দৈনন্দিন জীবনে স্থানীয় পদার্থ সমূহের ব্যবহারের ধারণা	১	—	—	১	আসবাব পত্র, বই, গাছ, বাতাস, ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবহার দেখান	বিভিন্ন আসবাবপত্রাদি সংরক্ষণ
ঝ)	***পারিবারিক খাদ্য :***						
	১। খাদ্য সংগ্রহ ও উৎপাদন	১	—	—	১	খাদ্য সংগ্রহ ও উৎপাদন ক্ষেত্র দেখান, নমুনা সংগ্রহ	খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ
	২। পরিবারের ও বিদ্যালয়ের বাগানে শাকসব্জী চাষে শিশুদের অংশ গ্রহণ	---	১	—	১	চাষ ও বাগানের কাজ, বিদ্যালয় এবং নিজ নিজ বাড়ীতে-ছোট টবে গাছ লাগান	চাষের যন্ত্রপাতি রাখা
	৩। পরিবারের স্বাস্থ্যকর খাদ্য প্রস্তুত	১	১	—	২	খাদ্য পাক করা এবং ঢাকার পদ্ধতি দেখান	পাকের সরঞ্জাম রাখা

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

	পাঠের বিষয়বস্তু	শ্রেণী কক্ষে পাঠের সংখ্যা	পর্যবেক্ষণ	অনু-শীলনী	মোট	শিশুদের কাজ	উপকরণ
	৪। শারীরিক সুস্থতা ও বয়স অনুযায়ী খাদ্য	২	১	—	৩	শিশু বয়স্ক ও রোগীর খাদ্যের পার্থক্য দেখান। খাদ্যের নাম লেখান/বলান	বিভিন্ন খাদ্যের চার্ট ও ছবি।
	৫। খাদ্য সংরক্ষণ	১	১	—	২	অপচয় রোধের পদ্ধতি লেখান	আলমারী/সো-কেস রক্ষণ
ঞ)	*ষান্মাসিক পরীক্ষা (জুন মাস)*						
	জীবনের নিরাপত্তার ধারণা	৪	—	—	৪	যানবাহনের ছবি, পথ চলার নিয়ম, যানবাহনে আরোহন ও অবতরণ, জেব্রা ক্রসিং পার ইত্যাদি শেখান	যানবাহন, দা, বটি, ছুরি, কাঁচি, দিয়াশলাই ইত্যাদির ছবি/মডেল।
ট)	*স্বাস্থ্য ও পরিবেশ—*	২	১	—	৩	বিভিন্ন রোগের নাম লেখান, প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি লেখান, ঝড় বাদলের ছবি আঁকান	রোগীর চার্ট, ঔষধের তালিকা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ছবি।
ঠ)	*নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস*	২	১	—	৩	অংগ পরিস্কারের পদ্ধতি লিখন, পোষাকের তালিকা তৈরী, পরিচ্ছন্নতার প্রতিযোগিতা।	পোষাকের ছবি, চার্ট।
ড)	*সামাজিকতা, সৌজন্য ও শৃঙ্খলাবোধ :*	৭	১	১	৯	ব্যক্তিগত ও বিদ্যালয়ে অভিবাদন শেখান, জাতীয় সম্পদের প্রতি সম্মান। জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন	আদব কায়দার ছবি ও আসবাবপত্রের ছবি।
ঢ)	*স্থানীয় সংস্কৃতি, পোষাক, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান।*	১	২	১	৪	অনুষ্ঠানের নাম লিখন। অনুষ্ঠানে গমন ও নোট লিখন। মসজিদ, মন্দির দর্শন ও বর্ণনা	পোষাক, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের তালিকা/ছবি।
ণ)	**জাতীয় অনুষ্ঠান :**	৭	১	—	৮	উৎসবাদির করণীয় বিষয় লিখন, জাতীয় পতাকার ব্যবহার ও সম্মান প্রদর্শন	পতাকা ও অন্যান্য আনুষংগিক দ্রব্য সংরক্ষণ।

	পাঠের বিষয়বস্তু	শ্রেণী কক্ষে পাঠের সংখ্যা	পর্যবেক্ষণ	অনু-শীলনী	মোট	শিশুদের কাজ	উপকরণ
ত)	**স্থানীয় ইতিহাস :**						
	১। শিশুর পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	১	—	—	১	পরিবারের সদস্যদের তালিকা করন	পরিবারের ছবি।
	২। পিতা-পিতামহের বাসস্থানে বসবাস শুরু করার ইতিহাস	১	—	—	১	বাসস্থানের বিভিন্ন জায়গা ও ঘরের তালিকা প্রস্তুত। পারিবারিক সময় রেখা তৈরী	———————
	৩। মসজিদ, মন্দির, কেয়াং, গির্জা	—	২	—	২	সংশ্লিষ্ট ছবি অংকন	সংশ্লিষ্ট ছবি, মডেল রাখা
	বিদ্যালয় মাদ্রাসা।	১	—	—	১	বিদ্যালয়ের নক্সা অংকন	———————
	হাট বাজার, খেলার মাঠ	—	১	—	১	বাজারের অবস্থান লিখন, খেলার নাম লিখন। মাঠের মাপ শিখন	হাটবাজারের ছবি, খেলার ছবি।
	৪। স্থানীয় ভূমি গঠণ, খাল-নদী, বন-পাহাড় প্রভৃতির ইতিহাস	—	২	—	২	পর্যবেক্ষণে গিয়ে নোট লেখান, মাটির নমুনা সংগ্রহ	———————
	বিঃ দ্রঃ ১। উক্ত পাঠদানের বার্ষিক কর্মসূচী চলাকালে প্রতিমাসে কমপক্ষে ৫টি পরীক্ষা হবে··· ৫ × ৫ = ২৫ নম্বর	৭৩	৩৩	১৫	১২১		

২। সহপাঠ্যক্রমিক ও বাগানের কার্যাদির জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর—৫

৩। উপকরণ, নমুনা, নক্সা ইত্যাদি মুল্যায়ন করে নম্বর প্রদান করতে হবে। নম্বর—৫

৪। পর্যবেক্ষণের জন্য নম্বর—৫

৫। অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার নম্বর—২০

৬। বার্ষিক পরীক্ষা—৪০

★ প্রয়োজনে শিক্ষক ব্লক টিচিং এর জন্য এ কর্মসূচী ব্যবহার করতে পারবেন।

★ তদুপরী প্রতি পাঠ/অধ্যায় শেষে মূল্যায়ন করতে হবে।

★ জীবন বৃত্তান্ত এবং মূল্যায়নের ফলাফল সহ শিশুর সার্বিক পরিচয় দিয়ে ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড (বিবরনী) সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রস্তুত করণে :

১।	জনাব অনন্ত কুমার মণ্ডল—	উপদেষ্টা	পি, টি আই,	রায়পুরা।
২।	„ মোঃ সারোয়ার জাহান—	„	„	ফেণী।
৩।	„ মুজাফফর আহমেদ—	„	„	চট্টগ্রাম।
৪।	„ সোহরাব আলী—	„	„	রাজশাহী।
৫।	„ কফিল উদ্দিন—	„	„	ফরিদপুর।
৬।	„ মোঃ কায়ছার আলী—	„	„	মানিকগঞ্জ।
৭।	„ সাইদুর রহমান—১২	„	„	টাংগাইল।

পরিচালনায় :

জনাব আ, খা, আবদুল মান্নান, বিশেষজ্ঞ

ও

মিসেস আনার কলি হোসেন, প্রভাষক,

নিরীক্ষণে :

১।	জনাব মোঃ সামসুল ইসলাম,	সহ-সুপার	পি, টি, আই,	কিশোরগঞ্জ।
২।	„ আবদুল মোত্তালিব	„	„	বি, বাড়িয়া।
৩।	„ মোঃ কায়সার আলী	উপদেষ্টা	„	মানিকগঞ্জ।
৪।	„ মু, ফজলুল করিম	„	„	নাটোর।

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) তৃতীয় শ্রেণী বার্ষিক কর্মসূচী

আঃ খাঃ আবদুল মান্নান
বিশেষজ্ঞ

ও

আনার কলি হোসেন
প্রভাষক

পদ্ধতি :

শিক্ষক-শিক্ষিকা বিভিন্ন অধ্যায়ের পাঠদানের বেলায় অবশ্যই কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করবেন—শিশুদের লেখার কাজ, বলার কাজ, মাটি দ্বারা নমুনা তৈরীর কাজ, জীব ও জড় পদার্থের নমুনা সংগ্রহ যেমন—গাছের পাতা ইত্যাদি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মাটি দ্বারা পাহাড়, পর্বত, নদী-নালা তৈরী, ইউনিয়ন, মহল্লা, পাড়া, পরিবার ইত্যাদি বিষয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষা, পর্যবেক্ষণের জন্য বাইরে নিয়ে বাস্তব বস্তু দর্শনের জন্য প্রজেক্ট ইউনিট গ্রহণ, ক্ষুদে মিউজিয়াম সংগঠন, শিশু-স্বাস্থ্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভিযান ইত্যাদি।

মূল্যায়ন :

প্রতি পাঠ মূল্যায়নে পাক্ষিক, মাসিক মূল্যায়ন, অর্ধ-বার্ষিক এবং বার্ষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা নিতে হবে। তার জন্য নম্বর বণ্টন—বার্ষিক—৪০, অর্ধ-বার্ষিক—২০, মাসিক ৫টি = ৫ × ৫ = ২৫। সহপাঠক্রমিক বাগানের কাজ ৫, উপকরণ তৈরী-সংগ্রহ ৫, পর্যবেক্ষণ ৫, মোট = ১৫।

ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড সংরক্ষণের উপর অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। তত্ত্বাবধায়কগণ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন।

১ম অধ্যায়

বিষয়বস্তু পরিবার ও পারিবারিক পরিবেশ :

শিক্ষোপকরণ :

পরিবার বা পারিবারিক পরিবেশের ছবি, মাটির নমুনা, শিক্ষক ও শিশু এগুলোকে সংগ্রহ বা শ্রেণীতে প্রস্তুত করতে পারে।

২য় অধ্যায়

পাঠ সংখ্যা : মোট—৬, (সাধারণ ৪, পুনরালোচনা—১, অনুশীলনী—১)

বিষয়বস্তু : গৃহের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা।

শিক্ষোপকরণ :

নানা রকমের ঘরবাড়ীর ছবি, মাটির ঘর, ফলমূল ও তরিতরকারীর ছবি, মাটির নমুনা, বাগানের ছবি, এগুলো সংগ্রহ করা যেতে পারে বা শ্রেণীতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা মিলে ছবি প্রস্তুত করতে পারেন। স্কুল প্রাঙ্গণে বিভিন্ন রকমের ফলের বা সব্জির বাগান ক্ষেত প্রস্তুত করে বাস্তবে ধারণা দেয়া যেতে পারে।

৩য় অধ্যায়

পাঠ সংখ্যা :—মোট—৯ (সাধারণ—৫, পুনরালোচনা—২, অনুশীলনী—১, পরিদর্শন +ব্যবহারিক—১)

বিষয়বস্তু :—নিকটতম পরিবেশ, প্রতিবেশী ও পাড়া।

শিক্ষোপকরণ :

পাড়া/মহল্লার চার্ট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার চার্ট, ফলমূল ও শাক-সব্জির বাগানের ছবি। শিক্ষক নিজে এ সব চার্ট/ছবি তৈরী করতে পারেন এবং শিশুদের দিয়েও করাতে পারেন। স্কুল প্রাঙ্গণে বিভিন্ন রকমের ফলের বা সব্জির বাগান প্রস্তুত করে বাস্তব ধারণা দেয়া যেতে-

পারে। তা ছাড়া বিদ্যালয় শিশুদের দিয়ে পরিষ্কার করান যেতে পারে। পাড়া মহল্লার অভিনয়।

চতুর্থ অধ্যায়

পাঠ সংখ্যা :—মোট—১০, (সাধারণ—৬, পুনরালোচনা—২, অনুশীলনী—১, পরিদর্শন ও নক্সা তৈরী—১)

বিষয়বস্তু : সামাজিক পরিবেশ :

শিক্ষোপকরণ :

বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ছবি, মাটির নমুনা, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডার ছবি, মডেল, পরিবেশ অনুযায়ী বাস্তব ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন পেশার লোকদের ছবি, (তাদের কাজ-সহ) খেলার মাঠের ছবি, রাস্তার দু'ধারে গাছ লাগানোর ছবি। শিক্ষক এ সব উপকরণ নিজে তৈরী করতে পারেন ও শিশুদের দিয়েও করাতে পারেন এবং বাস্তব পর্যবেক্ষণ করাতে হবে।

৫ম অধ্যায়

পাঠ সংখ্যা : মোট—১৮ (সাধারণ ১২; পুনরালোচনা—৩, অনুশীলনী—১, পরিদর্শন-১ অভিনয়—১ ইউঃ পঃ)

বিষয় বস্তু :

অঞ্চল ও আঞ্চলিক পরিবেশ পাড়া/মহল্লা।

শিক্ষোপকরণ:

গ্রামের একটি দৃশ্যের ছবি, পরিবেশ অনুযায়ী বাস্তব পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন মাছের, তরিতরকারী, ফলমূল ও বিভিন্ন খাদ্যের ছবি। চার্ট, বিভিন্ন প্রকার পোষাকের ছবি, একটি হাটের দৃশ্য

ইউনিয়নের কার্যবিবরণীর চার্ট। শিক্ষক ও শিশুরা উভয়ই এসবের ছবি/চার্ট তৈরী করতে পারেন, ইউনিয়ন কাউন্সিলের, পাড়ার অভিনয় করাবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় :

পাঠ সংখ্যা মোট—১৪ (সাধারণ—৭, পুনরালোচনা—২; অনুশীলনী—১, মাটির নমুনা—১; কাগজের নমুনা—১, চার্ট পরিদর্শন—১, পথের নক্সা তৈরী—১

বিষয় বস্তু :

আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিবহণ/যোগাযোগ।

শিক্ষোপকরণ :

স্থলপথ, জলপথ ও আকাশ পথে চালিত বিভিন্ন যানবাহনের ছবি, মডেল, বাস্তব পর্যবেক্ষণ, যোগাযোগের মাধ্যম যেমন, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোনের ছবি ও বাস্তব পর্যবেক্ষণ শিক্ষক নিজে তৈরী করতে পারেন এবং মাটি, কাগজ ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন যানবাহন শিশুদের দ্বারা তৈরী করাবেন। খাদ্যের, তরিতরকারীর নমুনা সংগ্রহ করাবেন। কাগজ ও মাটির নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি তৈরী করাবেন।

সপ্তম অধ্যায় :

পাঠ সংখ্যা : মোট—২৩ (সাধারণ—১২, পুনরালোচনা—৩, অনুশীলনী—৩ পরিদর্শন—৩, মাটির কাজ ইঃ—২)

বিষয় বস্তু :

পরিবেশ ভেদে মানুষের জীবনধারা ও কার্যাবলী।

শিক্ষোপকরণ :

সমভূমি, পাহাড়ী বনভূমি, নদীতে পাল তোলা নৌকা ইত্যাদির ছবি পরিবেশ অনুযায়ী বাস্তব ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ। শিক্ষক এসব নিজে সংগ্রহ করতে পারেন এবং শিশুদের দিয়ে এসবের ছবি অংকন করাতে পারেন। ধান পাটের নমুনা সংগ্রহ, মাঠে ছোট করে নদী, পাহাড়-পর্বত, উঁচু ভূমি ইত্যাদি তৈরী করাবেন।

অষ্টম অধ্যায় :

পাঠ সংখ্যা—২৬ (সাধারণ—১৬, পুনরালোচনা—৩, অনুশীলনী—৩, পরিদর্শন—২, অভিনয়—"আদিম মানুষ"—১, মাটির নমুনা তৈরী কাজ—১)

বিষয়বস্তু :

বিভিন্ন যুগের মানুষ।

শিক্ষোপকরণ :

আদিম মানুষের ছবি, পশু-শিকারের ছবি, হাতিয়ারের ছবি, মডেল, বিভিন্ন ধরণের ঋতুর ছবি বা মডেল ইত্যাদি। শিক্ষক নিজে এগুলো সংগ্রহ করতে পারেন।

পরিকল্পনা প্রস্তুত করণে :

তৃতীয় দল।

১। জনাব মোঃ মহিউদ্দিন সরদার ক্রমিক নং—১৯
২। " মোঃ রুস্তম আলী ক্রমিক নং—১৭
৩। " মোঃ আবুল খায়ের ক্রমিক নং—১৬
৪। " কাজী শহীদুর রহমান ক্রমিক নং—১৮
৫। " মোঃ গোলাম মোস্তফা ক্রমিক নং—১৫
৬। " আবুল খায়ের ক্রমিক নং—২০
৭। " মোঃ আমির হোসেন ক্রমিক নং—২৯

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বাৎসরিক কর্মসূচী চতুর্থ শ্রেণী

এ. কে. আবদুল মান্নান
বিশেষজ্ঞ
ও
আনোয়ার কবির হোসেন
প্রভাষক

পদ্ধতি ও উপকরণ :

কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন অধ্যায়ের ক্লাস পরিচালনা করবেন—ছবি, বিভিন্ন প্রকার মাটির নমুনা, বাংলাদেশ, উপমহাদেশ, বিভাগ ও প্রয়োজনীয় জেলাসমূহের মানচিত্র মাটির তৈরী নমুনা (যানবাহন, পশু-পাখী, পুরান কীর্তি, রিলিফ ম্যাপ করাবেন)। বাংলাদেশের মানচিত্র বিদ্যালয়ের মাঠে করাবেন। উপজেলার ম্যাপ শিক্ষক—শিক্ষার্থীদেরকে করতে সাহায্য করবেন। নিকটবর্তী বন, নদী, কোন পুরান কীর্তি পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণের পূর্বে পর্যবেক্ষণের বিষয়, স্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন তৈরী করে শিক্ষার্থীদেরকে দলে বিভক্ত করে দলীয় কাজ হিসেবে দেবেন। বিদ্যালয়ে ফিরে শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণের এবং অভিজ্ঞতা মৌখিক এবং লিখিত দেবে এবং শিক্ষক সংগৃহীত নমুনা সরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

মূল্যায়ন :

প্রতি পাঠের সাথে সাথে মূল্যায়ন হবে তা ছাড়া বার্ষিক—৬০, ৫টি মাসিক মূল্যায়নের জন্য ৫×৫=২৫। ব্যবহারিক—১৫, (পর্যবেক্ষণ—৫, সহপাঠ্যক্রমিক, বাস্তবভিত্তিক ও বাগানের কাজ—৫, উপকরণ তৈরী—৫)।

ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক।

সর্বমোট পাঠ সংখ্যা—১২০

সাধারণ পাঠ—	৮৪
পর্যবেক্ষণ—	৮
অনুশীলনী—	২৮

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

প্রস্তুতিতে :

১। জনাব মুঃ আনসার উদ্দিন, ক্রমিক নং—২২
২। " মোঃ আবদুল মতিন, ক্রমিক নং—২৩
৩। " " সাজেদুর রহমান, ক্রমিক নং—২৪
৪। " " মোখলেসুর রহমান, ক্রমিক নং—২৬
৫। " এ.বি,এম, ফজলুল করিম, ক্রমিক নং—২৫
৬। " মোঃ আবদুল খালেক, ক্রমিক নং—২৭
৭। " নাজমা বেগম, ক্রমিক নং—২৮

পরিচালনায় :

এ, কে, আবদুল মান্নান
বিশেষজ্ঞ
আনার কলি হোসেন
প্রভাষক,

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	সাধারণ পাঠের সংখ্যা	পর্যবেক্ষণ পাঠের সংখ্যা	অনুশীলনী পাঠের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর কাজ
১)	১ম অধ্যায় পরিবেশ ও জীবনধারা	৭	১	২	শিশুরা শহর, বন্দর, গ্রাম, হাট, বাজার, গঞ্জ প্রভৃতির ছবি অংকন করবে, বাজারের দ্রব্যাদির নমুনা মাটির মুদ্রা ও তালিকা প্রস্তুত করবে এবং আমদানী, রপ্তানী, উৎপন্ন দ্রব্য ইত্যাদির চার্ট তৈরী করবে। ক্রেতা, বিক্রেতা ইত্যাদির অভিনয় করবে।
২)	ভূমি ব্যবহার ও সংরক্ষণ	৩	১	২	শিশুরা কৃষকের ছবি, শস্য শ্যামল প্রান্তরের দৃশ্য, বন, চারণ ভূমি, নদী-নালা, হাট-বাজার, সড়ক, শহর, বন্দর ইত্যাদির ছবি অংকন করবে এবং ভূমি ব্যবহারের বিভিন্ন দিকের তালিকা প্রস্তুত করবে. বিভিন্ন প্রকার মাটির নমুনা তৈরী ও সংগ্রহ করবে।

৩) যোগাযোগ ব্যবস্থা	৩	১	২	শিশুরা বিভিন্ন যানবাহনের ছবি অংকন করবে, মাটির নমুনা চার্ট তৈরী করবে, কাগজ ও মাটি দিয়ে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও ও টেলিভিশন ইত্যাদির ছবি অংকন করবে, মডেল তৈরী করবে এবং তালিকা প্রস্তুত করবে।
৪) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তার প্রতিক্রিয়া	২	১	১	শিশুরা জনসংখ্যার ভয়াবহ দৃশ্য অংকন করবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কি কি অসুবিধা দেখা দেয় তার তালিকা প্রস্তুত করবে, মানুষ সহ বাড়ীর ছবি আঁকবে।
৫) ২য় অধ্যায় : পরিবেশ পরিবর্তন ও মানুষের জীবন ধারা।	৮	২	৩	শিশুরা ছবি, মডেল, মানচিত্র অংকন করবে, তালিকা প্রস্তুত করবে, গাছের পাতা, ডাল, ফলের গাছ ইত্যাদি জোগার করবে. স্থান পরিদর্শন করবে এবং বিভিন্ন প্রকার মাটির নমুনা সংগ্রহ করবে।
৬) ৩য় অধ্যায় : অঞ্চল ও আঞ্চলিক পরিবেশ	৮	১	১	শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তাদের নিজ নিজ গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা, জেলা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে। তারা নিজ নিজ গ্রাম, মহকুমা ও জেলার মানচিত্র অংকন করবে।

৭) বিভাগ	২	—	—	শিশুরা বাংলাদেশের মানচিত্রের সাহায্যে বিভাগ গুলোর সীমারেখা ঠিক করে নেবে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের মানচিত্র তৈরী করবে ও কাগজে অংকন করে বিভাগ গুলো আলাদা করে দেখাবে।
৮) ভৌগলিক পরিবেশ	১	—	—	শিশুরা বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগ ও জেলার মানচিত্র অংকন করবে। উৎপাদিত দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত করবে।
৯) ঢাকা বিভাগ	৬	—	২	শিশুরা পাঠের অন্তর্গত বিভাগ ও জেলার মানচিত্র অংকন করবে, উৎপাদিত দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত করবে, প্রসিদ্ধ ভৌগলিক স্থানগুলোর তালিকা তৈরী করবে।
১০) চট্টগ্রাম বিভাগ	৬	—	২	ঐ

(১১)	রাজশাহী বিভাগ	৬	—	২	শিশুরা পাঠের অন্তর্গত বিভাগ ও জেলার মানচিত্র অংকন করবে, উৎপাদিত দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত করবে, ভৌগলিক প্রসিদ্ধ স্থানগুলোর তালিকা তৈরী করবে এবং বিদ্যালয়ের মাঠে কাঁদামাটি দিয়ে মানচিত্র করবে।
(১২)	খুলনা বিভাগ	৭	—	২	ঐ
(১৩)	জনহিতকর	৫	১	২	শিশুরা বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ছবি অংকন করবে এবং কাজের তালিকা প্রস্তুত করবে।
(১৪)	আঞ্চলিক জীবন ধারা ও সংস্কৃতি	৭	০	৩	শিশুরা বাংলাদেশের মানচিত্র অংকন করে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে দেখাবে।
(১৫)	বিশেষ অঞ্চলের জীবন ধারা ও সংস্কৃতি	৮	—	৩	শিশুরা উপজাতিদের ছবি অংকন করবে, তাদের সংস্কৃতির তালিকা প্রস্তুর করবে।
(১৬)	অতিত ঐতিহ্য	৫	—	১	শিশুরা বিভিন্ন দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত করবে।
	মোট =	৮৪	৮	২৮	

পঞ্চম শ্রেণীর পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)
বাৎসরিক কর্মসূচী

পদ্ধতি ও উপকরণ :

কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন অধ্যায়ের ক্লাস পরিচালনা করবেন—ছবি, বিভিন্ন প্রকার মাটির নমুনা, বাংলাদেশ, উপমহাদেশ, বিভাগ ও প্রয়োজনীয় জেলাসমূহের মানচিত্র, মাটির তৈরী নমুনা (যানবাহন, পশু-পাখী, পুরা কীর্তি, রিলিফ ক্যাম্প) করাবেন। বাংলাদেশের মানচিত্র বিদ্যালয়ের মাঠে করাবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে উপজেলার ম্যাপ করতে সাহায্য করবেন এবং নিকটবর্তী বন, নদী, কোন পুরা কীর্তি পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণের পূর্বে পর্যবেক্ষণের বিষয়, স্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্নপত্র তৈরী করে শিক্ষার্থীদেরকে বিভক্ত করে দলীয় কাজ হিসেবে দেবেন। বিদ্যালয়ে ফিরে শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা মৌখিক এবং লিখিত দেবেন এবং সংগৃহীত নমুনা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

মূল্যায়ন :

প্রতি পাঠের সাথে সাথে মূল্যায়ন হবে। বার্ষিক মূল্যায়নের জন্য ৪০, অর্দ্ধ-বার্ষিক ২০, ৫টি মাসিক মূল্যায়নের জন্য ৫ × ৫ = ২৫। ব্যবহারিক—১৫, (পর্যবেক্ষণ—৫, সহপাঠ্যক্রমিক, বাস্তবভিত্তিক ও বাগানের কাজ—৫, উপকরণ তৈরী—৫)।

ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক।

অধ্যায়	*পাঠ সংখ্যা*	*অনু: পাঠ*	*পর্যবেক্ষণ*	*মোট ক্লাস*	*শিক্ষার্থীর কাজ*
১ম অধ্যায়	১০টি	২টি	১টি	১৩টি	শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষার্থীরা উপমহাদেশের ম্যাপ অংকন করবে। কাগজ কেটে পতাকা তৈরী করবে। জাতীয় সংগীত রচ-

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

					ম্রিতার ছবি আঁকতে চেষ্টা করবে। মাঠে বাংলাদেশের ম্যাপ তৈরী করবে।
২য় অধ্যায়	৪৯টি	৭টি	২টি =	৫৮টি	পাক ভারতের শাসকদের ছবি আঁকতে সক্ষম হলে ছবি আঁকবে বা অন্য কোন কিছু সংগ্রহ করবে। সোনা মসজিদ বা ষাট গম্বুজের মডেল তৈরী করবে। নবাবের ছবি আঁকতে চেষ্টা করবে। বঙ্গবন্ধু এবং জিয়াউর রহমানের ইতিবৃত্ত শিখবে এবং তাঁদের ছবি আঁকতে চেষ্টা নেবে।
৩য় অধ্যায়	১০টি	২টি	১টি =	১৩টি	শিশুরা বাংলাদেশের জলবায়ু, বিভিন্ন প্রকার মাটি বাস্তবভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রাণী সমূহের ছবি আঁকবে। প্রয়োজনে চিরিয়াখানায় গিয়ে দেখে আসার পর পর্যবেক্ষণের বিষয়ে চার্ট তৈরী করবে।
৪র্থ অধ্যায়	১১টি	২টি	১টি	১৪টি	শিশুরা বাংলাদেশের বন অঞ্চল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নেবে। কোথায় কোথায় কি কি খনিজ ও কুটির শিল্প তৈরী হয় তা জানবে। আমদানী ও রফতানী দ্রব্যের চার্ট তৈরী করবে

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

৫ম অধ্যায়	৫টি	২টি	১টি = ৮টি	শিক্ষার্থীর বিভিন্ন যানবাহণের ছবি ও মডেল তৈরী করতে গণসংযোগের মাধ্যমগুলির ছবি তৈরী করবে এবং শিক্ষকের সহযোগিতায় বাস্তব পর্যবেক্ষণের চেষ্টা নেবে।
৬ষ্ঠ অধ্যায়	৫টি	১টি	১টি = ৭টি —— ১২০	শিক্ষার্থীরা সামাজিক সম্প্রীতি নিয়ে বাস করার শপথ নেবে। খেলাধূলার নিয়ম কানুন ও মাসিক চার্ট তৈরী করবে। কবি, সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান ও তাঁদের ছবি আঁকার অভ্যাস গঠন করবে। শিক্ষার্থীরা আগ্রহের সাথে সংগীত চর্চায় অংশ নেবে।
৭ম অধ্যায়	২টি	১টি	— = ৩টি	শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা আগ্রহের সাথে শুনবে এবং ভবিষ্যৎ কর্ম পন্থা খুঁজে নেবে। বিভিন্ন ষ্টেশনে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত ভীড়ের মধ্যে সাবধানে চলা ফেরার ভাবধারা শিখে নেবে।
অষ্টম অধ্যায়	৩টি	১টি	— = ৪টি	যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে ধারণা এবং শান্তির মনোভাব গড়ে তোলা। জাতিসংঘ ও বাংলাদেশে তার কার্যাবলী সম্বন্ধে ধারণা গ্রহণ।

পরিচালনায় :

১। এ, কে, এম, আব্দুল মান্নান।
বিশেষজ্ঞ

২। আনার কলি হোসেন।
প্রভাষক,
মৌলিক শিক্ষা একাডেমী,
ময়মনসিংহ।

প্রস্তুতকরণে :

১। জনাব হোসেন আরা বেগম- ক্রমিক নং—২৯
২। " ফরিদা খাতুন ক্রমিক নং—৩২
৩। " জিতেন্দ্র নাথ বিশ্বাস- ক্রমিক নং— ৩০
৪। " আব্দুল মালেক চৌধুরী-ক্রমিক নং-৩৬
৫। " মোঃ আব্দুল কাদের সরকার-ক্রমিক নং-৩৫
৬। " মোঃ এজাত হোসেন তালুকদার-ক্রমিক নং-৩০
৭। " বীনা বাণার্জী
৮। " অনুভা রাণী হাওলাদার—
৯। মোতাহার আলী—ক্রমিক নং ৩৩।

—।—

ক্রম-পুঞ্জিত পরিচয় পত্র (বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নমুনা অনুসরণে)।

	বিদ্যালয়ের নাম..						শ্রেণী				
শিক্ষার্থীর নাম	... ...					ছেলে/মেয়ে। ক্রমিক নম্বর	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
জন্ম তারিখ ও জন্ম স্থান	জন্ম তারিখ					জন্ম স্থান					
পিতামাতা বা অভিভাবকের নাম	নাম		পেশা	শিক্ষা	জন্ম তারিখ	ধর্ম	ভাই বোনের মোট সংখ্যা				
পিতা							ভাই			বোন	
মাতা							বড়				
অভিভাবক							ছোট				
স্থায়ী ঠিকানা							যমজ				
বর্তমান ঠিকানা											
শ্রেণী	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	সহপাঠ ক্রমিক	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
উচ্চতা						খেলাধুলা					
ওজন						সামাজিকতা					

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

বুক	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	অভিনয়, বক্তৃতা, সংগীত	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
চোখ						লেখার অভ্যাস					
দাঁত						ক্লাবের কাজ					
সাধারণ স্বাস্থ্য						আচরণ					
টিকা বা ইনজেকশন						সহযোগিতা					
টি, এ, বি, সি						সততা					
কলেরা						নেতৃত্ব দান					
বসন্ত/পলিও						সহিষ্ণুতা					
বি, সি, জি						অধ্যাবসায়					
টাইফয়েড						অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ					
অন্যান্য রোগের ইতিহাস						হাতের কাজ					
	মন্তব্য										

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

শ্রেণী	১ম শ্রেণী				২য় শ্রেণী				৩য় শ্রেণী				৪র্থ শ্রেণী				৫ম শ্রেণী			
ভর্তির তারিখ	১ম	২য়	৩য়		১ম	২য়	৩য়		১ম	২য়	৩য়		১ম	২য়	৩য়		১ম	২য়	৩য়	
পরীক্ষা	সাময়িক	সাময়িক	সাময়িক	বার্ষিক	সাময়িক	সাময়িক	সাময়িক	বার্ষিক	সাময়িক	সাময়িক	সাময়িক	বার্ষিক	সাময়িক	সাময়িক	সাময়িক	বার্ষিক	সাময়িক	সাময়িক	সাময়িক	বার্ষিক
বাংলা																				
গণিত																				
ইংরেজী																				
পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)																				
পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান)																				
ধর্ম শিক্ষা																				
কর্মমুখী শিক্ষা																				
চারু ও কারুকলা																				
সংগীত																				

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

শ্রেণী	১ম শ্রেণী				২য় শ্রেণী				৩য় শ্রেণী				৪র্থ শ্রেণী				৫ম শ্রেণী			
শারীরিক শিক্ষা	১ম	২য়	৩য়		১ম	২য়	৩য়		১ম	২য়	৩য়		১ম	২য়	৩য়		১ম	২য়	৩য়	
বাগান ও কৃষিকাজ	সাময়িক	সাময়িক	সাময়িক	বার্ষিক	সাময়িক	সাময়িক	সাময়িক	বার্ষিক	সাময়িক	সাময়িক	সাময়িক	বার্ষিক	সাময়িক	সাময়িক	সাময়িক	বার্ষিক	সাময়িক	সাময়িক	সাময়িক	বার্ষিক
একাডেমিক কাজের উপর মন্তব্য																				
মোট কার্য্য দিন																				
উপস্থিত দিন সংখ্যা																				
অনুপস্থিত দিন সংখ্যা।																				
দেরীতে আসা দিন সংখ্যা																				
প্রমোশন লাভ																				
মেধানুসারে শ্রেঃ স্থান																				
বিদ্যালয় ত্যাগের তারিখ																				
প্রবনতা, বুদ্ধিমত্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, ইত্যাদি																				

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

শ্রেণী	১ম শ্রেণী				২য় শ্রেণী				৩য় শ্রেণী				৪র্থ শ্রেণী				৫ম শ্রেণী			
জীবন ও পেশাভিত্তিক কাজ	১ম	২য়	৩য়		১ম	২য়	৩য়		১ম	২য়	৩য়		১ম	২য়	৩য়		১ম	২য়	৩য়	
পরিচ্ছন্নতা	সাময়িক	সাময়িক	সাময়িক	বার্ষিক	সাময়িক	সাময়িক	সাময়িক	বার্ষিক	সাময়িক	সাময়িক	সাময়িক	বার্ষিক	সাময়িক	সাময়িক	সাময়িক	বার্ষিক	সাময়িক	সাময়িক	সাময়িক	বার্ষিক
উপকরণ তৈরী ও সংগ্রহ																				
পরিদর্শন ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা																				
শ্রেণী শিক্ষকের স্বাক্ষর																				
প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর																				
অভিভাবকের স্বাক্ষর																				

পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) প্রশিক্ষণ

১৩ই নভেম্বর হইতে ১লা ডিসেম্বর, ১৯৮৩ ইং

মৌলিক শিক্ষা একাডেমী, ময়মনসিংহ।

প্রাক এবং উত্তর মুল্যায়ন পত্র ঃ

১। সঠিক উত্তরে টিক দিন।

১। জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্য সূচীতে বর্ণিত শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে ঃ

(ক) জাতীয় উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সম্পর্কে নির্দেশ আছে/নাই।
(খ) প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পরিবেশ পর্যবেক্ষণের নির্দেশ আছে/নাই।
(গ) জন্ম মৃত্যুর তালিকা সংরক্ষণের সহায়তার কথা আছে/নাই।
(ঘ) তৃতীয় শ্রেণীর জন্য অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষার নির্দেশ আছে/নাই।
(ঙ) চাকমা সমাজে গোষ্ঠির ভিতরে ছেলেমেয়েদের বিয়ে করার নিয়ম আছে/নাই।
(চ) মগরা প্রধানত কৃষিজীবী/কৃষিজীবী নয়।

২। সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দিন ঃ—

(ক) আলীবর্দী খানের মৃত্যু হয়—১৭৫৬/১৮৫৭/১৭৫৪ সালে।
(খ) মনসা মংগল কাব্যের কবি ছিলেন—বিপ্রদাস/কালিদাস/বিজয়গুপ্ত।
(গ) মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়-সুলতানী আমলে/মোগল আমলে/পাঠান আমলে
(ঘ) ১৯৩০ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়/অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়/চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুন্ঠিত হয়।
(ঙ) ইউ এন ও-র বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৫২/২৪৮/১৫৮
(চ) বাংলাদেশ টেলিভিশন রিলে কেন্দ্রের সংখ্যা ৪/৫/৬/৭।

৩। *এক কথায় উত্তর দিন :*

(ক) মান উন্নীত উপজেলার সংখ্যা ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

(খ) বাংলাদেশের লোক বসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ··· ··· ··· ··· ···

(গ) সমভূমি অঞ্চলে লোকের বসবাস শতকরা ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

(ঘ) ঢাকা জেলার মহকুমার সংখ্যা ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

(ঙ) কর্কট ক্রান্তি গিয়েছে ঢাকা শহরের ··· ··· ··· ··· দিক দিয়ে।

৪। *সঠিক উত্তরে টিক দিন :—*

(ক) সুনাগরিক হতে হলে ব্যক্তিকে সামাজিক উৎকর্ষতা অর্জন করতে হবে বলেছেন —ফ্রোয়েবল/মন্তেসরী/ডিউই।

(খ) সহপাঠ্য ক্রমিক কাজ করান হয়—*অবসর বিনোদনের জন্য/শিক্ষার জন্য/বিনোদন ও শিক্ষার জন্য।*

(গ) পরিবেশ পর্যবেক্ষণের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে/নাই।

(ঘ) অন্তর্জাত শৃংখলা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার অংগ/অংগ নয়।

(ঙ) "টি" চার্ট দ্বারা বোঝায় কোন জিনিষের পরিনতি/আকার।

(চ) একটি সমগ্র জিনিসের অর্থগুলো বৃত্তাকারে দেখানো হয়—'পাই' চার্ট ফ্লোচার্ট এর মধ্যে

(ছ) শিশুর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোজন হয় মানুষের সাথে/প্রকৃতির সাথে।

(জ) প্রত্যেক শিশুই স্বতন্ত্র, অতএব লাখো লাখো শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) পাঠে—খুবই সম্ভব/মোটেই সম্ভব নয়।

(ঝ) পাঠ্যপুস্তকে যত অনুকূল ব্যবস্থা থাকুক না কেন বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নত না হলে শিশুর পূর্ণ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়/হয়না।

(ট) গাড়োদের পরিবার প্রধান থাকে পুরুষ/মহিলা।

(ঠ) ইউনেস্কো প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৫/১৯৬৪ সালে।

(ড) ঢাকা বৌদ্ধ মন্দিরে জাপান বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতির চেয়ারম্যানের ছবি আছে/দেহভস্ম আছে।

৫। *নিম্নলিখিত শব্দ সংক্ষেপ গুলির পূর্ণ পরিচয় দিন :*

(ক) *I.D.A* ... ...

(খ) *UNICEF* ... ...

(গ) *UPE* ... ...

(ঘ) *UNESCO* ... ...

(ঙ) *PLO* ... ... — ... ...

(চ) *NIEAER* ... ... — — — — —

৬। *সংক্ষেপে উত্তর দিন :*

জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর প্রণয়ন কমিটির

(ক) চেয়ারম্যান কে ছিলেন ? — — — — — — —

(খ) সদস্য সচিব কে ছিলেন ? — — — — — — —

(গ) প্রাথমিক শিক্ষা উপ-কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন? — — — — —

(ঘ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ে উপ কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন ? — — — — —

নাম : — — — — — —

উপদেষ্টা — — — — — — পি, টি, আই।

———

১৩।১১।৮৩ হইতে ১।১২।৮৩ ইং পর্যন্ত ময়মনসিংহ মৌলিক শিক্ষা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বিষয় প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণকারী উপদেষ্টা-গণের নামের তালিকা ঃ—

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	পি, টি, আই এর নাম	জিলার নাম।
১	শ্রী নিত্যানন্দ টিকাদার গাঙ্গুলী	উপদেষ্টা	পি, টি, আই, যশোহর	যশোহর—
২	মোং হাবিবুর রহমান	”	পি, টি, আই, নেত্রকোণা	ময়মনসিংহ।
৩	চণ্ডীচরণ মজুমদার	উপদেষ্টা	কুমিল্লা পি, টি, আই	কুমিল্লা।
৪	শফিকুল ইসলাম	শরীর চর্চা শিক্ষক	পি, টি, আই হবিগঞ্জ	সিলেট।
৫	জাকের হোছাইন	উপদেষ্টা	” ” ” পটিয়া	চট্টগ্রাম।
৬	আব্দুল মোতালিব	সহঃ সুপার	” ” বি, বাড়ীয়া	কুমিল্লা
৭	মোঃ শামছুল ইসলাম	”	” ” কিশোরগঞ্জ	ময়মননিংহ
৮	মোঃ সোহরাব আলী	উপদেষ্টা	” ” রাজশাহী	রাজশাহী—
৯	পোঃ সারওয়ার জাহান	”	” ” ফেনী	নোয়াখালী।
১০	মুজাফফর আহমদ	”	” ” চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম।

প্রাথমিক স্তরে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তত্ত্বাবধান।

১১	মোঃ কায়ছার আলী	উপদেষ্টা	পি, টি, আই, মানিকগঞ্জ, ঢাকা	ঢাকা।
১২	মোঃ আবুসাইদ মিঞা	”	” ” টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল
১৩	শ্রী অনন্ত কুমার মণ্ডল	”	” ” রায়পুরা	ঢাকা।
১৪	মোঃ কফিল উদ্দিন আহম্মেদ	”	” ” ফরিদপুর	ফরিদপুর।
১৫	মোঃ গোলাম মোস্তফা	”	” ” সাতক্ষীরা	খুলনা।
১৬	মোঃ আবুল খায়ের	”	” ” মাগুরা	যশোহর।
১৭	মোঃ রুস্তম আলী	”	” ” ঝিনাইদহ	যশোহর।
১৮	মোঃ কাজী শহীদুর রহমান	”	” ” খুলনা	খুলনা।
১৯	মোঃ মহিউদ্দিন সরদার	”	” ” নওগাঁ	রাজশাহী।
২০	আবুল খায়ের	ইনষ্ট্রাকটর	” ” মাইজদী	নোয়াখালী।
২১	মোঃ আমির হোসেন	উপদেষ্টা	” ” সুনামগঞ্জ	সিলেট।
২২	মোঃ আমীর উদ্দিন	”	” ” কমলাপুর	কুষ্টিয়া।
২৩	মোঃ আবদুল মতিন	”	” ” আলীগঞ্জ	কুমিল্লা।
২৪	মোঃ সাজেদুর রহমান	”	” ” বগুরা	বগুরা।
২৫	এ, বি, এম, ফজলুল করিম	”	” ” নাটোর	রাজশাহী।
২৬	মোঃ মোখলেসুর রহমান	”	” ” ঠাকুরগাঁও	দিনাজপুর।
২৭	মোঃ আবদুল খায়ের	উপদেষ্টা	পি, টি, আই, সোনাতলা	বগুরা।

২৮	নাজমা বেগম	উপদেষ্টা	পি, টি, আই, গাইবান্ধা	রংপুর।
২৮	হোসনে আরা বেগম	”	” ” সিলেট	সিলেট
৩০	শ্রী জিতেন্দ্র নাথ বিশ্বাস	”	” ” পটুয়াখালী	পটুয়াখালী।
৩১	বীনা ব্যানার্জী	”	” ” মুন্সীগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা।
৩২	ফরিদা খাতুন	”	” ” ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ।
৩৩	মোঃ মোতাহার আলী	”	” ” ভোলা	বরিশাল।
৩৪	মোঃ এজাজ হোসেন তালুকদার	”	” ” রংপুর	রংপুর।
৩৫	মোঃ আব্দুল কাদের সরকার	”	” ” কুড়িগ্রাম	রংপুর।
৩৬	আবদুল মালেক চৌধুরী	”	” ” লক্ষ্মীপুর	নোয়াখালী।
৩৭	অঞ্জু রাণী হাওলাদার	”	” ” ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ।

সার্বিক পরিচালনায় :—খান আলাউদ্দীন
পরিচালক,

কোর্স পরিচালক :—এ, কে, আবদুল মান্নান
বিশেষজ্ঞ,

সহযোগিতায় :—আনার কলি হোসেন
প্রভাষক,

ন্যাশনাল একাডেমী, ফর প্রাইমারী এডুকেশন, ময়মনসিংহ।

38812